মহাবর্গ

॥ নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স ॥

Printed for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

দয়াধন-উমাবতী সিরিজ—১

ত্রিপিটক—১ম খণ্ড

বিনয়-পিটক—

মহাবর্গ

[বঙ্গানুবাদ]

"বুদ্ধের অভিযান"
সঙ্কলিতা এবং নালন্দা-বিদ্যাভবনের
অন্যতম আচার্য্য—

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির

অনূদিত

যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক ট্রাষ্ট বোর্ড হইতে
সেক্রেটারী—
শ্রীঅধরলাল বড়ুয়া
প্রকাশিত

২৪৮০ বুদ্ধাব্দ

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ

প্রকাশক :
শ্রীঅধরলাল বড়ুয়া
৬/এ, নিউ বহুবাজার লেন,
কলিকাতা।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। সেক্রেটারী—
যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ট্রাষ্ট বোর্ড
৬/এ, নিউ বহুবাজার লেন,
কলিকাতা।

২। **প্রিয়দর্শী ভিক্ষু**
নালন্দা-বিদ্যাভবন, ১নং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল্ ষ্ট্রীট্,
বহুবাজার, কলিকাতা।

৩। **আশুতোষ লাইব্রেরী**
আন্দরকিল্লা
চট্টগ্রাম।

৪। **শ্রীরোহিণী রঞ্জন বড়ুয়া বি, এ**
রেঙ্গুন কেমিকেল ওয়ার্কস
১৫৪/৩৬ ষ্ট্রীট,
রেঙ্গুন।

প্রিণ্টার :
শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেক্জান্ড্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২৭ জি, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির
পিতৃব্য মহোদয়ের শ্রীকরকমলে—

দেব, শিশুকাল হইতে সযত্নে ও সস্নেহে
আপনি আমার মানস-উদ্যানে যে প্রসূন
ফুটাইবার জন্য অপরিসীম চেষ্টা
করিয়া আসিয়াছেন, সেই উদ্যানেই
প্রস্ফুটিত এই প্রসূন আপনারই
করে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন
স্বরূপ অর্পণ করিলাম।

ইতি—
সেবক
প্রজ্ঞানন্দ

মুখবন্ধ

মহাবর্গ পালি বিনয়-পিটকের অন্যতম বিশিষ্ট গ্রন্থ। ইহা দশপরিচ্ছেদে বিভক্ত, প্রত্যেক পরিচ্ছেদ খন্ধক, স্কন্ধ বা খণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। এই দশস্কন্ধের প্রত্যেকটির আয়তন তুলনায় বৃহৎ বলিয়া সমগ্র গ্রন্থ মহাবর্গ নামে অভিহিত। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তন দ্বাদশস্কন্ধে চুলবগ্গ বা ক্ষুদ্রবর্গ নামক বিনয়-পিটকের অপর একটি গ্রন্থ বিভক্ত। মহাবর্গের দশস্কন্ধ এবং ক্ষুদ্রবর্গের দ্বাদশস্কন্ধ একত্রে দ্বাবিংশতি স্কন্ধ। মহাবর্গ এবং ক্ষুদ্রবর্গ এই দুই গ্রন্থে বিনয়-নিদান উপস্থাপিত করা হইয়াছে। খন্ধকগুলি এমনভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে যাহাতে ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ লইতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-সঙ্ঘের ধারাবাহিক বিবরণ নির্দ্দেশ করা চলে। ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ হইতেই বৌদ্ধ ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। কাজেই মহাবর্গে বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে ভগবান বুদ্ধের জীবনের কোন ঘটনা উল্লিখিত হয় নাই। যে ভাবে ক্রমে সঙ্ঘের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের বিধানগুলি প্রবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তিত হয় তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিষ্প্রয়োজনে কোন অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করা হয় নাই। এই বিনয়-বিধানগুলি ভিক্ষুসঙ্ঘের পক্ষে এবং প্রকারান্তরে সভ্য সমাজের পক্ষে কত উপযোগী তাহা পাঠক নিজে বিচার করিবেন। গ্রন্থের বিশদ পরিচয় অধ্যাপক শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া সঙ্কলিত 'বৌদ্ধ-গ্রন্থ-কোষের' পিটক গ্রন্থাবলীতে পাঠক পাইবেন। আমার পক্ষে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মহাবর্গ বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ একটি অমূল্য বৌদ্ধগ্রন্থ। ইহাতে প্রাচীন ভারতের নাগরিক ও সামাজিক বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী-দিগের পক্ষে মহাবর্গ একটি অমূল্য রত্ন যাহার সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে ভিক্ষু-জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং ভগবান বুদ্ধের অতুলনীয় কৃতিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিতে হয়।

বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ পূর্ব্বে হয় নাই। ইহাই প্রথম অনুবাদ। বৎসর কাল পূর্ব্বে হিন্দী ভাষায় পণ্ডিতপ্রবর ভিক্ষু রাহুল সাঙ্কৃত্যায়ন ইহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি যে প্রণালী অবলম্বনে বাংলাভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছি তাহা পাঠকের জানা আবশ্যক। ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষায় যে সকল অনুবাদ ইতোপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে আমি উহাদের বিশেষ সাহায্য অবলম্বন করি নাই। পালি মূলগ্রন্থ, আচার্য্য বুদ্ধঘোষ কৃত অর্থকথা এবং সারার্থদীপনী ও বিমতিবিনোদনী প্রভৃতি টীকা পুনঃপুন পর্য্যালোচনা করিয়া এবং প্রতিপদে পালি মূলের সহিত বাংলা ভাষার উপযোগিতা বিচার করিয়া গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছি। অনুবাদে মূলের শব্দ ও অর্থ যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়া সরলভাবে বুদ্ধ-বচন উপস্থিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অযথা পাদটীকা বাড়াইয়া গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করি নাই। যাহাতে বুদ্ধ-বচন আমার ত্রুটিতে কোন অংশে বিকৃত না হয়

তদ্বিষয়ে সতর্ক হইয়া চলিয়াছি। অনুবাদ কার্য্যে অনুবাদকের দায়িত্ব অনেক। এই দায়িত্ব আমার পক্ষে গুরুতর হইত না যদি বাংলা শব্দগুলি পালি শব্দের প্রকৃত অর্থদ্যোতক হইত। তদুপরি মূলে বহু পারিভাষিক শব্দ আছে যাহার প্রতিশব্দ বাংলায় পাওয়া যায় না। যে স্থলে কাছাকাছি কোন প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নাই সে স্থলে মূল পালি শব্দ রাখিয়া পাদটীকা ও বন্ধনীর মধ্যে উহার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই দায়িত্ব সম্পাদনে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠকেরই বিবেচ্য। বোধ সৌকর্য্যার্থ পরিচ্ছেদগুলি যথাসম্ভব বিভক্ত করিয়াছি। আশা করি, পাঠক সহজে বিধানগুলির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন। অনুবাদের শেষভাগে যথারীতি শব্দ-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। নাম-সূচী সাধারণ শব্দ-সূচী হইতে পৃথকভাবে রাখিয়াছি।

গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট গাথা সমূহের পদ্যানুবাদই প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুত এই পদ্যানুবাদ অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি-লিট্ (লণ্ডন) মহাশয় হইতেই গ্রহণ করিয়াছি। অনুবাদ কার্য্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি আমার সহায়তা করিয়াছেন এবং পরস্পর আলোচনা দ্বারা আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। বাংলাভাষায় বৌদ্ধ-গ্রন্থ প্রচারে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ না থাকিলে তিনি কিছুতেই এরূপ ধৈর্য্য ও অক্লান্ত উদ্যমের পরিচয় দিতে পারিতেন না। আমার এই প্রচেষ্টায় পরম শ্রদ্ধাভাজন স্থানীয় নালন্দা-বিদ্যাভবনের উপাধ্যায় শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবির মহোদয় বিশেষ উৎসাহদানে আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ এবং পবিত্র সাহচর্য্য না পাইলে এই গ্রন্থের অনুবাদ এত সত্বর সমাপ্ত করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। **যোগেন্দ্র-রূপসীবালা** ত্রিপিটক ট্রাষ্টের সম্পাদক শ্রীযুত অধরলাল বড়ুয়া মহাশয় অনুক্ষণ তাঁহার সহৃদয়তা, সৌজন্য এবং কর্ম্মতৎপরতার দ্বারা গ্রন্থের পরিশোধন ও মুদ্রণ কার্য্যের পথ সুগম করিয়াছেন। যখন যে বিষয়ের অভাব হইয়াছে তিনি ট্রাষ্টের পক্ষ হইতে তাহা সত্বর পূর্ণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পরিশেষে অবসরপ্রাপ্ত ইন্‌জিনীয়ার শ্রদ্ধাবান উপাসক শ্রীযুত যোগেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রূপসীবালা বড়ুয়া বাংলা অক্ষরে ও ভাষায় পালি ত্রিপিটক প্রচারের জন্য অকাতরে অর্থদান করিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা দানের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন তাহা জগতে বিরল। এই অনুবাদে তাঁহাদের উভয়ের হৃদয় প্রীত হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

নালন্দা-বিদ্যাভবন
কলিকাতা
মাঘীপূর্ণিমা, ২৪৮০ বুদ্ধাব্দ

ইতি—
প্রজ্ঞানন্দ স্থবির

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিপিটক গ্রন্থ অমূল্য রত্নের আকর। তথাগত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ ভাষিত বাণী ইহার ভিত্তি। ভগবান বুদ্ধ আর্য্যভূমি ভারতবর্ষের অন্তর্গত কপিলবাস্তু রাজ্যের পূত চরিত্র রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র কুমার সিদ্ধার্থরূপে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। জগতের প্রাণিগণের দুঃখ বিমোচনের জন্য, জন্ম, জরা, মরণ দুঃখের অন্তসাধণের জন্য এবং জীবগণের মুক্তির জন্য উনত্রিংশবর্ষ বয়সে তিনি কপিলবাস্তু রাজ্যের স্বর্ণ সিংহাসন উপেক্ষা করিয়া, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, পরিজনবর্গ এবং সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সত্যের সন্ধানে, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুদিগের শিক্ষা ও নীতিতে সত্যের সন্ধান না পাওয়ায় তিনি গয়াধামের উরুবেলায় ছয়বৎসর ব্যাপিয়া কঠোর সমাধির পর বোধিবৃক্ষমূলে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সম্যক সম্বোধি বা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি তাঁহার লব্ধ সত্য জগতে প্রথম প্রচার করেন। অশীতিবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে সশিষ্য পর্য্যটন ও প্রচার করিয়া আর্য্যভূমিতে সদ্ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অশীতিবর্ষ বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। সম্যকসম্বোধি লাভের পর হইতে পরিনির্ব্বাণ পর্য্যন্ত ৪৫ বৎসর ব্যাপিয়া ভগবান বুদ্ধ বিভিন্ন স্থানে ও আরামে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা, ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত ও পূর্ব্ববৃত্তান্ত সহ ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাই ত্রিপিটক গ্রন্থ।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ তৎপরবর্ত্তী রাজগৃহে মগধরাজ অজাতশত্রুর সহায়তায়, অর্হৎ স্থবির মহাকাশ্যপের সভ নির্ব্বাচিত ৫০০ অর্হৎ ভিক্ষু সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে সমবেত হইয়া প্রথম স এই গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম সংগ্রহ ও আবৃত্তি করেন। তাহার প্রায় ১০০ বৎ রাজা কালাশোকের সহায়তায় বৈশালীর বালুকারামে যশ স্থবিরের স নির্ব্বাচিত ৭০০ অর্হৎ ভিক্ষু সমবেত হইয়া দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে ধর্ম্ম বিনয় করেন। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের ২৩৬ তম বর্ষে জগতবরেণ্য পূণ্য প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্ব কালে, তাঁহারই উদ্যোগে পাটলী অশোকারামে উপস্থিত ৬০,০০০ ভিক্ষু হইতে নির্ব্বাচিত ১০০০ অর্হৎ ভি মৌদ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবিরের সভাপতিত্বে তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়।

বিভিন্নবাদী তীর্থিকগণের দ্বারা ইতিমধ্যে প্রক্ষিপ্ত অনাচার গুলিকে বর্জ্জন করিয়া ত্রিপিটক শাস্ত্রকে পরিশুদ্ধ করা হয়। ইহার অব্যবহিত পরে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র স্থবির অপর কয়েকজন ভিক্ষুসহ এই ত্রিপিটকের প্রতিলিপি সিংহল দ্বীপে লইয়া যান এবং সিংহলের তৎকালীন রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যের সহায়তায় তথায় ইহা প্রচার করেন। বর্ত্তমানে সিংহলে, ব্রহ্মদেশে ও শ্যামদেশে যে ত্রিপিটক প্রচলিত আছে ইহা তাহারই প্রতিলিপি। দুঃখের বিষয় এই ত্রিপিটক গ্রন্থ ঘটনাবিপর্য্যয়ে ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং জাপান, কোরিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, ইন্দোচীন, শ্যাম, ব্রহ্ম ও সিংহল প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিল্পে ও সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছে। ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান পণ্ডিতমণ্ডলী ত্রিপিটক গ্রন্থ নিহিত রত্নরাজীর বিষয় অবগত হইয়া ইহার মূল ও অনুবাদ নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু ভারতবাসী এই রত্ন আহরণে বঞ্চিত। ভারতীয় কোন ভাষাতে বা অক্ষরে বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ মূল ত্রিপিটক গ্রন্থ নাই। সম্প্রতি সুধিগণের চেষ্টায় ত্রিপিটকান্তর্গত কয়েকটী গ্রন্থ বাঙ্গালা ও হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশাদির ন্যায় সম্পূর্ণ ত্রিপিটক গ্রন্থাবলী ভারতীয় কোন ভাষায় বা অক্ষরে মুদ্রণের ব্যবস্থা এপর্য্যন্ত হয় নাই। ব্রহ্মদেশ বাদ দিলে ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৪৩৮,৭৬৯ জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আছেন। তৎমধ্যে বঙ্গদেশে ৩৩০৫৬৩ জন। এই বাঙ্গালী বৌদ্ধেরাই বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষে এই ধর্ম্মকে সজীব রাখিয়াছেন। সুতরাং ত্রিপিটক গ্রন্থ ভারতীয় ভাষা মূহে বিশেষতঃ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রচার ও রক্ষা করা সম্বন্ধে তাঁহাদের দায়িত্ব ীম। যদিও ত্রিপিটক গ্রন্থ ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে তথাপি এই গ্রন্থ ৫ অনেক নীতি এখনও ভারতীয় আর্য্যজাতির মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। সম্রাট কর সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধনীতি সমূহ তৎকালীয় ভারতবাসীদিগকে নূতন রায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সেই প্রেরণার স্মৃতি এখনও আর্য্যজাতি ও ব্র জড়িত আছে। আর্য্যঋষিরাই তথাগত গৌতম বুদ্ধকে ভগবানের নবম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তদ্ধেতু এই বৌদ্ধ গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ ও সম্বন্ধে আর্য্য হিন্দু জাতির দায়িত্বও কম নহে। ত্রিপিটক গ্রন্থ পালি ভাষায় পরলোকগত স্বনামধন্য সম্বুদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতবাসীকে হিত রত্ন আহরণের সুযোগ দিয়া ভারতের অশেষ কল্যান সাধন কিন্তু বঙ্গাক্ষরে বা ভারতীয় কোন অক্ষরে মূল ত্রিপিটক না থাকায় তাঁহার পূর্ণরূপে সাধিত হইতেছে না।

ত্রিপিটক গ্রন্থাবলীকে কোন সম্প্রদায় বিশেষের এক চেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া মনে করা সমীচীন নহে। কারণ এই শাস্ত্র আর্য্য সত্য, সনাতন নীতি ও সার্ব্বজনীন মৈত্রী প্রচার করিয়াছে। দ্বিসহস্র পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের, ভারতবর্ষের সাহিত্য, দর্শন, রসায়ন, বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি ও সমাজনীতি ইত্যাদির নিখুঁত বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সম্পদের জন্য মানব জাতির মধ্যে সার্ব্বজনীন মৈত্রী স্থাপনের জন্য এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য এই শাস্ত্র নিহিত আর্য্য নীতির বহুল প্রচার যে কিরূপ বাঞ্চনীয় তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে, ভারতীয় আর্য্য বৌদ্ধগণের বংশধর চট্টগ্রাম পাহাড়তলী নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত যোগেন্দ্র লাল বড়ুয়া মহোদয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রূপসীবালা বড়ুয়া মহোদয়া আর্য্যসত্য পূর্ণ সদ্ধর্ম্মের বহুল প্রচার মানসে, ত্রিপিটক গ্রন্থের মূল বঙ্গাক্ষরে ও তাহার বঙ্গানুবাদ মুদ্রণের ও প্রকাশের জন্য দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই কার্য্যের শৃঙ্খলা বিধান ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য "যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক ফাণ্ড" নামে একটী ফাণ্ড গঠন করিয়া উক্ত টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করিয়াছেন এবং উক্ত ফাণ্ডের কার্য্য পরিচালনের জন্য একটী ট্রাষ্ট বোর্ড গঠন করিয়াছেন। ট্রাষ্ট বোর্ডের কার্য্য যাহাতে পুরুষানুক্রমে অব্যাহত ভাবে চলিতে পারে তাহার বিধানও করা হইয়াছে।

এই ফাণ্ড হইতে প্রথমত ত্রিপিটকের মূল বঙ্গাক্ষরে ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইবে। তৎপরে সম্ভব হইলে ত্রিপিটকের অর্থকথা, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থ ও অন্যান্য ভাষায় ত্রিপিটক প্রকাশ করা হইবে। গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যয়ভার ফাণ্ড হইতে দেওয়া হইবে। ব্যয়ের হিসাবে গ্রন্থের মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইবে এবং প্রকাশিত গ্রন্থ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ফাণ্ডে জমা হইবে। এইরূ ফাণ্ড এবং ট্রাষ্ট বোর্ডের কার্য্য অব্যাহত ভাবে চলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ত্রিপিটক গ্রন্থ বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভ পৃথক পৃথক অনেকগুলি গ্রন্থ রহিয়াছে। তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিনয় পিটক

১। পারাজিক, ২। পাচিত্তিয়, ৩। মহাবগ্গো, ৪। চুলবগ্গো, ৫। ‧ পাঠো।

সূত্রপিটক

১। দীঘ নিকায়ো, ২। মজ্ঝিম নিকায়ো, ৩। সংযুত্ত নিকায়ো, ৪। অঙ্গুত্তর ৫। খুদ্দক নিকায়ো ঃ—(১) খুদ্দক পাঠো (২) ধম্মপদং (৩) উদানং (৪) (৫) সুত্ত নিপাতো (৬) বিমান বত্থ (৭) পেতবত্থু (৮) থেরগাথা (৯

(১০) জাতকং (১১) চুলনিদ্দেসো (১২) মহানিদ্দেসো (১৩) অপাদানং (১৪) বুদ্ধবংসো (১৫) চরিয়াপিটকং (১৬) পটিসম্ভিদামগ্গো।

অভিধর্ম্ম পিটক

১। ধম্মসঙ্গনি, ২। বিভঙ্গো, ৩। কথাবত্থু, ৪। ধাতুকথা, ৫। পুগ্গলপঞ্ঞত্তি, ৬। যমকং, ৭। পট্ঠানং।

ত্রিপিটকের আকার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে কিছু আভাস পাওয়া যাইবে। শ্যামদেশ হইতে শ্যামী অক্ষরে মুদ্রিত মূল ত্রিপিটক রয়েল আকারের বহির ৪৫ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ডে গড়ে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা করিয়া আছে। বিনয়পিটক ৮ খণ্ডে ৩২৭২ পৃষ্ঠা, অভিধর্ম্মপিটক ১২ খণ্ডে ৫৪৭২ পৃষ্ঠা ও সুত্রপিটক ২৫ খণ্ডে ১১১৩৬ পৃষ্ঠা মোট ১৯৮৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ত্রিপিটকের মূল প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বঙ্গানুবাদও ৪৫ খণ্ড হইবে। ট্রাষ্ট বোর্ড স্থির করিয়াছেন যে এই ফাণ্ড হইতে প্রকাশিত ত্রিপিটকও রয়েল আকারের হইবে এবং মূল ও বঙ্গানুবাদ পৃথক পৃথক ভাগে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং এরূপ বৃহৎ গ্রন্থের মূল ও বঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রকাশ করা কিরূপ দুরূহ ও গুরুতর ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। এই কার্য্যের সাফল্যের জন্য আমাদের ভরসা সর্ব্বোপরি ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ ও তৎপরে পালি ভাষা ও বঙ্গভাষাবিদ সুধীবৃন্দ।

ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি-লিট (লণ্ডন) মহাশয় এবং শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির প্রমুখ ভিক্ষুগণ এই গ্রন্থের মূল ও বঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাঁহারা একটী সম্পাদকীয় সমিতি গঠন রিয়াছেন। কার্য্য সাফল্য মণ্ডিত হইলে তাঁহাদের নাম বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে ও ভাষা ভাষী জনগণের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ডাঃ বড়ুয়া ও শ্রীমৎ ানন্দ মহাস্থবির মহোদয়গণ এপর্য্যন্ত অতি কঠোর পরিশ্রম, অসম্ভব ধৈর্য্য ও ৃতার সহিত এই দুরূহ ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, দের এই নিঃস্বার্থপরতা মূলক কার্য্যের জন্য ট্রাষ্ট বোর্ড তাঁহাদের প্রতি প্রগাঢ় তা জ্ঞাপন করিতেছেন। ইতি——

ট বউবাজার লেন
লিকাতা।
। ফাল্গুন
০ বুদ্ধাব্দ
খৃষ্টাব্দ

শ্রীঅধর লাল বড়ুয়া
সম্পাদক, ট্রাষ্ট বোর্ড
যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক ফাণ্ড।

বিষয়-সূচী

মহাস্কন্ধ ১—১১৪

বুদ্ধত্বলাভও প্রথম যাত্রা ১

বোধি-কথা ১

অজপাল-কথা ৩

মুচলিন্দ-কথা ৪

রাজাযতন-কথা ৪

ব্রহ্মার যাচ্ঞা-কথা ৫

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন ৮

পঞ্চবর্গীয়ের দীক্ষালাভ ১৪

যশের প্রব্রজ্যা ১৬

যশের পিতার দীক্ষা ১৭

যশের চারিগৃহী সহায়ের প্রব্রজ্যা ১৯

যশের অপর পঞ্চাশগৃহী সহায়ের কথা ২১

মার-কথা ২২

ত্রিশরণদানে উপসম্পদা-কথা ২৩

ভদ্রবর্গীয় সহায়দের কথা ২৪

উরুবেলায় ঋদ্ধিপ্রদর্শন ২৬

উরুবেল কাশ্যপ-কথা ২৬

আদীপ্ত পর্য্যায়-দেশনা ৩৬

বিম্বিসারের দীক্ষা ৩৭

শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের উপসম্পদা লাভ ৪১

সহবিহারী ও উপাধ্যায়ের ব্রত ৪৬

উপাধ্যায়ের ব্রত ৪৬

সহবিহারীর ব্রত ৫৩

সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবার নিয়ম ৫৪

ত্রিশরণদানে প্রব্রজ্যা-বিধি প্রত্যাহার ৫৭

উপসম্পদা-কর্ম্মপদ্ধতি ৫৯

ভিক্ষুর চতুর্ব্বিধ আশ্রয় ৬০

উপসম্পদা দানের অযোগ্য উপাধ্যায় ৬১

আচার্য্যের ব্রত ৬৪

অন্তেবাসীর ব্রত ৬৬

অন্তেবাসীকে 'প্রণমিত' করিবার নিয়ম ৬৭

আশ্রয়দানের অযোগ্য আচার্য্য ৬৭

আশ্রয় রহিত হইবার কারণ ৬৭

উপসম্পদা ও প্রব্রজ্যা-বিধি ৬৮

উপসম্পদা দানের যোগ্য এবং অযোগ্য উপাধ্যায় ৬৮

পূর্ব্বতীর্থিকের কথা ৭৩

(ক) প্রত্যাবৃত্ত ব্যক্তির উপসম্পদা ৭৩

(খ) অনারাধক ৭৪

(গ) আরাধক ৭৫

নগ্নবেশের বিশেষ বিধান ৭৬

প্রব্রজ্যা লাভের অযোগ্য ব্যক্তি

কেশমুণ্ডনের জন্য সঙ্ঘ-সম্মতি

ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্কের উপসম্পদা নিষিদ্ধ

পঞ্চদশ বৎসরের কম বয়স্কের প্রব্রজ্যা নিষিদ্ধ

শ্রামণেরের সংখ্যা

আশ্রয়ের সীমা

আশ্রয় কাহার আবশ্যক

দণ্ডকর্ম্ম-কথা

প্রব্রজ্যার্থ মাতাপিতার অনুমতি ৯০
শ্রামণের সম্বন্ধে বিধান ৯২
দণ্ডনীয় শ্রামণেরের দণ্ড-বিধান ৯৩
উপসম্পদার অযোগ্য ব্যক্তি ৯৫
প্রব্রজ্যার অযোগ্য ব্যক্তি ১০২
উপসম্পদা-বিধি ১০৩
আশ্রয়ের নিয়ম ১০৩
জ্যেষ্ঠের গোত্র-নাম উচ্চারণ ১০৫
অনুশ্রাবণের নিয়ম ১০৫
গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়স্কের উপসম্পদা ১০৬
উপসম্পদার অন্তরায়কর বিষয় ১০৬
অনুশাসন-বিধি ১০৭
চতুর্ব্বিধ অবলম্বন ১১০
চতুর্ব্বিধ অকরণীয় বিষয় ১১১
উৎক্ষিপ্তের বিষয় ১১২
উপোষথ-স্কন্ধ ১১৫—১৭৮
প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি ১১৫
উপোষথের বিধান ১১৫
পাষথ দিবসে ধর্ম্মোপদেশ ১১৬
তিমোক্ষ আবৃত্তির নিয়ম ১১৬
তমোক্ষ আবৃত্তি করিবার দিন ১১৮
:মাক্ষ আবৃত্তির জন্য সমবেত নিয়ম ১১৯
থকেন্দ্রের সীমা ও থের সংখ্যা ১২০
১২০
ার নির্ণয় করা ১২২
সে উপোষথাগারের সংখ্যা এবং স্থান ১২৪
উপোষথে আসিবার সময় চীবরের বিধান ১২৫
সীমা এবং চীবরের বিধান ১২৬
এক সীমাভ্যন্তরে অন্য সীমা নির্ণয় অবিধেয় ১২৭
উপোষথের সংখ্যা ১২৮
প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি এবং পূর্ব্বকৃত্য ১২৯
আবৃত্তি-পদ্ধতি ১২৯
বিপদের সময় সংক্ষিপ্ত আবৃত্তি ১২৯
অযাচিতভাবে উপদেশ দান অবিধেয় ১৩০
অনির্ব্বাচিতের 'বিনয়' জিজ্ঞাসা অবিধেয় ১৩০
অবকাশ করাইয়া দোষারোপ করা ১৩২
নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্যে বাধা দান ১৩৩
মনোযোগ সহকারে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি ১৩৩
প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিতে স্বর সম্বন্ধীয় নিয়ম ১৩৩
কোথায় এবং কখন প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি নিষিদ্ধ ? ১৩৪
কি জাতীয় ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে ? ১৩৪
সময় এবং গণনা শিক্ষা করা ১৩৬
পূর্ব্বেই উপোষথের সময় জ্ঞাপন ১৩৬
উপোষথাগার সম্মার্জ্জনাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ১৩৭
অসাধারণাবস্থায় উপোষথ ১৩৯
দীর্ঘপর্য্যটনের অনুমতি গ্রহণ ১৩৯

প্রাতিমোক্ষে অনভিজ্ঞ ভিক্ষু আবাসে বাস করিতে পারিবে না ১৩৯
উপোষথ কিংবা সঙ্ঘ-কর্ম্মে অনুপস্থিত ভিক্ষুর কর্ত্তব্য ১৪০
উন্মাদের জন্য সঙ্ঘের অনুমোদন ১৪৩
সূত্রোদ্দেশোপোষথ ১৪৪
পরিশুদ্ধি উপোষথ ১৪৫
অধিষ্ঠানোপোষথ ১৪৬
উপোষথ দিবসে অপরাধের প্রতিকার ১৪৭
অপরাধের প্রতিবিধান ১৪৭

কোন ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত নীতিবিরুদ্ধ উপোষথ ১৫০

(১) আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত আবাসস্থের উপোষথ ১৫০
ক. (a) আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুর অনুপস্থিতি না জানিয়া কৃত নির্দ্দোষ উপোষথ ১৫০
(b) আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুর অনুপস্থিতি জানিয়া কৃত সদোষ উপোষথ ১৫৫
(c) আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতিতে সন্দিগ্ধভাবে কৃত সদোষ উপোষথ ১৫৮
(d) আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতিতে সসঙ্কোচে কৃত সদোষ উপোষথ ১৬১
(e) আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতিতে ভেদেচ্ছায় কৃত সদোষ উপোষথ ১৬৫
খ. আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতি না জানিয়া কৃত উপোষথ ১৬৮
গ. আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতি না দেখিয়া কৃত উপোষথ ১৬৯
ঘ. আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতি না শুনিয়া কৃত উপোষথ ১৭০
(২) অভ্যাগতের অনুপস্থিতি না জানিয়া, না দেখিয়া, না শুনিয়া আবাসস্থদিগের কৃত উপোষথ ১৭১
(৩) আবাসস্থের অনুপস্থিতি না জানিয়া, না দেখিয়া, না শুনিয়া অভ্যাগতদিগের কৃত উপোষথ ১৭১
(৪) অভ্যাগতের অনুপস্থিতি না জানিয়া, না দেখিয়া, না শুনিয়া অভ্যাগতের কৃত উপোষথ ১৭১

উপোষথের কাল, স্থান এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম ১৭২

দুই তিথিতে উপোষথ ১৭২
আবাসিক এবং অভ্যাগতের পৃথক্ উপোষথ হইতে পারে না ১৭৩
উপোষথ দিবসে আবাসত্যাগের নিয়ম ১৭৫
প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির জন্য নীতিবিরুদ্ধ সম্মিলন

বর্ষোপনায়ক-স্কন্ধ ১৭৯—২০৫

বর্ষাবাস-বিধান এবং তাহার সময় ১৭৯

বর্ষাবাস-বিধান ১৭৯
বর্ষাবাসের সময় ১৭৯
বর্ষাবাসের মধ্যে বহির্গমন নিষিদ্ধ ১৮০
বর্ষাবাসের দিন আবাসত্যাগ নিষিদ্ধ ১৮১

রাজকীয় অধিমাস স্বীকার ১৮১

বর্ষাভ্যন্তরে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন ১৮১

সংবাদ পাইয়া সপ্তাহের জন্য বহির্গমন ১৮১

বিনা সংবাদে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন ১৮৫

সংবাদ প্রাপ্তিতে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন ১৯০

বর্ষাবাস করিবার স্থান ১৯১

বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানত্যাগ ১৯১

গ্রাম পরিত্যক্ত হইলে গ্রামবাসীদিগের সঙ্গে গমন ১৯২

স্থানের প্রতিকূলতায় গ্রাম ত্যাগ ১৯৩

ব্যক্তি বিশেষের প্রতিকূলতায় স্থান ত্যাগ ১৯৩

সঙ্ঘভেদ প্রতিরোধের নিমিত্ত স্থান ত্যাগ ১৯৪

ভ্রাম্যমাণ গৃহীর সহিত বর্ষাবাস ১৯৬

র্ষাবাসের অযোগ্য স্থান ১৯৭

'বাসের মধ্যে প্রব্রজ্যা ১৯৮

। পরিবর্ত্তনে দোষী এবং নির্দ্দোষী ১৯৯

প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া ব্যতিক্রম নিষিদ্ধ ১৯৯

প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া আবাসে গমনাগমনে অপরাধ ২০০

কখন গমনাগমন উচিৎ এবং অনুচিৎ ২০১

দ্বিতীয় বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া গমনাগমনে দোষী-নির্দ্দোষী ২০৩

প্রবারণা-স্কন্ধ ২০৬—২৩২

প্রবারণার স্থান, কাল এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম ২০৬

মৌনব্রত ধারণ অবিধেয় ২০৬

বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মুখে বসিবার নিয়ম ২০৯

প্রবারণার তিথি ২১০

প্রবারণা-কর্ম্ম ২১০

অনুপস্থিত ভিক্ষুর প্রবারণা ২১১

সঙ্ঘ-প্রবারণায় প্রত্যাশিত ভিক্ষুর সংখ্যা ২১৩

অন্যান্য প্রবারণার বিষয় ২১৩

একজনের প্রবারণা ২১৪

প্রবারণা-সময়ে অপরাধের প্রতিকার ২১৫

কোন ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত নীতিবিরুদ্ধ প্রবারণা ২১৫

ক. (a) আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুর অনুপস্থিতি না জানিয়া কৃত নির্দ্দোষ প্রবারণা ২১৫

অসাধারণাবস্থায় প্রবারণা ২১৬

বিশেষ অবস্থায় সংক্ষিপ্ত প্রবারণা ২১৬

অপরাধীর প্রবারণা নিষিদ্ধ ২১৯

প্রবারণা স্থগিত করা ২১৯

অবকাশ না করিলে স্থগিত করিবে ২১৯

অন্যায়ভাবে স্থগিত করা ২১৯

প্রবারণা স্থগিত করিবার পদ্ধতি ২২০

বাধাদানে প্রবারণা পূর্ণ করা ২২০

দণ্ডদানে প্রবারণা করা ২২১

বস্তু বা ব্যক্তি স্থগিত করা ২২৫

কলহপ্রিয় হইতে রক্ষা পাইবার উপায় ২২৭

প্রবারণা স্থগিত করিবার অধিকারী ২২৯

প্রবারণার তিথি বৃদ্ধি করা ২৩০

ধ্যানাদির অনুকূলতা ২৩০

প্রবারণা বন্ধ করার পর গমনেচ্ছুকের জন্য বিশেষ বিধান ২৩১

চর্ম্ম-স্কন্ধ ২৩৩—২৬০

উপানৎ সম্বন্ধে নিয়ম ২৩৩

শোণকোটিবিশের প্রব্রজ্যা ২৩৩

কঠোর সাধনা অবিধেয় ২৩৬

অর্হত্ব বর্ণনা ২৩৮

একতলা উপানতের বিধান ২৪১

চর্ম্মপাদুকার রঙ্ এবং প্রভেদ ২৪১

বহুতলার পুরাণ চর্ম্মপাদুকা-বিধান ২৪৩

গুরুজনের সম্মুখে চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার অবিধেয় ২৪৩

অবস্থা বিশেষে আরামেও চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার বিধেয় ২৪৪

আরামে চর্ম্মপাদুকা, মশাল, প্রদীপ এবং দণ্ড রাখিবার বিধান ২৪৫

কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম) পরিধান অবিধেয় ২৪৫

নিষিদ্ধ পাদুকা ২৪৬

গাভী ও গোবৎস স্পর্শ এবং হত্যাদি করা অবিধেয় ২৪৯

যান, মঞ্চ এবং চৌকি সম্বন্ধে নিয়ম ২৫০

যান নিষিদ্ধ ২৫০

রুগ্নের জন্য যানের বিধান ২৫০

বিহিত যান ২৫১

মহার্ঘশয্যা নিষিদ্ধ ২৫১

সিংহাদির চর্ম্ম নিষিদ্ধ ২৫২

প্রাণিহিংসায় প্রেরণাদান ও চর্ম্ম ব্যবহার নিষিদ্ধ ২৫২

চর্ম্মাবৃত মঞ্চাদিতে বসা যায় ২৫৩

জুতা পায়ে গ্রামে গমন নিষিদ্ধ ২৫৪

মধ্যদেশের বাহিরে বিশেষ বিধান ২৫৪

শোণকোটিকর্ণের প্রব্রজ্যা ২৫৪

প্রত্যন্ত দেশের জন্য বিশেষ বিধান ২৫৮

ভৈষজ্য-স্কন্ধ ২৬১—৩৩২

ভৈষজ্য এবং তাহার প্রস্তুত প্রণালী ২৬১

পঞ্চবিধ ভৈষজ্যের বিধান ২৬১

চর্ব্বি সংযুক্ত ভৈষজ্য ২৬৩

মূল-সংযুক্ত ভৈষজ্য ২৬৩

কষায়-সংযুক্ত ভৈষজ্য ২৬৪

পত্র-ভৈষজ্য ২৬৪

ফল-ভৈষজ্য ২৬০

জতু-ভৈষজ্য ২৬৪

লবণের ভৈষজ্য ২৬৫

চূর্ণসংমিশ্রিত ভৈষজ্য, উদুখল, মুষল এবং চালনী ২৬৬

সত্বঃ মাংস ও রক্তের ভৈষজ্য ২৬৬

অঞ্জন, অঞ্জনদানি, শলাকা ইত্যাদি ২৬৬

মস্তকের তৈল ২৬৮

নস্য এবং নস্যকরণী ২৬

ধূমনেত্র ২৬.

বাতের তৈল ২৭০

তৈলে মদ্য সংমিশ্রণ করা ২৭০
তৈল-পাত্র ২৭১

স্বেদমোচন এবং শস্ত্র চিকিৎসা ২৭১

স্বেদমোচন ২৭১
শিঙ্গার সাহায্যে রক্ত মোচন ২৭২
পদে মালিশের তৈল এবং ভৈষজ্য ২৭৩
শস্ত্র-চিকিৎসা ২৭৩
মলমের প্রলেপ ২৭৩
সর্প-চিকিৎসা ২৭৪
বিষ-চিকিৎসা ২৭৫
ঘরদিন্নক রোগ-চিকিৎসা ২৭৫
দুষ্টগ্রহ-চিকিৎসা ২৭৫
পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা ২৭৫
বিরেচকাদি পান ২৭৬

আরামে দ্রব্যাদি রাখা ২৭৬

পিলিন্দবৎস কর্ত্তৃক রাজগৃহে গুহা প্রস্তুত করা ২৭৬
আরামে কর্ম্মকারক রাখা ২৭৭
পিলিন্দবৎসের ঋদ্ধিশক্তি ২৭৮
ভেষজ্য সপ্তাহকাল রাখিতে পারা যায় ২৭৯
গুড় খাইবার বিধান ২৮০
মুগের বিধান ২৮০
বণার মূলের বিধান ২৮১
আরামের ভিতরে দ্রব্য রাখা, পাককরা এবং স্বয়ং পাক করিয়া আহার করা নিষেধ ২৮১
দুর্ভিক্ষের সময় বিহারে রাখা, পাক করা, স্বয়ং পাক করা বিহিত ২৮২
নভৃত অরণ্যে স্বয়ং ফলাদি গ্রহণ করা ২৮৩
ভোজনাবসানে আনীত ভক্ষ্যের বিধান ২৮৪
কর্ম্মকারকের অভাবে ফল খাইবার বিধান ২৮৭
গুপ্তস্থানে অস্ত্রোপচার এবং মূত্রস্থলী পীড়ন নিষিদ্ধ ২৮৭

অভক্ষ্য মাংস ২৮৮

সুপ্রিয়া কর্ত্তৃক স্বীয় মাংস দান ২৮৮
মনুষ্য এবং হস্তী আদির মাংস অভক্ষ্য ২৯১
যবাগূ এবং লাড্ডুর বিধান ২৯৪
একজনের নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যের যবাগূ গ্রহণ নিষিদ্ধ ২৯৬
বরিষ্ঠকাত্যায়নের গুড়ের ব্যবস্থা ২৯৮
রুগ্নের জন্য গুড় এবং সুস্থের জন্য গুড়ের জল ৩০০
পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণ ৩০০
সেনাপতি সিংহের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ৩০৮
স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত জীবের মাংস জ্ঞাতসারে ভক্ষণ নিষিদ্ধ ৩১৪

সঙ্ঘারামে দ্রব্যাদি রাখিবার স্থান ৩১৪

দুর্ভিক্ষ সময়ের বিধান সুভিক্ষে নিষিদ্ধ ৩১৪
বিহিত স্থান (কপ্পিয় ভূমি) ৩১৫
বিধিসম্মত ভূমিতে খাদ্য পাক করা নিষিদ্ধ ৩১৬

গোরস এবং ফলরসের বিধান ৩১৭

মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী এবং তাঁহার পরিজনবর্গের দিব্য বিভূতি ৩১৭
মগধরাজ বিম্বিসার কর্ত্তৃক পরীক্ষা ৩১৮

পঞ্চবিধ গোরস-বিধান ৩২০
পাথেয়ের বিধান ৩২৩
স্বর্ণ, রৌপ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ ৩২৪
অষ্টবিধ পানীয় এবং সমস্ত ফল-রসের বিধান ৩২৪
রোজমল্লের সৎকার ৩২৬
শাক এবং পিষ্টক গ্রহণে অনুজ্ঞা ৩২৯
ক্ষুর-ভাণ্ড ধারণ নিষিদ্ধ ৩২৯
সঙ্ঘের ভূমি এবং বীজাদি সম্বন্ধে নিয়ম ৩৩০
বিধিসম্মত এবং বিধিবিরুদ্ধ ৩৩১
কোন্ সময়ে গৃহীত দ্রব্য কোন্ সময় পর্য্যন্ত বিহিত ৩৩১

কঠিন-স্কন্ধ ৩৩৩—৩৫২

কঠিন চীবরের বিধান ৩৩৩

কঠিন চীবরের অনুজ্ঞা দান ৩৩৩
কঠিন চীবর লাভী ভিক্ষুর জন্য বিশেষ বিধান ৩৩৪
কঠিন চীবরের প্রসারণ এবং অপ্রসারণ ৩৩৫

কঠিন চীবর ধ্বংস ৩৩৬

কিরূপে কঠিন চীবরের ধ্বংস সাধিত হয় ? ৩৩৬
সপ্তবিধ আদায় ৩৩৭
সপ্তবিধ সমাদায় ৩৩৮
ষড়্বিধ আদায় ৩৩৮
ষড়্বিধ সমাদায় ৩৩৮
'আদায়' কঠিন বিনাশ ৩৩৯
'সমাদায়' কঠিন বিনাশ ৩৪১
নিরাশায় কঠিনের বিনাশ ৩৪১
আশায় কঠিনের বিনাশ ৩৪৪
করণীয় দ্বারা কঠিন বিনাশ ৩৪৬
স্বত্ব ত্যাগ না করায় কঠিনের বিনাশ ৩৪৯
নিরাপদ বাসে কঠিন চীবরের বিনাশ ৩৫১
কঠিন চীবরের প্রতিবন্ধক ৩৫২

চীবর-স্কন্ধ ৩৫৩—৪০৭

বিধিসম্মত চীবর এবং তাহার প্রভেদ ৩৫৩

জীবক-চরিত ৩৫৩
নূতন বস্ত্রে প্রস্তুত চীবরের বিধান ৩৬৬
প্রাবার ব্যবহারে আদেশ ৩৬৭
কম্বল ব্যবহারের আদেশ ৩৬৭
ষড়্বিধ চীবরের বিধান ৩৬৮
নূতন চীবরের সঙ্গে পাংশুকূল ৩৬৮

সঙ্ঘের কর্ম্মকারক ৩৭০

চীবর প্রতিগ্রাহক নির্ব্বাচন ৩৭০
চীবর-রক্ষক নির্ব্বাচন ৩৭১
ভাণ্ডার গৃহ নির্ণয় ৩৭১
ভাণ্ডারী নির্ব্বাচন ৩৭২
সঞ্চিত চীবর ভাগ করা ৩৭২
চীবর ভাজক নির্ব্বাচন ৩৭২
চীরর ভাগ করিবার নিয়ম ৩৭৩
শ্রামণেরকে অংশ প্রদান ৩৭৩
চীবরের উপর কুশ নিক্ষেপ ৩৭৪

চীবর রঞ্জনাদি করা ৩৭৫

চীবর রঞ্জিত করিবার রঙ্ ৩৭৫
রঙ্ পাক করা ৩৭৫
রঙ্ রাখিবার পাত্র ৩৭৫

চীবর শুখাইবার সামগ্রী ৩৭৬
রঞ্জিত করিবার নিয়ম ৩৭৬

চীবর ছেদন, সংখ্যা এবং জীর্ণ সংস্কার ৩৭৭

ছিঁড়িয়া সেলাই করা চীবরের বিধান ৩৭৭
চীবরের সংখ্যা ৩৭৮
অতিরিক্ত চীবর সম্বন্ধে নিয়ম ৩৭৯
চীবরে তালি দেওয়া ৩৮০
বিশাখার বর ৩৮১
স্নানবস্ত্রের বিধান ৩৮৩
দেহ, চীবর এবং আসন রক্ষা করিয়া উপবেশন ৩৮৬

অন্যান্য বস্ত্র এবং চীবর সম্বন্ধে বিধান ৩৮৭

বিছানার চাদর ৩৮৭
কণ্ডু আচ্ছাদনের বস্ত্র ৩৮৭
মুখ মুছিবার তোয়ালে ৩৮৮
পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাসের যোগ্য ৩৮৮
অন্যান্য বস্ত্রের বিধান ৩৮৮
বেনামাযোগ্য বস্ত্রের প্রমাণ ৩৮৯
চীবর পাতলা, কোমল আদি করিবার নিয়ম ৩৯০
বস্ত্র না কুলাইলে ত্রিচীবর ছিন্ন করিয়া প্রস্তুত না করা ৩৯০
মাতাপিতাকে বস্ত্র দেওয়া যায় ৩৯১
দুই চীবরে গ্রামে গমন অনুচিৎ ৩৯১
কোন একটি চীবররাখিয়া যাইবার কারণ ৩৯১

চীবর ভাগ করা ৩৯২

সঙ্ঘোদ্দেশ্যে প্রদত্ত চীবরে অধিকার ৩৯২
একস্থানে বর্ষাবাস করিয়া অন্যত্র চীবরাংশ গ্রহণ অনুচিৎ ৩৯৪
দুই আবাসে বর্ষাবাস করিলে অর্দ্ধেকাংশ প্রাপ্য ৩৯৬

রোগীর পরিচর্য্যা এবং মৃতের দায়ভাগ ৩৯৬

রোগীর পরিচর্য্যায় নিয়োগ ৩৯৬
কিরূপ রোগীর পরিচর্য্যা কষ্টকর ৩৯৭
কিরূপ রোগীর পরিচর্য্যা সুখকর ৩৯৭
অযোগ্য রোগী পরিচারক ৩৯৮
যোগ্য রোগী পরিচারক ৩৯৮
মৃত ভিক্ষু বা শ্রামণেরের দ্রব্যের মালিক সঙ্ঘ ৩৯৮
মৃতের দ্রব্যে শুশ্রূষক ভিক্ষু এবং শ্রামণেরের অংশ ৪০০

চীবরের বস্ত্র এবং রঙ্ ৪০০

নগ্ন থাকা অবিধেয় ৪০০
কুশচীরাদি ব্যবহার অবিধেয় ৪০১
নীল এবং পীতাদিবর্ণের চীবর ধারণ নিষিদ্ধ ৪০২
অবস্থান্তর প্রাপ্ত ব্যক্তির চীবরাদি সম্বন্ধে সঙ্ঘের কর্ত্তব্য ৪০২
চীবরের মালিক সঙ্ঘ ৪০৩

চীবর দান এবং চীবর বাহক ৪০৪

সঙ্ঘভেদ হইলে চীবর ভাগ করার নিয়ম ৪০৪
অন্যের জন্য প্রেরিত চীবর চীবরবাহকের ব্যবহার করিবার বিধি ৪০৪
অষ্টবিধ চীবর দান এবং তাহার ভাগ ৪০৬

চম্পেয়্য-স্কন্ধ ৪০৮—৪৫৫

কর্ম্ম ও অকর্ম্ম ৪০৮

নিরপরাধীকে উৎক্ষিপ্ত করা অপরাধ ৪০৮
অকর্ম্মের পার্থক্য ৪১২
কর্ম্মের পার্থক্য ৪১৩
অকর্ম্মের পার্থক্য ৪১৪
ষড়্‌বিধ কর্ম্ম ৪১৫
ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম ৪১৫
বর্গ কর্ম্ম ৪১৬
সমগ্র কর্ম্ম ৪১৭
ধর্ম্মপ্রতিরূপ বর্গ কর্ম্ম ৪১৭
ধর্ম্মপ্রতিরূপ সমগ্র কর্ম্ম ৪১৮
ধর্ম্মসম্মত সমগ্র কর্ম্ম ৪১৯

পাঁচপ্রকার সঙ্ঘ এবং তাহার অধিকার ৪১৯

বর্গ (কোরাম্) দ্বারা সঙ্ঘের পার্থক্য ৪১৯
অন্যায়ভাবে বর্গ (কোরাম্) পূর্ণ করা ৪২০
সঙ্ঘসভায় কাহার বাধাদান গ্রাহ্য এবং অগ্রাহ্য ? ৪২২
ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়বিরুদ্ধ বহিষ্করণ ৪২২
প্রবেশাধিকার দানের যোগ্য এবং অযোগ্য ব্যক্তি ৪২৩
ধর্ম্মবিরুদ্ধ উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম ৪২৪
ধর্ম্মসম্মত উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম ৪২৬

৮ কোন্‌টি ধর্ম্মসম্মত এবং কোন্‌টি ধর্ম্মবিরুদ্ধ ৪২৮

ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম ৪২৮
ধর্ম্মসম্মত কর্ম্ম ৪২৯
ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম ৪৩০
ধর্ম্মসম্মত কর্ম্ম ৪৩১
ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মের স্বরূপ ৪৩১

ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম ৪৩৩

তর্জ্জনীয় কর্ম্ম ৪৩৩
নির্যশ কর্ম্ম ৪৩৭
প্রব্রাজনীয় কর্ম্ম ৪৩৮
প্রতিস্মারণীয় কর্ম্ম ৪৩৯
উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম ৪৩৯

ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড প্রত্যাহার ৪৪২

তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার ৪৪২
নির্যশকর্ম্ম প্রত্যাহার ৪৪৬
প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার ৪৪৭
প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার ৪৪৭
উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার ৪৪৭

ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড-সংশোধন ৪৪৮

তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-সংশোধন ৪৪৮
নির্যশকর্ম্ম-সংশোধন ৪৪৯
প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম-সংশোধন ৪৪৯
প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম-সংশোধন ৪৫০
উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম-সংশোধন ৪৫০

ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড প্রত্যাহার-সংশোধন ৪৫১

তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন ৪৫১
নির্যশকর্ম্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন ৪৫২
প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন ৪৫৩
প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন ৪৫৩
উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন ৪৫৬

কৌশাম্বী-স্কন্ধ ৪৫৬—৪৮৪

ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে কলহ ৪৫৬

কলহের উৎপত্তি ৪৫৬

উৎক্ষিপ্তকগণকে উপদেশ ৪৫৭

উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তিগণকে উপদেশ ৪৬০

সীমার অভ্যন্তরে এবং বাহিরে উপোষথ করা ৪৬০

কলহবশত ন্যায়বিরুদ্ধ কায়িক, বাচনিক কার্য্য করা অনুচিৎ ৪৬২

কলহকারিগণের জেদ্ ৪৬২

দীর্ঘায়ুর কথা ৪৬৩

ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিত্যাগ ৪৭০

নির্জ্জনবাসে আনন্দ ৪৭৪

অধর্ম্মবাদী এবং ধর্ম্মবাদী ৪৭৬

অধর্ম্মবাদীর পরিচয় ৪৭৭

ধর্ম্মবাদীর পরিচয় ৪৭৭

সঙ্ঘ-সম্মেলন ৪৭৯

সঙ্ঘ-সম্মেলন-প্রণালী ৪৮১

ন্যায়বিরুদ্ধ সঙ্ঘ-সম্মেলন ২৮৪

নিয়মানুগ সঙ্ঘ-সম্মেলন ৪৮২

দ্বিবিধ সঙ্ঘ-সম্মেলন ৪৮২

উপযুক্ত বিনয়ধরের প্রসংসা ৪৮৩

নাম-সূচী ৪৮৫

শব্দ-সূচী ৪৯০

বিনয়-পিটক

মহাবর্গ

=নমো তস্‌স=

১—মহাস্কন্ধ[১]

বুদ্ধত্বলাভ ও প্রথম যাত্রা

[স্থান—উরুবেলা]

(১) বোধি-কথা

তখন বুদ্ধ ভগবান সবে মাত্র বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া উরুবেলায়[২] অবস্থান করিতেছিলেন, নৈরঞ্জনা নদী-তীরে বোধিবৃক্ষ-মূলে[৩]। অনন্তর ভগবান বোধি-তরুমূলে সপ্তাহকাল একাসনে ধ্যানপদ্মাসনে বিমুক্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। ভগবান রাত্রির প্রথম-যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অনুলোম-প্রতিলোম ভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধ বশে, স্বমনে আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিলেন ঃ—

অবিদ্যা-প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হইতে নামরূপ, নামরূপ-প্রত্যয় হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-প্রত্যয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ-প্রত্যয় হইতে বেদনা, বেদনা-প্রত্যয় হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-প্রত্যয় হইতে উপাদান, উপাদান-প্রত্যয়

---

১. তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত মূল সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়-বস্তুতে ইহা প্রব্রজ্যা-বস্তু নামে অভিহিত। ২. উরুবেলা অর্থে মহাবেলা, বৃহৎ বালুকারাশি অথবা উরু অর্থ বালুকা, বেলা অর্থ মর্য্যাদা (সীমা), বেলাতিক্রম করিয়া স্তূপাকার উরু (বালুকা)। অতীতকালে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দশ-সহস্র কুলপুত্র-তাপস প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতেন। এক দিবস তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন ঃ 'কায়িক এবং বাচনিক অপরাধ সকলের গোচরীভূত হয় ; কিন্তু মানসিক অপরাধ অপরের নিকট দুর্জ্ঞেয়। যিনি কাম-বিতর্ক (কাম বিষয়ে চিন্তা), ব্যাপাদ-বিতর্ক (পরের অহিত কামনা) এবং বিহিংসা-বিতর্ক (পরপীড়নেচ্ছা) চিন্তা করিবেন তিনি নিজেকে নিজে ধিক্কার দিয়া পাত্রে করিয়া বালুকা আহরণ করিয়া এইস্থানে আকীর্ণ করুন। ইহা তাঁহার পক্ষে দণ্ডকর্ম্ম (শাস্তি) হইবে।' সেই হইতে যাঁহাদের মনে তাদৃশ বিতর্ক জাগিত তাঁহারা তথায় পাত্রে করিয়া বালুকা আকীর্ণ করিতেন। এরূপে তথায় ক্রমে ক্রমে প্রভূত বালুকারাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। পরে জন-সাধারণ তাহা চৈত্যস্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। কালক্রমে এইস্থান উরুবেলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।—সম-পাসা। ৩. বোধি অর্থ চতুর্মার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান। ভগবান বুদ্ধ ঐ বৃক্ষমূলে বোধি-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা বোধিবৃক্ষ নামে অভিহিত হয়।—সম-পাসা।

হইতে ভব, ভব-প্রত্যয় হইতে জন্ম, জন্ম-প্রত্যয় হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্য উৎপন্ন হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

নিঃশেষে সেই অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ, স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ, বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, জন্ম-নিরোধে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য ও নৈরাশ্যের নিরোধ হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া ভগবান সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

"সমুদিত যবে ধর্ম্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্য্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
দূরে যায় সর্ব্ব শঙ্কা,—সকল সংশয়,
জানে যাহে হেতু-বশে ধর্ম্ম-সমুদয়।"[১]

ভগবান পুনরায় রাত্রির মধ্যম যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অনুলোম-প্রতিলোম ভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধ বশে, স্বমনে আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিলেন :—

অবিদ্যা-প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হইতে নামরূপ ইত্যাদি।—এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

নিঃশেষে সেই অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, ইত্যাদি।—এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া ভগবান সেই শুভক্ষণে আবেগ পূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

"সমুদিত যবে ধর্ম্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্য্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
দূরে যায় সর্ব্ব শঙ্কা,—সকল সংশয়,
জানে যাহে হেতু-ক্ষয়ে প্রত্যয়ের ক্ষয়।"

ভগবান পুনরায় রাত্রির শেষ যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অনুলোম-প্রতিলোম ভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধ বশে, স্বমনে আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিলেন :—

অবিদ্যা-প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হইতে নামরূপ ইত্যাদি।—এইরূপে সমগ্র দুঃখস্কন্ধের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

---

১. পদ্যানুবাদ সমূহ ডক্টর বড়ুয়া হইতে গৃহীত হইয়াছে।

নিঃশেষে সেই অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ ইত্যাদি।—এইরূপেই সমগ্র দুঃখস্কন্ধের নিরোধ হয়।

এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া ভগবান সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন ঃ—

"সমুদিত যবে ধর্ম্ম জ্ঞানের বিষয়,
বীর্য্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
রহে বীর মারসৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া,
অংশুমালী যথা অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিয়া[১]।"

বোধি-কথা সমাপ্ত ॥১

(২) অজপাল-কথা

ভগবান সপ্তাহ গতে সেই সমাধি হইতে উঠিয়া অজপাল-ন্যগ্রোধ তরু-মূলে[২] উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানেও সপ্তাহকাল একাসনে, ধ্যানপদ্মাসনে, বিমুক্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তখন 'হুহুঙ্ক' জাতীয়[৩] জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া তিনি প্রীত্যালাপচ্ছলে ভগবানের সহিত কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে কহিলেন ঃ—"হে গৌতম! কিসে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ-করণীয় ধর্ম্ম কি-কি?"

ভগবান ইহা বিদিত হইয়া সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন ঃ—

"বাহিত সকল পাপ ব্রাহ্মণ সে জন,
নাহি 'হুহুঙ্কার' মুখে, সংযত জীবন,
নিষ্কষায়, নাহি মল, স্বভাব নির্ম্মল,
বেদান্তগ, ব্রহ্মচর্য্য হয়েছে সফল,
ন্যায় ধর্ম্মে ব্রহ্মবাদ বলে সে ব্রাহ্মণ,
জগতে কোথাও যার নাহিক স্খলন।"

অজপাল ন্যগ্রোধ-কথা সমাপ্ত ॥২

---

১. ভগবান বৈশাখী পূর্ণিমা রজনীর প্রথম যামে পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতি (জাতিস্মর) জ্ঞান লাভ করিলেন, মধ্যমযামে দিব্যনেত্র লাভ করিলেন এবং অন্তিমযামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অনুলোম প্রতিলোমভাবে স্বমনে আনুপূর্ব্বিক পর্য্যালোচনা করিয়া অরুণোদয়ের সময় সম্যক্ সম্বোধি (সর্ব্বজ্ঞতা) লাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অরুণোদয় হইল। ভগবান সেই দিবস সেই আসনেই অতিবাহিত করিয়া প্রতিপদ রাত্রির ত্রিবিধযামে এরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া আবেগপূর্ণ এই উদান গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ২. এই ন্যগ্রোধ তরু-ছায়ায় অজপালকগণ বিশ্রাম করিত বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল অজপাল ন্যগ্রোধ। ৩. তিনি অহঙ্কার এবং ক্রোধ বশত হু-হুং রব করিয়া বিচরণ করিতেন। এই হেতু সাধারণ্যে তিনি 'হুহুঙ্ক' জাতীয় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।—সম-পাসা।

(৩) মুচলিন্দ-কথা

ভগবান সপ্তাহ গতে সেই সমাধি হইতে উঠিয়া 'মুচলিন্দ'[১] তরু-মূলে উপস্থিত হইলেন এবং তথায়ও সপ্তাহকাল একাসনে, ধ্যানপদ্মাসনে, বিমুক্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। সেই সময় মহা অকালমেঘ উত্থিত হইল। সপ্তাহ ব্যাপিয়া বৃষ্টি-বাদল, শীতল হাওয়া ও দুর্দ্দিন[২]। মুচলিন্দ (মুচকুন্দ) নাগরাজ স্বীয় ভবন হইতে বাহির হইলেন। ভগবানের দেহ স্বীয় সপ্ত দেহকুণ্ডলে বেষ্টিত করিয়া, ভগবানের শিরোপরি ফণা বিস্তৃত করিয়া রহিলেন,—উদ্দেশ্য যাহাতে ভগবান শীতোষ্ণক্লিষ্ট অথবা দংশ, মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ দ্বারা স্পৃষ্ট না হন। সপ্তাহ গতে মুচলিন্দ নাগরাজ আকাশ মেঘ-মুক্ত দেখিয়া, ভগবানের দেহ হইতে স্বীয় দেহবেষ্টন অপসারিত করিয়া, নাগবেশ পরিহার পূর্ব্বক মানবরূপ ধারণ করিয়া ভগবানের পুরোভাগে কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে প্রণতি জ্ঞাপনের ভাবে দাঁড়াইলেন। ভগবান তাহা বিদিত হইয়া সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন ঃ—

"বিবেক-বৈরাগ্য সুখে তুষ্ট যার মন,
বহুশ্রুত ধর্ম্মে, লভে জ্ঞান-দরশন।
অহিংসা অক্রোধ সুখ, হিংসায় সংযম,
বিশ্বে বিরাগতা সুখ, কাম-অতিক্রম।
'অস্মি', 'আছি', 'আমি', এই মান-অতিমান,
অস্মিতার জয়ে সুখ পরম মহান্।"

মুচলিন্দ-কথা সমাপ্ত ॥৩

(৪) রাজায়তন-কথা

সপ্তাহ গতে ভগবান সেই সমাধি হইতে উঠিয়া মুচলিন্দ-মূল হইতে রাজায়তন-মূলে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানেও সপ্তাহকাল একাসনে ধ্যানপদ্মাসনে বিমুক্তি-সুখ অনুভব করিতেছিলেন। তখন ত্রপুষ ও ভল্লিক নামে দুই জন বণিক উৎকল হইতে সেই স্থান দিয়া দীর্ঘপথ পর্য্যটন করিতেছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞাতি-সলোহিত দেবতা তাঁহাদিগকে কহিলেন, "মারিষ, ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া রাজায়তন-মূলে অবস্থান করিতেছেন। আপনারা তাঁহাকে 'মন্থ'[৩] ও 'মধুপিণ্ড'[৪] দানে পূজা করুন। তাহা আপনাদের দীর্ঘকাল

---

১. সংস্কৃতে মুচকুন্দ। ২. গ্রীষ্মঋতুর অন্তিমমাসে এই মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল। এই সময়ের বৃষ্টি সপ্তাহ পর্য্যন্ত অবিরল ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল। এই সপ্তাহব্যাপী বৃষ্টি-জল মিশ্রিত শীতল বায়ু চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হওয়ায় দুর্দ্দিন নামে উক্ত হইয়াছে।—সম-পাসা।

৩. শক্তু (ভাজা যব ও ছোলা প্রভৃতির গুঁড়া)। ৪. চর্ব্বি, মধু ও গুড় সংমিশ্রিত শক্তুর লাড়ু।

হিত ও সুখের কারণ হইবে।" অনন্তর তাঁহারা 'মন্থ' ও 'মধুপিণ্ড' হস্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহারা ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! আপনি আমাদের 'মন্থ' ও 'মধুপিণ্ড' গ্রহণ করুন, যেন ইহা আমাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হয়।"

ভগবান ভাবিলেন—"তথাগত স্বহস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না; আমি 'মন্থ' ও 'মধুপিণ্ড' কিসে গ্রহণ করিব?" তখন চারি লোকপাল মহারাজা স্বচিত্তে ভগবানের চিত্ত-পরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া চতুর্দ্দিক হইতে চারিটি শিলাপাত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত করিয়া কহিলেন ঃ—"প্রভো! ইহাতে 'মন্থ' ও 'মধুপিণ্ড' গ্রহণ করুন।"

ভগবান সেই মহার্ঘ শিলাপাত্রের প্রত্যেকটিতে[১] 'মন্থ' ও 'মধুপিণ্ড' গ্রহণ করিয়া ভোজন করিলেন। বণিকদ্বয় ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! আমরা উভয়ে ভগবানের শরণাগত এবং তদুপদিষ্ট ধর্ম্মের শরণাগত হইতেছি, ভগবান আমাদিগকে আজ হইতে আমরণ শরণাগত উপাসক বলিয়া অবধারণ করুন।"

তাঁহারা জগতে সর্ব্বপ্রথম দ্বিবাচিক উপাসক হইয়াছিলেন[২]।

রাজায়তন-কথা সমাপ্ত ॥৪

(৫) ব্রহ্মার যাচ্ঞা-কথা

তদনন্তর সপ্তাহগতে ভগবান সমাধি হইতে উঠিয়া রাজায়তন-মূল হইতে পুনরায় অজপাল-ন্যগ্রোধ তরু-মূলে গমন করিলেন। তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিভৃতে ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার মনে এই বিতর্ক উৎপন্ন হইল ঃ—"আমি গম্ভীর, দুর্দ্দর্শ (দুরধিগম্য), দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম্ম আয়ত্ত

১. ভগবানের অধিষ্ঠান প্রভাবে চারিটি পাত্রই একটিতে পরিণত হইয়াছিল।—সম-পাসা।

২. ভগবান এই ভাবে প্রতিপদ (বৈশাখী পূর্ণিমার দ্বিতীয় দিবস) রাত্রিতে স্বমনে পর্য্যালোচনা করিয়া (১) বোধিবৃক্ষের নীচে সপ্তাহকাল একাসনে উপবিষ্ট রহিলেন। অষ্টম দিবসে সমাধি হইতে উঠিয়া (২) বজ্রাসনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বোত্তর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রাসন এবং বোধিবৃক্ষের দিকে অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানের নাম হইল অনিমেষচৈত্য। পুনরায় (৩) বজ্রাসন এবং স্থিত (অনিমেষচৈত্যের) স্থানের মধ্যস্থলে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত রত্নচঙ্ক্রমে (রত্নময় পাদচারণের স্থানে) পাদচারণ করিয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানের নাম হইল রত্ন-চঙ্ক্রমচৈত্য। উহার পশ্চিমাংশে দেবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত (৪) রত্নঘরে একাসনে বসিয়া স্বমনে অভিধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানের নাম হইল রত্নঘরচৈত্য। ভগবান এই ভাবে বোধিবৃক্ষের পার্শ্বে চারি সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। পঞ্চম সপ্তাহে বোধিবৃক্ষের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত (৫) অজপাল-ন্যগ্রোধ তরুমূলে গমন করিয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর মহাবোধির পূর্ব্বকোণায় অবস্থিত (৬) মুচলিন্দ তরুমূলে যাইয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া (৭) সেই মুচলিন্দ বৃক্ষমূলের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত রাজায়তন বৃক্ষমূলে যাইয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন।—সম-পাসা।

করিয়াছি। জন সাধারণ আলয়ারাম, আলয়রত, আলয়সম্মোদিত[১]। তাহাদের পক্ষে ইদপ্রত্যয়তা প্রতীত্য-সমুৎপাদ, এই তত্ত্বস্থান দর্শন করা দুষ্কর। তাহাদের পক্ষে সর্ব্বসংস্কার-শমথ, সর্ব্বউপাধি-মুক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, রাগবিহীনতা, এই তত্ত্বস্থান দর্শন করা আরও দুষ্কর। যদি আমি ধর্ম্ম উপদেশ করি এবং অপরে তাহা বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে ক্লেশ ও বিরক্তির কারণ হইবে।" তখন তাঁহার মুখ হইতে অশ্রুতপূর্ব্ব এই আশ্চর্য্য গাথাগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল ঃ—

"কষ্টে যাহা অধিগত প্রকাশে কি কাজ,
রাগ-দ্বেষ-পরায়ণ মানব-সমাজ।
রাগদ্বেষ-অভিভূত, অজ্ঞান, অবোধ,
এই ধর্ম্ম তাহাদের নহে সুখ-বোধ।
স্রোত-প্রতিকূলগামী নিপুণ, গভীর,—
দুরদশ, অতি সূক্ষ্ম, ধর্ম্ম সুগভীর।
কেমনে দেখিবে তাহা রাগাসক্ত জন,
তমস্কন্ধে, অন্ধকারে আবৃত নয়ন।"

এই চিন্তা করিয়া ভগবান অনৌৎসুক্যের প্রতি তাঁহার চিত্ত নমিত করিলেন, ধর্ম্ম-দেশনার প্রতি নহে। তখন 'সহম্পতি' ব্রহ্মা স্বচিত্তে ভগবানের চিত্ত-পরিবিতর্ক জানিয়া বলিয়া উঠিলেন—"অহো! বিশ্ব যে নাশ হইয়া যাইবে! অহো! জগৎ যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে!! তথাগত অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধের চিত্ত যে ধর্ম্ম-প্রচারের পরিবর্ত্তে অনৌৎসুক্যের প্রতি নমিত হইল!"

ইহা ভাবিয়া 'সহম্পতি'[২] (সো'হম্পতি, সো'হং স্বামী) ব্রহ্মা যেমন কোন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনই ভাবে ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবানের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন এবং উত্তরীয় একাংসে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ জানুমণ্ডলে ভূমি স্পর্শ করিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে কহিলেন ঃ—

"প্রভু তথাগত! আপনি ধর্ম্ম উপদেশ করুন; সুগত! আপনি ধর্ম্ম উপদেশ করুন। স্বল্পরজঃ-জাতীয় জীব আছে, যাহারা ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে না পারিলে অধঃ-পতিত হইবে। ধর্ম্মের রসগ্রাহী শ্রোতা অবশ্যই মিলিবে।" [ব্রহ্মা সোহম্পতি এইভাবে তিনবার যাচ্ঞা করিলেন, ভগবান তিনবার প্রত্যাখ্যান করিলেন] ব্রহ্মা সোহম্পতি পুনঃ ইহা বলিলেন। ইহা বলিয়া অতঃপর গাথায় প্রকাশ করিলেন ঃ—

---

১. রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চকামভোগে রমিত, নিরত এবং প্রমুদিত।
২. 'সন্নাসরে লোপং' সূত্রানুসারে সো + অহং স্থলে স্বরবর্ণ পরে থাকাতে পূর্ব্ব স্বর লোপ পাইয়া 'সহং হইয়াছে। পতি শব্দের অর্থ স্বামী।

"উদিত মগধে পূর্ব্বে ধরম সমল,
নহে সুচিন্তিত তাহা, শুদ্ধ নিরমল।
উদ্ঘাটিত এবে জান অমৃতের দ্বার,
জন্ম-জরা-মৃত্যু হ'তে করিতে উদ্ধার।
সমুদিত ধর্ম্ম হেথা শুদ্ধ সুবিমল,
সুচিন্তিত, শুন তাহা, শুভ্র নিরমল।
শৈলে স্থিত যথা কেহ দেখে জনতারে—
পর্ব্বত-শিখর হ'তে নিম্নে চারি ধারে—
সেইরূপ, হে সুমেধ! করি আরোহণ
ধর্ম্মময় প্রাসাদেতে কর বিলোকন
সর্ব্বদর্শি! বীতশোক! শোকাকুল জনে
হের তুমি, চারিধারে রয়েছে কেমনে।
জন্ম-জরা-অভিভূত করিছে ক্রন্দন,
অজাতে অজরে তুমি পেয়েছ দর্শন।
উঠ বীর! জয়ী তুমি, বিজিত সংগ্রাম,
ঋণহীন সার্থবাহ তুমি গুণধাম।
বিচরণ কর লোকে তুমি ভগবান,
উপদেশ কর ধর্ম্ম তব সুমহান্,
অবশ্য মিলিবে শ্রোতা বহু জ্ঞানবান,
বুঝিতে পারিবে ধর্ম্ম, হ'বে আগুয়ান।"

অনন্তর ভগবান ব্রহ্মার মনোভাব বিদিত হইয়া সর্ব্ব সত্ত্বের প্রতি কারুণ্য বশত বুদ্ধনেত্রে বিশ্ব বিলোকন করিতে গিয়া দেখিতে পারিলেন জীবের মধ্যে কেহ কেহ স্বল্পরজঃ, কেহ কেহ মহারজঃ, কেহ বা তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেহ বা মৃদু-ইন্দ্রিয়, কেহ বা সুআকার বিশিষ্ট, কেহ বা কদাকার, কেহ বা সুবোধ, কেহ বা অবোধ, কেহ কেহ পরলোক ও পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে, কেহ বা পরলোক ও পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে না। যেমন উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীকের মধ্যে কোন কোন উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে উৎপন্ন হইয়া, জলে সংবর্দ্ধিত হইয়া, জলাভ্যন্তরেই পোষিত হয়; কোন কোনটী জলে উৎপন্ন ও সংবর্দ্ধিত হইয়া জল-সীমায় স্থিত থাকে; আবার কোন কোনটী জলে উৎপন্ন ও সংবর্দ্ধিত হইয়া, জল হইতে অভ্যুত্থিত হইয়া, জলের সহিত লিপ্ত না হইয়াই অবস্থিত থাকে, তেমনই ভাবে ভগবান বুদ্ধ বিশ্ব বিলোকন করিয়া দেখিতে পাইলেন—জীবগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বল্পরজঃ, কেহ কেহ মহারজঃ,

কেহ বা তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেহ বা মৃদু-ইন্দ্রিয়, কেহ বা সুআকারবিশিষ্ট, কেহ বা কদাকার, কেহ বা সুবোধ, কেহ বা অবোধ, কেহ কেহ পরলোক ও পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে, কেহ বা পরলোক ও পাপভয়দর্শী নহে। তাহা দেখিয়া ভগবান 'সহম্পতি' ব্রহ্মাকে গাথাযোগে কহিলেন ঃ—

"উদ্‌ঘাটিত জান তবে অমৃতের দ্বার,
জন্ম-জরা-মৃত্যু হ'তে করিতে উদ্ধার।
শ্রোতা যারা, শুনিবারে ব্যাকুল যাহারা,
শ্রদ্ধা প্রকাশিয়া ধর্ম্ম শুনুক তাহারা।
কষ্ট জানি করি নাই, ব্রহ্মা! অস্বীকার
প্রচারিতে ধর্ম্ম যাহা অভ্যস্ত আমার,—
বিশ্বের মনুজ-মাঝে করিতে প্রচার,
ধর্ম্ম সুপ্রণীত যাহা অমৃতের দ্বার।"

ব্রহ্মার যাচ্ঞা-কথা সমাপ্ত ॥ ৫

'ভগবান ধর্ম্ম প্রচার করিবেন বলিয়া আমাকে সম্মতি দিতেছেন' জানিয়া ব্রহ্মা সহম্পতি ভগবানকে অভিবাদন পূর্ব্বক পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

(৬) ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন

ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"আমি সর্ব্বপ্রথম কাহার নিকট এই ধর্ম্ম উপদেশ করিব, কে-ই বা তাহা বুঝিতে পারিবে?" পরক্ষণে তাঁহার মনে হইল, "কেন আরাড় কালাম ত দক্ষ, মেধাবী, সুপণ্ডিত, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সাধনায় রত এবং তাঁহার স্বভাব নির্ম্মল। অতএব আমি সর্ব্বপ্রথম তাঁহারই নিকট ধর্ম্ম উপদেশ করিব, তিনি নিশ্চয় তাহা সত্বর বুঝিতে পারিবেন।"

তখন নেপথ্যে জনৈক দেবতা ভগবানকে জানাইলেন—"প্রভো! সপ্তাহকাল হইল আরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।" ভগবানেরও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল,— "সপ্তাহ পূর্ব্বে আরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।" ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল, "আরাড় কালাম মহাজ্ঞানী ছিলেন বটে; যদি তিনি এই ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহা সত্বর বুঝিতে পারিতেন।" অতঃপর তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল, "আমি কাহার নিকট সর্ব্বপ্রথম এই ধর্ম্ম উপদেশ করিব, কে এই ধর্ম্ম সত্বর বুঝিতে পারিবে?" তখন তাঁহার মনে হইল, "রুদ্রক রামপুত্র ত দক্ষ,

মেধাবী, সুপণ্ডিত, দীর্ঘকাল সাধনায় রত এবং স্বভাবে নির্ম্মল। অতএব আমি তাঁহারই নিকট সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম উপদেশ করিব, তিনি এই ধর্ম্ম সত্বর বুঝিতে পারিবেন।” তখন নেপথ্যে জনৈক দেবতা তাঁহাকে জানাইলেন, “প্রভো! গতরাত্রে রুদ্রক রামপুত্র কালগত হইয়াছেন।” ভগবানেরও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল, “সত্যই রুদ্রক রামপুত্র গতরাত্রে কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন।” তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল, “রুদ্রক রামপুত্র মহাজ্ঞানী ছিলেন। যদি তিনি এই ধর্ম্ম শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি ইহা সত্বর বুঝিতে পারিতেন।”

পুনরায় তাঁহার মনে হইল,—“আমি কাহার নিকট সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম উপদেশ করিব, কে-ই বা এই ধর্ম্ম সত্বর বুঝিতে পারিবে?” তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল,—“পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আমার বহু-উপকারী। যখন আমি সাধনা-তৎপর ছিলাম তখন তাহারা নিকটে উপস্থিত থাকিয়া আমার পরিচর্য্যা করিয়াছিল; আমি সর্ব্বপ্রথম তাহাদের নিকট ধর্ম্ম উপদেশ করিব।” অতঃপর তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল,—“এখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ কোথায় অবস্থান করিতেছে?” ভগবান দিব্য-নেত্রে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ বারাণসীর সন্নিধানে ঋষিপত্তন-মৃগদাবে অবস্থান করিতেছে।

ভগবান উরুবেলায় যথারুচি অবস্থান করিয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উপক নামক আজীবক দেখিতে পাইল যে ভগবান দীর্ঘপথযাত্রী হইয়া গয়া ও বোধিদ্রুমের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপনীত হইয়াছেন। ভগবানকে দেখিয়া উপক কহিল—“এই যে দেখিতেছি তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সুবিমল হইয়াছে, তোমার দেহকান্তি যে পরিশুদ্ধ এবং সুপরিস্কৃত হইয়াছে! বন্ধো! তুমি কাহার উদ্দেশে প্রব্রজিত হইয়াছ? কে বা তোমার শাস্তা? কোন্ ধর্ম্মেই বা তোমার রুচি?” তদুত্তরে ভগবান উপক আজীবককে গাথাযোগে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—

“সকলের বিভু আমি, সর্ব্ববিদ্ হয়েছি এখন,
কোন ধর্ম্মে নহি লিপ্ত, ছিন্ন মম সকল বন্ধন।
সর্ব্বঞ্জহ সর্ব্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্ষয়ে বিমুক্ত-মানস,
নিজ অভিজ্ঞায় যদি সিদ্ধ আমি পূরিত-মানস।
বল তবে আজীবক! কারে আমি করিব উদ্দেশ,
স্বয়ম্ভু হইয়া নিজে গুরুরূপে করিব নির্দ্দেশ?
আচার্য্য নাহিক মোর, নাহি গুরু, নাহি উপাধ্যায়,
সদৃশ যে কেহ নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী মম এ ধরায়।

আব্রহ্মভুবন-মাঝে কোথা আছে হেন কোন জন,
প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী, যুঝিবারে লোকাতীত রণ !
অর্হৎ আমি যে বিশ্বে, আমি হই শাস্তা অনুত্তর,
সম্যক্ সম্বুদ্ধ আমি, শীতিভূত, নির্বৃত অন্তর।
ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিতে চলিয়াছি কাশীর নগর,
অন্ধবিশ্বে বাজাইয়া অমৃতদুন্দুভি নিরন্তর।”

“বন্ধো ! তুমি যেভাবে তোমার পরিচয় দিতেছ তাহাতে তুমি কি অনন্তজিন হইবার যোগ্য ?”

ভগবান বলিলেন ঃ—

“জিন যাঁরা জয়ী তাঁরা, জিত-অরি যাঁরা রিপুঞ্জয়,
মাদৃশ যে জিন তাঁরা, সিদ্ধ,—করি আসবের ক্ষয়।
আছে যত পাপ ধর্ম্ম, সব আমি করিয়াছি জয়,
তাইত, উপক ! তোমা দিই আমি জিন-পরিচয়।”

ভগবান একথা বলিলে ‘বন্ধো ! তাহা হইবে’ বলিয়া উপক আজীবক মাথা নাড়িয়া উন্মার্গ অবলম্বনে প্রস্থান করিল !

[স্থান—বারাণসী]

ভগবান ক্রমাগত পর্য্যটন করিতে করিতে বারাণসী-সন্নিধানে ঋষিপত্তন-মৃগদাবে উপনীত হইলেন যেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ অবস্থান করিতেছিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে ভগবান আসিতেছেন। তিনি আসিতেছেন দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করিয়া রাখিলেন—“এই যে দ্রব্যবহুল, সাধনাভ্রষ্ট, বাহুল্যে প্রবৃত্ত শ্রমণ গৌতম অসিতেছেন ! তাঁহাকে অভিবাদন করা হইবে না, তাঁহার সম্মানার্থ গাত্রোত্থান করা হইবে না এবং তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র-চীবর গ্রহণ করা হইবে না, কেবলমাত্র আসন প্রস্তুত করিয়া রাখা হইবে। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তাহাতে উপবেশন করিতে পারিবেন।”

কিন্তু যেইমাত্র ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকটবর্ত্তী হইলেন তখন তাঁহারা কেহ স্ব-স্ব প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইয়া একজন তাঁহার পাত্র-চীবর গ্রহণ করিলেন, একজন আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন, একজন পাঁদোদক, পাদপীঠ ও পিঁড়ি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভগবান পাদ প্রক্ষালন করিলেন। তখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানকে স্বনামে বন্ধু

সম্বোধন করিয়া তাঁহার সহিত দোসরভাবে আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে কহিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! স্বনামে বন্ধু সম্বোধন করিয়া তথাগতের সহিত আচরণ করিও না। তিনি যে অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ! হে ভিক্ষুগণ! অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্ম্ম উপদেশ করিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেইজন্য কুলপুত্রগণ সম্যক্‌ভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্ম্মে (প্রত্যক্ষজীবনে) অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে।"

তদুত্তরে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেনঃ—"সে কি গৌতম! তুমি সেই কঠোর বিহার, কঠোর পন্থা, সেই দুষ্করচর্য্যা দ্বারা অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম লাভ করিতে পারিলে না, আর্য্যজ্ঞান দর্শন লাভত দূরের কথা; আর এখন দ্রব্যবহুল, সাধনাভ্রষ্ট এবং বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি কি বলিতে চাও যে তুমি আর্য্য জ্ঞানদর্শন সহ অতীন্দ্রিয় ধর্ম্ম আয়ত্ত করিতে পারিবে?" তদুত্তরে ভগবান কহিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ, তথাগত দ্রব্যবহুল, সাধনাভ্রষ্ট এবং বাহুল্যে প্রবৃত্ত নহেন, তিনি যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ। তোমরা অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেইজন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয় সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্ম্মে স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে।"

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একই উক্তি করিলে ভগবান তাঁহাদিগকে কহিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি জান যে আমি পূর্ব্বে নিজ সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়াছি?"

"না, প্রভু, আপনি বলেন নাই।"

"হে ভিক্ষুগণ! তথাগত অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, তোমরা অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেইজন্য কুলপুত্রগণ সম্যক্ ভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয় সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্য-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্ম্মে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে।"

ইহাতে ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে বিষয়টি জানাইতে সমর্থ হইলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানের উপদেশ শ্রবণেচ্ছু হইলেন, অবহিত হইলেন এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য চিত্ত উপস্থাপিত করিলেন।

ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ! প্রব্রজিত এই দুই অন্ত অনুশীলন করিবে না : প্রথম, কামে কামসুখোদ্রেকের প্রতি আনুরক্তি যাহা হীন, গ্রাম্য, ইতরসাধারণের সেব্য, অনার্য্যজনোচিত ও অনর্থযুক্ত; দ্বিতীয়, আত্মনিগ্রহে আনুরক্তি যাহা দুঃখদায়ক, অনুৎকৃষ্ট ও অনর্থযুক্ত। হে ভিক্ষুগণ! এই দুই অন্তের অনুগামী না হইয়া তথাগত মধ্যম প্রতিপদ (মধ্যপন্থা) অভিসম্বোধি-জ্ঞানে লাভ করিয়াছেন যাহা চক্ষুকরণী ও জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্ব্বাণের অভিমুখে সংবর্ত্তিত হয়। সেই মধ্যম প্রতিপদ কি, যাহা তথাগত অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন, যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্ব্বাণ অভিমুখে সংবর্ত্তিত হয়[১] ? আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সেই মধ্যম প্রতিপদ। অষ্টাঙ্গ যথা :—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। হে ভিক্ষুগণ! ইহাই সেই মধ্যম প্রতিপদ যাহা তথাগত অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন, যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্ব্বাণ অভিমুখে সংবর্ত্তিত হয়।

হে ভিক্ষুগণ! জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মরণ দুঃখ, অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ। সঙ্ক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ। ইহাই 'দুঃখ' আর্য্য সত্য।

হে ভিক্ষুগণ! পুনর্ভব-সাধিকা নন্দিরাগ-সহগতা এবং তত্র-তত্র-গমনাভিলাষিণী এই যে তৃষ্ণা—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা,—ইহাই 'দুঃখ-সমুদয়' আর্য্য সত্য।

হে ভিক্ষুগণ! যাহা নিঃশেষে সেই তৃষ্ণার বিরাগ, সেই তৃষ্ণার নিরোধ, ত্যাগ ও বিসর্জ্জন এবং তাহা হইতে অনালয়-মুক্তি—তাহাই 'দুঃখ-নিরোধ' আর্য্য সত্য।

হে ভিক্ষুগণ! আর্য্যাষ্টাঙ্গিক মার্গই 'দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদ' আর্য্য-সত্য। অষ্টাঙ্গ যথা :—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কর্ম্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি।

হে ভিক্ষুগণ! অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে 'ইহা দুঃখ আর্য্য-সত্য'—আমার এইরূপ সুদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এইরূপে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হয়। সেই দুঃখ পরিজ্ঞেয় এবং আমা কর্ত্তৃক তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছে,—অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এই সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ-সমুদয় আর্য্য-সত্য'—অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এইরূপ সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই দুঃখ-সমুদয়

---

১. পরিচালিত করে।

পরিত্যাজ্য এবং তাহা আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে,—অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এই সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ-নিরোধ আর্য্যসত্য'—অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এইরূপ সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই দুঃখ-নিরোধ সাক্ষাৎকরণীয় এবং তাহা আমা কর্ত্তৃক সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে,— অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এই সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! ইহা 'দুঃখ-নিরোধ-গামী' প্রতিপদ আর্য্য-সত্য,—অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এইরূপ সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে। সেই দুঃখ-নিরোধ-গামী প্রতিপদ বর্দ্ধনীয় এবং তাহা আমা কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়াছে,— অশ্রুতপূর্ব্ব ধর্ম্মে আমার এই সুদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! যদবধি এই চতুরার্য্য সত্যে এই ত্রিপরিবর্ত্ত দ্বাদশাকার-বিশিষ্ট যথার্থ জ্ঞানদর্শন সুবিশুদ্ধ হয় নাই তদবধি কি দেবলোকে, কি মারলোকে, কি ব্রহ্মলোকে, কি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অনুত্তর সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করি নাই।

হে ভিক্ষুগণ! যখন চতুরার্য্য সত্যে এই ত্রিপরিবর্ত্ত (সত্যজ্ঞান, কৃত্যজ্ঞান, কৃতজ্ঞান) দ্বাদশাকারবিশিষ্ট যথার্থ জ্ঞান সুবিশুদ্ধ হয় তখনই আমি দেবলোকে, মারলোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অনুত্তর সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করি। তখন আমার এইরূপ জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন হয়ঃ 'আমার বিমুক্তি অচলা, এই আমার শেষ জন্ম, এখন আর পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা নাই।'

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। এই বিবৃতি প্রদানকালে আয়ুষ্মান কৌণ্ডিণ্যের বিরজ বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হয়ঃ 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী (উৎপত্তিশীল) তৎসমস্তই নিরোধ-ধর্ম্মী (বিনাশশীল)।' পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানের বাক্য সাদরে অনুমোদন করিলেন।

ভগবান কর্ত্তৃক ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইলে ভৌম্য (পৃথিবীস্থ) দেবগণ ঘোষণা করিলেনঃ—"বারাণসীর উপকণ্ঠে ঋষিপত্তন-মৃগদাবে ভগবান যেই অনুত্তর ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্ম, অথবা জগতে অপর কাহারও দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে না।"

ভৌম্য দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া চতুর্ম্মহারাজিক দেবগণ, চতুর্ম্মহারাজিক

দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া যাম দেবগণ, যাম দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তুষিত দেবগণ, তুষিত দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া নির্ম্মাণরতি দেবগণ, নির্ম্মাণরতি দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী দেবগণ এবং পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মকায়িক দেবগণ একইরূপ ঘোষণা করিলেন।

এইরূপে সেই ক্ষণে, সেই মুহূর্ত্তে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ঘোষণা অভ্যুত্থিত হইল, দশসহস্র চক্রবাল কম্পিত, সঙ্কম্পিত এবং সংবেপথ্মান হইল, জগতে দেবগণের দেবমহিমা অতিক্রম করিয়া অপরিমিত উদার (বিপুল) দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইল।

তখন ভগবান উদাত্তস্বরে ব্যক্ত করিলেন ঃ—"কৌণ্ডিণ্য সত্য জ্ঞাত হইয়াছে, কৌণ্ডিণ্য সত্য জ্ঞাত হইয়াছে !" এই হেতু আয়ুষ্মান কৌণ্ডিণ্য "জ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য" নামে অভিহিত হইলেন।

(৭) পঞ্চবর্গীয়ের দীক্ষা লাভ

তখন আয়ুষ্মান জ্ঞাতকৌণ্ডিণ্য ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন ঃ—"প্রভো ! আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান বলিলেন ঃ—"হে ভিক্ষু, এস ; সু-আখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর সম্যক্‌ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই আয়ুষ্মান কৌণ্ডিণ্যের উপসম্পদা লাভ হইল।

অতঃপর ভগবান অবশিষ্ট ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ ও ধর্ম্মের অনুশাসন প্রদান করিলেন। ভগবান ধর্ম্মপ্রসঙ্গে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলে আয়ুষ্মান বাষ্প ও আয়ুষ্মান ভদ্রিয়ের বিরজ ও বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল ; 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।' তাঁহারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্ম-প্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো ! আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান বলিলেন ঃ—"ভিক্ষুগণ ! এস ; সু-আখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর সম্যক ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই আয়ুষ্মান বাষ্প ও আয়ুষ্মান ভদ্রিয়ের উপসম্পদা লাভ হইল।

ভগবান ভিক্ষুদের আহরিত ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া অবশিষ্ট ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্ম

উপদেশ ও ধর্ম্মের অনুশাসন প্রদান করিলেন। তিন ভিক্ষু ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তাহাতে ছয়জন দিন যাপন করিতেন। ভগবান ধর্ম্মপ্রসঙ্গে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলে আয়ুষ্মান মহানাম ও আয়ুষ্মান অশ্বজিতের বিরজ, বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল ; 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্ত নিরোধধর্ম্মী।' তাঁহারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্ম-প্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো ! আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান বলিলেন—"ভিক্ষুগণ ! এস ; সু-আখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য পালন কর সম্যক প্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই আয়ুষ্মান মহানাম ও আয়ুষ্মান অশ্বজিতের উপসম্পদা লাভ হইল।

অতঃপর ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে ভিক্ষুগণ ! রূপ অনাত্মা, আত্মা নহে। যদি রূপ আত্মা হইত তবে তাহা পীড়ার কারণ হইত না এবং রূপে এইরূপ অধিকার লাভ করা যাইত—'আমার রূপ এইরূপ হউক', 'আমার রূপ এইরূপ না হউক।' যেহেতু রূপ আত্মা নহে তদ্ধেতু রূপ পীড়ার কারণ হইয়া থাকে এবং 'আমার রূপ এইরূপ হউক', 'এইরূপ না হউক' এই অধিকার লাভ হয় না।"

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে ভিক্ষুগণ ! তোমরা কি মনে কর—রূপ নিত্য কিংবা অনিত্য ?"

"অনিত্য।"

"যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ কিংবা সুখ ?"

"দুঃখ।"

"যাহা অনিত্য ও বিপরিণামী (পরিবর্ত্তনশীল) তাহা কি তোমরা এইরূপ দেখিতে পার —'ইহা আমার', 'ইহা আমি', 'ইহাই আমার আত্মা' (নিজস্ব বস্তু) ?"

"না, প্রভু। আমরা সেরূপ দেখিতে পারি না।"

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

"হে ভিক্ষুগণ ! তদ্ধেতু যাহা কিছু রূপ (রূপনামধেয়) অতীত, অনাগত, প্রত্যুৎপন্ন বা আসন্ন, অধ্যাত্ম অথবা বাহ্য, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, হীন কিংবা উৎকৃষ্ট, যাহা দূরে অথবা যাহা নিকটে, এই যে সর্ব্বরূপ তাহা আমার নহে, তাহা আমি নহি, তাহা আমার আত্মা নহে—বিষয়টি এইরূপে যথাযথ ভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিতে হইবে।"

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

এইরূপে বিষয়টি দেখিলে শ্রুতবান আর্য্যশ্রাবক রূপে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়, সংজ্ঞায়

নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়, সংস্কারে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয় এবং বিজ্ঞানে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়, নির্ব্বেদহেতু বীতরাগ হয়, বিরাগহেতু বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া জ্ঞান হয়, 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে', ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে', 'করণীয় কার্য্য কৃত হইয়াছে,' অতঃপর 'অত্র পুনরাগমন হইবে না' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

এই বিবৃতি উচ্চারিত হইলে অনাসক্তিহেতু পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের চিত্ত আসব হইতে বিমুক্ত হইল।

সেই সময়ে জগতে মাত্র ছয়জন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

॥ প্রথম ভণিতা সমাপ্ত ॥

(৮) যশের প্রব্রজ্যা

সেই সময় বারাণসীতে যশ নামে উচ্চকুল-জাত সুকুমার শ্রেষ্ঠী-পুত্র ছিলেন। তাঁহার তিনটি প্রাসাদ ছিল, একটি হেমন্তের উপযোগী, একটি গ্রীষ্মের উপযোগী, একটি বর্ষার উপযোগী। তিনি বর্ষার উপযোগী প্রাসাদে বর্ষার চারিমাস নিষ্পুরুষতূর্য্যে (নটী প্রভৃতি দ্বারা) পরিসেবিত হইয়া কখনও প্রাসাদ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতেন না। তিনি একদিন পঞ্চকামগুণে সমর্পিত, সমঙ্গীভূত (তন্ময়) এবং নারী-পরিসেবিত হইয়া সকলের পূর্ব্বেই নিদ্রিত হইলেন। পরিজনগণও পরে নিদ্রিত হইল। সর্ব্ব-রাত্রি তৈল প্রদীপ জ্বলিতেছিল। অনন্তর কুলপুত্র যশ সকলের পূর্ব্বে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার পরিজনগণ নিদ্রা যাইতেছেঃ কাহারও কক্ষে বীণা, কাহারও কক্ষে মৃদঙ্গ, কাহারও কক্ষে 'আলম্বর'[১], কাহারও বিকীর্ণ কেশ, কাহারও মুখে লালা নিঃসৃত, কেহ বা প্রলাপ বকিতেছে, মনে হইল যেন হাতের কাছে শ্মশান। তাহা দেখিয়া পাপে আদীনব প্রাদুর্ভূত হইল এবং নির্ব্বেদে চিত্ত সংস্থিত হইল। তখন কুলপুত্র যশ এই উদান (ভাবোক্তি) ব্যক্ত করিলেন—'এই যে বড় উপদ্রব! এই যে বড় উৎপাত !!'

কুলপুত্র যশ স্বর্ণ-পাদুকা পরিয়া গৃহদ্বারে আসিলেন, অদৃশ্যভাবে অমনুষ্যগণ (দেবগণ) দ্বারমুক্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইবার পক্ষে কেহ কুলপুত্র যশের অন্তরায় ঘটাইতে না পারে। অনন্তর কুলপুত্র যশ নগরদ্বারে উপনীত হইলেন, অমনুষ্যগণ সেইস্থানেও দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন,

১. বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

যাহাতে কেহ কুলপুত্র যশের প্রব্রজিত হইবার পথে অন্তরায় ঘটাইতে না পারে। কুলপুত্র যশ ঋষিপত্তন-মৃগদাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে ভগবান রাত্রি শেষে, অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে কুলপুত্র যশ তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া চঙ্ক্রম (পাদচারণ) হইতে নামিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। কুলপুত্র যশ ভগবানের অদূরে থাকিয়া এই উদান (খেদোক্তি) ব্যক্ত করিলেন ঃ—'এই যে বড় উপদ্রব! এই যে বড় উৎপাত !!'

ভগবান কহিলেন—"যশ, এইস্থান যে উপদ্রবরহিত ও উৎপাতশূন্য। এস যশ, তুমি বস, আমি তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব।" 'এইস্থান উপদ্রবরহিত ও উৎপাতশূন্য'—ইহা শুনিয়া কুলপুত্র যশ হৃষ্ট ও উদগ্রচিত্ত (প্রফুল্ল) হইয়া স্বর্ণপাদুকা খুলিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট কুলপুত্র যশের নিকট ভগবান আনুপুর্ব্বিক ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব (উপদ্রব), অবকার (জঞ্জাল) ও সংক্লেশ (মালিন্য) এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা (প্রত্যাশিত সুখদ ফল) প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে যশের চিত্ত কল্য (সুস্থ), মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল) ও প্রসন্ন হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যক্‌ভাবে রঙ্‌ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই ভাবে কুলপুত্র যশের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।'

(৯) যশের পিতার দীক্ষা

কুলপুত্র যশের মাতা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া যশকে দেখিতে না পাইয়া গৃহপতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—"গৃহপতি! তোমার পুত্র যশকে ত দেখিতেছি না।"

শ্রেষ্ঠী চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী দূত পাঠাইয়া স্বয়ং ঋষিপত্তন-মৃগদাবে গমন করিলেন। তিনি স্বর্ণপাদুকার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; চিহ্ন দেখিয়া উহারই অনুগমন করিলেন। ভগবান দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন শ্রেষ্ঠী তাঁহার দিকে আসিতেছেন; তিনি আসিতেছেন দেখিয়া ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল, 'আমি এমন এক ঋদ্ধিমায়া উৎপাদন করিব যাহাতে শ্রেষ্ঠী এইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া এইস্থানে উপবিষ্ট কুলপুত্র যশকে দেখিতে পাইবেন না।' এই ভাবিয়া ভগবান সেইরূপ ঋদ্ধিমায়া সৃষ্টি করিলেন।

শ্রেষ্ঠী ধীরপদে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো ! আপনি কুলপুত্র যশকে দেখিয়াছেন কি ?"

"গৃহপতি ! তাহা জানিতে চাহিলে আপনি উপবেশন করুন। উপবেশন করিয়া আপনি অল্প সময়ের মধ্যে এখানে উপবিষ্ট কুলপুত্র যশকে দেখিতে পাইবেন।" 'সেখানে উপবিষ্ট হইয়া, সেখানে উপবিষ্ট পুত্রকে দেখিতে পাইবেন' জানিয়া, শ্রেষ্ঠী হৃষ্ট এবং উদগ্রচিত্ত হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান একান্তে উপবিষ্ট শ্রেষ্ঠীকে দান-কথা, শীল-কথা ক্রমে আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিলেন।······শ্রেষ্ঠী গৃহপতি শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো ! অতি সুন্দর, অতি মনোহর ! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তুসমূহ) দেখিতে পায়, তেমনই ভাবে ভগবান বহু পর্য্যায়ে (বিবিধ উপায়ে) ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো ! আমি ভগবানের শরণাগত হইতেছি, ধর্ম্ম এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ শরণাগত আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

ইনিই জগতে সর্ব্বপ্রথম 'ত্রিবাচিক'[১] উপাসক হইয়াছিলেন।

যখন ভগবান কুলপুত্র যশের পিতার নিকট ধর্ম্মদেশনা করিতেছিলেন তখন যথাদৃষ্ট ও যথাবিদিত জ্ঞানভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ফলে কুলপুত্র যশের চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইল। তখন ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"যখন আমি কুলপুত্র যশের পিতার নিকট ধর্ম্মদেশনা করিতেছিলাম, তখন যথাদৃষ্ট এবং যথাবিদিত জ্ঞানভূমি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ফলে যশের চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এখন কুলপুত্র যশের পক্ষে হীনস্তরে আবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় আগারভুক্ত থাকিয়া কাম উপভোগ করা সম্ভব নহে। অতএব আমি এখন সেই ঋদ্ধিমায়া স্থগিত করিব।" এই ভাবিয়া ভগবান সেই ঋদ্ধিমায়া স্থগিত করিলেন।

শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সেইস্থানে উপবিষ্ট পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তিনি কুলপুত্র যশকে কহিলেন—"বৎস ! তোমার মাতা শোকাকুলা হইয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতেছে, তুমি তোমার মাতার জীবন দান কর !" তখন যশ ভগবানের মুখপানে চাহিলেন। ভগবান শ্রেষ্ঠীকে কহিলেন—"গৃহপতি ! কুলপুত্র যশ শৈক্ষ্যের (শিশিক্ষুর) জ্ঞানে, শৈক্ষ্যের দর্শনে ধর্ম্ম দর্শন করিয়াছে, যেমন স্বয়ং তাহা আপনি দর্শন করিয়াছেন। যথাদৃষ্ট ও যথাবিদিত জ্ঞান-ভূমি দর্শন করিবার ফলে তাহার চিত্ত অনাসক্ত হইয়া

১. বুদ্ধ ধর্ম্ম এবং সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আসব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। আপনি কি মনে করেন যে, আর তাহার পক্ষে হীনস্তরে আবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় আগারভুক্ত থাকিয়া কাম উপভোগ করা সম্ভব ?"

"না, প্রভু। তাহা আর সম্ভব নহে।"

"গৃহপতি! কুলপুত্র যশ শৈক্ষ্যের জ্ঞানে, শৈক্ষ্যের দর্শনে ধর্ম্ম দর্শন করিয়াছে, যেমন স্বয়ং তাহা আপনি দর্শন করিয়াছেন। যথাদৃষ্ট ও যথাবিদিত জ্ঞান-ভূমি দর্শন করিবার ফলে তাহার চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এখন তাহার পক্ষে হীনস্তরে আবর্ত্তিত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় আগারভুক্ত থাকিয়া কাম উপভোগ করা সম্ভব নহে।"

"প্রভো! কুলপুত্র যশের পক্ষে মহালাভ, সুলব্ধ সৌভাগ্য যে, তাহার চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। প্রভো! কুলপুত্র যশকে আপনার অনুগামী শ্রমণরূপে লইয়া অদ্যই আমার গৃহে অন্ন ভোজন করিতে সম্মত হউন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর শ্রেষ্ঠী ভগবান সম্মত হইয়াছেন জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া ধীরপদে প্রস্থান করিলেন। শ্রেষ্ঠী প্রস্থান করিলে অনতিবিলম্বে কুলপুত্র যশ ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি ?"

ভগবান কহিলেন—"তবে এস ভিক্ষু, ধর্ম্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর সম্যক্ ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।"

তাহাই আয়ুষ্মান যশের উপসম্পদার পক্ষে যথেষ্ট হইল। সেই সময় (তখন পর্য্যন্ত) জগতে মাত্র সাত জন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

॥ যশের প্রব্রজ্যা সমাপ্ত ॥

(১০) যশের চারি গৃহী সহায়ের প্রব্রজ্যা

ভগবান পূর্ব্বাহ্ণে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, যশকে অনুগামী শ্রমণরূপে লইয়া গৃহপতির গৃহে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান যশের মাতা এবং পূর্ব্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিবাহিতা পত্নী ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাদের নিকট আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা, দান-কথা শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব (উপদ্রব), অবকার (জঞ্জাল) ও সংক্লেশ (মালিন্য) এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা (প্রত্যাশিত সুখদ ফল) প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন

যে, তাঁহাদের চিত্ত কল্য (সুস্থ), মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যক্ভাবে রঙ্ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই তাঁহাদের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্ম্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।' তাঁহারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো ! অতি সুন্দর ! অতি মনোহর ! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অথবা অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তুসমূহ) দেখিতে পায় ; তেমনই ভাবে ভগবান বহু পর্য্যায়ে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো ! আমরা ভগবানের শরণাগতা হইতেছি, ধর্ম্ম এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের শরণাগতা হইতেছি, আজ হইতে আমরণ আমাদিগকে উপাসিকারূপে অবধারণ করুন।"[১] তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম 'ত্রিবাচিকা' উপাসিকা হইয়া ছিলেন।

আয়ুষ্মান যশের মাতা, পিতা এবং পূর্ব্ব সম্বন্ধে বিবাহিতা পত্নী ভগবান ও আয়ুষ্মান যশকে স্বহস্তে, আরও দিতে সম্পূর্ণরূপে বারণ না করা পর্য্যন্ত, খাদ্য ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভুক্তাবসানে যখন ভগবান ভোজন-পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলেন, তখন তাঁহারা সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান যশের মাতা, পিতা এবং পূর্ব্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিবাহিতা পত্নীকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ করিয়া, সন্দৃপ্ত করিয়া, সমুত্তেজিত করিয়া এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

বারাণসীর শ্রেষ্ঠী ও অনুশ্রেষ্ঠীকুলের সন্তান বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ ও গবম্পতি,—আয়ুষ্মান যশের এই চারিজন গৃহী সহায় শুনিতে পাইলেন যে, কুলপুত্র যশ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—সেই ধর্ম্ম-বিনয় এবং সেই প্রব্রজ্যা অবর (নগণ্য) হইতে পারে না যাহাতে কুলপুত্র যশ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া এবং কষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। তাঁহারা আয়ুষ্মান যশের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান যশকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। আয়ুষ্মান যশ তাঁহাদিগকে লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন।

---

১. নারী জাতির মধ্যে ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুষ্মান যশ ভগবানকে কহিলেন—"ইহারা, বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ ও গবম্পতি, আমার চারিজন গৃহী সহায়, যাহারা বারাণসীর শ্রেষ্ঠী ও অনুশ্রেষ্ঠী কুলের সন্তান। ভগবান ইহাদিগকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করুন।" ভগবান তাঁহাদের নিকট আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের চিত্ত কল্য, মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যকভাবে রঙ্ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই তাঁহাদের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্ম্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধ-ধর্ম্মী।' তাঁহারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান বলিলেন—"ভিক্ষুগণ, এস, সু-আখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য পালন কর সম্যক্‌ভাবে দুঃখের অন্ত সাধনের জন্য।" তাহাতেই সেই আয়ুষ্মানগণের উপসম্পদা লাভ হইল। অনন্তর ভগবান তাঁহাদিগকে ধর্ম্মকথায় উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা ভগবান কর্ত্তৃক ধর্ম্ম কথায় উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইলে অনাসক্তি-হেতু তাঁহাদের চিত্ত আসব হইতে বিমুক্ত হইল। সেই সময় (তখন পর্য্যন্ত) জগতে মাত্র এগারজন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

॥ যশের চারি গৃহী সহায়ের প্রব্রজ্যা সমাপ্ত ॥

(১১) যশের অপর পঞ্চাশ গৃহী সহায়ের কথা

জনপদবাসী প্রাচীন ও অপ্রাচীন কুলের সন্তান আয়ুষ্মান যশের অপর পঞ্চাশ জন গৃহী সহায় শুনিতে পাইলেন যে, কুলপুত্র যশ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—সেই ধর্ম্মবিনয় এবং প্রব্রজ্যা অবর হইতে পারে না যাহাতে কুলপুত্র যশ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া এবং কষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন।......... সেই সময় (তখন পর্য্যন্ত) জগতে মাত্র একষষ্টি অর্হৎ হইয়াছিলেন।

অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! দিব্য এবং

মানুষ সর্ব্বপাশ হইতে আমি মুক্ত হইয়াছি, তোমরাও দিব্য এবং মানুষ সর্ব্বপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছ। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা দিকে দিকে বিচরণ কর, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, জগতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জন্য, দেবতা ও মনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখের জন্য; কিন্তু দুইজন একপথে যাইও না। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা ধর্ম্মদেশনা কর, যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, এবং পর্য্যবসানে বা অন্তে কল্যাণ; এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশিত কর। অল্পরজজাতীয় সত্ত্বগণ আছে যাহারা ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে না পারিলে পরিহীন হইবে, ধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাতা অবশ্যই মিলিবে। হে ভিক্ষুগণ! আমিও ধর্ম্মদেশনার জন্য উরুবেলার সেনানীগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিব।"

॥ যশের অপর পঞ্চাশ গৃহী সহায়ের কথা সমাপ্ত ॥

(১২) মার-কথা

তখন পাপাত্মা মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে সম্বোধন করিয়া গাথাযোগে বলিল ঃ—

"দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
সর্ব্বপাশে বদ্ধ তুমি বৃথা মুক্তি-আশ।
যে বন্ধনে বদ্ধ তুমি সে মহা বন্ধন,
আমা হ'তে মুক্ত তুমি হবে না শ্রমণ।"
"দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
সর্ব্বপাশ-মুক্ত আমি, ছিন্ন সর্ব্ব পাশ।
সকল বন্ধন-মুক্ত, স্খলিত বন্ধন,
রে অন্তক! হত তুমি, নিহত এখন।"
"অন্তরীক্ষচর পাশ, করে মনে বিচরণ,
বাঁধিব তাহাতে, মুক্ত হবে না শ্রমণ।"
"রূপ শব্দ গন্ধ রস স্পর্শ যা' পঞ্চম,
পঞ্চকামগুণ যাহা অতি মনোরম।
নাহি ছন্দ তাহে মম, বীতছন্দ মন,
রে অন্তক! হত তুমি, নিহত এখন।"

'ভগবান দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন, সুগত দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন', ইহা বুঝিতে পারিয়া মার দুঃখী ও দুর্ম্মনা হইয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইল।

॥ মার-কথা সমাপ্ত ॥

(১৩) ত্রিশরণ দানে উপসম্পদা-কথা

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ নানাদিক ও নানা জনপদ হইতে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদা প্রার্থী বহুলোক আনিতেছিলেন, উদ্দেশ্য ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন। তাহাতে ভিক্ষুগণ নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদা-প্রার্থী ব্যক্তিগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। একদিন ভগবান নির্জ্জনে, ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার অবস্থায় তাঁহার চিত্তে এই পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইল—"এখন ভিক্ষুগণ নানাদিক ও নানাজনপদ হইতে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী বহুলোক আনিতেছে; উদ্দেশ্য ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন। তাহাতে ভিক্ষুগণ নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী ব্যক্তিগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিব ঃ— "হে ভিক্ষুগণ! এখন হইতে যেই যেই দিকে যাও সেই সেই দিকে সেই সেই জনপদে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর।"

অনন্তর ভগবান সায়াহ্নে সমাধি হইতে উঠিয়া এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্ম্ম-কথা বলিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ঃ—হে ভিক্ষুগণ! আমি নির্জ্জনে ধ্যানমগ্ন থাকিবার সময় আমার চিত্তে এই পরিবিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছিল ঃ—এখন ভিক্ষুগণ নানাদিক ও নানাজনপদ হইতে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী বহুলোক আনিতেছে, উদ্দেশ্য ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন। তাহাতে ভিক্ষুগণ নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী ব্যক্তিগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিব ঃ—হে ভিক্ষুগণ! এখন হইতে যেই যেই দিকে যাও সেই সেই দিকে সেই সেই জনপদে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর। হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদিগকে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি—"তোমরা এখন হইতে যেই যেই দিকে গমন কর সেই সেই দিকে সেই সেই জনপদে নিজেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর।" এই ভাবেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত[১] করাইয়া,

---

১. যদি উপযুক্ত এবং বিখ্যাত কুলপুত্র প্রব্রজ্যাপ্রার্থী হয় তাহা হইলে স্বীয় কার্য্য স্থগিত রাখিয়া স্বয়ং প্রব্রজ্যা দান করিতে হইবে। 'মৃত্তিকা লইয়া যাইয়া, স্নান করিয়া, কেশ ভিজাইয়া আইস' এইরূপ বলিয়া একাকী পাঠাইতে পারিবে না। প্রব্রজ্যার্থিগণ প্রথম প্রব্রজ্যার জন্য বড় উৎসাহিত হয় কিন্তু যখন কষায় বস্ত্র ও কেশমুণ্ডনের অস্ত্র দেখে তখন ভয়ে পলাইয়া যায়, এই হেতু উপাধ্যায়কে স্বয়ংই প্রব্রজ্যার্থীকে সঙ্গে লইয়া স্নান-ঘাটে যাইতে হইবে। প্রব্রজ্যার্থীর বয়স অত্যল্প না হইলে 'স্নান কর' বলিতে হইবে। তাহার কেশ নিজেই মৃত্তিকা মাখিয়া ধুইতে হইবে। অত্যল্পবয়স্ক বালককে স্বয়ং জলে নামিয়া গোময় ও

কষায় বস্ত্রে প্রার্থীকে আচ্ছাদিত করিয়া, একাংস আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয় বস্ত্র) পরিহিত করাইয়া, সমবেত ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করাইয়া, উৎকুটিক (পদাগ্রে ভার দিয়া) বসাইয়া, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া, তাহাকে বলিবে, "তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বল—আমি বুদ্ধের শরণাগত হইতেছি, ধর্ম্মের শরণাগত হইতেছি, সঙ্ঘের শরণাগত হইতেছি।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ]। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি—"তোমরা এই ত্রিশরণ দ্বারা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর।"

॥ ত্রিশরণ দানে উপসম্পদা-কথা সমাপ্ত ॥

(১৪) ভদ্রবর্গীয় সহায়দের কথা

অনন্তর ভগবান বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ঃ— "হে ভিক্ষুগণ! যোনিশ মনস্কার[১] ও সম্যক্‌প্রধান্[২] দ্বারা আমি অনুত্তর বিমুক্তি লাভ করিয়াছি, অনুত্তর বিমুক্তি সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করিয়াছি। তোমরাও তদ্দ্বারা অনুত্তর বিমুক্তি লাভ কর, অনুত্তর বিমুক্তি সাক্ষাৎকার কর।"

তখন পাপাত্মা মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে সম্বোধন করিয়া গাথাযোগে বলিল—

"দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
মারপাশে বদ্ধ তুমি, বৃথা মুক্তি-আশ।
যে বন্ধনে বদ্ধ তুমি সে মহা বন্ধন,
আমা হতে মুক্ত তুমি হবে না শ্রমণ।"
"দিব্য ও মানুষ ভবে আছে যত পাশ,
মার-পাশমুক্ত আমি, ছিন্ন মারপাশ।
মারের বন্ধন মুক্ত, স্খলিত বন্ধন,
রে অন্তক! হত তুমি, নিহত এখন।"

'ভগবান দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন, সুগত দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন।' ইহা উপলব্ধি করিয়া পাপাত্মা মার দুঃখী ও দুর্ম্মনা হইয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিল।

মৃত্তিকা দ্বারা দেহ রগড়াইয়া স্নান করাইতে হইবে। যদি তাহার নিকট খোস কিংবা পাঁচড়া থাকে তাহা হইলে মাতার ন্যায় ঘৃণা না করিয়া উত্তমরূপে হস্তপদ ও মস্তকাদি সর্ব্বাঙ্গ রগড়াইয়া স্নান করাইতে হইবে। এইরূপ স্নেহ প্রদর্শনে কুলপুত্রগণ আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং বুদ্ধশাসনের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে, গৃহিত্ব কামনা করে না। সম-পাসা।

১. জ্ঞানবশে অনিত্যাদিতে মনোনিবেশ করা; ২. সম্যক্ বীর্য্য।

ভগবান বারাণসীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া উরুবেলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর ভগবান গমনমার্গ হইতে অবতরণ করিয়া এক বনখণ্ডে উপনীত হইলেন, উপনীত হইয়া ঐ বনখণ্ডে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে ত্রিশ জন সহায় সস্ত্রীক সেই বনখণ্ডে প্রমোদবিহারে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজনের পত্নী ছিল না, তাঁহার জন্য এক বারাঙ্গনা আনীত হইয়াছিল। যখন তাঁহারা প্রমত্তভাবে প্রমোদবিহারে রত ছিলেন তখন ঐ বারাঙ্গনা তাঁহাদের বস্ত্রভাণ্ড লইয়া পলায়ন করিল। তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধুর সেবার জন্য ঐ স্ত্রীলোকের অন্বেষণে বনখণ্ডে বিচরণ করিতে করিতে ভগবানকে এক বৃক্ষ-মূলে সমাসীন দেখিতে পাইলেন, দেখিতে পাইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বলিলেন—"প্রভো! আপনি কি এই স্থানে কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়াছেন?"

"কুমারগণ! স্ত্রীলোকে তোমাদের কি প্রয়োজন?"

"প্রভো! আমরা ত্রিশজন ভদ্রবর্গীয় সহায় সস্ত্রীক এই বনখণ্ডে প্রমোদবিহারে আসিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে মাত্র একজনের পত্নী ছিল না, তাহার জন্য এক বারাঙ্গনা আনীত হইয়াছিল। যখন আমরা প্রমত্তভাবে প্রমোদে রত ছিলাম তখন সে আমাদের বস্ত্রভাণ্ড লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমরা বন্ধুর সেবার জন্য ঐ স্ত্রীলোকের অন্বেষণে এই বনখণ্ডে বিচরণ করিতেছি।"

"কুমারগণ! তোমরা কি মনে কর—তোমাদের পক্ষে এই স্ত্রীলোক অন্বেষণ করা শ্রেয়স্কর কিংবা আত্মানুসন্ধান শ্রেয়স্কর?"

"প্রভো! যাহা আত্মানুসন্ধান তাহাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

"কুমারগণ! তোমরা উপবেশন কর, আমি তোমাদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব।"

'যথা আজ্ঞা, প্রভু!' বলিয়া ভদ্রবর্গীয় সহায়গণ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন, ভগবান তাঁহাদের নিকট আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের চিত্ত কল্য, মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, এবং দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যক্‌ভাবে রঙ্‌ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই তাঁহাদের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল; 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।' তাঁহারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া,

৪

ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন —"প্রভো! আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।"

ভগবান কহিলেনঃ—"ভিক্ষুগণ! এস, সুআখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর সম্যক্ ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই সেই আয়ুষ্মানগণের উপসম্পদা লাভ হইল।

॥ ভদ্রবর্গীয় সহায়দের কথা সমাপ্ত ॥

॥ দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান—উরুবেলা]

উরুবেলায় ঋদ্ধি প্রদর্শন

(১৫) উরুবেল কাশ্যপ-কথা

ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিতে করিতে যথাসময়ে উরুবেলায় উপনীত হইলেন। সেই সময়ে উরুবেলায় তিনজন জটিল বাস করিতেন। তাঁহাদের নাম—উরুবেল-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ এবং গয়া-কাশ্যপ। তন্মধ্যে উরুবেলকাশ্যপ পঞ্চশত জটিলের নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ ও প্রমুখ্য ছিলেন। নদী-কাশ্যপ তিনশত জটিলের নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ ও প্রমুখ্য ছিলেন, এবং গয়া-কাশ্যপ দুইশত জটিলের নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ ও প্রমুখ্য ছিলেন। ভগবান জটিল উরুবেলকাশ্যপের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া উরুবেলকাশ্যপকে কহিলেনঃ—"কাশ্যপ! যদি তোমার অসুবিধা না হয় তবে আমি একরাত্রি তোমার অগ্ন্যাগারে (অগ্নিশালায়) বাস করিব।"

"মহাশ্রমণ! আমার কোন অসুবিধা হইবে না; কিন্তু এই স্থানে এক প্রচণ্ড ঋদ্ধিমায়াসম্পন্ন আশীবিষ, ঘোরবিষ নাগরাজ বাস করে, সে যেন তোমাকে ব্যথিত না করে।" দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও ভগবান তাহাই জানাইলেন এবং উরুবেলকাশ্যপও তাহাই উত্তর করিলেন। ভগবান কহিলেন—"নিশ্চয় নাগরাজ আমাকে ব্যথিত করিবে না; অতএব তুমি আমায় তোমার অগ্ন্যাগারে থাকিবার অনুমতি দাও।"

"মহাশ্রমণ! তুমি যথাসুখে থাক।"

১নং প্রতিহার্য্য (ঋদ্ধিক্রিয়া)।—ভগবান জটিলের অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিয়া, তৃণাসন পাতিয়া উহাতে ঋজুকায়ে পরিমুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করিয়া, পদ্মাসন করিয়া আসীন হইলেন। ভগবান অগ্ন্যাগারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া, সেই নাগ

দুঃখী দুর্ম্মনা হইয়া নাসিকা হইতে ফোঁস ফোঁস শব্দে ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল। তখন ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—এখন আমি এই নাগের দেহচ্ছবি, চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও অস্থিমজ্জা উপহত না করিয়া স্বতেজে উহার তেজ পর্য্যুদস্ত করিব। এই ভাবিয়া ভগবান তদনুযায়ী ঋদ্ধিমায়া নির্ম্মাণ করিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। নাগ ম্রক্ষ (ক্রোধ) বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজ্জ্বলিত হইল। ভগবানও তেজধাতু সমাপন্ন হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইলেন। উভয়ের জ্যোতি-প্রভাবে সেই অগ্ন্যাগার আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত, জ্যোতিভূত হইল। তখন জটিলগণ অগ্ন্যাগার পরিবেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আহা! এই মহানুভব পরম সুন্দর মহাশ্রমণ নাগ দ্বারা ব্যথিত হইতেছেন!"

ভগবান সেই রাত্রিশেষে নাগের দেহচ্ছবি, চর্ম্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও অস্থিমজ্জা উপহত না করিয়া, স্বতেজে উহার তেজ পর্য্যুদস্ত করিয়া, উহাকে পাত্রে পুরিয়া জটিল উরুবেলকাশ্যপকে দেখাইলেন, "কাশ্যপ, এই তোমার নাগ, যাহার তেজ আমার তেজে পর্য্যুদস্ত হইয়াছে।"

তখন উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা হইল—"মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহাশক্তিশালী এই মহাশ্রমণ, যেহেতু তিনি স্বতেজে এই প্রচণ্ড ঋদ্ধিমায়াসম্পন্ন ঘোরবিষ আশীবিষ নাগরাজের তেজ পর্য্যুদস্ত করিতে পারিয়াছেন। তবে তিনি মাদৃশ অর্হৎ নিশ্চিত নহেন[১]।"

ভগবানের এইরূপ ঋদ্ধি-প্রতিহার্য্যে (ঋদ্ধি প্রদর্শনে) উরুবেলকাশ্যপ অভিপ্রসন্ন হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"মহাশ্রমণ! এই স্থানেই অবস্থান কর, আমি নিত্য আহার্য্যদানে তোমার সেবা করিব।"

২নং প্রতিহার্য্য।—ভগবান জটিল উরুবেলকাশ্যপের আশ্রমের অবিদূরে এক বনখণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। চারি লোকপাল মহারাজা অতি মনোহর নিশীথে অতি মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিতে যেন চারিদিকে চারি বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ। জটিল উরুবেলকাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ! তাঁহারা কে যাঁহারা গত মনোহর নিশীথে মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া তোমার নিকট

---

১. এই স্থানে মূলগ্রন্থে কতকগুলি গাথা আছে। তাহা পরে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বুদ্ধঘোষ লিখিয়াছেন। অতএব তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

উপস্থিত হইয়াছিলেন ; উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিবাদন করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, দেখিতে যেন চারিদিকে চারি বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ ?”

“কাশ্যপ ! তাঁহারা চারি লোকপাল মহারাজা, ধর্ম্মশ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।”

তখন উরুবেল কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—“মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে চারি লোকপাল মহারাজাই তাঁহার নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।”

ভগবান উরুবেলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৩নং প্রতিহার্য্য।—দেবরাজ শক্র অতি মনোহর নিশীথে অতি মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ব্ববর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট। জটিল উরুবেলকাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাশ্রমণ ! এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ ! তিনি কে যিনি গত মনোহর নিশীথে মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ; উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ, যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ব্ববর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট ?”

“কাশ্যপ ! ইনি দেবরাজ শক্র, ধর্ম্মশ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।”

তখন উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—“মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।”

ভগবান উরুবেলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৪নং প্রতিহার্য্য।—ব্রহ্মা সোহম্পতি অতি মনোহর নিশীথে অতি মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ব্ব বর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট। জটিল উরুবেলকাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত

হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ! তিনি কে যিনি গত মনোহর নিশীথে মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন; উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ব্ববর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট?"

"কাশ্যপ! ইনি ব্রহ্মা সোহম্পতি, ধর্ম্ম শ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।"

তখন উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে ব্রহ্মা সোহম্পতি তাঁহার নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান উরুবেলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৫নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিল উরুবেলকাশ্যপের আশ্রমে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। অঙ্গ-মগধবাসী সকলে খাদ্যভোজ্য লইয়া উরুবেলা অভিমুখে যাত্রা করিতে অভিলাষী হইত। উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"এখন আমার মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছে, অঙ্গ-মগধবাসী সকলে প্রচুর খাদ্যভোজ্য লইয়া যাত্রা করিবে। যদি মহাশ্রমণ এই জনতার মধ্যে ঋদ্ধিপ্রতিহার্য্য প্রদর্শন করেন তাহাতে তাঁহার লাভসৎকার অত্যধিক বর্দ্ধিত হইবে এবং আমার লাভসৎকার হ্রাস পাইবে, মহাশ্রমণ আগামীকল্য আহারের জন্য এখানে না আসিলেই যেন ভাল হইত।"

ভগবান স্বচিত্তে জটিল উরুবেলকাশ্যপের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া, উত্তরকুরু গমন করিয়া, তথা হইতে ভিক্ষান্ন আহরণ করিয়া, অনবতপ্ত হ্রদে ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া ঐস্থানেই দিবা বিহার করিলেন। উরুবেলকাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত লইয়া ভগবানকে কহিলেন—"মহাশ্রমণ! আহারের সময় উপস্থিত, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ! গতকল্য আগমন হয় নাই কেন? আমরা কিন্তু ভাবিয়াছিলাম মহাশ্রমণ না আসিতেও পারেন, তবে আমরা তোমার খাদ্যভোজ্যের অংশ রাখিয়াছিলাম।"

"কাশ্যপ! তোমার মনে কি এইরূপ চিন্তা উদিত হইয়াছিল না 'এখন আমার মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। অঙ্গ-মগধবাসী সকলে প্রচুর খাদ্যভোজ্য লইয়া যাত্রা করিবে। যদি মহাশ্রমণ এই জনতার মধ্যে ঋদ্ধিপ্রতিহার্য্য প্রদর্শন করেন তাহাতে তাঁহার লাভসৎকার বর্দ্ধিত হইবে এবং আমার লাভসৎকার হ্রাস পাইবে, মহাশ্রমণ আগামী কল্য আহারের জন্য এখানে না আসিলেই যেন ভাল হইত।' কাশ্যপ! আমি স্বচিত্তে তোমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া, উত্তরকুরু গমন করিয়া, তথা হইতে

ভিক্ষান্ন আহরণ করিয়া, অনবতপ্ত হ্রদে ভিক্ষান্ন ভোজন করিয়া, ঐস্থানেই দিবাবিহার করিয়াছিলাম।”

তখন উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—“মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে তিনি স্বচিত্তে পরচিত্ত জানিতে পারেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হত নহেন।”

ভগবান উরুবেলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৬নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে ভগবান ধূলাধূসরিত পরিত্যক্ত (পাংশুকূল) বস্ত্র লাভ করিলেন। তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—কোথায় আমি এই পাংশুকূল বস্ত্র ধৌত করিব? তখন দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তবিতর্ক জানিতে পারিয়া পাণির দ্বারা এক পুষ্করিণী খনন করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! এইখানেই আপনি পাংশুকূল বস্ত্র ধৌত করুন।” পুনরায় ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—কিসের উপর আমি এই পাংশুকূল বস্ত্র কাঁচিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তবিতর্ক জানিতে পারিয়া সেইস্থানে এক বৃহৎ শিলা স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আপনি ইহার উপর পাংশুকূল বস্ত্র কাঁচিতে পারেন।” পুনরায় ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—আমি কি অবলম্বনে পুষ্করিণীতে অবতরণ করিব? ককুধবৃক্ষবাসী দেবতা স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া বৃক্ষশাখা অবনত করিলেন এবং ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! ইহা অবলম্বন করিয়া আপনি অবতরণ করুন।” পুনরায় ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—আমি কিসের উপর পাংশুকূল বস্ত্র প্রসারিত করিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে ভগবানের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া বৃহৎ শিলা স্থাপন করিলেন এবং ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আপনি এই শিলার উপর পাংশুকূল বস্ত্র প্রসারিত করুন।”

সেই রাত্রি অবসানে জটিল উরুবেলকাশ্যপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ! যেখানে পূর্ব্বে পুষ্করিণী ছিল না সেখানে পুষ্করিণী, যেখানে পূর্ব্বে শিলা স্থাপিত ছিল না সেখানে শিলা স্থাপিত, পূর্ব্বে যেই ককুধশাখা অবনত ছিল না তাহা এখন অবনত?”

“কাশ্যপ! আমি পাংশুকূল বস্ত্র লাভ করিয়াছিলাম। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল—কোথায় আমি এই পাংশুকূল বস্ত্র ধৌত করিব? দেবেন্দ্র

শক্র স্বচিত্তে আমার চিত্তবিতর্ক জানিতে পারিয়া পাণির দ্বারা পুষ্করিণী খনন করিয়া আমাকে কহিলেন—প্রভো! আপনি এইস্থানেই পাংশুকূল বস্ত্র ধৌত করুন। অমনুষ্য পাণির দ্বারা খনিত এই পুষ্করিণী। পুনরায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—কিসের উপর আমি এই পাংশুকূল বস্ত্র কাঁচিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে আমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া সেই স্থানে এক বৃহৎ শিলা স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং আমাকে বলিলেন—প্রভো! আপনি ইহার উপর পাংশুকূল বস্ত্র কাঁচিতে পারেন। এই শিলা অমনুষ্য দ্বারা স্থাপিত। পুনরায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—আমি কি অবলম্বনে পুষ্করিণীতে অবতরণ করিব? ককুধবৃক্ষবাসী দেবতা স্বচিত্তে আমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া বৃক্ষশাখা অবনত করিলেন এবং আমাকে কহিলেন—প্রভো! ইহা অবলম্বন করিয়া আপনি অবতরণ করুন। এই অবনত ককুধবৃক্ষ। পুনরায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—আমি কিসের উপর পাংশুকূল বস্ত্র প্রসারিত করিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিত্তে আমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া এক বৃহৎ শিলা স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং আমাকে কহিলেন—প্রভো! এইস্থানে পাংশুকূল প্রসারিত করুন। অমনুষ্য দ্বারা স্থাপিত এই শিলা।”

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—“মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধি-সম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে দেবেন্দ্র শক্রও তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।”

ভগবান উরুবেলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৭নং প্রতিহার্য্য।—জটিল উরুবেলকাশ্যপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।”

“কাশ্যপ চল, আমি আসিতেছি”—এই বলিয়া ভগবান জটিলকে পূর্ব্বে বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণ এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে, সেই বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া কাশ্যপের পূর্ব্বেই অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইলেন। জটিল দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান পূর্ব্ব হইতে অগ্ন্যাগারে সমাসীন আছেন। তাঁহাকে সমাসীন দেখিয়া তিনি কহিলেন—“মহাশ্রমণ! তুমি কোন্ পথে আসিলে? আমি ত তোমার পূর্ব্বেই যাত্রা করিয়াছি; কিন্তু তুমি আমার পূর্ব্বেই আসিয়া এই অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছ।”

“কাশ্যপ! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণ এই

দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে সেই বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া তোমার পূর্ব্বেই অগ্নিশালায় সমাসীন হইয়াছি। কাশ্যপ! যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে এই বর্ণ-সম্পন্ন, রসসম্পন্ন ও গন্ধসম্পন্ন জম্বুফল খাইতে পার।"

"না, মহাশ্রমণ! তুমি আহরণ করিয়াছ তুমিই ইহা ভোগ কর।"

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তিনি আমাকে পূর্ব্বে বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণ এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইরাছে সেই বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া আমার পূর্ব্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সনাসীন হইয়াছেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।"

ভগবান জটিল উরুবেলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৮. ৯ ও ১০নং প্রতিহার্য্য।—জটিল উরুবেলকাশ্যপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

"কাশ্যপ! চল, আমি আসিতেছি"—এই বলিয়া ভগবান জটিলকে পূর্ব্বে বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণ এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে তাহার অবিদূরে অবস্থিত আম্র, আমলকী এবং হরীতকী বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া কাশ্যপের পূর্ব্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইলেন। ইত্যাদি [পূর্ব্ববৎ]

১১নং প্রতিহার্য্য।—জটিল উরুবেল কাশ্যপরাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

"কাশ্যপ! চল, আমি আসিতেছি"—এই বলিয়া ভগবান জটিলকে পূর্ব্বে বিদায় করিয়া, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে গমন করিয়া, পারিজাত পুষ্প সংগ্রহ করিয়া, কাশ্যপের পূর্ব্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইলেন। জটিল দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান পূর্ব্ব হইতে অগ্ন্যাগারে সমাসীন আছেন। তাঁহাকে সমাসীন দেখিয়া তিনি কহিলেন—"মহাশ্রমণ! তুমি কোন্ পথে আসিলে? আমি ত তোমার পূর্ব্বেই যাত্রা করিয়াছি; কিন্তু তুমি আমার পূর্ব্বেই আসিয়া এই অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছ।"

"কাশ্যপ! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বিদায় করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে গমন করিয়া, পারিজাত পুষ্প সংগ্রহ করিয়া, তোমার পূর্ব্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছি। কাশ্যপ, ইহাই বর্ণসম্পন্ন, গন্ধসম্পন্ন পারিজাত পুষ্প।"

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—মহাশ্রমণ এতঋদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তিনি আমাকে পূর্ব্বে বিদায় করিয়া, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে গমন করিয়া, পারিজাত পুষ্প সংগ্রহ করিয়া, আমার পূর্ব্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।

১২নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিলগণ অগ্নির পরিচর্য্যাকল্পে কাষ্ঠ ফারিতে (চিরিতে) সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহাদের মনে হইল,—নিশ্চয় মহাশ্রমণের ঋদ্ধিমায়া-প্রভাবে আমরা কাষ্ঠ ফারিতে পারিতেছি না।

ভগবান জটিল উরুবেলকাশ্যপকে কহিলেন—"কাশ্যপ! আমি কি কাষ্ঠ ফারিব?" "মহাশ্রমণ! ফার দেখি।" ভগবান এক আঘাতেই পঞ্চশত কাষ্ঠ ফারিলেন।

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার প্রভাবে কাষ্ঠও ফারিয়া যাইতেছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।

১৩নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিলগণ অগ্নির পরিচর্য্যাকল্পে অগ্নি জ্বালিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—নিশ্চয় ইহা মহাশ্রমণের ঋদ্ধিমায়া, যেই জন্য আমরা অগ্নি জ্বালিতে পারিতেছি না। তখন ভগবান জটিল উরুবেলকাশ্যপকে কহিলেন—"কাশ্যপ! অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইবে কি?" "মহাশ্রমণ! অগ্নি প্রজ্বলিত করা হউক।" একসঙ্গেই পঞ্চশত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল।

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার প্রভাবে অগ্নিও প্রজ্বলিত হইতেছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।

১৪নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিলগণ অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন জটিলদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—নিশ্চয় ইহা মহাশ্রমণের ঋদ্ধিমায়া, যেই জন্য আমরা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিতেছি না। ভগবান জটিল উরুবেলকাশ্যপকে কহিলেন—"কাশ্যপ অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হইবে কি?" "মহাশ্রমণ! অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হউক।" একসঙ্গেই পঞ্চশত অগ্নিকুণ্ড নির্ব্বাপিত হইল।

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার প্রভাবে অগ্নিও নির্ব্বাপিত হইতেছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।

১৫নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিলগণ শীত ও হেমন্ত রাত্রিতে, অন্তরাষ্টকে

হিমপাত-সময়ে[১] নৈরঞ্জনা নদীতে ডুব দিতেন, ভাসিয়া উঠিতেন, এবং পুনঃ পুনঃ ডুবা-উঠা করিতেন। তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে পঞ্চশত মালসা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিলেন, যাহাতে জটিলগণ জল হইতে উঠিয়া দেহ উত্তপ্ত করিতে পারিলেন। [পূর্ব্ববৎ]

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার প্রভাবে এই মালসাসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।

১৬নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে মহা অকালমেঘ উত্থিত হইয়া প্রচুর বারি বর্ষিত হইল, মহাজলস্রোত সঞ্জাত হইল। যেখানে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন তাহা জলে ভরপুর হইল। তখন ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—'আমি চতুর্দ্দিকের জলরাশি অপসারিত করিয়া মধ্যস্থলে 'রেণুহত' (ধূলিযুক্ত) ভূমিতে পাদচারণ করিব।' এই ভাবিয়া ভগবান চতুর্দ্দিক হইতে জলরাশি অপসারিত করিয়া মধ্যে রেণুহত ভূমিতে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। 'মহাশ্রমণ জলে নিমগ্ন না হউক' এই উদ্দেশ্যে জটিল উরুবেলকাশ্যপ নৌকা লইয়া বহুসংখ্যক জটিল সহ যেই স্থানে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান চতুর্দ্দিকের জলরাশি অপসারিত করিয়া মধ্যস্থলে রেণুহত ভূমিতে পাদচারণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন—"তুমিই কি মহাশ্রমণ?" "হাঁ, কাশ্যপ, আমি এই স্থানেই!" ভগবান এই বলিয়া আকাশে উত্থিত হইয়া নৌকায় অবতরণ করিলেন।

তখন উরুবেলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—মহাশ্রমণ দিব্যশক্তি ও ঐশী-শক্তিসম্পন্ন, যেহেতু জলও তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।

অনন্তর ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—এই মোঘপুরুষ (মূর্খ) চিরকালই ভাবিবে, 'মহাশ্রমণ মহা দিব্যশক্তি ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন বটে, কিন্তু তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।' অতএব আমি এই জটিলের মধ্যে উদ্বেগ সঞ্চার করিব। এই ভাবিয়া তিনি উরুবেলকাশ্যপকে কহিলেন—"কাশ্যপ! তুমি অর্হৎ নও, অর্হত্ত্ব-মার্গারূঢ়ও নও,

---

১. বিনয়-মতে সংবৎসরে ঋতু তিনটি। তন্মধ্যে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিমাস হেমন্ত ঋতু নামে কথিত। মাঘমাসের শেষ চারিরাত্রি এবং ফাল্গুন মাসের প্রথম চারিরাত্রি 'অন্তরাষ্টক' বলিয়া অভিহিত হয়। এই সময়েই অধিক পরিমাণে হিমপাত হইয়া থাকে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র (২-৪-১) মতেঃ হেমন্ত-শিশিরযোশ্চতুর্ণাম্ অষ্টমীষু অষ্টকাঃ। "হেমন্ত ও শীত ঋতুর চারি কৃষ্ণপক্ষের প্রথম অষ্ট তিথি লইয়াই অষ্টকা, যাহা পিতৃপুরুষের তর্পণের পক্ষে, গয়াকার্য্যের পক্ষে প্রশস্ত সময়। —বড়ুয়া, Gaya and Buddha Gaya, পৃঃ ২৪৩।

তোমার সেই প্রতিপদও (পন্থাও) নাই যদ্দ্বারা তুমি অর্হৎ কিংবা অর্হত্ত্ব-মার্গারূঢ় হইতে পার।"

তখন জটিল উরুবেলকাশ্যপ ভগবানের পদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! আমি আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?"

"কাশ্যপ! তুমি যে পঞ্চশত জটিলের নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ, প্রমুখ্য। তাহাদের প্রতিও ফিরিয়া দেখ। তারপর তাহারা যাহা ভাল মনে করে তাহাই করিবে।" তিনি জটিলদের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া জটিলদিগকে কহিলেন—"আমি মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তোমরা যাহা ভাল মনে কর তাহা কর।"

"আচার্য্য! আমরা ত চিরদিনই মহাশ্রমণে অভিপ্রসন্ন (শ্রদ্ধাবান), যদি আপনি তাঁহার অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন তাহা হইলে আমরা সকলেও তাহা করিব।" এই বলিয়া ঐ জটিলগণ কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রী জলে প্রবাহিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন—"প্রভো! আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?"

"ভিক্ষুগণ! এস, ধর্ম্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর, সম্যক্‌ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তাহাতেই তাঁহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

জটিল নদীকাশ্যপ দেখিতে পাইলেন—কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসিতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—'আশাকরি আমার ভ্রাতার কোন বিপদ হয় নাই।' এই ভাবিয়া তিনি জটিলগণকে পাঠাইয়া দিলেন—যাও, আমার ভ্রাতা কেমন আছেন গিয়া জান। তিনি স্বয়ং তিনশত জটিল সহ আয়ুষ্মান উরুবেলকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—"কাশ্যপ! ইহা কি তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ?"

"হাঁ ভাই, ইহাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

তখন ঐ জটিলগণও কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসাইয়া দিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন—"প্রভো! আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?"

"ভিক্ষুগণ! এস, ধর্ম্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর, সম্যক্‌ভাবে দুঃখের অন্ত-সাধনের জন্য।" তাহাতেই তাঁহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

জটিল গয়াকাশ্যপ দেখিতে পাইলেন—কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসিতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—'আশাকরি আমার ভ্রাতার কোন বিপদ হয় নাই!' এই ভাবিয়া তিনি জটিলগণকে পাঠাইয়া দিলেন—যাও, আমার ভ্রাতা কেমন আছেন গিয়া জান। তিনি স্বয়ং দুইশত জটিলসহ আয়ুষ্মান্ উরুবেলকাশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—"কাশ্যপ! ইহা কি তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ?"

"হাঁ ভাই, ইহাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

তখন ঐ জটিলগণও কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসাইয়া দিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন—"প্রভো! আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?"

"ভিক্ষুগণ! এস, ধর্ম্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর, সম্যক্‌ভাবে দুঃখের অন্ত-সাধনের জন্য।" তাহাতেই তাঁহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

[স্থান—গয়াশীর্ষ পর্ব্বত]

(১৬) আদীপ্ত-পর্য্যায়-দেশনা

ভগবান উরুবেলায় যথারুচি অবস্থান করিয়া গয়াশীর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে এক বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ,—সহস্রসংখ্যক ভিক্ষু, যাঁহারা সকলেই পূর্ব্বে জটিল ছিলেন। ভগবান সহস্র ভিক্ষু সহ গয়ায় গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে ভিক্ষুগণ! সমস্তই জ্বলিতেছে। সমস্ত কি কি? চক্ষু জ্বলিতেছে, রূপ জ্বলিতেছে, চক্ষু-বিজ্ঞান জ্বলিতেছে, চক্ষু-সংস্পর্শ জ্বলিতেছে এবং সংস্পর্শজ বেদনা—সুখবেদনা, দুঃখবেদনা কিংবা নাদুঃখ-নাসুখ বেদনা জ্বলিতেছে। কিসের দ্বারা জ্বলিতেছে? আমি বলি—রাগাগ্নিতে, দ্বেষাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে জ্বলিতেছে! জন্মের কারণ, জরার কারণ, মৃত্যুর কারণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও নৈরাশ্যের কারণ জ্বলিতেছে।

হে ভিক্ষুগণ! শ্রোত্র এবং শব্দ, ঘ্রাণ এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

হে ভিক্ষুগণ! ইহা দেখিয়া শ্রুতবান আর্য্যশ্রাবক চক্ষুবিষয়ে, রূপে, চক্ষু-বিজ্ঞানে, চক্ষুসংস্পর্শে, চক্ষুসংস্পর্শজ সুখবেদনায়, দুঃখবেদনায় অথবা নাদুঃখ-নাসুখ বেদনায় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। শ্রোত্রে, শব্দে, ঘ্রাণে, গন্ধে, জিহ্বায়, রসে, কায়ে, স্পর্শে, মনে এবং ধর্ম্মেও নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলে বীতরাগ হয়, বীতরাগ হইলে

বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং সে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে—'আমার জন্ম-বীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য্য কৃত হইয়াছে, এবং অতঃপর আমাকে অত্র আসিতে হইবে না।'

এই বিবৃতি প্রদানকালে সহস্র ভিক্ষুর চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইল।

॥ আদীপ্ত-পর্য্যায়-সমাপ্ত ॥

॥ উরুবেল-প্রতিহার্য্য নামক তৃতীয় ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান—রাজগৃহ]

(১৭) বিম্বিসারের দীক্ষা

ভগবান গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে যথারুচি অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে বৃহৎ ভিক্ষু-সঙ্ঘ—সহস্রসংখ্যক ভিক্ষু, যাঁহারা সকলে পূর্ব্বে জটিল ছিলেন। ভগবান ক্রমাগত পর্য্যটন করিয়া রাজগৃহে উপনীত হইলেন এবং তথায় যষ্ঠিবনোদ্যানে সুপ্রতিষ্ঠ-চৈত্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মগধ-রাজ শ্রেণিক বিম্বিসার শুনিতে পাইলেন যে, শাক্যকুল-প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম রাজগৃহে উপনীত হইয়া রাজগৃহ-সন্নিধানে যষ্ঠিবনোদ্যানে[১] সুপ্রতিষ্ঠ-চৈত্যে[২] অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এইরূপ কল্যাণ কীর্ত্তিশব্দ অভ্যুত্থিত হইয়াছে—'তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্‌, অনুত্তর, দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং দেবমনুষ্য, এই সর্ব্ব লোক স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ। তিনি অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র, পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশিত করেন। এইরূপ অর্হতের দর্শন লাভ করা উত্তম হইবে মনে করিয়া মগধ-রাজ শ্রেণিক বিম্বিসার একলক্ষ বিশ হাজার মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতি কর্তৃক পরিবৃত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ঐ একলক্ষ বিশ হাজার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, কেহ বা তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ-প্রসঙ্গে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া, কেহ বা কৃতাঞ্জলি হইয়া, কেহ বা ভগবানের নিকট নামগোত্রে আত্মপরিচয় দিয়া, আর কেহ বা মৌনভাব অবলম্বন করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন একলক্ষ বিশ হাজার মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—'মহাশ্রমণই

১. তালোদ্যানে। ২. বটবৃক্ষমূলে।

কি উরুবেলকাশ্যপের অধীনে অথবা উরুবেলকাশ্যপই মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছেন ?'

তখন ভগবান স্বচিত্তে তাঁহাদের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া আয়ুষ্মান উরুবেল কাশ্যপকে গাথাযোগে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"ওহে উরুবেলবাসি, কৃশতনু জটিলের গুরু তুমি ছিলে,
বল তুমি কি দেখিয়া, হে কাশ্যপ, হে তপস্বি, অগ্নিরে ত্যজিলে ?
জিজ্ঞাসি তোমারে, কহ এবিষয়, জটিলের গুরু তুমি ছিলে,
কি কারণে অগ্নিহোত্র, অগ্নিচর্য্যা, ইষ্টযজ্ঞ, সকলি ত্যজিলে ?"

কাশ্যপ—

"রূপে শব্দে আর রসে, সুবাখানে ইষ্টযজ্ঞে সুকামিনিগণ,
এই মল উপাধিতে, জানি তা'ই, যজ্ঞেহোত্রে রত নাহি মন।"

ভগবান—

"রূপে শব্দে আর রসে, হে কাশ্যপ, যদি হেথা রত নাহি মন,
তবে বল, হে কাশ্যপ, কোথা এবে, কোন্ লোকে রত তব মন ?"

কাশ্যপ—

"হেরি সেই শান্তপদ, নিরুপাধি, কামমুক্ত, যাহা অকিঞ্চন,
অন্যথা যাহার নাই, ভুততা তথতা যাহা, অনন্যগমন।
সেই শান্তিপদে রত, নিরুপাধি, অনাসক্তি, যাহা অকিঞ্চন,
ইষ্টযজ্ঞে, অগ্নিহোত্রে, রূপে শব্দে আর রসে রত নাহি মন।"

অতঃপর আয়ুষ্মান উরুবেলকাশ্যপ আসন হইতে উঠিয়া একাংস আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ পরিধান করিয়া, ভগবানের পাদে শির বিলুণ্ঠিত করিরা ভগবানকে তিনবার কহিলেন ঃ—"প্রভো ! আপনি শাস্তা, আমি শ্রাবক।" তখন মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের মনে হইল ঃ—"কাশ্যপই মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছেন।"

ভগবান স্বচিত্তে ঐ মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের চিত্তপরিবিতর্ক জানিয়া তাহাদিগকে আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের চিত্ত কল্য, মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল) ও প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন, যথা—দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমা রহিত বস্ত্র সম্যকভাবে রঙ্ প্রতিগ্রহণ করে তেমনই রাজা বিম্বিসারপ্রমুখ মগধবাসী

একাদশ অযুত ব্রাহ্মণ গৃহস্থদের সেই আসনে বিরজ বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।' এক অযুত ব্যক্তি ভগবানের উপাসকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন।

তখন মগধ-রাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন:—"প্রভো! কুমার অবস্থায় আমার পাঁচটি কামনা ছিল, তাহা এখন পূর্ণ হইল। প্রথম, আমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইব; দ্বিতীয়, আমার রাজ্যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবতীর্ণ হইবেন; তৃতীয়, আমি সেই ভগবানের পর্য্যুপাসনা করিব; চতুর্থ, ভগবান আমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন; পঞ্চম, আমি ভগবানের ধর্ম্ম উপলব্ধি করিব। প্রভো! কুমার অবস্থায় আমার এই পঞ্চ কামনা ছিল যাহা এখন পূর্ণ হইয়াছে।

"প্রভো! অতি সুন্দর! অতি মনোহর! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায়, তেমনই ভাবে ভগবান বহু পর্য্যায়ে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো! আমি ভগবানের শরণাগত হইতেছি, ধর্ম্ম এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন। প্রভো! আগামী কল্যের জন্য ভগবান ভিক্ষু-সঙ্ঘ সহ আমার গৃহে অন্নভোজন করিতে সম্মত হউন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর রাজা শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবান সম্মত হইয়াছেন জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া ধীর-পদে প্রস্থান করিলেন। তিনি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন। ভগবানকে সময় জানাইলেন:—"প্রভো! এখন ভোজনের সময়, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে।" ভগবান পূর্ব্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে বৃহৎ ভিক্ষুসঙ্ঘ—সহস্রসংখ্যক ভিক্ষু, যাঁহারা সকলে পূর্ব্বে জটিল ছিলেন।

তখন দেবেন্দ্র শক্র মনোহর মানবরূপ (তরুণ ব্রাহ্মণের রূপ) নির্ম্মাণ করিয়া (গ্রহণ করিয়া) নিম্নোক্ত গাথাগুলি গীতস্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

"দান্ত সঙ্গে দান্ত পূর্ব্ব-জটিলের দল,
বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।

শান্ত সঙ্গে শান্ত পূর্ব্ব-জটিলের দল,
বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
মুক্ত সঙ্গে মুক্ত পূর্ব্ব-জটিলের দল,
বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
তীর্ণ সঙ্গে তীর্ণ পূর্ব্ব-জটিলের দল,
বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
দশআর্য্যবাসে বাস, দশবলধর,
দশধর্ম্মবিদ্, দশগুণে গুণধর।
দশশত-পরিবৃত শাস্তা সুমহান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।"

জনতা দেবেন্দ্র শক্রকে দেখিয়া বলিতে লাগিল ঃ—আহা! এই মানব (ব্রাহ্মণ যুবক) দেখিতে বড় সুন্দর! কি মনোহর! না জানি সে কাহার তনয়! তদুত্তরে দেবেন্দ্র শক্র ঐ জনতাকে সম্বোধন করিয়া গাথাযোগে বলিলেন ঃ—

"যিনি ধীর শান্ত দান্ত সকল প্রকারে,
যিনি শুদ্ধ অদ্বিতীয় ধরার মাঝারে।
যিনি অরহৎ লোকে সুগত সুজন,
সেবক তাঁহার আমি নগণ্য ব্রাহ্মণ।"

অতঃপর ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের গৃহে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে, আরও দিতে সম্পূর্ণরূপে বারণ না করা পর্য্যন্ত, খাদ্য ও ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভুক্তাবসানে ভগবান ভোজনপাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে সসম্ভ্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ—"ভগবান কোথায় বাস করিবেন, তিনি এমন একস্থানে বাস করিবেন যাহা লোকালয় হইতে অতিদূরেও নহে, অতি নিকটেও নহে, যেখানে দর্শনকামী ব্যক্তিগণ সহজে গমনাগমন করিতে পারে, যাহা দিবাভাগে জনাকীর্ণ নহে,

রাত্রিকালে নিঃশব্দ, নির্ঘোষ (কোলাহলরহিত), নির্জ্জন, যাহা মনুষ্যের নিকট রহস্যোদ্দীপক এবং ধ্যানের পক্ষে উপযোগী।” আবার মগধ-রাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের মনে হইল—“এই বেণুবনোদ্যানই সেই স্থান, যাহা লোকালয় হইতে অতিদূরেও নহে, অতিনিকটেও নহে, যেখানে দর্শনকামী ব্যক্তিগণ সহজে গমনাগমন করিতে পারে, যাহা দিবাভাগে জনাকীর্ণ নহে, রাত্রিকালে নিঃশব্দ, নির্ঘোষ (কোলাহলরহিত), নির্জ্জন, যাহা মনুষ্যের নিকট রহস্যোদ্দীপক এবং ধ্যানের পক্ষে উপযোগী। অতএব আমি এই বেণুবনোদ্যান বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিব।” এই ভাবিয়া তিনি স্বর্ণভৃঙ্গার হস্তে গ্রহণ করিয়া যথারীতি জল ঢালিয়া ভগবানের নিকট উদ্যান অর্পণ করিলেনঃ “প্রভো! আমি এই বেণুবনোদ্যান বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিতেছি।” ভগবান সাদরে প্রদত্ত আরাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ করিয়া, সন্দীপ্ত করিয়া, সমুত্তেজিত করিয়া এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভগবান এই প্রসঙ্গে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেনঃ—“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি, তোমরা আরামে (বিহারে) বাস কর।”

(১৮) শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের উপসম্পদা লাভ

সেই সময়ে সঞ্জয় পরিব্রাজক আড়াইশত পরিব্রাজক-গঠিত বৃহৎ পারিষদ্ সহ রাজগৃহে বাস করিতেন। শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সঞ্জয় পরিব্রাজকের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেন। তাঁহারা পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম অমৃতপদ লাভ করিবেন তিনি অপরকে তাহা জানাইবেন। একদিন আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎ পূর্ব্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, ভিক্ষান্নের জন্য রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গমন, আলোকন, বিলোকন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ অতি সুন্দর। অধোদিকে তাঁহার দৃষ্টি বিন্যস্ত এবং তাঁহার ঈর্য্যাপথ (দেহের ভঙ্গী) সৌষ্ঠবযুক্ত। শারীপুত্র পরিব্রাজক দেখিতে পাইলেন যে, আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎ ভিক্ষান্নের জন্য রাজগৃহে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার গমন, আলোকন, বিলোকন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ অতি সুন্দর। অধোদিকে তাঁহার দৃষ্টি বিন্যস্ত এবং তাঁহার ঈর্য্যাপথ সৌষ্ঠবযুক্ত। তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল, জগতে অর্হৎ বা অর্হত্ব-মার্গারূঢ়দের মধ্যে এই ভিক্ষু অন্যতম। আমি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিব, ‘বন্ধো! তুমি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছ, কে তোমার শাস্তা, কোন্ ধর্ম্মেই বা তোমার রুচি?’ তখন আবার তাঁহার মনে হইল,

'এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পক্ষে এখন অসময়, যেহেতু ভিক্ষু লোকালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করিতেছেন। অতএব আমি তাঁহার জানিত মুক্তিমার্গ জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব।' অনন্তর আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎ রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিয়া, ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। শারীপুত্র পরিব্রাজক আয়ুষ্মান্ অশ্বজিতের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে তাঁহার সহিত কুশলপ্রশ্ন বিনিময় করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, একান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎকে কহিলেন :—"বন্ধো! তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম বিপ্রসন্ন (অনাবিল ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে) এবং তোমার দেহচ্ছবি অতি পরিষ্কার। কাহার উদ্দেশ্যে তুমি প্রব্রজিত, কে-বা তোমার শাস্তা এবং কোন্ ধর্ম্মেই বা তোমার রুচি?"

"বন্ধো! যেই মহাশ্রমণ শাক্যপুত্র এবং শাক্যকুল-প্রব্রজিত সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই আমি প্রব্রজিত, তিনি আমার শাস্তা এবং তাঁহার ধর্ম্মেই আমার রুচি।"

"আপনার শাস্তা কোন মতবাদী এবং কি-ই বা তিনি প্রচার করেন?"

"বন্ধো! আমি এই পথে নূতন পথিক, অচির-প্রব্রজিত, এই ধর্ম্ম-বিনয়ে অধুনাগত, আমি তোমার নিকট বিস্তারিত ভাবে ধর্ম্ম উপদেশ করিতে সমর্থ নহি, তবে সংক্ষেপে ইহার মর্ম্ম বলিতে পারি।"

তখন শারীপুত্র পরিব্রাজক আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎকে কহিলেন : বন্ধো! তাহাই হউক।

"অল্প বল কিংবা বল অধিক বচন,
কহ সার অর্থ, অর্থে মম প্রয়োজন,
অর্থ নিয়া কাজ মোর, অর্থে প্রয়োজন,
কি করিবে অর্থহীন অধিক ব্যঞ্জন?"

তখন আয়ুষ্মান্ অশ্বজিৎ শারীপুত্র পরিব্রাজকের নিকট এই ধর্ম্মপর্য্যায় (ধর্ম্মোক্তি) ব্যক্ত করিলেন :—

"যে সব ধর্ম্মের হয় হেতুতে উদ্ভব,
সুগত তাদের হেতু প্রকাশিল সব।
তা'দের নিরোধ যাহা করিল বর্ণন,—
এই মতবাদী জান সে মহাশ্রমণ।"

এই ধর্ম্মপর্য্যায় শ্রবণ করিলে শারীপুত্র পরিব্রাজকের বিরজ বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।'

"তা'ই যদি হয়, ধর্ম্ম ইহা সুনিশ্চয়,
পেয়েছ পরম পদ, অশোক অব্যয়।

অদৃষ্ট আছিল চির, লোকের অজ্ঞাত,
যদিও খুঁজেছে নর বহু কল্প শত।”

অনন্তর শারীপুত্র পরিব্রাজক মৌদ্গল্যায়ন পরিব্রাজকের নিকট উপস্থিত হইলেন। মৌদ্গল্যায়ন দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে, শারীপুত্র তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে কহিলেনঃ—“শারীপুত্র! তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম যে অতি প্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তোমার দেহচ্ছবি যে অতি পরিষ্কার হইয়াছে, তুমি কি অমৃতপদ লাভ করিয়াছ?”

“হাঁ, মৌদ্গল্যায়ন, আমি অমৃতপদ লাভ করিয়াছি।”

“শারীপুত্র! কিরূপে তুমি তাহা লাভ করিলে?”

“মৌদ্গল্যায়ন! আমি দেখিতে পাইলাম ভিক্ষু অশ্বজিৎ রাজগৃহে ভিক্ষাচর্য্যা করিতেছেন, তাঁহার গমন, আলোকন ও বিলোকন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ অতি সুন্দর। অধোদিকে তাঁহার দৃষ্টি বিন্যস্ত এবং তাঁহার ঈর্য্যাপথ (দেহের ভঙ্গী) সৌষ্ঠবযুক্ত। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—জগতে অর্হৎ বা অর্হত্ত্ব-মার্গারূঢ়ের মধ্যে এই ভিক্ষু অন্যতম। অতএব আমি ইঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিব, ‘বন্ধো! তুমি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছ, কে তোমার শাস্তা, কোন্ ধর্ম্মেই বা তোমার রুচি?’ তখন আবার আমার মনে হইল, ‘এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পক্ষে এখন অসময়, যেহেতু ভিক্ষু লোকালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করিতেছেন! অতএব আমি তাঁহার জানিত মুক্তিমার্গ জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব।’ অনন্তর অশ্বজিৎ ভিক্ষু রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিয়া, ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। আমি অশ্বজিৎ ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলাম, উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে তাঁহার সহিত কুশল প্রশ্ন বিনিময় করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলাম, একান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমি অশ্বজিৎ ভিক্ষুকে কহিলাম, ‘বন্ধো! তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম বিপ্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ, তোমার দেহচ্ছবি অতি পরিষ্কার। তুমি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত, কে-বা তোমার শাস্তা এবং কোন্ ধর্ম্মেই বা তোমার রুচি?’ ‘বন্ধো! যে মহাশ্রমণ শাক্যপুত্র এবং শাক্যকুল প্রব্রজিত সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই আমি প্রব্রজিত, তিনি আমার শাস্তা এবং তাঁহার ধর্ম্মেই আমার রুচি।’ ‘আপনার শাস্তা কি মতবাদী এবং কি-বা তিনি প্রচার করেন?’ ‘বন্ধো! আমি এই পথে নূতন পথিক, অচির-প্রব্রজিত, এই ধর্ম্ম-বিনয়ে অধুনাগত, আমি তোমার নিকট বিস্তারিত ভাবে ধর্ম্ম উপদেশ করিতে সমর্থ নহি, তবে সংক্ষেপে ইহার মর্ম্ম বলিতে পারি।’

“অল্প বল কিংবা বল অধিক বচন,
কহ সার অর্থ, অর্থে মম প্রয়োজন।

অর্থ নিয়া কাজ মোর, অর্থে প্রয়োজন,
কি করিবে অর্থহীন অধিক ব্যঞ্জন ?”

তখন অশ্বজিৎ ভিক্ষু এই ধর্ম্মপর্য্যায় (ধর্ম্মোক্তি) ব্যক্ত করিলেন ঃ—

“যে সব ধর্ম্মের হয় হেতুতে উদ্ভব,
স্নগত তাদের হেতু প্রকাশিল সব।
তাদের নিরোধ যাহা করিল বর্ণন,—
এই মতবাদী জান সে মহাশ্রমণ।”

এই ধর্ম্মপর্য্যায় (ধর্ম্মতত্ত্ব) শ্রবণ করিলে মৌদ্গল্যায়ন পরিব্রাজকের বিরজ বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।’

“তা’ই যদি হয়, ধর্ম্ম ইহা স্নুনিশ্চয়,
পেয়েছ পরম পদ অশোক অব্যয়।
অদৃষ্ট আছিল চির, লোকের অজ্ঞাত,
যদিও খুঁজেছে নর বহু কল্প শত।”

অনন্তর মৌদ্গল্যায়ন শারীপুত্রকে কহিলেন :—“শারীপুত্র ! চল আমরা ভগবানের নিকট যাই, তিনিইত আমাদের শাস্তা। এই যে আড়াই শত পরিব্রাজক আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া এস্থানে বাস করিতেছে তাহাদের দিকেও ফিরিয়া দেখিব, তাহারা যাহা ভাল মনে করিবে তাহাই করিবে।” শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ঐ পরিব্রাজকগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন :—“বন্ধুগণ ! আমরা ভগবানের নিকট যাইতেছি, তিনিই আমাদের শাস্তা।”

“আমরা আপনাদের আশ্রয়ে আপনাদের মুখপানে তাকাইয়া এখানে আছি, যদি আপনারা মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন তবে আমরা সকলেও তাহাই করিব।”

অতঃপর শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সঞ্জয় পরিব্রাজকের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন :—“পরিব্রাজক ! আমরা ভগবানের নিকট যাইতেছি, তিনিই আমাদের শাস্তা।”

“তোমাদের যাইয়া কাজ নাই, তোমরা যাইও না, আমরা তিনজনেই এই পরিব্রাজকগণের পরিচালনা করিব।”

দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও শারীপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়ন তাহাই বলিলেন এবং সঞ্জয় পরিব্রাজকও তাহাই উত্তর করিলেন।

অনন্তর শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন আড়াই শত পরিব্রাজককে লইয়া বেণুবনে উপস্থিত হইলেন। এদিকে সেইস্থানেই সঞ্জয় পরিব্রাজকের মুখ দিয়া সগু রক্ত নির্গত হইল।

ভগবান দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে, শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন তাঁহার দিকে আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ! কোলিত এবং উপতিষ্য নামে তোমাদের ঐ যে দুই সহায় আসিতেছে তাহারাই আমার অগ্রশ্রাবকযুগল, ভদ্রযুগল হইবে।"

যাঁহারা গভীর জ্ঞানবিষয়ে পারদর্শী হইয়া উপাধিক্ষয়ে অনুত্তর বিমুক্তি আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা বেণুবনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শাস্তা তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ! কোলিত ও উপতিষ্য নামে তোমাদের ঐ যে দুইজন সহায় আসিতেছে তাহারাই আমার অগ্রশ্রাবকযুগল, ভদ্রযুগল হইবে।"

শারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের চরণে শির বিলুণ্ঠিত করিয়া কহিলেন :—"প্রভো! আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে ইচ্ছা করি।"

ভগবান কহিলেন :—"ভিক্ষুগণ এস; সু-আখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর, সম্যক্‌ভাবে দুঃখের অন্ত সাধনের জন্য।" তাহাতেই তাঁহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

সেই সময়ে মগধের প্রসিদ্ধ ও অভিজাত কুলপুত্রগণ ভগবৎ শাসনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছেন দেখিয়া জনসাধারণ আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে এবং সর্ব্বত্র দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—"লোককে অপুত্রক করিবার জন্যই শ্রমণ গৌতম বদ্ধপরিকর, নারীর বৈধব্য সাধনের জন্যই শ্রমণ গৌতম বদ্ধপরিকর এবং কুলোচ্ছেদ করিবার জন্যই শ্রমণ গৌতম বদ্ধপরিকর। এইত সেদিন সহস্র জটিলকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন, এইত সেদিন সঞ্জয়ের দল হইতে আড়াই শত পরিব্রাজককে প্রব্রজিত করিলেন, আর এখন মগধের যত প্রসিদ্ধ ও অভিজাত কুলপুত্রগণ তাঁহার অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছেন।" তাহারা বুদ্ধপ্রব্রজিত ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া নিম্নগাথায় উত্তেজিত করিতে লাগিল :—

"দেখি মোরা, সমাগত সে মহাশ্রমণ,
মগধের গিরিব্রজে, করিয়া হরণ
সঞ্জয়ের শিষ্য সবে, তবু তুষ্ট ন'ন,
না জানি এবার কারে করিবে হরণ!"

ভিক্ষুগণ শুনিতে পাইলেন যে, জনসাধারণ এইরূপে আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করিতেছে। তাঁহারা ভগবানের নিকট সেই বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান কহিলেন :—হে ভিক্ষুগণ! এই কোলাহল চিরদিন থাকিবে না, মাত্র সপ্তাহকাল থাকিবে, সপ্তাহগতে অন্তর্হিত হইবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ! যাহারা উক্তপ্রকার গাথায় তোমাদিগকে উত্তেজিত করে তোমরা তাহাদিগকে নিম্নগাথায় প্রত্যুত্তর দিবে।

"সত্য বটে মহাবীর করেন হরণ,
সদ্ধর্ম্মের বলে জয়ী তথাগত হন।
ধর্ম্মের প্রভাবে যদি করেন হরণ,
বিদ্বানে অসূয়া তবে কর কি কারণ ?"

সেই সময়ে জনসাধারণ ভিক্ষুগণকে দেখিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে উত্তেজিত করিতে লাগিল—

"দেখি মোরা, সমাগত সে মহাশ্রমণ,
মগধের গিরিব্রজে, করিয়া হরণ
সঞ্জয়ের শিষ্য সবে, তবু তুষ্ট ন'ন,
না জানি এবার কারে করিবে হরণ !"

ভিক্ষুগণ সেই জনসাধারণকে নিম্নোক্ত গাথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

"সত্য বটে মহাবীর করেন হরণ,
সদ্ধর্ম্মের বলে জয়ী তথাগত হন।
ধর্ম্মের প্রভাবে যদি করেন হরণ,
বিদ্বানে অসূয়া তবে কর কি কারণ ?"

তখন জনসাধারণ বলিতে লাগিল :—"ধর্ম্মের প্রভাবেই নাকি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ লোককে দলে নিয়া যাইতেছেন, অধর্ম্মের দ্বারা নহে !" সত্যসত্যই এই কোলাহল সপ্তাহমাত্র ছিল, সপ্তাহগতে তাহা অন্তর্হিত হইল।

॥ চতুর্থ ভণিতা সমাপ্ত ॥

সহবিহারী ও উপাধ্যায়ের ব্রত

(১) উপাধ্যায়ের ব্রত

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ উপাধ্যায় অভাবে, উপদেশ ও অনুশাসন অভাবে অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করিতেন। যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্যভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর, 'উত্তিট্ঠ'[১] পাত্র উপনমিত করিতেন। স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচ্ঞা করিয়া ভোজন করিতেন। তাঁহারা ভোজনের সময়ও উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেন। জনসাধারণ এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে এবং দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—

১. 'উত্তিট্ঠ' পাত্র অর্থ ভিক্ষাপাত্র। লোকেরা তাহা উচ্ছিষ্ট মনে করায় 'উত্তিট্ঠ' পাত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে ; অথবা উঠিয়া পাত্র উপনমিত করে এই অর্থও হয়।—সম-পাসা।

"কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্যভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচ্ঞা করিয়া ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে, যেমন ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় ব্রাহ্মণেরা করিয়া থাকে?"

ভিক্ষুগণ শুনিতে পাইলেন যে, জনসাধারণ এইরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করিতেছে। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জাসঙ্কোচশীল এবং শিশিক্ষু তাঁহারাও আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে লাগিলেন :—"কেন ভিক্ষুগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্যভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচ্ঞা করিয়া ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে?" তখন তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে (সম্বন্ধে) এবং এই প্রকরণে (প্রসঙ্গে) ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করাইয়া ঐ ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষু অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, সত্যই কি তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্যভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, সত্যই কি স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচ্ঞা করিয়া ভোজন করে, সত্যই কি ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে?"

"ভগবন্! তাহা সত্য।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ! ঐ মোঘপুরুষগণের (মূর্খদিগের) পক্ষে তাহা অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকার্য্য হইয়াছে। কেন সেই মোঘপুরুষগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য-ভোজ্য লেহ্যপেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচ্ঞা করিয়া ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে? হে ভিক্ষুগণ! তাহাদের কার্য্যে অপ্রসন্নের (শ্রদ্ধাহীনের) মধ্যে প্রসাদ (শ্রদ্ধা) উৎপন্ন অথবা প্রসন্নের প্রসাদ (শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা) বর্দ্ধিত করিতে পারে না, বরং তাহাতে

অপ্রসন্নের মধ্যে অধিকতর প্রসাদহীনতা এবং কোন কোন প্রসন্নের মধ্যে ভাবান্তর আনয়ন করিবে।”

ভগবান বিবিধ প্রকারে ঐ ভিক্ষুগণের নিন্দা করিয়া, নানাভাবে দুর্ভরতা, দুষ্পোষতা, মহেচ্ছুতা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা, অলসতার অপযশ এবং বহু প্রকারে সুভরতা, সুপোষতা, অল্পেচ্ছুতা, সন্তুষ্টিতা, ধূতব্রত, সল্লেখ,[১] প্রসন্নতা, নম্রতা এবং বীর্য্যারম্ভের (উদ্যমশীলতার) গুণ বর্ণনা করিয়া তদনুরূপ এবং তদনুযায়ী ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেনঃ—হে ভিক্ষুগণ! আমি উপাধ্যায় গ্রহণের অনুজ্ঞা দিতেছি। উপাধ্যায় সহবিহারীর প্রতি পুত্রচিত্ত (অপত্যস্নেহ) উপস্থাপিত করিবে, সহবিহারী উপাধ্যায়ের প্রতি পিতৃচিত্ত (বাৎসল্য) উপস্থাপিত করিবে। এইরূপে তাহারা পরস্পর সগৌরবে, সসম্ভ্রমে এবং সমজীবী হইয়া অবস্থান করিলে এই ধর্ম্ম-বিনয়ে (শাসনে) বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং বিপুলতা লাভ করিবে।

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে উপাধ্যায় গ্রহণ (স্বীকার) করিতে হইবেঃ—উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) একাংসে স্থাপন করিয়া, পাদ-বন্দনা করিয়া, উৎকুটিকভাবে বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবেঃ—“প্রভো! আপনি আমার উপাধ্যায় হউন, প্রভো! আপনি আমার উপাধ্যায় হউন, প্রভো! আপনি আমার উপাধ্যায় হউন।” উপাধ্যায়,—‘সাধু’, ‘লঘু’, ‘সদুপায়’, ‘প্রতিরূপ’, অথবা ‘শোভন ভাবে সম্পাদন কর’ এই পঞ্চ উক্তির যে কোনটি দ্বারা কায়-বিজ্ঞপ্তি, বাক্-বিজ্ঞপ্তি অথবা কায় এবং বাক্-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিজ্ঞাপিত করিলে উপাধ্যায় গৃহীত হইয়া থাকে। উপাধ্যায় এইরূপ কায়-বিজ্ঞপ্তি, বাক্-বিজ্ঞপ্তি অথবা কায় এবং বাক্ দ্বারা বিজ্ঞাপিত না করিলে, উপাধ্যায় গৃহীত হয় না।

হে ভিক্ষুগণ! সহবিহারী উপাধ্যায়ে সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তন করিবে। সম্যক্ অনুবর্ত্তন করিবার নিয়ম এইঃ—প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া, উপানহ (পাদুকা) খুলিয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংসে স্থাপন করিয়া, দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিতে হইবে। মুখ ধুইবার জল প্রদান করিতে হইবে, আসন প্রস্তুত করিতে হইবে, যবাগূ প্রস্তুত হইলে পাত্র ধৌত করিয়া যবাগূ প্রদান করিতে হইবে, যবাগূ পান করিবার পর জল প্রদান করিয়া অবনত ভাবে পাত্র গ্রহণ করিয়া, ঘর্ষণ না করিয়া, সুচারুরূপে ধৌত করিয়া, তাহা সযত্নে রাখিয়া দিতে হইবে। উপাধ্যায় আসন হইতে উঠিলে, আসন তুলিয়া রাখিতে হইবে। যদি সেই স্থান ময়লা হয়, তাহা হইলে ঝাঁট দিতে হইবে। যদি উপাধ্যায় গ্রামে প্রবেশেচ্ছু হন, তাহা হইলে পরিধেয় বসন প্রদান করিতে হইবে, পরিহিত

১। তৃষ্ণাদির লঘুতা সম্পাদন।

বসন প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে, কটিবন্ধ প্রদান করিতে হইবে, দুইটী চীবর একত্র করিয়া প্রদান করিতে হইবে, পাত্র ধৌত করিয়া সজল পাত্র প্রদান করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায় তাঁহার অনুগামী শ্রমণ সঙ্গে রাখিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে ত্রিমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া, মণ্ডলাকারে চীবর পরিধান করিবার পর কটিবন্ধ বাঁধিতে হইবে, দুইটি চীবর একত্র করিয়া, দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, গ্রন্থি বন্ধন করিয়া, ধৌত পাত্র গ্রহণ করিয়া, উপাধ্যায়ের অনুগামী শ্রমণ হইতে হইবে। নাতিদূরে গমন করিবে না, নাতিসমীপে গমন করিবে না। পাত্র পরিবর্ত্তন[১] করিয়া প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে। উপাধ্যায় কথা বলিবার সময় মাঝখানে কথা বলিতে পারিবে না। উপাধ্যায় আপত্তিজনক ভাবে কথা বলিলে তাঁহাকে নিবারণ করিতে হইবে। ফিরিবার সময় পূর্ব্বে আসিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হইবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক (পাদ রগড়াইবার পিঁড়ি) স্থাপন করিতে হইবে, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে, বাস পরিবর্ত্তনের জন্য পরিধেয় বস্ত্র দিতে হইবে, পরিহিত বস্ত্র প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে। যদি চীবর স্বেদসিক্ত হয়, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত-কাল উত্তাপে উত্তপ্ত করিতে হইবে, উত্তাপে অধিকক্ষণ চীবর ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না, চীবর ভাঁজ করিতে হইবে, যাহাতে চীবর মাঝখানে ছিঁড়িয়া না যায় তেমন ভাবে উহার কোণা চারি আঙ্গুল উপরে তুলিয়া ভাঁজ করিতে হইবে, কটিবন্ধ গুটাইয়া চীবরের ভাঁজের মধ্যস্থলে রাখিতে হইবে। যদি আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং উপাধ্যায়ও ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে জল সহ আহার্য্য প্রদান করিতে হইবে। পানীয় সম্বন্ধে উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। ভোজনান্তে জল প্রদান করিয়া, অবনতভাবে পাত্র গ্রহণ করিয়া, ঘর্ষণ না করিয়া, সুচারুরূপে ধৌত করিয়া, মুছিয়া নির্জল করিবার পর মুহূর্ত্তকাল উত্তাপে উত্তপ্ত করিতে হইবে। উত্তাপে অধিকক্ষণ পাত্র রাখিয়া দিতে পারিবে না। পাত্রচীবর রাখিয়া দিতে হইবে, পাত্র রাখিবার সময় একহস্তে পাত্র ধারণ করিয়া অপর হস্তে মঞ্চ বা পীঠের নিম্নস্থান মুছিয়া পাত্র রাখিতে হইবে, ভূমিতে পাত্র ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না। চীবর রাখিবার সময় একহস্তে চীবর ধারণ করিয়া অন্যহস্তে চীবর রাখিবার বাঁশ বা রজ্জু মুছিয়া, চীবর মধ্যভাগ হইতে নিম্নপ্রান্ত পর্য্যন্ত একহস্তে লম্বিত করিয়া, অপরহস্তে উপরাংশ বাঁকাইয়া, বংশদণ্ডে বা রজ্জুতে স্থাপন করিবে। উপাধ্যায় আসন হইতে উঠিবার পর আসন তুলিয়া রাখিবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক সামলাইয়া রাখিবে। যদি সেইস্থানে

---

১. পাত্র পরিবর্ত্তন :—উপাধ্যায় কর্ত্তৃক লব্ধ যবাগু বা অন্নে তাঁহার পাত্র গরম বা ভারী হইলে স্বীয় পাত্র তাঁহাকে দিয়া তাঁহার পাত্র স্বয়ং গ্রহণ করা।—সম-পাসা।

৭

ময়লা হয়, তাহা হইলে তথায় ঝাঁট দিতে হইবে। যদি উপাধ্যায় স্নান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্নানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি শীতল জলের প্রয়োজন হয়, শীতল জল দিতে হইবে, যদি উষ্ণ জলের প্রয়োজন হয়, উষ্ণ জল দিতে হইবে, যদি উপাধ্যায় স্নানাগারে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে, মৃত্তিকা সিক্ত করিতে হইবে, স্নানাগারের পীঠ লইয়া উপাধ্যায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া স্নানাগারের পীঠ (চৌকি) দিয়া, চীবর প্রতিগ্রহণ করিয়া একান্তে স্থাপন করিতে হইবে, চূর্ণ প্রদান করিতে হইবে, মৃত্তিকা প্রদান করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায় ইচ্ছা করেন, স্নানাগারে প্রবেশ করিতে হইবে, প্রবেশ করিবার সময় মুখে মৃত্তিকা মাখিয়া, পুরোভাগ ও পশ্চাৎভাগ আচ্ছাদিত করিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিতে হইবে। স্থবির ভিক্ষুদের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি না করিয়া বসিতে হইবে, নূতন ভিক্ষুদিগকে আসনচ্যুত করিতে পারিবে না। স্নানাগারে উপাধ্যায়ের অঙ্গ মার্জ্জন করিতে হইবে, স্নানাগার হইতে বাহির হইবার সময় স্নানাগারের পীঠ লইয়া পুরোভাগ ও পশ্চাৎভাগ আচ্ছাদিত করিয়া বাহির হইতে হইবে, জলদ্বারাও উপাধ্যায়ের অঙ্গসেবা করিতে হইবে, স্নানের পর প্রথমেই জল হইতে উঠিয়া নিজের দেহ জলরহিত করিয়া, পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া, উপাধ্যায়ের দেহ হইতে জল মুছিতে হইবে, পরিধেয় বস্ত্র দিতে হইবে, সজ্ঘাটি দিতে হইবে, স্নানাগারের পীঠ লইয়া প্রথমেই আসিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হইবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক (পাপোষ) স্থাপন করিতে হইবে। উপাধ্যায়কে জলপান করিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যদি পাঠ গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা হয় তবে পাঠ গ্রহণ করাইতে হইবে, যদি পরিপ্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় তবে পরিপ্রশ্ন করিতে হইবে। যেই বিহারে উপাধ্যায় অবস্থান করেন, যদি সেই বিহার ময়লা হয়, ইচ্ছা হইলে পরিষ্কার করিতে হইবে। বিহার পরিষ্কার করিবার সময় প্রথমে পাত্রচীবর বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, বসিবার প্রত্যাস্তরণ (চাদর) বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, মাদুর ও বালিশ বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, মঞ্চ নীচ করিয়া কপাটে না ঠেকাইয়া বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, পীঠ নীচ করিয়া কপাটে না ঠেকাইয়া বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, মঞ্চপদ বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, পিকদানি (ডাবর) বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, ঠেস দিবার ফলক বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, ভূম্যাস্তরণ যেইস্থানে পাতা আছে সেইস্থান লক্ষ্য করিয়া বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে। যদি বিহারে মাকড়সাদির জাল হয় তাহা হইলে প্রথমে ছাদের নিম্নাংশ হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে, আলোকসন্ধির (বাতায়নের) কোণা মুছিতে হইবে। যদি গৈরিক পরিকর্ম্মকৃত ভিত্তিগাত্র ক্লেদাক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া জল নিঙড়াইয়া লইয়া মুছিতে হইবে, যদি কৃষ্ণবর্ণ

মেঝে ক্লেদাক্ত হইয়া থাকে তবে ভিজা ন্যাকড়া নিঙড়াইয়া মুছিতে হইবে। যদি মেঝে কাঁচা হয়, তাহা হইলে ধূলি নিবারণের জন্য জল ছিটাইয়া ঝাঁট দিতে হইবে, আবর্জ্জনা বাছিয়া একান্তে ফেলিয়া দিতে হইবে। ভূম্যাস্তরণ (গালিচা) উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে বিস্তৃত করিতে হইবে। মঞ্চপদ উত্তপ্ত করিয়া, মুছিয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। মঞ্চ উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, কপাটে না ঠেকাইয়া, অবনত ভাবে পুন আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। পীঠ উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, কপাটে না ঠেকাইয়া অবনতভাবে পুনঃ আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। মাতুর ও বালিশ উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িরা, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। বসিবার প্রত্যাস্তরণ উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, পুনরায় আনিয়া, যথাস্থানে বিস্তারিত করিতে হইবে। পিকদানি উত্তপ্ত করিয়া, মুছিয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। ঠেস দিবার ফলক উত্তপ্ত করিয়া, মুছিয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। পাত্রচীবর রাখিতে হইবে। পাত্র রাখিবার সময় একহস্তে পাত্র ধারণ করিয়া অপর হস্তে মঞ্চের নিম্নাংশ বা পীঠের নিম্নাংশ মুছিয়া পাত্র রাখিতে হইবে। ভূমিতে পাত্র রাখিতে পারিবে না। চীবর রাখিবার সময় একহস্তে চীবর ধারণ করিয়া অন্য হস্তে চীবর রাখিবার বংশদণ্ড বা চীবর রাখিবার রজ্জু মুছিয়া, চীবর মধ্যভাগ হইতে নিম্নপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত একহস্তে লম্বিত করিয়া অপর হস্তে উপরাংশ বাঁকাইয়া বংশদণ্ডে বা রজ্জুতে স্থাপন করিবে।

যদি পূর্ব্বদিক্ হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তবে পূর্ব্বপার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে। যদি পশ্চিম দিক হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলে পশ্চিম পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে। যদি উত্তর দিক্ হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলে উত্তর পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে। যদি দক্ষিণ দিক্ হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলে দক্ষিণ পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে। যদি শীতকাল হয় তাহা হইলে দিবসে বাতায়ন উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, রাত্রিতে বন্ধ রাখিতে হইবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয় তাহা হইলে দিবসে বাতায়ন বন্ধ রাখিতে হইবে, রাত্রিতে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। যদি অঙ্গনে আবর্জ্জনা হয় তাহা হইলে অঙ্গনে ঝাঁট দিতে হইবে। যদি প্রকোষ্ঠে আবর্জ্জনা হয় তাহা হইলে প্রকোষ্ঠে ঝাঁট দিতে হইবে। যদি উপস্থানশালায় (বৈঠকখানায়) আবর্জ্জনা হয় তাহা হইলে উপস্থানশালায় ঝাঁট দিতে হইবে। যদি অগ্নিশালায় (পাকশালায়) আবর্জ্জনা হয় তাহা হইলে অগ্নিশালায় ঝাঁট দিতে হইবে। যদি পাইখানায় আবর্জ্জনা হয় তাহা হইলে পাইখানায় ঝাঁট দিতে হইবে। যদি পানীয় জল না থাকে তাহা হইলে

তাহা উপস্থাপন করিতে হইবে। যদি পরিভোগ্য জল না থাকে তাহা হইলে তাহা উপস্থাপন (আনয়ন) করিতে হইবে। যদি আচমন-কুম্ভে জল না থাকে তাহা হইলে আচমন কুম্ভে জল ঢালিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়ের অনভিরতি (ব্রহ্মচর্য্য পালনে অনিচ্ছা) উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সহবিহারী উক্ত বিষয় হইতে তাঁহাকে বিরত করিবে কিংবা করাইবে অথবা ধর্ম্মকথা কহিবে। যদি উপাধ্যায়ের সন্দেহ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সহবিহারী তাহা নিরসন করিবে কিংবা করাইবে অথবা ধর্ম্মকথা কহিবে। যদি উপাধ্যায়ের মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সহবিহারী তাহা বিবেচনা করিবে কিংবা করাইবে অথবা ধর্ম্মকথা কহিবে। যদি উপাধ্যায় পরিবাস[১] যোগ্য গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাহাতে সঙ্ঘ উপাধ্যায়কে পরিবাস প্রদান করেন। যদি উপাধ্যায় মূলে প্রতিকর্ষণ[২] যোগ্য অপরাধগ্রস্থ হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাহাতে সঙ্ঘ উপাধ্যায়কে মূলে প্রতিকর্ষণ করেন। যদি উপাধ্যায় মানত্ব যোগ্য হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাহাতে সঙ্ঘ উপাধ্যায়কে মানত্ব প্রদান করেন। যদি উপাধ্যায় আহ্বান যোগ্য হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাহাতে সঙ্ঘ উপাধ্যায়কে আহ্বান করেন। যদি সঙ্ঘ উপাধ্যায়ের 'তর্জ্জনীয়', 'নির্যশ', 'প্রব্রাজনীয়', 'প্রতিস্মরণীয়' অথবা 'উৎক্ষেপনীয়' কর্ম্ম (দণ্ড) বিধান করিতে অভিলাষী হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাহাতে সঙ্ঘ উপাধ্যায়ের প্রতি দণ্ড বিধান না করেন অথবা তাহা লঘুত্বে পরিণত করেন। যদি সঙ্ঘ তাঁহার প্রতি 'তর্জ্জনীয়', 'নির্যশ', 'প্রব্রাজনীয়', 'প্রতিস্মরণীয়' অথবা 'উৎক্ষেপনীয়' দণ্ড বিধান করেন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিবে যাহাতে উপাধ্যায় সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তন করেন, মান ত্যাগ করেন, দণ্ডমুক্তির অনুরূপ আচরণ করেন এবং সঙ্ঘ সেই দণ্ড প্রত্যাহার করেন।

যদি উপাধ্যায়ের চীবর ধৌত করিবার যোগ্য হয় তাহা হইলে সহবিহারীকে তাহা ধৌত করিতে হইবে, অথবা যাহাতে ধৌত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য (ব্যগ্রতা) প্রকাশ করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়ের জন্য চীবর প্রস্তুত করিতে হয় তাহা হইলে সহবিহারীকে তাহা প্রস্তুত (সেলাই) করিয়া দিতে হইবে, অথবা যাহাতে তাহা প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়ের জন্য রঙ্‌ প্রস্তুত[৩] করিতে হয় তাহা হইলে সহবিহারীকে তাহা প্রস্তুত করিতে হইবে, অথবা

---

১. চূলবগ্‌গের ২য় স্কন্ধ (পারিবাসিক স্কন্ধ) এবং ৩য় স্কন্ধ (সমুচ্চয় স্কন্ধ) দ্রষ্টব্য। ২. চূলবগ্‌গের পারিবাসিক ও সমুচ্চয় স্কন্ধ দ্রষ্টব্য। ৩. কাঁঠাল গাছ টুকরা টুকরা করিয়া সিদ্ধ করা।

যাহাতে তাহা প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়ের চীবর রঞ্জিত করিতে হয় তাহা হইলে সহবিহারীকে তাহা রঞ্জিত করিতে হইবে অথবা যাহাতে তাহা রঞ্জিত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে হইবে। চীবর রঞ্জিত করিবার সময় সম্যক্‌ভাবে 'উল্টাইয়া পাল্টাইয়া' (এপিট ওপিট করিয়া) রঞ্জিত করিতে হইবে। যতক্ষণ চীবর হইতে বিন্দু বিন্দু রঙ্‌ ক্ষরণ বন্ধ না হইতেছে ততক্ষণ সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে না; উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যকে ভিক্ষাপাত্র দিতে পারিবে না কিংবা অন্যের ভিক্ষাপাত্র প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না; অন্যকে চীবর দিতে পারিবে না কিংবা অন্যের চীবর প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না; অন্যকে 'পরিক্‌খার' (ভিক্ষুর নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য)[১] দিতে পারিবে না কিংবা অন্যের 'পরিক্‌খার' প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না; অন্যের কেশছেদন করিতে পারিবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের কেশছেদন করাইতে পারিবে না; অন্যের পরিকর্ম্ম[২] করিতে পারিবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের পরিকর্ম্ম করাইতে পারিবে না; অন্যের পরিচর্য্যা করিতে পারিবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের পরিচর্য্যা করাইতে পারিবে না; অন্যের অনুগামী শ্রমণ[৩] হইতে পারিবে না কিংবা অন্যকে নিজের অনুগামী শ্রমণ করিতে পারিবে না; অন্যের ভিক্ষান্ন আহরণ করিতে পারিবে না কিংবা অন্যের দ্বারা নিজের ভিক্ষান্ন আহরণ করাইতে পারিবে না; উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিবে না, শ্মশানে গমন করিতে পারিবে না, কোনদিকে যাইতে পারিবে না। যদি উপাধ্যায় পীড়িত হন, রোগমুক্তি আনয়নের জন্য যাবজ্জীবন তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে হইবে।

॥ উপাধ্যায়ের ব্রত সমাপ্ত ॥

(২) সহবিহারীর ব্রত

হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় সম্যক্‌ভাবে সহবিহারীর অনুবর্ত্তী হইবেন। সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হইবার নিয়ম এই:—হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় সহবিহারীকে পাঠোদ্দেশ[৪], পরিপৃচ্ছা[৫], উপদেশ[৬], অনুশাসন[৭] দ্বারা উপকৃত ও অনুগৃহীত করিবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট ভিক্ষাপাত্র থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে তাহা হইলে উপাধ্যায়

১. অন্তর্বাস, উত্তরাসঙ্গ, সঙ্ঘাটি, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, ছুঁচ, কটিবন্ধ এবং জল ছাঁকনি। ২. দেহ রগড়াইয়া দেওয়া। ৩. পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা। ৪. পালিবাচনা; ৫. পালিযা অত্থবণ্ণনা; ৬. অনোতিণ্ণে বত্থুস্মিং 'ইদং করোহি', 'ইদং মা করিত্থ'তি. বচনং; ৭. পুনপ্পুন বচনং অনুসাসনি।—সম-পাসা।

সহবিহারীকে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিবেন অথবা যাহাতে সহবিহারী পাত্র পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট পরিধেয় চীবর থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে, তাহা হইলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে পরিধেয় চীবর প্রদান করিবেন অথবা যাহাতে সহবিহারী চীবর পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট 'পরিকৃখার' থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে তাহা হইলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে 'পরিকৃখার' প্রদান করিবেন অথবা যাহাতে সহবিহারী 'পরিকৃখার' পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন। যদি সহবিহারী পীড়িত হয় তাহা হইলে উপাধ্যায় প্রত্যূষে উঠিয়া তাহাকে দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিবেন, মুখোদক (আচমনের জল) প্রদান করিবেন, তাহার জন্য আসন প্রস্তুত করিবেন। [অবশিষ্টাংশ উপাধ্যায়-ব্রত সদৃশ।]

॥ সহবিহারীর ব্রত সমাপ্ত ॥

(৩) সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবার নিয়ম

১—(ক) সেই সময়ে সহবিহারী সম্যক্‌ভাবে উপাধ্যায়ের অনুবর্ত্তী হইত না। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা অল্পেচ্ছু, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জাসঙ্কোচশীল এবং শিশিক্ষু তাঁহারা আন্দোলন[১] করিতে, নিন্দা[২] করিতে এবং প্রকাশ্যে আপত্তি[৩] করিতে লাগিলেন—"কেন সহবিহারিগণ সম্যক্‌ভাবে উপাধ্যায়গণের অনুবর্ত্তী হইতেছে না?" তখন তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি সহবিহারিগণ সম্যক্‌ভাবে উপাধ্যায়গণের অনুবর্ত্তী হইতেছে না?"

"হাঁ, ভগবন! তাহাই বটে।"

......ভগবান উক্ত কার্য্যের নিন্দা করিয়া এবং ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ! সহবিহারী সম্যক্‌ভাবে উপাধ্যায়ের অনুবর্ত্তী না হইয়া চলিতে পারিবে না, যে সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী না হইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(খ) তথাপি তাহারা সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হইল না। ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি : যে সম্যক্‌ভাবে উপাধ্যায়ের অনুবর্ত্তী হইবে না তাহাকে 'প্রণমিত' করিবে।"

---

১. উজ্ঝাযন্তি; ২. খীযন্তি, ৩. বিপাচেন্তি।

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে 'প্রণমিত'[১] করিতে হইবে। 'তোমাকে 'প্রণমিত' করিতেছি', 'তুমি এইস্থানে আসিও না', 'তোমার পাত্রচীবর ঘরের বাহির কর' অথবা 'তুমি আমার পরিচর্য্যা করিও না।' এইভাবে কায়ে (দেহসঙ্কেতে), বাক্যে অথবা কায়ে এবং বাক্যে বিজ্ঞাপিত করিলে সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করা হয়। কায়ে বিজ্ঞাপিত করে না, বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে না, কায় এবং বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে না, সেক্ষেত্রে সহবিহারী 'প্রণমিত' হইবে না।

২—(ক) সেই সময়ে সহবিহারী 'প্রণমিত' হইয়া ক্ষমা চাহিত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা দিতেছি : ক্ষমা চাহিতে হইবে।"

(খ) তথাপি তাহারা ক্ষমা চাহিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! 'প্রণমিত' ভিক্ষু ক্ষমা না চাহিয়া পারিবে না, যে ক্ষমা চাহিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ[২] হইবে।"

৩—(ক) সেই সময়ে উপাধ্যায় ক্ষমা চাহিলে ক্ষমা দিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন! (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি : উপাধ্যায়কে ক্ষমা করিতে হইবে।"

(খ) তথাপি উপাধ্যায় ক্ষমা করিলেন না। সহবিহারিগণ উপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল, ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিল, তীর্থিকগণের নিকট চলিয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় ক্ষমাপ্রার্থী সহবিহারীকে ক্ষমা না করিতে পারিবে না, যে ক্ষমা করিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৪—(ক) সেই সময়ে উপাধ্যায় সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিতে লাগিলেন অথচ সম্যক্‌ভাবে অননুবর্ত্তী সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! সম্যকভাবে অনুবর্ত্তী সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিতে পারিবে না। যে 'প্রণমিত' করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ! সম্যক্‌ভাবে অননুবর্ত্তী সহবিহারীকে 'প্রণমিত' না করিয়া পারিবে না, যে 'প্রণমিত' করিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(খ) হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবে। পঞ্চাঙ্গ, যথা :—(১) উপাধ্যায়ের প্রতি যাহার অধিকমাত্রায় প্রেম নাই; (২)

---

১. সাময়িক দণ্ডদান; ২. 'আপত্তি'।

অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ (শ্রদ্ধা) নাই ; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল নহে ; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে না ; (৫) যে অধিকমাত্রায় উপাধ্যায় সম্বন্ধে চিন্তা করে না। হে ভিক্ষুগণ ! উপাধ্যায় এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবে।

(গ) হে ভিক্ষুগণ ! উপাধ্যায় পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবে না। পঞ্চাঙ্গ, যথা :—(১) উপাধ্যায়ের প্রতি যাহার অধিকমাত্রায় প্রেম আছে ; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ (শ্রদ্ধা) আছে ; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল ; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে ; (৫) যে অধিকমাত্রায় উপাধ্যায় সম্বন্ধে চিন্তা করে। হে ভিক্ষুগণ ! উপাধ্যায় এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবে না।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে প্রণমিত করা একান্ত কর্ত্তব্য। পঞ্চাঙ্গ, যথা :—(১) উপাধ্যায়ের প্রতি অধিকমাত্রায় যাহার প্রেম নাই ; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ নাই ; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল নহে ; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে না ; (৫) যে অধিকমাত্রায় উপাধ্যায় সম্বন্ধে চিন্তা করে না। হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করা একান্ত কর্ত্তব্য।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করা নিতান্ত অনুচিৎ। পঞ্চাঙ্গ, যথা :—(১) উপাধ্যায়ের প্রতি যাহার অধিকমাত্রায় প্রেম আছে ; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ আছে; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল ; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে ; (৫) যে উপাধ্যায় সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় চিন্তা করে। হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করা নিতান্ত অনুচিৎ।

(চ) হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' না করিলে উপাধ্যায় দোষগ্রস্ত হইবে এবং 'প্রণমিত' করিলে দোষগ্রস্থ হইবে না। পঞ্চাঙ্গ, যথা :— (১) উপাধ্যায়ের প্রতি অধিকমাত্রায় যাহার প্রেম নাই ; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ নাই ; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল নহে ; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে না ; (৫) যে উপাধ্যায় সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় চিন্তা করে না। হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' না করিলে উপাধ্যায় দোষগ্রস্থ হইবে এবং 'প্রণমিত' করিলে দোষগ্রস্থ হইবে না।

(ছ) হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিলে উপাধ্যায় দোষগ্রস্থ হইবে এবং প্রণমিত না করিলে দোষগ্রস্থ হইবে না। পঞ্চাঙ্গ, যথা :— (১) উপাধ্যায়ের প্রতি যাহার অধিকমাত্রায় প্রেম আছে ; (২) অধিকমাত্রায় যাহার

প্রসাদ আছে; (৩) অধিকমাত্রায় যে লজ্জাশীল; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে; (৫) যে উপাধ্যায় সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় চিন্তা করে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিলে উপাধ্যায় দোষগ্রস্থ হইবে এবং 'প্রণমিত'না করিলে দোষগ্রস্থ হইবে না[১]।

(৪) ত্রিশরণ দানে প্রব্রজ্যা-বিধি প্রত্যাহার

সেই সময়ে (রাধ নামে) জনৈক ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করিতে না পারিয়া কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুরজাত হইলেন এবং তাঁহার গাত্রে শিরাসমূহ স্ফুট হইল। ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুরজাত এবং শিরাজাল বিস্তৃত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন "হে ভিক্ষুগণ! এই ব্রাহ্মণ কেন কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুরজাত হইয়াছে এবং কেনইবা তাহার গাত্রে শিরাসমূহ বিস্তৃত হইয়াছে?"

"প্রভো! এই ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভিক্ষুগণ তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদানে ইচ্ছা করেন নাই। ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করিতে না পারিয়া কৃশ, রুক্ষ,দুর্বর্ণ, পাণ্ডুরজাত হইয়াছেন এবং তাঁহার গাত্রে শিরাজাল বিস্তৃত হইয়াছে।" অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

"হে ভিক্ষুগণ! এই ব্রাহ্মণের 'অধিকার' (কৃত উপকার) কে স্মরণ কর?" আয়ুষ্মান্ শারীপুত্র কহিলেন—"প্রভো! তাঁহার কৃত উপকার আমি স্মরণ করি।"

"শারীপুত্র! তুমি ব্রাহ্মণের কোন্ উপকার স্মরণ কর?"

---

১. যাহারা অননুবর্ত্তী তাহারা 'চীবর রঞ্জিত করা' পর্য্যন্ত ব্রত সম্পাদন না করিলে উপাধ্যায়ের পরিহানি হয়, এই হেতু যে উক্ত ব্রত সম্পাদন না করিবে সে আশ্রয় মুক্ত হউক বা না হউক তাহার অপরাধই হইবে। 'কাহাকেও পাত্র দিবে না' এই হইতে আশ্রয় অমুক্ত সহবিহারীরই অপরাধ্ হয়, আশ্রয়মুক্তের অপরাধ হয় না। যদি সহবিহারী অনুবর্ত্তী হয় কিন্তু উপাধ্যায় অনুবর্ত্তী না হন তাহা হইলে উপাধ্যায়ের অপরাধ হয়। যদি উপাধ্যায় অনুবর্ত্তী হন কিন্তু সহবিহারী অনুবর্ত্তী না হয় তাহা হইলে সহবিহারীরই অপরাধ। যদি উপাধ্যায় বহু সহবিহারীর ব্রত (সেবা) গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহারা ব্রতপূরণ না করিলে সকলের অপরাধ হয়। যদি উপাধ্যায় কহেন, 'আমার সেবক আছে তোমরা স্ব স্ব শিক্ষা এবং ধ্যানাদিতে উদ্যমশীল হও' তাহা হইলে সহবিহারিগণের অপরাধ হইবে না। যদি উপাধ্যায় সেবা গ্রহণ অগ্রহণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হন, সহবিহারীও অনেক থাকে এবং তন্মধ্যে জনৈক ব্রত পূরক ভিক্ষু 'উপাধ্যায়ের কার্য্য আমি সমাধা করিব, আপনারা তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন না' এই বলিয়া ভার গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার ভার গ্রহণ দিবস হইতে সমগ্র সহবিহারীরই অপরাধ হইবে না।—সম-পাসা।

৮

"প্রভো ! আমি একদিন রাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিবার সময় এই ব্রাহ্মণ আমাকে এক চামচ ভিক্ষা প্রদান করাইয়াছিলেন। প্রভো ! আমি ব্রাহ্মণের এই উপকার স্মরণ করিতেছি।"

"সাধু, সাধু, শারীপুত্র ! সৎপুরুষগণ কৃতজ্ঞ ও কৃতবিদ্ হইয়া থাকেন। শারীপুত্র ! তাহা হইলে তুমি এই ব্রাহ্মণকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর, উপসম্পদা প্রদান কর।"

"প্রভো ! আমি ব্রাহ্মণকে কিরূপে প্রব্রজ্যা প্রদান করিব এবং কিরূপেই বা উপসম্পদা প্রদান করিব ?"

অনন্তর ভগবান ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ ! আমি পুর্ব্বে ত্রিশরণ দানে উপসম্পদা প্রদান করিবার যেই অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলাম তাহা অদ্য হইতে প্রত্যাহার করিলাম। হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ 'জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম্ম' [1] দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে উপসম্পদা প্রদান করিতে হইবে ঃ দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবে ঃ—

জ্ঞপ্তি—"মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের[2] নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতে পারেন অমুক নামীয় ভিক্ষুর উপাধ্যায়ত্বে। ইহাই জ্ঞপ্তি (প্রস্তাব-জ্ঞাপনা)।"

অনুশ্রাবণ—(১) "মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। সঙ্ঘ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন অমুকনামীয় ভিক্ষুর উপাধ্যায়ত্বে। এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদা-লাভ যে আয়ুষ্মান কর্ত্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।" (২) দ্বিতীয়বারও এইকথা বলিতেছি—"মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। সঙ্ঘ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদা-লাভ যে আয়ুষ্মান কর্ত্তৃক যোগ্য বিবেচিত

---

১. একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার অনুশ্রাবণ করিয়া যেই কার্য্য করা হয় তাহাকে 'জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম্ম' বলে।

২. অমুক নামীয় ব্যক্তি এবং আয়ুষ্মানের স্থানে উপসম্পদা প্রার্থী এবং উপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রায়ই 'নাগ' এবং 'তিষ্য' নামক কাল্পনিক নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।" (৩) তৃতীয়বারও এইকথা বলিতেছি—"মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদা-প্রার্থী হইয়াছেন। সঙ্ঘ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদা-লাভ যে আয়ুষ্মান কর্ত্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।"

ধারণা—"সঙ্ঘ কর্ত্তৃক এই নামীয় ব্যক্তি উপসম্পন্ন হইলেন অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘ মৌন আছেন,—আমি এইরূপ মনে করিতেছি।"

(৫) উপসম্পদা-কর্ম্ম পদ্ধতি

১—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু উপসম্পদা লাভের পর অনাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষুগণ কহিলেন, 'বন্ধো! এইরূপ করিবেন না, এরূপ করা উচিৎ নহে।' তিনি বলিলেন, 'আমি আয়ুষ্মানদের নিকট যাচ্ঞা করি নাই যে, আমাকে উপসম্পদা প্রদান করুন। কেন আপনারা অযাচিত হইয়া আমাকে উপসম্পদা প্রদান করিয়াছেন?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! অযাচিত হইয়া কাহাকেও উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা প্রদান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যাচিত হইয়াই উপসম্পদা প্রদান করিবে।"

২—উপসম্পদা যাচ্ঞা—"হে ভিক্ষুগণ! এইরূপেই উপসম্পদা যাচ্ঞা করিতে হইবে ঃ উপসম্পদাকামী ব্যক্তি সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংসে স্থাপন করিয়া, উপস্থিত ভিক্ষুদিগের পদ বন্দনা করিয়া, 'উৎকুট-ভাবে' বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এরূপ বলিবে ঃ—"মাননীয় সঙ্ঘের নিকট আমি উপসম্পদা যাচ্ঞা করিতেছি, মাননীয় সঙ্ঘ অনুকম্পা পূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এইরূপে যাচ্ঞা করিতে হইবে।]

দক্ষ, সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবে ঃ

জ্ঞপ্তি—"মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাকামী হইয়াছেন। এই নামীয় ব্যক্তি সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। যদি সঙ্ঘ

উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ তাঁহাকে উপসম্পদা প্রদান করিতে পারেন উক্ত নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। ইহাই জ্ঞপ্তি।”

অনুশ্রাবণ—“মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাকামী হইয়াছেন। এই নামীয় ব্যক্তি সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। সঙ্ঘ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন উক্ত নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদালাভ যে আয়ুষ্মান কর্ত্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।” [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ বলিতে হইবে।]

ধারণা—“সঙ্ঘ কর্ত্তৃক এই নামীয় ব্যক্তি উপসম্পন্ন হইলেন অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘ মৌন আছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।”

(৬) ভিক্ষুর চতুর্ব্বিধ আশ্রয়

সেই সময়ে রাজগৃহে উত্তম আহারের ‘পালা’ চলিতেছিল। জনৈক ব্রাহ্মণ ভাবিল, ‘সুখশীলী, সুখবিহারী এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুস্বাদুভোজ্য ভোজন করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করেন। অতএব আমিও শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।’ এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিল। তাহাকে ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন, উপসম্পদাও প্রদান করিলেন। তাহার প্রব্রজ্যালাভের পর ঐ আহারের ‘পালা’ বন্ধ হইল। ভিক্ষুগণ তাহাকে কহিলেন, “বন্ধো ! এস, ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গমন করিব।” সে বলিল, “বন্ধুগণ ! আমি ভিক্ষাচর্য্যার জন্য প্রব্রজিত হই নাই। যদি আপনারা আমাকে আহার্য্য প্রদান করেন তাহা হইলে ভোজন করিব, যদি প্রদান না করেন, তাহা হইলে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিব।”

“বন্ধো ! আপনি কি উদরপূর্ত্তির জন্যই প্রব্রজিত হইয়াছেন ?”

“হাঁ, বন্ধো ! তাহাই বটে।”

যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু······তাঁহারা আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে লাগিলেন—“কেন ভিক্ষু এইরূপ সু-আখ্যাত ধর্ম্ম-বিনয়ে (বুদ্ধ-শাসনে) উদরপূর্ত্তির জন্য প্রব্রজিত হইতে পারেন ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) “ভিক্ষু ! সত্যই কি তুমি উদরপূর্ত্তির জন্য প্রব্রজিত হইয়াছ ?”

“হাঁ, ভগবন্ ! তাহাই বটে।”

ভগবান ইহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেনঃ "মোঘপুরুষ! কেন তুমি এই স্থ-আখ্যাত ধর্ম্মবিনয়ে উদরপূর্ত্তির জন্য প্রব্রজিত হইয়াছ? তোমার এই কার্য্যে অপ্রসন্নের (অশ্রদ্ধের) মধ্যে প্রসাদ উৎপাদন অথবা প্রসন্নের মধ্যে প্রসাদ বর্দ্ধিত করিতে পারে না……।"

ভগবান ঐ ভিক্ষুর নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ তোমরা উপসম্পদা (ভিক্ষু-দীক্ষা) প্রদানের সময় নিম্নোক্ত চারি আশ্রয়ের কথা উল্লেখ করিবেঃ—(১) ভিক্ষান্ন মাত্র সম্বল স্বরূপ করিবার জন্যই তোমরা প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তুমি যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত ভোজন সম্বল হইতে পারে সঙ্ঘ-ভোজন[১], উদ্দিষ্ট ভোজন[২], নিমন্ত্রণ[৩], শলাকভোজন[৪], পাক্ষিক ভোজন[৫], উপবসথ ভোজন[৬], এবং প্রাতিপদিক ভোজন[৭]। (২) পাংশুকূল[৮] চীবর মাত্র আচ্ছাদন সম্বল করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তুমি যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত আচ্ছাদন সম্বল হইতে পারে ক্ষৌম বস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, কৌষেয় বস্ত্র, কম্বল, পট্টবস্ত্র এবং ভঙ্গ (বৃক্ষ-ত্বকে প্রস্তুত) বস্ত্র। (৩) বৃক্ষমূল (তরুতল) মাত্র শয্যাসন[৯] সম্বল করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তুমি যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত শয্যাসন সম্বল হইতে পারে বিহার, অর্দ্ধযোগ[১০], প্রাসাদ, হর্ম্ম্য এবং গুহা। (৪) পূতিমূত্র (গোমূত্র) ভৈষজ্য সম্বল করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তোমাকে যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিতে হইবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত ভৈষজ্য সম্বল হইতে পারে চর্ব্বি, তৈল, নবনীত, মধু এবং খাঁড় (শক্ত গুড়)।

॥ উপাধ্যায়-ব্রত ভণিতা সমাপ্ত ॥

(৭) উপসম্পদা দানের অযোগ্য উপাধ্যায়

সেই সময়ে জনৈক মানব (ব্রাহ্মণ যুবক) ভিক্ষুদিগের নিকট আসিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল। ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যাদানের পূর্ব্বেই তাহাকে প্রব্রজ্যার চারি আশ্রয় জানাইলেন। মানব কহিল, যদি মাননীয় ভিক্ষুগণ আমাকে প্রব্রজ্যাদানের পূর্ব্বে আশ্রয় সমূহ না

---

১. ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোজন; ২. মৃত পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোজন (শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রদত্ত ভোজন); ৩. সাধারণভাবে প্রদত্ত ভোজন; ৪. শলাকা (টিকেট) দ্বারা প্রদত্ত ভোজন; ৫. পক্ষান্তে প্রদত্ত ভোজন; ৬. উপোসথ দিবসে প্রদত্ত ভোজন; ৭. প্রতিপদ দিবসে প্রদত্ত ভোজন; ৮. আবর্জ্জনা স্তূপ হইতে কুড়ানো বস্ত্রে প্রস্তুত চীবর; ৯. বাসস্থান; ১০. গরুড়াকৃতি গৃহ।

জানাইতেন, তাহা হইলে আমি আনন্দিত হইতাম। এখন কিন্তু আমি প্রব্রজিত হইব না। যেহেতু কথিত আশ্রয়সমূহ আমার পক্ষে রুচিবিগর্হিত এবং আমার স্বভাবের প্রতিকূল।

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! প্রব্রজ্যাদানের পূর্ব্বে আশ্রয়সমূহ জানাইতে পারিবে না, যদি কেহ জানায় তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ উপসম্পদা-দানের অব্যবহিত পরে আশ্রয় সমূহ জ্ঞাপন করিবে।"

সেই সময়ে মাত্র দুইজন, তিনজন কিংবা চারিজন ভিক্ষু মিলিত হইয়া উপসম্পদা প্রদান করিতেন। ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! দশজনের কম হইলে ভিক্ষুগণ উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না। যদি কেহ উপসম্পদা প্রদান করে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ দশজন অথবা দশাধিক ভিক্ষু মিলিত হইয়া উপসম্পদা প্রদান করিবে।"

সেই সময়ে যাঁহাদের বয়স মাত্র একবৎসর কিংবা দুইবৎসর এইরূপ ভিক্ষুগণও সহবিহারীকে উপসম্পদা প্রদান করিতেন। বঙ্গান্তপুত্র আয়ুষ্মান উপসেন ভিক্ষুর বর্ষ গণনায় যখন তাঁহার বয়স মাত্র এক বৎসর[১] তখন সহবিহারীকে উপসম্পদা প্রদান করিলেন। বর্ষাবাসব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যখন তিনি স্বয়ং মাত্র দুইবৎসর বয়স্ক হইলেন তখন তিনি তাঁহার একবৎসর বয়স্ক সহবিহারীকে সঙ্গে করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। অভ্যাগত ভিক্ষুদিগকে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধগণের রীতি। ভগবান বঙ্গান্তপুত্র আয়ুষ্মান উপসেনকে কহিলেন ঃ "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা নিরুপদ্রবে আছ ত? সুখে দিনযাপন করিতেছ ত? দীর্ঘপথ আসিতে তোমাদের বিশেষ কষ্ট হয় নাই ত?"

"ভগবন্! আমরা নিরুপদ্রবে আছি, সুখে দিনযাপন করিতেছি এবং দীর্ঘপথ আসিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় নাই।"

তথাগতগণ জানিয়াও কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোন কোন বিষয় জানিয়া জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণ সময় বুঝিয়া কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, আবার সময় বুঝিয়া কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণ অর্থযুক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন নিরর্থক বিষয় নহে; নিরর্থক আলাপে তথাগতের

---

১. যেইদিন ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করা হয় সেইদিন হইতেই ভিক্ষুর বয়স গণনা করা হয়, জন্ম দিবস হইতে নহে।

সকল প্রবৃত্তি সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধগণ দ্বিবিধ কারণে ভিক্ষুদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ঃ (১) ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অথবা (২) শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদ নির্দ্দিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে। ভগবান আয়ুষ্মান বঙ্গান্তপুত্র উপসেনকে কহিলেন,—"ভিক্ষু! তোমার বয়স কত?" "ভগবন্! আমার বয়স দুই বৎসর হইয়াছে।" "এই ভিক্ষুর বয়স কত হইয়াছে?" "এক বৎসর।" "এই ভিক্ষু তোমার কে হয়?" "এ আমার সহবিহারী।"

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন ঃ—"মোঘপুরুষ! তাহা তোমার পক্ষে অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিৎ, অবিধেয় এবং অকার্য্য হইয়াছে। তুমি নিজে উপদেশ এবং অনুশাসনের যোগ্য হইয়া কেন অপরকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ? অতি শীঘ্রই যে তুমি দলপুষ্টিরূপ বাহুল্যে আবর্ত্তিত হইয়াছ! মোঘপুরুষ! তোমার এই কার্য্যে অপ্রসন্নদের মধ্যে প্রসাদ উৎপন্ন অথবা……।" ভগবান এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্ম কথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! দশবৎসরের কম বয়স্ক ভিক্ষু স্বয়ং উপাধ্যায় হইয়া অপরকে উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে না, যদি কেহ উপসম্পদা প্রদান করে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দশ কিংবা দশাধিক বয়স্ক ভিক্ষুই স্বয়ং উপাধ্যায় হইয়া অপরকে উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে।"

সেই সময়ে 'আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে', 'দশ বৎসর হইয়াছে' ভাবিয়া অদক্ষ ও অসমর্থ ভিক্ষুগণ উপসম্পদা প্রদান করিতেছিলেন। দেখা গেল উপাধ্যায় অজ্ঞ, সহবিহারী পণ্ডিত ; উপাধ্যায় অসমর্থ, সহবিহারী সমর্থ ; উপাধ্যায় অল্পশ্রুত, সহবিহারী বহুশ্রুত ; উপাধ্যায় অপ্রাজ্ঞ, সহবিহারী প্রাজ্ঞ। জনৈক তীর্থিক[১] উপাধ্যায় কর্তৃক সহবিহারীর আচরণীয় ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইলে উপাধ্যায়ের উপর দোষারোপ করিয়া পুর্ব্ব তীর্থিক আশ্রমে চলিয়া গেল। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা অল্পেচ্ছু……তাঁহারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে লাগিলেন ঃ—"আমার বয়স 'দশ বৎসর হইয়াছে,' 'দশ বৎসর হইয়াছে' ভাবিয়া কেন অদক্ষ ও অসমর্থ ভিক্ষুগণ উপসম্পদা দিতেছে? দেখা যাইতেছে উপাধ্যায় অজ্ঞ, সহবিহারী পণ্ডিত ; উপাধ্যায় অসমর্থ, সহবিহারী সমর্থ ; উপাধ্যায় অল্পশ্রুত, সহবিহারী, বহুশ্রুত ; উপাধ্যায় অপ্রাজ্ঞ, সহবিহারী প্রাজ্ঞ।" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি অদক্ষ ও অসমর্থ ভিক্ষুগণ 'আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে', 'দশ বৎসর হইয়াছে'

১. ভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী।

ভাবিয়া উপসম্পদা প্রদান করিতেছে, দেখা যাইতেছে উপাধ্যায় অজ্ঞ, সহবিহারী পণ্ডিত; উপাধ্যায় অবিশারদ, সহবিহারী বিশারদ; উপাধ্যায় অল্পশ্রুত, সহবিহারী বহুশ্রুত; উপাধ্যায় অপ্রাজ্ঞ, সহবিহারী প্রাজ্ঞ?"

"হাঁ, ভগবন্! তাহাই বটে।"

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেনঃ—হে ভিক্ষুগণ! কেন অদক্ষ ও অসমর্থ মোঘপুরুষগণ 'আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে', 'দশ বৎসর হইয়াছে' ভাবিয়া উপসম্পদা দিতেছে? দেখা যাইতেছে উপাধ্যায় অজ্ঞ……অপ্রাজ্ঞ। হে ভিক্ষুগণ! এই কার্য্যে অপ্রসন্নদের মধ্যে প্রসাদ উৎপন্ন……ভগবান এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! অদক্ষ ও অসমর্থ ভিক্ষুগণ উপাধ্যায় হইয়া কাহাকেও উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে না, যদি কেহ উপসম্পদা প্রদান করে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ দক্ষ ও সমর্থ দশ কিংবা দশাধিক বৎসর বয়স্ক ভিক্ষুই উপসম্পদা প্রদান করিবে।"

(৮) আচার্য্যের ব্রত

সেই সময়ে উপাধ্যায় বিহার হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিলেও, ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করিলেও, কালপ্রাপ্ত হইলেও, তীর্থিকাশ্রমে চলিয়া গেলেও, ভিক্ষুগণ আচার্য্য অভাবে উপদেশ ও অনুশাসনের অভাবে, অশোভনভাবে চীবর পরিধান করিয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করিতেন। যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপরে, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করিতেন। স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জন যাচ্ঞা করিয়া ভোজন করিতেন। ভোজনের সময়ও উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেন। জনসাধারণ এই বিষয়ে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্ণাম প্রচার করিতে লাগিলঃ—"কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অশোভন ভাবে চীবর পরিধান করিয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের উপর 'উত্তিট্‌ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জন যাচ্ঞা করিয়া ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে, যেমন ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় ব্রাহ্মণেরা করিয়া থাকে?"

ভিক্ষুগণ শুনিতে পাইলেন যে, জনসাধারণ এইরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্ণাম প্রচার করিতেছে। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা অল্পেচ্ছু সন্তুষ্টচিত্ত লজ্জাসঙ্কোচশীল এবং

শিশিক্ষু তাঁহারাও আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে লাগিলেনঃ—"কেন ভিক্ষুগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান করিয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত, তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জন যাজ্ঞা করিয়া ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে?" তখন তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন।

ভগবান এই নিদানে (সম্বন্ধে) এবং এই প্রকরণে (প্রসঙ্গে) ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষু অশোভন পরিহিত হইয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, সত্যই কি তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, সত্যই কি স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাজ্ঞা করিয়া ভোজন করে, সত্যই কি ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে?"

"প্রভো! তাহা সত্য বটে।"

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেনঃ…"হে ভিক্ষুগণ! ঐ মোঘপুরুষগণের পক্ষে তাহা অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিধেয় এবং অকার্য্য হইয়াছে। কেন মোঘপুরুষগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান করিয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষান্নের জন্য বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয়ের উপর 'উত্তিট্ঠ' পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জন যাজ্ঞা করিয়া ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে? হে ভিক্ষুগণ! তাহাদের এই কার্য্যে অপ্রসন্নের মধ্যে প্রসাদ উৎপন্ন অথবা প্রসন্নের প্রসাদ বর্দ্ধিত করিতে পারে না বরং তাহাতে অপ্রসন্নের মধ্যে অধিকতর প্রসাদহীনতা এবং কোন কোন প্রসন্নের মধ্যে ভাবান্তর আনয়ন করিবে।"

ভগবান বিবিধ প্রকারে ঐ ভিক্ষুগণের নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি আচার্য্য গ্রহণের অনুজ্ঞা দিতেছি। আচার্য্য অন্তেবাসীর প্রতি পুত্রচিত্ত (অপত্যস্নেহ) উপস্থাপিত করিবে, অন্তেবাসী আচার্য্যের প্রতি পিতৃচিত্ত (বাৎসল্য) উপস্থাপিত করিবে। এইরূপে তাহারা পরস্পর সগৌরবে, সসম্ভ্রমে এবং সমজীবী হইয়া অবস্থান করিলে এই ধর্ম্মবিনয়ে (বুদ্ধ-শাসনে) বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং বিপুলতা লাভ করিবে।

৯

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ দশ বৎসর অন্যের আশ্রয়ে (অধীনে) থাকিবে এবং অন্যূন দশ বৎসর বয়স্ক ভিক্ষু অপরকে আশ্রয় প্রদান করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ ! এইরূপে আচার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে,—উত্তরাসঙ্গ একাংসে স্থাপন করিয়া, পাদ বন্দনা করিয়া, পদাগ্রে ভার দিয়া বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে—"প্রভো ! আপনি আমার আচার্য্য হউন, আমি আপনার আশ্রয়ে বাস করিব।" [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে।]

যদি আচার্য্য 'সাধু', 'লঘু', 'সদুপায়', 'প্রতিরূপ' অথবা 'শোভন ভাবে সম্পাদন কর'—এই পঞ্চবিধ উক্তির যে কোনটি দ্বারা ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, অথবা ইঙ্গিতে ও বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, তবে আচার্য্য গৃহীত হয়। যদি ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত না করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, ইঙ্গিতে এবং বাক্যে বিজ্ঞাপতি না করে, সেক্ষেত্রে আচার্য্য গৃহীত হয় না।

"হে ভিক্ষুগণ ! অন্তেবাসীকে আচার্য্যের সম্যক্ অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। সম্যক্ অনুবর্ত্তী হইবার বিধি এই ঃ—প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া, উপানহ খুলিয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংসে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে দন্তকাষ্ঠ দিতে হইবে, মুখোদক দিতে হইবে, তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত করিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ উপাধ্যায়ের ব্রত সদৃশ।]

(৯) অন্তেবাসীর ব্রত

হে ভিক্ষুগণ ! আচার্য্যকে অন্তেবাসীর সম্যক্ অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। সম্যক্ অনুবর্ত্তী হইবার নিয়ম এই ঃ—হে ভিক্ষুগণ ! আচার্য্য অন্তেবাসীকে পাঠোদ্দেশ, পরিপৃচ্ছা, উপদেশ এবং অনুশাসন দ্বারা উপকৃত ও অনুগৃহীত করিবেন। যদি আচার্য্যের নিকট ভিক্ষাপাত্র থাকে এবং অন্তেবাসীর নিকট না থাকে, তাহা হইলে আচার্য্য অন্তেবাসীকে ভিক্ষাপাত্র দিবে অথবা যাহাতে অন্তেবাসী পাত্র পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে। যদি আচার্য্যের নিকট পরিধেয় চীবর থাকে এবং অন্তেবাসীর নিকট না থাকে, তাহা হইলে আচার্য্য অন্তেবাসীকে চীবর দিবে অথবা যাহাতে অন্তেবাসী চীবর পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে। যদি আচার্য্যের নিকট 'পরিকৃখার' (নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু) থাকে এবং অন্তেবাসীর নিকট না থাকে, তাহা হইলে আচার্য্য অন্তেবাসীকে 'পরিকৃখার' দিবে অথবা যাহাতে অন্তেবাসী 'পরিকৃখার' পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে। যদি অন্তেবাসী পীড়িত হয়, তাহা হইলে প্রত্যুষে উঠিয়া তাহাকে দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিতে হইবে, মুখোদক

দিতে হইবে, তাহার জন্য আসন প্রস্তুত করিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ সহবিহারীর ব্রত সদৃশ।]

॥ ষষ্ঠ ভণিতা সমাপ্ত ॥

(১০) অন্তেবাসীকে 'প্রণমিত' করিবার নিয়ম

সেই সময়ে অন্তেবাসিগণ আচার্য্যের সম্যক্ অনুবর্ত্তী হইত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! অন্তেবাসিগণ সম্যক্‌ভাবে আচার্য্যগণের অনুবর্ত্তী না হইয়া পারিবে না, যদি কেহ সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী না হয়, তাহার দুক্কট 'অপরাধ' হইবে।"

তথাপি তাহারা সম্যক্‌ভাবে আচার্য্যগণের অনুবর্ত্তী হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যে সম্যক্‌ভাবে আচার্য্যগণের অনুবর্ত্তী হইবে না তাহাকে 'প্রণমিত' করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে প্রণমিত (সাময়িক দণ্ড দান) করিতে হইবে,—'তোমাকে 'প্রণমিত করিতেছি', 'এইস্থানে আসিও না', 'তোমার পাত্র চীবর বাহির কর' অথবা 'তুমি আমার পরিচর্য্যা করিও না।' যদি এইভাবে ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে অথবা ইঙ্গিতে ও বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, তাহা হইলে অন্তেবাসীকে 'প্রণমিত' করা হয়। যদি ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত না করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, অথবা ইঙ্গিতে ও বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, তাহা হইলে অন্তেবাসীকে 'প্রণমিত' করা হয় না। [অবশিষ্টাংশ সহবিহারী 'প্রণমিত' করা সদৃশ।]

(১১) আশ্রয়দানের অযোগ্য আচার্য্য

সেই সময়ে অজ্ঞ ও অবিশারদ ভিক্ষুগণ 'আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে', 'দশ বৎসর হইয়াছে' ভাবিয়া (অন্তেবাসীকে) আশ্রয় প্রদান করিতেছিলেন। দেখা গেল আচার্য্য অজ্ঞ, অন্তেবাসী পণ্ডিত ; আচার্য্য অদক্ষ, অন্তেবাসী দক্ষ ; আচার্য্য অল্পশ্রুত, অন্তেবাসী বহুশ্রুত ; আচার্য্য অপ্রাজ্ঞ, অন্তেবাসী প্রাজ্ঞ। ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁহারা অল্পেচ্ছু···তাঁহারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে লাগিলেন :—"কেন 'আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে', 'দশ বৎসর হইয়াছে', ভাবিয়া অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুগণ অন্য ভিক্ষুকে আশ্রয় দিতেছে ? দেখা যাইতেছে আচার্য্য অজ্ঞ, অন্তেবাসী পণ্ডিত। [অবশিষ্টাংশ উপসম্পদা দানের অযোগ্য উপাধ্যায় সদৃশ।]

(১২) আশ্রয় রহিত হইবার কারণ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ আচার্য্য ও উপাধ্যায় বিহার হইতে প্রস্থান করিলেও, ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিলেও, কালগত হইলেও, তীর্থিক পক্ষে চলিয়া গেলেও কিরূপে আশ্রয় রহিত হয় তাহা জানিতেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

১—হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায়ের আশ্রয় রহিত হইবার পাঁচটি কারণ আছে। যথা ঃ— (১) উপাধ্যায় বিহার হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন, (২) ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, (৩) কালকবলিত হইয়া থাকেন, (৪) তীর্থিকাশ্রমে প্রস্থান করিয়া থাকেন, অথবা (৫) তাহাকে আশ্রয় হইতে 'প্রণমিত'[১] করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ কারণে উপাধ্যায়ের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়।

২—হে ভিক্ষুগণ! ষড়বিধ কারণে আচার্য্যের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়। যথা ঃ— (১) আচার্য্য বিহার হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন, (২) ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, (৩) কালগত হইয়া থাকেন, (৪) তীর্থিকাশ্রমে প্রস্থান করিয়া থাকেন, (৫) তাহাকে আশ্রয় হইতে 'প্রণমিত' করা হয়, (৬) সে উপাধ্যায়ের সহিত সম্মিলিত[২] হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়বিধ কারণে আচার্য্যের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়।

উপসম্পদা ও প্রব্রজ্যা-বিধি

(১) উপসম্পদা দানের যোগ্য এবং অযোগ্য উপাধ্যায়

১—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল[৩] ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা ঃ—

---

১. যদি উপাধ্যায় বলেন, 'তোমাকে প্রণমিত করিতেছি', 'এখানে আসিও না,' 'তোমার পাত্রচীবর বাহির কর' অথবা 'তুমি আমার সেবা করিও না'…তাহা হইলে আশ্রয় হইতে 'প্রণমিত' করা হয়। যদি ক্ষমা প্রার্থনা না করে এবং উপাধ্যায়ও ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে আশ্রয় রহিত হইয়া যায়।—সম-পাসা।

২. উপাধ্যায়কে দর্শন করিলে কিংবা উপাধ্যায়ের শব্দ শ্রবণ করিলেও মিলিত হয় বুঝিতে হইবে। যদি আচার্য্যের আশ্রয়স্থিত অন্তেবাসী চৈত্যবন্দনায় রত অথবা ভিক্ষাচর্য্যায় রত উপাধ্যায়কে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আচার্য্যের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়। উপাধ্যায় বিহারে বা গ্রামে ধর্ম্মদেশনা করিবার সময় যদি তাঁহার শব্দ আচার্য্যের অন্তেবাসী শ্রবণ করিতে পায় এবং শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারে যে তাহার উপাধ্যায়ের শব্দ, তাহা হইলেও আচার্য্যের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়।—সম-পাসা।

৩. পঞ্চবিধ গুণহীন অঙ্গ। শীলরাশিতে অপূর্ণ হেতু পঞ্চাঙ্গ-বিকল নামে কথিত হয়।—সম-পাসা।

(১) যাহার অশৈক্ষ্য[১] শীলের অপূর্ণতা, (২) সমাধির অপূর্ণতা, (৩) প্রজ্ঞার অপূর্ণতা, (৪) বিমুক্তির অপূর্ণতা, (৫) বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের অপূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না, শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে, শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা ঃ—(১) যাহার অশৈক্ষ্য শীলের পূর্ণতা, (২) সমাধির পূর্ণতা, (৩) প্রজ্ঞার পূর্ণতা, (৪) বিমুক্তির পূর্ণতা, (৫) বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে, শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

৩—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) যে নিজেও অশৈক্ষ্য শীলে পূর্ণ নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য শীলে নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে ; (২) নিজেও অশৈক্ষ্য সমাধিতে পূর্ণ নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য সমাধিতে নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে ; (৩) নিজেও অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞায় পূর্ণ নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞায় নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে ; (৪) নিজেও অশৈক্ষ্যবিমুক্তিসম্পন্ন নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিতে নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে ; (৫) নিজেও অশৈক্ষ্যবিমুক্তিজ্ঞানদর্শনসম্পন্ন নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্যবিমুক্তিজ্ঞানদর্শনে নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

৪—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা ঃ—(১) নিজেও অশৈক্ষ্য-শীলে পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য শীলে নিয়োগ করিতে সমর্থ ; (২) নিজেও অশৈক্ষ্য-সমাধিতে পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য সমাধিতে নিয়োগ করিতে সমর্থ ; (৩) নিজেও অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞায় নিয়োগ করিতে সমর্থ ; (৪) নিজেও অশৈক্ষ্য বিমুক্তিতে পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য বিমুক্তিতে নিয়োগ করিতে সমর্থ ; (৫) নিজেও অশৈক্ষ্যবিমুক্তিজ্ঞানদর্শনে পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্যবিমুক্তিজ্ঞান দর্শনে নিয়োগ করিতে সমর্থ। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

---

১. অর্হত্বফলে প্রতিষ্ঠিত আর্য্যপুরুষকে অশৈক্ষ্য বলে অথবা যাঁহার করণীয়ও নাই এবং কৃতের বৃদ্ধিও নাই তাঁহাকে অশৈক্ষ্য বলে।

৫—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) যে শ্রদ্ধাহীন হয়, (২) হ্রীবিহীন হয়, (৩) সঙ্কোচশূন্য হয়, (৪) অলস হয়, (৫) স্মৃতি-হীন হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

৬—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা ঃ—(১) যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, (২) হ্রীসম্পন্ন হয়, (৩) সঙ্কোচশীল হয়, (৪) বীর্য্যবান হয়, (৫) স্মৃতিমান হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

৭—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) যে অধিশীলে[১] শীলবিপন্ন হয়, (২) অধিআচারে[২] আচার বিপন্ন হয়, (৩) অতিদৃষ্টিতে[৩] দৃষ্টিবিপন্ন হয়, (৪) অল্পশ্রুত[৪] হয়, (৫) প্রজ্ঞাহীন[৫] হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

৮—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা ঃ—(১) যে অধিশীলে শীলবিপন্ন নহে, (২) অধিআচারে আচারবিপন্ন নহে, (৩) অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিবিপন্ন নহে, (৪) বহুশ্রুত হয়, (৫) প্রজ্ঞাবান হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

৯—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) যে রুগ্ন অন্তেবাসী অথবা সহবিহারীর সেবা করিতে কিংবা সেবা করাইতে অসমর্থ, (২) অনভিরতি উপশম করিতে বা করাইতে অসমর্থ, (৩) উৎপন্ন সন্দেহ ধর্ম্মানুসারে

---

১. পারাজিক, সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হওয়া।

২. থুল্লচ্চয়, অনিয়ত, পাচিত্তিয়, দুক্কট, দুব্ভাসিত অপরাধে অপরাধী হওয়া।

৩. শাশ্বত ও উচ্ছেদবাদী হওয়া।

৪. পারিষদ পরিচালনে যেরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার অভাব হওয়া।

৫. অবশ্য জ্ঞাতব্য আপত্তি আদি (অপরাধাদি) সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা।

নিরসন করিতে বা করাইতে অসমর্থ, (৪) অপরাধ জানে না,[১] (৫) অপরাধ হইতে উত্থান[২] (মুক্তি) জানে না। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

১০—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা:—(১) যে পীড়িত অন্তেবাসী বা সহবিহারীর পরিচর্য্যা করিতে অথবা করাইতে সমর্থ, (২) অনভিরতি উপশম করিতে অথবা করাইতে সমর্থ, (৩) উপস্থিত সন্দেহ ধর্ম্মত নিরসন করিতে অথবা করাইতে সমর্থ, (৪) আপত্তি (অপরাধ) বিষয়ে অভিজ্ঞ, (৫) আপত্তি (অপরাধ) মুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

১১—হে ভিক্ষুগণ! আরও পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা:—(১) অন্তেবাসী বা সহবিহারীকে অভিসমাচার[৩] শিক্ষাদ্বারা শিক্ষা দিতে অসমর্থ, (২) আদিব্রহ্মচর্য্য[৪] শিক্ষা দ্বারা শিক্ষা দিতে অসমর্থ, (৩) অভিধর্ম্মে[৫] বিনীত করিতে অসমর্থ, (৪) অভিবিনয়ে[৬] বিনীত করিতে অসমর্থ, (৫) উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি ধর্ম্মত পরিত্যাগ করাইতে অসমর্থ। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

১২—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা:—(১) যে অন্তেবাসী বা সহবিহারীকে অভিসমাচার শিক্ষাদ্বারা শিক্ষা দিতে সমথ, (২) আদিব্রহ্মচর্য্য শিক্ষাদ্বারা শিক্ষা দিতে সমর্থ, (৩) অভিধর্ম্মে বিনীত করিতে সমর্থ, (৪) অভিবিনয়ে বিনীত করিতে সমর্থ, (৫) উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি ধর্ম্মত পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

---

১. কি কাজে কি আপত্তি (অপরাধ) হয় তদ্বিষয় জ্ঞাত না থাকা। ২. উত্থানগামী (মুক্তিযোগ্য) আপত্তি (সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধ) এবং দেশনাগামী (প্রকাশ করিয়া পরিশুদ্ধ হওয়া) আপত্তি (থুল্লচ্চয়াদি পঞ্চ অপরাধ) হইতে মুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। ৩. স্কন্ধে (মহাবর্গ ও চুলবর্গে) বর্ণিত ব্রত শিক্ষাদানে অসমর্থ। ৪. ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র নিয়ম ব্যতীত অবশিষ্ট নিয়ম শিক্ষাদানে অসমর্থ। ৫. নাম-রূপ পরিচ্ছেদ শিক্ষাদানে অসমর্থ। ৬. সমস্ত বিনয়-পিটক শিক্ষাদানে অসমর্থ।

১৩—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) যে আপত্তি (অপরাধ) কাহাকে বলে জানে না, (২) অনাপত্তি (অপরাধহীনতা) কাহাকে বলে জানে না, (৩) লঘু অপরাধ কাহাকে বলে জানে না, (৪) গুরু অপরাধ কাহাকে বলে জানে না, (৫) সূত্র ও অনুব্যঞ্জন (ব্যাখ্যা) অনুসারে উভয় প্রাতিমোক্ষ (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ) যাহার বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্ত্তিত এবং সুনির্ণীত হয় নাই। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

১৪—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা ঃ—(১) যে আপত্তি (অপরাধ) কাহাকে বলে জানে, (২) অনাপত্তি (অপরাধহীনতা) কাহাকে বলে জানে, (৩) লঘু অপরাধ কাহাকে বলে জানে, (৪) গুরু অপরাধ কাহাকে বলে জানে, (৫) সূত্র ও অনুব্যঞ্জন অনুসারে উভয় প্রাতিমোক্ষ যাহার বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্ত্তিত এবং সুনির্ণীত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

১৫—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না, শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) যে আপত্তি জানে না, (২) অনাপত্তি জানে না, (৩) লঘু আপত্তি জানে না, (৪) গুরুতর আপত্তি জানে না (৫) যাহার বয়স দশ বৎসরের কম হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

১৬—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা ঃ—(১) যে আপত্তি জানে, (২) অনাপত্তি জানে, (৩) লঘু আপত্তি জানে, (৪) গুরুতর আপত্তি জানে, (৫) যাহার বয়স দশ বৎসর বা দশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

॥ উপসম্পদা দাতব্য পঞ্চক ষোড়শবার সমাপ্ত ॥

১—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) যাহার অশৈক্ষ্য শীলের অপূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য সমাধির অপূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞার অপূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য বিমুক্তির অপূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের অপূর্ণতা আছে এবং (৬) যাহার বয়স দশ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা ঃ—(১) যাহার অশৈক্ষ্য শীলের পূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য সমাধির পূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞার পূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য বিমুক্তির পূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পুর্ণতা আছে এবং (৬) যাহার বয়স দশ বৎসর কিংবা দশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। [৩ নম্বর হইতে ১৬ নম্বর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পঞ্চকের ৩ নম্বর হইতে ১৬ নম্বরের পাঁচ পাঁচটি বাক্য সদৃশ। ষষ্ঠ বাক্যটি দশ বা দশাধিক বৎসরের 'অপূর্ণতা' ও 'পুর্ণতা' বলিয়া জ্ঞাতব্য।]

॥ উপসম্পদা প্রদান বিষয়ে ষষ্ঠ ষোড়শবার সমাপ্ত ॥

(২) পূর্ব্বতীর্থিকের কথা

(ক) প্রত্যাবৃত্ত ব্যক্তির উপসম্পদা

সেই সময়ে জনৈক পূর্ব্বতীর্থিক উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সহআচরণীয় ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইলে উপাধ্যায়ের সহিত তর্কবাদ উপস্থিত করিয়া পূর্ব্বতীর্থিক আশ্রমে চলিয়া গেল। সে পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুদিগের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্ব্বতীর্থিক উপাধ্যায় কর্ত্তৃক সহআচরণীয় ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়া, উপাধ্যায়ের সহিত তর্কবাদ উপস্থিত করিয়া পূর্ব্বতীর্থিক আশ্রমে চলিয়া যায়, সে পুনরায় আসিলে তাহাকে উপসম্পদা প্রদান করিবে না। হে ভিক্ষুগণ! যদি অপর কোনও পূর্ব্বতীর্থিক এই ধর্ম্ম-বিনয়ে (বুদ্ধ-শাসনে) প্রব্রজ্যা আকাঙ্ক্ষা করে, উপসম্পদা আকাঙ্ক্ষা করে তাহা হইলে তাহাকে চারিমাস 'পরিবাস' (প্রার্থীর প্রতীক্ষা) প্রদান করিবে।

১০

হে ভিক্ষুগণ! এই ভাবে পরিবাস প্রদান করিতে হইবে ঃ—সর্ব্বপ্রথম কেশশ্মশ্রু অপহৃত (মুণ্ডিত) করাইয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করাইয়া, একাংস আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) পরিধান করাইয়া, সমবেত ভিক্ষুগণের পাদবন্দনা করাইয়া, 'উৎকুট' ভাবে বসাইয়া, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া তাহাকে বলিবে ঃ তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ বল ঃ—"আমি বুদ্ধের শরণাগত হইতেছি, ধর্ম্মের শরণাগত হইতেছি, সঙ্ঘের শরণাগত হইতেছি।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে।]

হে ভিক্ষুগণ! সেই পূর্ব্বতীর্থিক্ সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইয়া, একাংস আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ পরিধান করিয়া, ভিক্ষুদিগের পাদবন্দনা করিয়া, পদাগ্রে ভার দিয়া বসিয়া, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এইরূপ বলিবে ঃ—

প্রার্থনা—"প্রভো! আমি (অমুক) পূর্ব্বতীর্থিক্ এই ধর্ম্মবিনয়ে উপসম্পদা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। প্রভো! আমি সঙ্ঘের নিকট চারিমাস পরিবাস যাচ্ঞা করিতেছি।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ যাচ্ঞা করিতে হইবে।]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ—

জ্ঞপ্তি—"মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় এই পূর্ব্ব-তীর্থিক, এই ধর্ম্মবিনয়ে উপসম্পদা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তিনি সঙ্ঘের নিকট চারিমাস 'পরিবাস' যাচ্ঞা করিতেছেন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘ অমুক পূর্ব্বতীর্থিককে পরিবাস দিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।"

অনুশ্রাবণ—"মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় এই পূর্ব্বতীর্থিক এই ধর্ম্মবিনয়ে উপসম্পদা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তিনি সঙ্ঘের নিকট চারিমাস পরিবাস যাচ্ঞা করিতেছেন। সঙ্ঘ অমুক নামীয় পূর্ব্বতীর্থিককে চারিমাস পরিবাস দিতেছেন। অমুক নামীয় পূর্ব্বতীর্থিককে পরিবাস দান করা যেই আয়ুষ্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন, যিনি উচিত মনে করেন না তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।"

ধারণা—"সঙ্ঘ অমুক নামীয় পূর্ব্বতীর্থিককে চারিমাস পরিবাস প্রদান করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।"

(খ) অনারাধক

হে ভিক্ষুগণ! পূর্ব্বতীর্থিক এইরূপে আরাধক এবং এইরূপে অনারাধক হয়। কি প্রকারে পূর্ব্বতীর্থিক অনারাধক হয়?

(১) হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্ব্বতীর্থিক অতি প্রত্যুষে গ্রামে প্রবেশ করে, অতি বিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সে অনারাধক হয়।

(২) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্ব্বতীর্থিক বেশ্যা-গোচর হয়, বিধবা-গোচর হয়, অধিক বয়স্কাকুমারী-গোচর[1] হয়, পণ্ডক-গোচর[2] হয় অথবা ভিক্ষুণী-গোচর হয়, সে অনারাধক হয়।

(৩) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্ব্বতীর্থিক সব্রহ্মচারীদের ছোটবড় কার্য্যে দক্ষ এবং অনলস হয় না, তদুপায় চিন্তায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয় না, স্বহস্তে করিতে অথবা করাইতে সমর্থ হয় না, সে এইভাবেও অনারাধক হয়।

(৪) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্ব্বতীর্থিক অধিশীল, অধিচিত্ত ও অধি-প্রজ্ঞা শিক্ষায় এবং পরিপৃচ্ছায় তীব্রছন্দসম্পন্ন নহে, সে এইভাবেও অনারাধক হয়।

(৫) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্ব্বতীর্থিক যেই তীর্থিকাশ্রম হইতে সংক্রমিত হয় সেই তীর্থগুরুর, তাঁহার দৃষ্টির (মতের), তাঁহার স্বীকৃতির, তাঁহার অভিরুচির এবং তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাসের দোষ বর্ণনা করিলে কোপান্বিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্নচিত্ত হয়, বুদ্ধ, ধর্ম্ম অথবা সঙ্ঘের দোষ বর্ণনা করিলে সন্তুষ্ট, উদগ্র (প্রফুল্ল), প্রসন্নচিত্ত হয়, অথবা যেই তীর্থিকাশ্রম হইতে সংক্রমিত হয় সেই তীর্থগুরুর, তাঁহাব দৃষ্টির, তাঁহার স্বীকৃতির, তাঁহার অভিরুচির এবং তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাসের গুণ বর্ণনা করিলে সন্তুষ্ট, উদগ্র এবং প্রসন্নচিত্ত হয়, বুদ্ধ, ধর্ম্ম অথবা সঙ্ঘের গুণ বর্ণনা করিলে কোপান্বিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্নচিত্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! সেই পূর্ব্বতীর্থিকের অনারাধনীয় বিষয়ে ইহা সাঙ্ঘাতিক।

হে ভিক্ষুগণ! পূর্ব্বতীর্থিক এইভাবে অনারাধক হয়। এইরূপ অনারাধক পূর্ব্ব-তীর্থিক আসিলে উপসম্পদা দান করিবে না।

(গ) আরাধক

হে ভিক্ষুগণ! কিরূপে পূর্ব্বতীর্থিক আরাধক হয়?

(১) হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্ব্বতীর্থিক অতি প্রত্যুষে গ্রামে প্রবেশ করে না, অতিবিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করে না, সে এইভাবেও আরাধক হয়।

(২) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্ব্বতীর্থিক বেশ্যা-গোচর হয় না, বিধবা-গোচর

---

১. বেশ্যা-গোচর, বিধবা-গোচর ইত্যাদি শব্দের অর্থ বেশ্যা ও বিধবা প্রভৃতির সান্নিধ্যে গমন, যাহার ফলে তীর্থিকের চরিত্রহানির সম্ভাবনা হইতে পারে।—সম-পাসা। ২. পণ্ডক = নপুংসক।

হয় না, অধিক বয়স্থা কুমারী-গোচর হয় না, পণ্ডক-গোচর হয় না, ভিক্ষুণীগোচর হয় না সে এইভাবেও আরাধক হয়।

(৩) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্ব্বতীর্থিক সব্রহ্মচারীদের যেই ছোটবড় কর্ত্তব্যাদি আছে তাহাতে দক্ষ ও অনলস হয়, তদুপায় চিন্তায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয়, স্বহস্তে করিতে অথবা করাইতে সমর্থ হয়, সে এইভাবেও আরাধক হয়।

(৪) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্ব্বতীর্থিক অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায় এবং পরিপৃচ্ছায় তীব্রছন্দসম্পন্ন হয় সে এইভাবেও আরাধক হয়।

(৫) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্ব্বতীর্থিক যেই তীর্থিকাশ্রম হইতে সংক্রমিত হয়, সেই তীর্থগুরুর, তাঁহার দৃষ্টির, তাঁহার স্বীকৃতির, তাঁহার অভিরুচির এবং তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাসের দোষ বর্ণনা করিলে সন্তুষ্ট, উদগ্র, প্রসন্নচিত্ত হয়; বুদ্ধ, ধর্ম্ম বা সঙ্ঘের দোষ বর্ণনা করিলে কোপান্বিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্নচিত্ত হয়, অথবা যেই তীর্থিকাশ্রম হইতে সংক্রমিত হয়, সেই তীর্থগুরুর, তাঁহার দৃষ্টির, তাঁহার স্বীকৃতির, তাঁহার অভিরুচির, তাঁহার দৃঢ়ধারণার গুণ বর্ণনা করিলে কোপান্বিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্নচিত্ত হয় এবং বুদ্ধ, ধর্ম্ম কিংবা সঙ্ঘের গুণ বর্ণনা করিলে সন্তুষ্ট, উদগ্র, প্রসন্নচিত্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! সেই পূর্ব্বতীর্থিকের আরাধনীয় বিষয়ে ইহা সাঙ্ঘাতিক।

হে ভিক্ষুগণ! পূর্ব্বতীর্থিক এইভাবে আরাধক হয়। এইরূপ আরাধক পূর্ব্ব-তীর্থিক আসিলে উপসম্পদা প্রদান করিবে।

(৩) নগ্নবেশের বিশেষ বিধান

হে ভিক্ষুগণ! যদি পূর্ব্বতীর্থিক নগ্নবেশে আসে তাহা হইলে উপাধ্যায়কে মুখ্য করিয়া চীবর অন্বেষণ করিতে হইবে। যদি অচ্ছিন্নকেশে আসে, তাহা হইলে কেশচ্ছেদনের নিমিত্ত সঙ্ঘের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। হে ভিক্ষুগণ! যাহারা অগ্নিহোত্রী জটিল তাহারা আসিলেই উপসম্পদা প্রদান করিরে, তাহাদিগকে পরিবাস দিবে না। তাহার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ! তাহারা কর্ম্মবাদী, ক্রিয়াবাদী, এই জন্য তাহাদিগকে পরিবাস দিতে হয় না।

হে ভিক্ষুগণ! যদি শাক্যজাতীয়[১] কোন পূর্ব্বতীর্থিক আসে, তাহা হইলে

১. শাক্যবংশীয় লোক অন্যতীর্থিকাশ্রমে প্রব্রজ্যাবলম্বন করিলেও তাহাদের জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বলিয়া তাহারা বুদ্ধ-শাসনের নিন্দা করে না, প্রশংসাই করে, এই জন্য ভগবান শাক্যদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন।---সম-পাসা।

আসামাত্র তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে, তাহাকে পরিবাস দিবে না। হে ভিক্ষুগণ! এই সম্বন্ধে আমি জ্ঞাতিদিগকে কুলগত 'পরিহার' (সুবিধা) দিতেছি।

॥ পূর্ব্বতীর্থিকের কথা সমাপ্ত ॥

॥ সপ্তম ভণিতা সমাপ্ত ॥

(৪) প্রব্রজ্যা লাভের অযোগ্য ব্যক্তি

১—সেই সময়ে মগধে পাঁচ প্রকার রোগ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। যথা:— (১) কুষ্ঠ, (২) গণ্ড (ফোড়া), (৩) কিলাস (চর্ম্মরোগ), (৪) ক্ষয়রোগ ও (৫) অপস্মার। জনসাধারণ পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট হইয়া, কৌমারভৃত্য জীবকের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিল, "আচার্য্য! আমাদের চিকিৎসা করুন।" "আর্য্যগণ! আমার বহুকার্য্য, বহু করণীয় বিষয় আছে, আমাকে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার, রাণিগণ এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিতে হয়, আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না।" "আচার্য্য! আমাদের সমস্ত সম্পত্তি আপনার হউক, আমরাও আপনার দাস হইব, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের চিকিৎসা করুন।" "আর্য্যগণ! আমি বহুকার্য্যে বহু করণীয় বিষয়ে ব্যাপৃত; আমাকে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার, রাণিগণ এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিতে হয়, এই জন্য আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না।"

তখন তাহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখশীলী, সুখবিহারী এবং সুভোজন ভোজন করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করেন, ভালই, আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হইব। তথায় ভিক্ষুগণও আমাদের সেবা করিবেন এবং কৌমারভৃত্য জীবকও চিকিৎসা করিবেন।" অনন্তর তাহারা ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিল, ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে প্রব্রজিত করিলেন, উপসম্পদাও দান করিলেন। তখন ভিক্ষুগণও তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন এবং কৌমারভৃত্য জীবকও চিকিৎসা করিলেন।

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ অধিকসংখ্যক রুগ্ন ভিক্ষুর সেবা করিতে যাইয়া বহুল যাচ্ঞাপরায়ণ, বহুল বিজ্ঞপ্তিপরায়ণ হইয়া পড়িলেন,—'রোগীর আহার্য্য দাও', 'রোগী পরিচারকের আহার্য্য দাও', 'রোগীর ভৈষজ্য দাও।' কৌমারভৃত্য জীবকও বহু রুগ্ন ভিক্ষুর চিকিৎসায় রত থাকায় কোনও এক রাজ-কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।[১]

---

১. অর্থাৎ, কোনও এক রাজকৃত্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না। এস্থলে রাজকার্য্য পরিত্যাগ অর্থে পদত্যাগ বুঝাইতেছে না।

অন্য একজন লোকও পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট হইয়া কৌমারভৃত্য জীবকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ—"আচার্য্য ! অনুগ্রহ করিয়া আমার চিকিৎসা করুন।" "আর্য্য ! আমি বহুকার্য্যে, বহু করণীয় বিষয়ে ব্যাপৃত; আমাকে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার, রাণিগণ এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিতে হয়। আমি আপনার চিকিৎসা করিতে পারিব না।" "আচার্য্য ! আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার হউক, আমিও আপনার দাস হইব। অতএব আপনি আমার চিকিৎসা করুন।" "আর্য্য ! আমার বহুকার্য্য, বহু করণীয় বিষয় আছে, আমাকে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার, রাণিগণ এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের চিকিৎসা করিতে হয়, আমি আপনার চিকিৎসা করিতে পারিব না।"

তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"সুখশীলী, সুখবিহারী এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুস্বাদুভোজন ভোজন করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করেন। অতএব আমিও শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। তথায় ভিক্ষুগণও আমার সেবা করিবেন এবং কৌমারভৃত্য জীবকও চিকিৎসা করিবেন। আমি আরোগ্য লাভের পর গৃহী হইয়া যাইব।" এই ভাবিয়া সে ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাজ্ঞা করিল। তাহাকে ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন, উপসম্পদাও প্রদান করিলেন। তখন ভিক্ষুগণও তাহার সেবা করিলেন, কৌমারভৃত্য জীবকও চিকিৎসা করিলেন। সে আরোগ্যলাভের পর গৃহী হইয়া গেল। কৌমারভৃত্য জীবক একদিন সেই ব্যক্তিকে গৃহী-অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া তাহাকে কহিলেন,—"আর্য্য ! আপনি ভিক্ষুর মধ্যে ভিক্ষুরূপে প্রব্রজিত ছিলেন কি ?" "আচার্য্য ! হাঁ, ছিলাম।" "আর্য্য ! আপনি কেন এরূপ করিয়াছেন ?"

অনন্তর সে কৌমারভৃত্য জীবকের নিকট ইহার কারণ প্রকাশ করিল। জীবক এবিষয়ে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিলেন ঃ—"কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিতেছেন ?" অতঃপর জীবক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন ঃ— "প্রভো ! আর্য্যগণ যেন পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজিত না করেন।" ভগবান তাঁহাকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। জীবক ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, দক্ষিণ পার্শ্ব ভগবানের পুরোভাগে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—সেই সময়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের প্রত্যন্তে (রাজ্য-সীমান্তে) বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। মগধরাজ সেনা-নায়ক মহামাত্যকে আদেশ করিলেনঃ "আপনি প্রত্যন্তে যাইয়া বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া আসুন।"

"যথা আজ্ঞা, দেব!" বলিয়া সেনানায়ক প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ যোদ্ধগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "আমরা যুদ্ধাভিনন্দী (রণোল্লাসী) হইয়া প্রত্যন্তে গমন করিয়া পাপ করিব, বহু অপুণ্য সঞ্চয় করিব; কোন্ উপায়ে আমরা পাপ হইতেও বিরত থাকিতে পারিব এবং কল্যাণকর্ম্মও করিতে পারিব?" তখন তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্ম্মচারী, শমচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান, কল্যাণধর্ম্মী; যদি আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের নিকট প্রব্রজিত হই, তাহা হইলে পাপ হইতেও বিরত থাকিতে পারিব এবং কল্যাণকর্ম্মও করিতে পারিব।"

অনন্তর সেই যোদ্ধগণ ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন, উপসম্পদাও প্রদান করিলেন। সেনানায়ক মহামাত্যগণ রাজকর্ম্মচারিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুক নামীয়, অমুক নামীয় যোদ্ধাকে দেখা যাইতেছে না কেন?" "স্বামি! অমুক নামীয়, অমুক নামীয় যোদ্ধা ভিক্ষুদিগের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছে।"

সেনানায়ক মহামাত্যগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ রাজভৃত্যকে প্রব্রজ্যা দিতেছেন?" সেনানায়ক মহামাত্যগণ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ব্যবহারিক মহামাত্যগণকে (ব্যবহারজীবী মন্ত্রীবর্গকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, "যিনি রাজভৃত্যকে প্রব্রজ্যা দান করেন তাঁহার কি দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য?"

"দেব! উপাধ্যায়ের শিরশ্ছেদ, অনুশাসকের (আচার্য্যের) জিহ্বা উৎপাটন এবং 'গণ'ভিক্ষুদের অর্দ্ধেক পশুর্কা (পাঁজরার হাড়) ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।"

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, একান্তে উপবেশন করিয়া তিনি ভগবানকে কহিলেনঃ—"প্রভো! বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন রাজাও আছেন। তাঁহারা সামান্য কারণেও ভিক্ষুদিগকে উৎপীড়ন করিতে পারেন, অতএব আর্য্যগণ রাজভৃত্যকে প্রব্রজ্যা দানে বিরত থাকিলে ভাল হয়।"

ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত,

সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং ভগবানকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ! রাজভৃত্যকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩—সেই সময়ে অঙ্গুলিমাল নামক চোর ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। জনসাধারণ তাহাকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল, উত্রস্ত হইতে লাগিল, পলায়ন করিতে লাগিল, অন্যদিকে গমন করিতে লাগিল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিল এবং গৃহ-দ্বারও রুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল :—"কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ 'ধ্বজবদ্ধ' (নামজাদা, প্রসিদ্ধ) চোরকে প্রব্রজিত করিতেছেন?" ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! ধ্বজবদ্ধ চোরকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৪—সেই সময়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক এই অনুজ্ঞা (ঘোষণা) প্রচারিত হইয়াছিল : "যে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের নিকট প্রব্রজিত হয় তাহাকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না। সুআখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করুক সম্যকপ্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।"

সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধে কারারুদ্ধ ছিল। সে কারা ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইল। জনসাধারণ তাহাকে দেখিয়া বলিল :—"এই সেই কারাভেদী চোর, অতএব তাহাকে লইয়া যাইব।" কেহ কেহ বলিল, আর্য্যগণ! এরূপ কহিবেন না, কেননা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্তৃক আদেশ প্রচারিত হইয়াছে : "যাহারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হয় তাহাদিগকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না; সুআখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করুক সম্যকপ্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" তখন জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—"এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভয়বিরত নহেন, ইঁহাদিগকে কিছু করিতে পারা যায় না; কেন কারাভেদী চোরকে তাঁহারা প্রব্রজিত করেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! কারাভেদী চোরকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৫—সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি চুরি করিয়া, পলায়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে রাজান্তঃপুরে লিখিত ছিল ঃ অমুককে যেখানে দেখিবে সেখানে হত্যা করিবে। একদিন জনসাধারণ তাহাকে দেখিয়া কহিল, "এই সেই 'লিখিতক' চোর, অতএব তাহাকে লইয়া যাইব।" কেহ কেহ বলিল, আর্য্যগণ! এইরূপ বলিবেন না, কেননা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার কর্ত্তৃক আদেশ প্রচারিত হইয়াছে ঃ "যাহারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হয় তাহাদিগকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না; সুআখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করুক সম্যক্‌প্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ—"এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভয়বিরত নহেন, ইঁহাদিগকে কিছু করিতে পারা যায় না, কেন তাঁহারা 'লিখিতক' চোরকে প্রব্রজিত করেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! 'লিখিতক'[১] চোরকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৬—সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি কশাহত (বেত্রাঘাত দণ্ডপ্রাপ্ত) হইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল ঃ—"কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কশাহত (বেত্রাঘাত দণ্ডপ্রাপ্ত) ব্যক্তিকে প্রব্রজিত করিতেছেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! কশাহতদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৭—সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি 'লক্ষণাহত দণ্ড' (উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত হইবার শাস্তি) লাভ করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ—"কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ লক্ষণাহত দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রব্রজিত করিতেছেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! 'লক্ষণাহত' দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৮—সেই সময়ে একজন ঋণগ্রাহী লোক পলায়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। উত্তমর্ণগণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিল, "এইত আমাদের

---

১. যাহাকে হত্যার জন্য রাজার পরোয়ানা জারি হইয়াছে।

১১

ঋণগ্রাহী (খাতক), অতএব ইহাকে লইয়া যাইব।" কেহ কেহ বলিল, আর্য্যগণ! এইরূপ বলিবেন না, কেননা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আদেশ প্রচার করিয়াছেন: "যাহারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হয় তাহাদিগকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না; স্বাখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করুক সম্যক্‌প্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুনাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল:—"এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভয়বিরত নহেন, ইঁহাদিগকে কিছু করিতে পারা যায় না। কেন তাঁহারা ঋণগ্রাহীকে প্রব্রজ্যা দিতেছেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! ঋণগ্রস্তকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৯— সেই সময়ে জনৈক দাস পলায়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। মনিবগণ তাহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, "এইত আমাদের দাস, অতএব ইহাকে লইয়া যাইব।" কেহ কেহ বলিল, আর্য্যগণ! এইরূপ বলিবেন না, কেননা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আদেশ প্রচার করিয়াছেন: "যাহারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হয় তাহাদের কেহ কিছু করিতে পারিবে না; স্বাখ্যাত ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করুক সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্য।" জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল:—"এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভয়বিরত নহেন, ইঁহাদের কিছু করিতে পারা যায় না, কেন তাঁহারা দাসকে প্রব্রজিত করিতেছেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! দাসকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৫) কেশমুণ্ডনের জন্য সঙ্ঘ-সম্মতি

সেই সময়ে জনৈক 'কম্মারভণ্ডু'[১] মাতাপিতার সহিত ঝগড়া করিয়া, আরামে (বিহারে) যাইয়া, ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। কম্মারভণ্ডুর মাতাপিতা তাহার অনুসন্ধানে আরামে যাইয়া ভিক্ষুদের নিকট জিজ্ঞাসা করিল:—"প্রভো! এইরূপ একটি বালকের কি দেখা পাইয়াছেন?" ভিক্ষুগণ না জানিয়াই বলিলেন, "জানি না।" না দেখিয়াই বলিলেন, "দেখি নাই।" সেই কম্মারভণ্ডুর মাতাপিতা সেই 'কম্মারভণ্ডু'কে অনুসন্ধান করিতে করিতে ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত দেখিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং

১. পঞ্চটিকিযুক্ত স্বর্ণকার পুত্র।—সম-পাসা।

প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল :—"এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ নির্লজ্জ, দুঃশীল, মিথ্যাবাদী এবং জানিয়াই বলিয়াছে—'জানি না', দেখিয়াই বলিয়াছে—'দেখি নাই।' এই বালক ত তাহাদের মধ্যেই প্রব্রজিত।" ভিক্ষুগণ সেই 'কম্মারভণ্ডু'র মাতাপিতার আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শ্রবণ করিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কেশমুণ্ডনের জন্য সঙ্ঘের সম্মতি গ্রহণ করিবে।"

(৬) ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্কের উপসম্পদা নিষিদ্ধ

সেই সময়ে রাজগৃহে সপ্তদশবর্গীয় বালকগণ পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। উপালি ছিল তাহাদের মধ্যে প্রধান। উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "কোন্ উপায়ে উপালি আমাদের অবর্ত্তমানে সুখে থাকিবে এবং ক্লেশ পাইবে না?" অনন্তর উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "যদি উপালি লিপি[১] শিক্ষা করে, তাহা হইলে সে আমাদের অবর্ত্তমানে সুখে থাকিবে এবং ক্লেশ পাইবে না।" পুনরায় উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "যদি উপালি লিপি শিক্ষা করে তাহা হইলে তাহার অঙ্গুলি ক্লিষ্ট হইবে। যদি উপালি গণনা[২] শিক্ষা করে, তাহা হইলে সে আমাদের অবর্ত্তমানে সুখে থাকিবে এবং ক্লেশ পাইবে না।" পুনরায় উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "যদি উপালি গণনা শিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার হৃদয় ক্লিষ্ট হইবে। যদি উপালি রূপ[৩] শিক্ষা করে তাহা হইলে উপালি আমাদের অবর্ত্তমানে সুখে থাকিবে এবং ক্লেশ পাইবে না।" আবার উপালির মাতাপিতার মনে

---

১. অক্খর।—সম-পাসা। লিপি=লেখ (হাথিগুম্ফা অনুশাসন)। অশোকের অনুশাসন সমূহে লিপি, দিপি শব্দের ব্যবহার আছে। লিপি অর্থে লিপিবিদ্যা, লিপিকরের কাজ, লেখকের কাজ। পত্রলেখা, প্রস্তরাদির গাত্রে লিপি উৎকীর্ণ করা, গাথাদি রচনা, এই সমস্তই লিপিবিদ্যার অন্তর্গত।—ডক্টর বড়ুয়া।

২. কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র মতে 'গণনা' অর্থে হিসাব রাখা সম্বন্ধে যাবতীয় কাজ। অশোকের তৃতীয় শিলালিপিতে 'গণনা' শব্দে হিসাব-সংক্রান্ত বিষয়কেই নির্দ্দেশ করে। হাথিগুম্ফা অনুশাসনেও সম্ভবত এই অর্থেই 'গণনা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।—ডক্টর বড়ুয়া।

৩. রূপ সুত্তং।—সম-পাসা; 'রূপসুত্তন্তি' হেরঞ্ঞিকানং সুত্তং।—সা-দী। 'রূপ' ও বিদ্যাবিশেষের নাম। হাথিগুম্ফা অনুশাসনেও ইহার উল্লেখ আছে। লেখ, রূপ ও গণনা রাজকুমারগণের শিক্ষণীয় ছিল। রূপ শব্দে মুদ্রা পরীক্ষা, চিত্রবিদ্যা ইত্যাদি নির্দ্দেশ করে।—ডক্টর বড়ুয়া।

এই চিন্তা উদিত হইল : "উপালি যদি রূপ শিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষু ক্লিষ্ট হইবে। এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখশীলী, সুখবিহারী এবং সুস্বাদুভোজন ভোজন করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করেন, যদি উপালি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের মধ্যে প্রব্রজিত হয়, তাহা হইলে সে আমাদের অবর্ত্তমানে সুখে থাকিতে পারিবে এবং ক্লেশ পাইবে না।" বালক উপালি মতাপিতার এই কথোপকথন শ্রবণ করিল। অতঃপর সে তাহার সমবয়স্ক বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া সেই বালকদিগকে কহিল :—"আর্য্যগণ! এস, আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের নিকট প্রব্রজিত হই।" "আর্য্য! যদি তুমি প্রব্রজিত হও, তাহা হইলে আমরাও প্রব্রজিত হইব।"

অনন্তর সেই বালকগণ স্ব স্ব মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল :— "মা ও বাবা! আমাকে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজ্যায় অনুমতি প্রদান করুন।" সেই বালকদের মাতাপিতা 'এই সকল বালক সমচ্ছন্দ সম্পন্ন এবং কল্যাণাভিলাষী' এই ভাবিয়া অনুমতি প্রদান করিল। তাহারা ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিল, ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন, উপসম্পদাও দান করিলেন। তাহারা রাত্রিশেষে প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল :—"যবাগূ দাও, ভাত দাও, খাদ্য দাও।" ভিক্ষুগণ কহিলেন :—"বন্ধুগণ! প্রভাত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, যদি যবাগূ হয় পান করিতে পাইবে, যদি ভাত হয় ভোজন করিতে পাইবে, যদি খাদ্য প্রস্তুত হয় খাইতে পাইবে, যদি যবাগূ, ভাত কিংবা খাদ্য প্রস্তুত না হয় তাহা হইলে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিয়া ভোজন করিতে পারিবে।" সেই বালক প্রব্রজিতগণ ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক এইরূপে আশ্বস্ত হইয়াও "যবাগূ দাও, ভাত দাও, খাদ্য দাও" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল, এবং শয্যাসন মলমূত্রে কলুষিত করিতে লাগিল।

ভগবান রাত্রিশেষে প্রত্যুষে উঠিয়া বালকের শব্দ শুনিতে পাইলেন, শুনিতে পাইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন :— "আনন্দ! বালকের শব্দ কেন শোনা যাইতেছে?" আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষুগণ জ্ঞাতসারে ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছে?"

"হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন :—হে ভিক্ষুগণ! কেন সেই মোঘপুরুষগণ (মূর্খগণ) জ্ঞাতসারে ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা

দিতেছে ? হে ভিক্ষুগণ ! ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি অক্ষম হয় শীত, উষ্ণ, বুভুক্ষা, পিপাসা, দংশ, মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ-সংস্পর্শ এবং দুরুক্ত দুরুচ্চারিত বাক্য, দুঃখপ্রদ তীব্র প্রখর কটু প্রতিকূল অপ্রিয় প্রাণহর শারীরিক বেদনা সহ্য করিতে। হে ভিক্ষুগণ ! বিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি সক্ষম হয় শীত, উষ্ণ, বুভুক্ষা, পিপাসা, দংশ মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ-সংস্পর্শ এবং দুরুক্ত দুরুচ্চারিত বাক্য, দুঃখপ্রদ তীব্র প্রখর কটু প্রতিকূল অপ্রিয় প্রাণহর শারীরিক ব্যাধি সহ্য করিতে। হে ভিক্ষুগণ ! তাহাদের এই কার্য্যে অপ্রসন্নদের প্রসাদ উৎপন্ন······এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ ! ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে ধর্ম্মানুসারে তাহার দণ্ডবিধান করিতে হইবে।"

(৭) পঞ্চদশ বৎসরের কম বয়স্কের প্রব্রজ্যা নিষিদ্ধ

১—সেই সময়ে এক পরিবারের সকলে (বংশ) অহিবাত (মহামারী) রোগে কালগত হইয়াছিল, কেবল মাত্র পিতাপুত্র দুইজন রক্ষা পাইয়াছিল। তাহারা ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়া একসঙ্গেই ভিক্ষাচর্য্যায় বিচরণ করিত। পুত্র তাহার পিতাকে ভিক্ষা দিবার সময় দৌড়িয়া গিয়া বলিত :—"তাত ! আমাকেও দাও, তাত ! আমাকেও দাও !" জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ— "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ব্রহ্মচারী নহে। এই বালক ভিক্ষুণী গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে !" ভিক্ষুগণ সেই আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার শ্রবণ করিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চদশ বৎসরের কম বয়স্ক বালককে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ও প্রসন্ন এক পরিবারের সকলে অহিবাত রোগে কালগত হইয়াছিল, কেবল মাত্র দুইটি বালক অবশিষ্ট ছিল। তাহারা পূর্ব্বের অভ্যাসবশত ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের নিকট ধাবিত হইত। ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতেন। তাহারা ভিক্ষুদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিত। আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন ঃ পঞ্চদশ বৎসরের কমবয়স্ক বালককে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, এই বালকগণের বয়স কিন্তু পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কোন্ উপায়ে এই

বালকগণ রক্ষা পাইবে ?" আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে আনন্দ ! সেই বালকগণ কাক উড়াইতে[১] (তাড়াইতে) সমর্থ হইবে কি ?"

"হাঁ, ভগবন্ ! সমর্থ হইবে।"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ কাক তাড়াইতে সমর্থ পঞ্চদশ বৎসরের কমবয়স্ক বালককে প্রব্রজ্যা দান করিবে।"

(৮) শ্রামণেরের সংখ্যা

সেই সময়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রের সঙ্গে কণ্টক ও মহক নামে দুইজন শ্রামণের ছিল। তাহারা পরস্পরকে দূষিত করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিলেন ঃ—"কেন শ্রামণেরগণ এইরূপ অনাচার আচরণ করিতেছে ?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! এক ভিক্ষু দুইজন শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না, যে সঙ্গে রাখিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৯) আশ্রয়ের সীমা

সেই সময়ে ভগবান সেই রাজগৃহেই বর্ষাঋতু অতিবাহিত করিলেন, তথায় হেমন্ত এবং গ্রীষ্মঋতুও অতিবাহিত করিলেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল ঃ—"এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের জন্য চতুর্দ্দিক শূন্য এবং অন্ধকারময় হইয়াছে, ইহাদের কোন দিক্ দেখা যাইতেছে না।" ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে আনন্দ ! যাও, চাবি লইয়া প্রতি পরিবেণে ভিক্ষুদিগকে জ্ঞাপন কর ঃ 'বন্ধুগণ ! ভগবান দক্ষিণগিরি পর্য্যটনে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যাঁহার যাওয়ার প্রয়োজন আছে তিনি আগমন করুন'।"

আয়ুষ্মান আনন্দ "তথাস্তু, প্রভো !" বলিয়া চাবি লইয়া, প্রতি পরিবেণে ভিক্ষুদিগকে

---

১. যেই বালক বামহস্তে যষ্টি ধারণ করিয়া উপস্থিত কাক বিতাড়িত করিয়া সম্মুখে স্থাপিত অন্ন ভোজন করিতে পারে।—সম-পাসা।

জ্ঞাপন করিলেন, "বন্ধুগণ! ভগবান দক্ষিণগিরি পর্য্যটনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, যাঁহার যাওয়ার প্রয়োজন আছে তিনি আসুন।"

ভিক্ষুগণ কহিলেন ঃ—"বন্ধু আনন্দ! ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন ঃ দশবৎসর অন্যের আশ্রয়ে (অধীনে) বাস করিতে হইবে এবং দশ বৎসর বয়স্ক ভিক্ষু অন্যকে আশ্রয় দিতে পারিবে। যদি আমাদিগকে তথায় যাইতে হয়, তাহা হইলে পুনরায় অন্যের আশ্রয় (অধীনতা) গ্রহণ (স্বীকার) করিতে হইবে, সেই আশ্রয়গ্রহণও মাত্র কয়েকদিনের জন্য হইবে; পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যদি আমাদের আচার্য্য-উপাধ্যায়গণ গমন করেন, তাহা হইলে আমরাও গমন করিব, যদি আমাদের আচার্য্য-উপাধ্যায়গণ গমন না করেন তাহা হইলে আমরাও গমন করিব না। বন্ধু আনন্দ! অন্যথা আমরা সাধারণের চক্ষে লঘুচেতা বলিয়া পরিদৃষ্ট হইব।"

ভগবান অল্পসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া দক্ষিণগিরি পর্য্যটনে প্রস্থান করিলেন। ভগবান দক্ষিণগিরিতে যথারুচি অবস্থান করিয়া পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে আনন্দ! তথাগতকে অল্পসংখ্যক ভিক্ষুসহ দক্ষিণগিরি পর্য্যটনে যাইতে হইয়াছিল কেন?"

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। তখন ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যেই ভিক্ষু দক্ষ এবং সমর্থ তাহাকে পাঁচ বৎসর অন্যের আশ্রয়ে (অধীনে) বাস করিতে হইবে এবং যেই ভিক্ষু অদক্ষ ও অসমর্থ তাহাকে আজীবন অন্যের আশ্রয়ে বাস করিতে হইবে।"

(১০) আশ্রয় কাহার আবশ্যক?

ক—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে (স্বাধীনভাবে) বাস করিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) যাহার অশৈক্ষ্য শীলের অপূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য সমাধির অপূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞার অপূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য বিমুক্তির অপূর্ণতা, ও (৫) অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের অপূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

খ—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে (স্বাধীনভাবে) বাস করিতে পারিবে। যথা ঃ—(১) যাহার অশৈক্ষ্য শীলের পূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য সমাধির পূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞার পূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য বিমুক্তির পূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

গ—হে ভিক্ষুগণ! আরও পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) যাহার শ্রদ্ধার অপূর্ণতা, (২) হ্রীর অপূর্ণতা আছে, (৩) যে সঙ্কোচহীন, (৪) অলস ও (৫) স্মৃতিবিহীন। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ঘ—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা ঃ— (১) যাহার শ্রদ্ধার পূর্ণতা, (২) হ্রীর পূর্ণতা আছে, (৩) যে সঙ্কোচশীল, (৪) আলস্যহীন ও (৫) স্মৃতিসম্পন্ন। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ঙ—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) যাহার অধিশীলে শীলের অপূর্ণতা, (২) অধিআচারে আচারের অপূর্ণতা, (৩) অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টির অপূর্ণতা আছে, (৪) যে অল্পশ্রুত ও (৫) অপ্রাজ্ঞ। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

চ—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা ঃ— (১) যাহার শীলের পূর্ণতা, (২) আচারের পূর্ণতা, (৩) সৎদৃষ্টির পূর্ণতা আছে, (৪) যে বহুশ্রুত ও (৫) প্রজ্ঞাবান। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ছ—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) যাহার আপত্তি (অপরাধ) সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (২) অনাপত্তি (নিরপরাধ) সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা আছে, এবং যাহার (৫) উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, সূত্র ও অনুব্যঞ্জন সহ সুবিভক্ত, সুপ্রবর্ত্তিত এবং সুনির্ণীত হয় নাই। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

জ—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা ঃ— (১) যাহার আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে এবং যাহার (৫) উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃত ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, সূত্র ও অনুব্যঞ্জন সহ সুবিভক্ত, সুপ্রবর্ত্তিত ও সুনির্ণীত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ঝ—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) যাহার আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা

আছে এবং (৫) যাহার বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ঞ—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা :—(১) যাহার আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং (৫) পঞ্চ বৎসর বয়সের পূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ট—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। যথা :—(১) যাহার অশৈক্ষ্য শীলের অপূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য সমাধির অপূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞার অপূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য বিমুক্তির অপূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের অপূর্ণতা আছে এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ঠ—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা :—(১) অশৈক্ষ্য শীলের পূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য সমাধির পূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞার পূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য বিমুক্তির পূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পূর্ণতা আছে এবং (৬) যাহার বয়স পাঁচ বৎসর বা তদতিরিক্ত বৎসর হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ড—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। যথা :—(১) যে শ্রদ্ধাহীন, (২) হ্রীবিহীন, (৩) সঙ্কোচহীন, (৪) অলস, (৫) স্মৃতিহীন, এবং (৬) যাহার বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ঢ—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা :—(১) যাহার শ্রদ্ধার পূর্ণতা, (২) হ্রীর পূর্ণতা আছে, (৩) যে সঙ্কোচশীল, (৪) উত্তমশীল, (৫) স্মৃতিসম্পন্ন, এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসর বা তদধিক। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ণ—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। যথা :—(১) যে অধিশীলে শীলহীন, (২) অধি-আচারে আচারহীন, (৩) অতি-দৃষ্টিতে দৃষ্টিবিপন্ন, (৪) অল্পশ্রুত, (৫) প্রজ্ঞাহীন, এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ। এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ত—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা :—

(১) যে অধিশীলে শীলপূর্ণ, (২) অধিআচারে আচারপূর্ণ (৩) অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টি-বিপন্ন নহে, (৪) বহুশ্রুত, (৫) প্রজ্ঞাসম্পন্ন, এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসর বা তদধিক। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

থ—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। যথা ঃ—(১) আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (৫) উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃতভাবে স্থত্র ও অনুব্যঞ্জন সহ হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্ত্তিত ও সুনির্ণীত হয় নাই এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

দ—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা ঃ—(১) আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (৫) উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ স্থত্র ও অনুব্যঞ্জন সহ বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্ত্তিত ও সুনির্ণীত হইয়াছে, এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচবৎসর বা তদধিক। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

॥ অষ্টম ভণিতা সমাপ্ত ॥

দণ্ডকর্ম্ম-কথা

[স্থান ঃ—কপিলবাস্তু]

(১) প্রব্রজ্যার্থ মাতাপিতার অনুমতি

রাহুলের প্রব্রজ্যা ঃ—ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া কপিলবাস্তু অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া কপিলবাস্তুতে গমন করিলেন। ভগবান সেই শাক্যরাজ্য কপিলবাস্তুতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—ন্যগ্রোধারামে।

ভগবান পূর্ব্বাহ্ণে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, শুদ্ধোদন শাক্যের নিবাসে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। রাহুলের মাতৃদেবী কুমার রাহুলকে কহিলেন ঃ—"রাহুল! উনিই তোমার পিতা, উঁহার নিকট যাইয়া দায়াদ (উত্তরাধিকার) যাচ্ঞা কর।"

কুমার রাহুল ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া কহিলেন ঃ—

"মহানুভব শ্রমণ! আপনার ছায়া কতই না সুখদ!"

ভগবান আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। কুমার রাহুল ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ—"মহানুভব শ্রমণ! আমাকে দায়াদ (উত্তরাধিকার) প্রদান করুন, মহানুভব শ্রমণ! আমাকে দায়াদ প্রদান করুন।"

ভগবান আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেনঃ—"শারীপুত্র! কুমার রাহুলকে প্রব্রজ্যা দান কর।"

"প্রভো! আমি কুমার রাহুলকে কিভাবে প্রব্রজ্যা দান করিব?"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ—

শ্রামণের প্রব্রজ্যার বিধিঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ ত্রিশরণাগতি দ্বারা শ্রামণের-প্রব্রজ্যা দান করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে প্রব্রজ্যা দান করিতে হইবেঃ প্রথম প্রার্থীর কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করাইয়া, কাষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছদিত করাইয়া, একাংস আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) পরিধান করাইয়া, ভিক্ষুদের পাদবন্দনা করাইয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসাইয়া, উভয় হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া 'এইরূপ বল' বলিতে হইবেঃ "বুদ্ধের শরণ গমন করিতেছি, ধর্ম্মের শরণ গমন করিতেছি, সঙ্ঘের শরণ গমন করিতেছি।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে।]

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ এই ত্রিবিধ শরণাগতি দ্বারা শ্রামণের-প্রব্রজ্যা দান করিবে।"

আয়ুষ্মান শারীপুত্র কুমার রাহুলকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন। শুদ্ধোদন শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, একান্তে উপবেশন করিয়া শুদ্ধোদন শাক্য ভগবানকে কহিলেনঃ—"প্রভো! আমি ভগবনের নিকট একটি বর যাচ্ঞা করিতেছি।"

"হে গৌতম! তথাগতগণ বরদানের অতীত হইয়াছেন।"

"প্রভো! যাহা বিহিত এবং অনবদ্য সেইরূপ বরই আমার প্রার্থনীয়।"

"হে গৌতম! তাহা হইলে আপনি আপনার মনোভাব ব্যক্ত করুন।"

"প্রভো! ভগবান প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে এবং পরে নন্দ প্রব্রজিত হইলে, আমার অল্প দুঃখ হয় নাই, রাহুল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ হইয়াছে। প্রভো! পুত্রপ্রেম দেহচ্ছবি ছেদ করে, দেহচ্ছবি ছেদ করিয়া চর্ম্মচ্ছেদ করে, চর্ম্মচ্ছেদ করিয়া মাংসচ্ছেদ করে, মাংসচ্ছেদ করিয়া স্নায়ুচ্ছেদ করে, স্নায়ুচ্ছেদ করিয়া অস্থিচ্ছেদ করে এবং অস্থিচ্ছেদ করিয়া অস্থিমজ্জা বিদ্ধ করিয়া স্থিত

থাকে। অতএব যেন আর্য্যগণ মাতাপিতা কর্ত্তৃক অননুজ্ঞাত পুত্রকে প্রব্রজ্যা প্রদান না করেন।”

মাতৃপিতৃ অনুমতিতে প্রব্রজ্যা :—ভগবান শুদ্ধোদন শাক্যকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। শুদ্ধোদন শাক্য ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, এবং তাঁহাকে দক্ষিণপার্শ্বে পুরোভাগে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! মাতাপিতা কর্ত্তৃক অননুজ্ঞাত পুত্রকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

[স্থান :—শ্রাবস্তী]

(২) শ্রামণের সম্বন্ধে বিধান

শ্রামণেরের সংখ্যা :—অনন্তর ভগবান কপিলবাস্তুতে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তী-সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময়ে আয়ুষ্মান শারীপুত্রের সেবককুল আয়ুষ্মান শারীপুত্রের নিকট এই বলিয়া একটি বালক প্রেরণ করিল : ‘স্থবির এই বালককে প্রব্রজিত করুন।’ আয়ুষ্মান শারীপুত্রের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : এক ভিক্ষু দুইজন শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না, আমার সঙ্গে রাহুল শ্রামণের আছে, এখন আমায় কি করিতে হইবে?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু দুইজন শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে, অথবা যতজনকে উপদেশ অনুশাসন করিতে সমর্থ ততজন শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।”

শ্রামণেরের শিক্ষাপদ :—শ্রামণেরগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “আমাদের শিক্ষাপদ কয়টি এবং আমাদের কি-ই বা শিক্ষা করিতে হইবে?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শ্রামণেরগণের শিক্ষাপদ দশটি এবং তাহাই শ্রামণেরদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। যথা :—(১) প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি, (২) অদত্তাদান হইতে বিরতি, (৩) অব্রহ্মচর্য্য হইতে বিরতি, (৪) মিথ্যাকথনাদি

হইতে বিরতি, (৫) সুরা, মৈরেয় ও মদ্যাদি প্রমাদকর দ্রব্য হইতে বিরতি, (৬) বিকালভোজন হইতে বিরতি, (৭) নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি কৌতুকাবহ দর্শন হইতে বিরতি, (৮) মালা, গন্ধ, বিলেপনাদি ধারণ, মণ্ডন ও বিভূষণ হইতে বিরতি, (৯) উচ্চশয্যা মহাশয্যা হইতে বিরতি, (১০) জাতরূপ-রজত প্রতিগ্রহণ হইতে বিরতি। হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ শ্রামণেরগণের এই দশটি শিক্ষাপদ এবং ইহাই শ্রামণেরদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে।"

(৩) দণ্ডনীয় শ্রামণেরের দণ্ড-বিধান

দণ্ডনীয় শ্রামণের ঃ—সেই সময়ে শ্রামণেরগণ ভিক্ষুদের প্রতি অগৌরব, অসম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া, অসঙ্গতাচারী হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন ঃ "কেন শ্রামণেরগণ ভিক্ষুদের প্রতি অগৌরব, অসম্ভ্রম প্রদর্শন করিয়া, অসঙ্গতাচারী হইয়া অবস্থান করিতেছে ?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পঞ্চাঙ্গ-বিকল শ্রামণেরকে দণ্ডদান করিবে। যথা ঃ—(১) ভিক্ষুদের অলাভের জন্য চেষ্টা করে, (২) ভিক্ষুদের অনর্থের জন্য চেষ্টা করে, (৩) ভিক্ষুদিগকে বাসভ্রষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করে, (৪) ভিক্ষুদিগের প্রতি আক্রোশ এবং কটূক্তি করে, (৫) ভিক্ষু হইতে ভিক্ষুকে বিচ্ছেদ করে। হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল শ্রামণেরকে দণ্ডদান (শাস্তি প্রদান) করিবে।"

দণ্ড ঃ—ভিক্ষুদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "শ্রামণেরকে কিরূপ দণ্ড দান করিতে হইবে ?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ "দণ্ডনীয় শ্রামণেরকে 'বারণ' দণ্ড প্রদান করিবে।"

দণ্ডদানের নিয়ম ঃ—*(a)* সেই সময়ে ভিক্ষুগণ দণ্ডনীয় শ্রামণেরদিগকে সমগ্র সঙ্ঘারাম সম্পর্কেই 'বারণ' দণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন। শ্রামণেরগণ আরামে প্রবেশ করিতে না পারিয়া প্রস্থানও করিতে লাগিল, শ্রামণেরত্বও পরিত্যাগ করিতে লাগিল, তীর্থিকদের মধ্যেও চলিয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! সমগ্র সঙ্ঘারাম প্রবেশে বারণ করিতে পারিবে না, যে বারণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: শ্রামণের যেস্থানে বাস করে অথবা যেস্থানে প্রবেশ করে মাত্র সেইস্থান সম্পর্কে বারণ করিবে।"

(b) সেই সময়ে ভিক্ষুগণ শ্রামণেরদিগের সম্মুখে আনীত আহার সম্পর্কে বারণ (নিষেধ) দণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ যবাগূ, পানীয় এবং সজ্যভোজন প্রস্তুত করিয়া শ্রামণেরদিগকে বলিল:—"প্রভো! আসুন, যবাগূ পান করুন, অন্ন ভোজন করুন।" শ্রামণেরগণ বলিল:—"বন্ধুগণ! ভিক্ষুগণ বারণ করায় আমরা পানভোজন করিতে পারিব না।" জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল:—"কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ শ্রামণেরদিগের সম্মুখে আনীত আহার সম্পর্কে বারণ করিতেছেন?" ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! সম্মুখে আনীত আহার সম্পর্কে বারণ করিতে পারিবে না, যে বারণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

॥ দণ্ডকর্ম্ম-কথা সমাপ্ত ॥

॥ উপসম্পদা প্রদান বিষয়ক একবিংশতিবার সমাপ্ত ॥

(c) সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উপাধ্যায়ের অনুমতি না লইয়া শ্রামণেরগণকে বারণ দণ্ড প্রদান করিতেছিল। উপাধ্যায়গণ 'কেন আমাদের শ্রামণেরদিগকে দেখিতে পাইতেছি না' এই বলিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন! ভিক্ষুগণ কহিলেন:—"বন্ধুগণ! ষড়বর্গীয় ভিক্ষু শ্রামণেরদিগকে বারণ করিয়াছে।" উপাধ্যায়গণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন:—"কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু আমাদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমাদের শ্রামণেরদিগকে বারণ করিয়াছে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায়ের অনুমতি না লইয়া বারণ করিতে পারিবে না, যে বারণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(d) সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্থবির ভিক্ষুর শ্রামণেরদিগকে প্রলোভন দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। স্থবিরগণ স্বয়ং দন্তকাষ্ঠ এবং মুখোদক (আচমন জল) সংগ্রহে ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! অন্যের পারিষদকে প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, যে প্রলোভন দিয়া লইয়া যাইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

সেই সময়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রের (বৌদ্ধ ভিক্ষুর) কণ্টক নামক শ্রামণের কণ্টকী নাম্নী ভিক্ষুণীকে কলুষিত করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে

আলোচনা করিতে লাগিলেন ঃ—"কেন শ্রামণের এতাদৃশ অনাচার আচরণ করিতেছে ?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ দশাঙ্গ-বিকল শ্রামণেরকে বহিষ্কৃত করিবে। যথা ঃ—(১) প্রাণীহত্যা রত হয়, (২) অদত্তাদায়ী হয়, (৩) অব্রহ্মচারী হয়, (৪) মিথ্যাবাদী হয়, (৫) মদ্যপায়ী হয়, (৬) বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (৭) ধর্ম্মের অগুণ বর্ণনা করে, (৮) সঙ্ঘের অগুণ বর্ণনা করে, (৯) মিথ্যাদৃষ্টি-পরায়ণ হয়, (১০) ভিক্ষুণী-দূষক হয়। হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ এই দশাঙ্গ-বিকল শ্রামণেরকে বহিষ্কৃত করিবে।"

(৪) উপসম্পদার অযোগ্য ব্যক্তি

১—সেই সময়ে জনৈক পণ্ডক (নপুংসক) ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। সে তরুণ ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আয়ুষ্মানগণ ! আসুন, আমাকে কলুষিত করুন।" ভিক্ষুগণ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "রে পণ্ডক ! চলিয়া যাও, দূর হইয়া যাও, তোমায় কি প্রয়োজন ?" সে ভিক্ষুগণ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া বয়স্ক স্থূলকায় শ্রামণেরদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল ঃ—"আয়ুষ্মানগণ ! আসুন, আমাকে কলুষিত করুন।" শ্রামণেরগণ বাধা দিয়া বলিল ঃ—"রে পণ্ডক ! চলিয়া যাও, দূর হইয়া যাও, তোমায় কি প্রয়োজন ?" সে শ্রামণেরগণ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া হস্তীরক্ষক, অশ্বরক্ষকদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ—"বন্ধুগণ ! এস, আমাকে কলুষিত কর।" হস্তীরক্ষক ও অশ্বরক্ষকগণ তাহাকে কলুষিত করিল। অনন্তর তাহারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ—"এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পণ্ডক ! ইহাদের মধ্যে যাহারা পণ্ডক নহে তাহারাও পণ্ডককে কলুষিত করিয়া থাকে। এইরূপে ইহারা সকলেই অব্রহ্মচারী।" ভিক্ষুগণ সেই হস্তীরক্ষক, অশ্বরক্ষকদের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! অনুপসম্পন্ন পণ্ডককে উপসম্পদা দান করিবে না, এবং উপসম্পন্ন পণ্ডককে বহিষ্কৃত করিবে।"

২—সেই সময়ে প্রাচীনবংশের জনৈক সন্তান আত্মীয়স্বজনহীন এবং সুকোমল ছিল। সেই আত্মীয়স্বজনবিহীন প্রাচীন কুলপুত্রের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "আমি সুকোমল বিধায় অনর্জ্জিত ধন অর্জ্জন করিতে অথবা অর্জ্জিত ধন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি না ; কোন উপায় অবলম্বন করিলে সুখে জীবন ধারণ করিতে পারিব এবং ক্লিষ্ট হইব না ?" আবার সেই আত্মীয়স্বজনবিহীন প্রাচীন কুলপুত্রের মনে এই চিন্তা

উদিত হইল : "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখশীলী, সুখবিহারী এবং সুস্বাদুভোজন ভোজন করিয়া নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করেন। অতএব আমি স্বয়ং পাত্রচীবর সংগ্রহ করিয়া, কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আরামে (বিহারে) যাইয়া, ভিক্ষুদের সহিত বাস করিব।" এই ভাবিয়া সেই আত্মীয়স্বজন-বিহীন প্রাচীন কুলপুত্র স্বয়ং পাত্রচীবর সংগ্রহ করিয়া, কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আরামে যাইয়া ভিক্ষুদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ কহিলেন :—"বন্ধো! আপনি কয় বর্ষ হইয়াছেন?" "বন্ধো! 'কয় বর্ষ' ইহার অর্থ কি?" "বন্ধো! আপনার উপাধ্যায় কে?" "বন্ধো! 'উপাধ্যায়' ইহার অর্থ কি?"

ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উপালিকে কহিলেন :—"বন্ধু উপালি! এই প্রব্রজিতকে পরীক্ষা করুন।" অনন্তর সেই আত্মীয়স্বজনবিহীন প্রাচীন কুলপুত্র উপালি কর্তৃক সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিল। আয়ুষ্মান উপালি ভিক্ষুদিগকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে সেই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! অনুপসম্পন্ন স্তেয়সংবাসককে (চোরাবেশে আগত ব্যক্তিকে)[১] উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে বহিষ্কৃত করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ! অনুপসম্পন্ন তীর্থিক-প্রস্থানককে (অন্যাশ্রয়ে প্রস্থানকারীকে)[২] উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে বহিষ্কৃত করিবে।"

৩—সেই সময়ে একটি নাগের নাগযোনিতে জন্মহেতু দুঃখ উপস্থিত হইল, লজ্জা

---

১. স্তেয়সংবাসক ত্রিবিধ ; যথা :—(১) লিঙ্গ (চিহ্ন) স্তেনক, (২) সংবাস স্তেনক, (৩) উভয় স্তেনক। যে স্বয়ং প্রব্রজিত হইয়া, বিহারে যাইয়া, ভিক্ষু-বর্ষ গণনা করে না, জ্যেষ্ঠানুক্রমে বন্দনা গ্রহণ করে না, ভিক্ষুকে আসনচ্যুত করে না, উপবষথ প্রবারণাদি কার্য্যে উপস্থিত হয় না তাহাকে লিঙ্গ স্তেনক কহে। যে ভিক্ষুদ্বারা শ্রামণেররূপে প্রব্রজিত হইয়া বিদেশে গমন করিয়া 'আমি দশবর্ষ হইয়াছি', 'আমি বিংশতিবর্ষ হইয়াছি' বলিয়া মিথ্যাকথা বলিয়া ভিক্ষু-বর্ষ গণনা করে, জ্যেষ্ঠানুসারে বন্দনা গ্রহণ করে, ভিক্ষুকে আসনচ্যুত করে, উপবষথ প্রবারণাদি কার্য্যে উপস্থিত হয় তাহাকে সংবাস স্তেনক কহে। যে স্বয়ং প্রব্রজিত হইয়া, বিহারে যাইয়া, ভিক্ষু-বর্ষ গণনা করে, জ্যেষ্ঠানুক্রমে বন্দনা গ্রহণ করে, ভিক্ষুকে আসনচ্যুত করে, উপবষথ প্রবারণাদি কার্য্যে উপস্থিত হয় তাহাকে উভয় (লিঙ্গ ও সংবাস) স্তেনক কহে। এই ত্রিবিধ স্তেয়সংবাসক অনুপসম্পন্ন থাকিলে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, উপসম্পন্ন হইলে বিতাড়িত করিবে। পুনরায় প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিলেও প্রব্রজ্যা দিতে পারিবে না।—সম-পাসা।

২. তীর্থিকদের নিকট ভিক্ষু অবস্থায় যে গমন করে তাহাকে তীর্থিক-প্রস্থানক কহে। তাহাকে যে কেবল পুনরায় উপসম্পদা দিতে পারিবে না তাহা নহে, প্রব্রজ্যাও দিতে পারিবে না।—সম-পাসা।

উপস্থিত হইল এবং ঘৃণা উপস্থিত হইল। অনন্তর সেই নাগের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "আমি কোন্ উপায়ে নাগযোনি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব, এবং শীঘ্র মানবত্ব লাভে সমর্থ হইব ?" আবার সেই নাগের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্ম্মচারী, শমচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান এবং কল্যাণধর্ম্মী। যদি আমি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের মধ্যে প্রব্রজিত হই, তাহা হইলে আমি নাগযোনি হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারিব এবং শীঘ্র মানবত্ব লাভেও সমর্থ হইব।" অনন্তর সেই নাগ মানববেশে (ব্রাহ্মণ যুবকের বেশে) ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাজ্ঞা করিল, ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন, উপসম্পদাও দান করিলেন। সেই সময়ে সেই নাগ একজন ভিক্ষুর সহিত প্রত্যন্তদেশের বিহারে অবস্থান করিতেছিল। একদিন সেই ভিক্ষু রাত্রির প্রত্যূষ সময়ে উঠিয়া খোলা জায়গায় পাদচারণ করিতেছিলেন। সেই নাগ সেই ভিক্ষু বাহির হইবার পর গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইল। তখন সমস্ত বিহার অহিতে পরিপূর্ণ হইল, বাতায়ন দিয়া দেহকুণ্ডল বাহির হইয়া পড়িল। সেই ভিক্ষু 'বিহারে প্রবেশ করিব' এই ভাবিয়া কপাট উন্মুক্ত করা মাত্র দেখিতে পাইলেনঃ সমগ্র বিহার অহিতে পরিপূর্ণ এবং বাতায়ন দিয়া দেহ-কুণ্ডল বাহির হইয়া পড়িয়াছে; দেখিয়া ভয়ে বিকট শব্দ করিয়া উঠিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুগণ দৌড়িয়া আসিয়া সেই ভিক্ষুকে কহিলেনঃ—"বন্ধো! আপনি বিকটশব্দ করিলেন কেন?" "বন্ধো! এই সমগ্র বিহার অহিতে পরিপূর্ণ, বাতায়ন দিয়া দেহকুণ্ডল বাহির হইয়া পড়িয়াছে!" সেই নাগ সেই শব্দে জাগ্রত হইয়া স্ব আসনে উপবেশন করিল। ভিক্ষুগণ কহিলেনঃ—"বন্ধো! তুমি কে?"

"প্রভো! আমি নাগ।"

"বন্ধো! কেন তুমি এইরূপ করিয়াছ?"

সেই নাগ ভিক্ষুদের নিকট সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে সেই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সমবেত করাইয়া সেই নাগকে কহিলেনঃ—"নাগ! তোমরা নাগত্বহেতু এই ধর্ম্মবিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পার না। নাগ! তুমি স্বভবনে চলিয়া যাও, তথায় চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবষথ প্রতিপালন কর, এইরূপে তুমি নাগযোনি হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে এবং শীঘ্র মনুষ্যত্ব (মানবযোনি) লাভেও সমর্থ হইবে।" সেই নাগ 'আমি নাকি এই ধর্ম্মবিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইব না' এই ভাবিয়া, দুঃখী ও দুর্ম্মনা হইয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে বিকট শব্দ করিয়া প্রস্থান করিল। ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! নাগের স্বভাব প্রকটিত হইবার দ্বিবিধ হেতু আছে। যথাঃ—

১৩

(১) যখন স্বজাতীয়া স্ত্রীর সহিত মৈথুন সেবন করে এবং (২) যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। হে ভিক্ষুগণ! নাগের স্বভাব প্রকটিত হইবার এই দ্বিবিধ কারণ।

"হে ভিক্ষুগণ! অনুপসম্পন্ন মানবেতর প্রাণিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেও বহিস্কৃত করিবে।"

৪—সেই সময়ে এক মানব (ব্রাহ্মণ যুবক) মাতৃহত্যা করিয়াছিল। সে সেই পাপকার্য্যে দুঃখিত হইল, লজ্জিত হইল এবং ঘৃণাবোধ করিতে লাগিল। সেই মানবের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "আমি কোন উপায়ে এই পাপকর্ম্মের অবসান করিব?" আবার তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্ম্মচারী, শমচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান এবং কল্যাণধর্ম্মী। যদি আমি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের মধ্যে প্রব্রজিত হইতে পারি তাহা হইলে এই পাপকর্ম্মের অবসান করিতে পারিব।" সেই মানব ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিল। ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান উপালিকে কহিলেনঃ—"বন্ধু উপালি! পূর্ব্বেও একটি নাগ মানববেশে ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। অতএব এই মানবকে পরীক্ষা করুন।" সেই মানব আয়ুষ্মান উপালি কর্ত্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিল। আয়ুষ্মান উপালি ভিক্ষুদিগকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে সেই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! অনুপসম্পন্ন মাতৃহন্তাকে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদা-প্রাপ্ত মাতৃহন্তাকে বহিস্কৃত করিবে।"

৫—সেই সময়ে এক মানব পিতৃহত্যা করিয়াছিল।.........

"হে ভিক্ষুগণ! অনুপসম্পন্ন পিতৃহন্তাকে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদা-প্রাপ্ত পিতৃহন্তাকে বহিস্কৃত করিবে।"

৬—সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু সাকেত হইতে শ্রাবস্তী-অভিমুখে দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। রাস্তার মধ্যে বহু চোর বাহির হইয়া কোন কোন ভিক্ষুর সামগ্রী লুণ্ঠন করিল আবার কোন কোন ভিক্ষুকে হত্যা করিল। শ্রাবস্তী হইতে রাজ-কর্ম্মচারিগণ আসিয়া কোন কোন চোরকে ধৃত করিল, কোন কোন চোর পলায়ন করিল। যাহারা পলায়ন করিল তাহারা ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইল। যাহারা ধৃত হইল তাহারা বধের জন্য নীত হইতেছিল। সেই প্রব্রজিতগণ ধৃত চোরদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে দেখিতে পাইল, দেখিয়া পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিলঃ—"আমরা পলাইয়া ভাল করিয়াছি, যদি আমরা ধৃত হইতাম তাহা হইলে আমরাও এইরূপে নিহত হইতাম।" ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"বন্ধুগণ! আপনারা কি

করিয়াছিলেন ?" অনন্তর সেই প্রব্রজিতগণ ভিক্ষুদের নিকট সত্য বিষয় প্রকাশ করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ ! সেই ভিক্ষুগণ (পথে নিহত ভিক্ষুগণ) অর্হৎ ছিল। হে ভিক্ষুগণ ! অনুপসম্পন্ন অর্হৎহন্তাকে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত হইলেও বহিষ্কৃত করিবে।"

৭—সেই সময়ে সাকেত হইতে বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী শ্রাবস্তী-অভিমুখে দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। পথের মধ্যে বহু চোর বাহির হইয়া কোন কোন ভিক্ষুণীর সামগ্রী লুণ্ঠন করিল এবং কোন কোন ভিক্ষুণীকে কলুষিত করিল। শ্রাবস্তী হইতে রাজ-কর্ম্মচারিগণ আসিয়া কোন কোন চোরকে ধৃত করিল, কোন কোন চোর পলায়ন করিল। যাহারা পলায়ন করিল তাহারা ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইল ; যাহারা ধৃত হইয়াছিল তাহারা বধের জন্য নীত হইতেছিল। সেই প্রব্রজিতগণ ধৃত চোরদিগকে বধের জন্য লইয়া যাইতে দেখিয়া পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিল :— "আমরা পলাইয়া ভালই করিয়াছি, যদি আমরা ধৃত হইতাম তাহা হইলে আমরাও এইরূপে নিহত হইতাম।" ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন :—"বন্ধুগণ ! আপনারা কি করিয়াছিলেন ?" অনন্তর সেই প্রব্রজিতগণ ভিক্ষুদিগকে সত্য বিষয় জ্ঞাপন করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ ! অনুপসম্পন্ন ভিক্ষুণীদূষককে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদা-প্রাপ্ত ভিক্ষুণীদূষককে বিতাড়িত করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ ! অনুপসম্পন্ন সঙ্ঘভেদককে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদা-প্রাপ্ত সঙ্ঘভেদককে বিতাড়িত করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ ! অনুপসম্পন্ন রক্তোৎপাদককে[১] উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদা প্রাপ্ত রক্তোৎপাদককে বিতাড়িত করিবে।"

৮—সেই সময়ে জনৈক স্ত্রী-পুরুষ উভয়ব্যঞ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। সে ব্যভিচার করিতেছিল,......। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—

"হে ভিক্ষুগণ ! অনুপসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষ উভয় লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত হইলেও বিতাড়িত করিবে।"

৯—সেই সময়ে উপাধ্যায়বিহীন ব্যক্তিকে ভিক্ষুগণ উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

---

১. যে দেবদত্তের ন্যায় নিহত করিবার ইচ্ছায় তথাগতের জীবন্ত দেহ হইতে ক্ষুদ্র মক্ষিকা পানের যোগ্য রক্তপাতও করে সে রক্তোৎপাদক নামে অভিহিত হয়।—সম-পাসা।

"হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায়বিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

১০—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ সঙ্ঘের উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘের উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিরে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

১১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ গণের (পাঁচজনের কম এবং একজনের অধিক সংখ্যক ভিক্ষুর) উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! গণের উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

১২—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ পণ্ডকের (ক্লীবের) উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দিতে-ছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! পণ্ডকের উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

১৩—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ স্তেয়সংবাসকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ১৪—তীর্থিক-প্রস্থানকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ১৫—মানবেতর জীবের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ১৬—মাতৃহন্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ১৭—পিতৃহন্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ১৮—অর্হৎহন্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ১৯—ভিক্ষুণীদূষকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ২০—সঙ্ঘভেদকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন; ২১—(বুদ্ধের দেহ হইতে) রক্তোৎপাদকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন, ২২—উভয়ব্যঞ্জনকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! স্তেয়সংবাসকের উপাধ্যায়ত্বে অন্যকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; তীর্থিক-প্রস্থানকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; মানবেতর জীবের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; মাতৃহন্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; পিতৃহন্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; অর্হৎহন্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; ভিক্ষুণীদূষকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; সঙ্ঘভেদকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; রক্তোৎপাদকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না; উভয়ব্যঞ্জনকের উপাধ্যায়ত্বে

উপসম্পদা দিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

২৩—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্রবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। তাহারা বিনাপাত্রে করপুটে করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—"কেন ভিক্ষু বিনাপাত্রে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ করিয়া থাকে!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষাপাত্রবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২৪—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ চীবরবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। তাহারা নগ্নাবস্থায় ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—"কেন নগ্নাবস্থায় ভিক্ষু ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ করিয়া থাকে!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! চীবরবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২৫—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র ও চীবরবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। তাহারা নগ্নাবস্থায় করপুটে করিয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে লাগিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—"কেন ভিক্ষু নগ্নাবস্থায় করপুটে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ করিয়া থাকে!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষাপাত্র এবং চীবরবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২৬—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ধার করা পাত্রদ্বারা উপসম্পদা দিতেছিলেন। উপসম্পদার পর মালিক ভিক্ষাপাত্র প্রত্যাহরণ করিল। তাহারা অগত্যা করপুটে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে লাগিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—"কেন ভিক্ষু বিনাপাত্রে করপুটে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! ধার করা ভিক্ষাপাত্র দ্বারা উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২৭—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ধার করা চীবর দ্বারা উপসম্পদা দিতেছিলেন। উপসম্পদার পর মালিক চীবর প্রত্যাহরণ করিল। অগত্যা তাহারা নগ্নাবস্থায় ভিক্ষান্ন সংগ্রহে রত হইল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—"কেন ভিক্ষুগণ নগ্নাবস্থায় ভিক্ষাচর্য্যা করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ করিয়া থাকে!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! ধার করা চীবর দ্বারা উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২৮—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ধার করা ভিক্ষাপাত্র এবং চীবর দ্বারা উপসম্পদা দিতেছিলেন। উপসম্পদার পর মালিক ভিক্ষাপাত্র এবং চীবর প্রত্যাহরণ করিল। অগত্যা তাহারা নগ্নাবস্থায় করপুটে ভিক্ষাচর্য্যা করিতে লাগিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—"কেন ভিক্ষু নগ্নাবস্থায় করপুটে ভিক্ষাচর্য্যা করিতেছে? যেমন তীর্থিকগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া থাকে!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! ধার করা ভিক্ষাপাত্র এবং চীবর দ্বারা উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৫) প্রব্রজ্যার অযোগ্য ব্যক্তি

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ হস্তচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—"কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হস্তচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! হস্তচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ পদচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৩—হস্তপদচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৪—কর্ণচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৫—নাসিকাচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৬—কর্ণনাসিকাচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৭—অঙ্গুলিচ্ছিন্ন বক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৮—অঙ্গুষ্ঠচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৯—স্নায়ুচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১০—বাদুড়ের ডানার ন্যায় হস্তবিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১১—কুব্জকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন;

১২—বামনকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৩—গলগণ্ডবিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৪—লক্ষণাহত (জ্বলন্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত) ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৫—কশাহত (বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত) ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৬—লিখিতক (হত্যা করিবার পরোয়ানা জারি হইয়াছে) ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৭—শ্লীপদকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৮—দুরারোগ্য রোগীকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১৯—পারিষদ-দূষককে (বিকটাকৃতি ব্যক্তিকে) প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২০—কাণাকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২১—কুণীকে[১] প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২২—খঞ্জকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৩—পক্ষাঘাত রোগীকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৪—ঈর্য্যাপথরহিত (চলচ্ছক্তিহীন) ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৫—জরাগ্রস্থ দুর্ব্বল ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৬—অন্ধকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৭—মূক্‌কে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৮—বধিরকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ২৯—অন্ধ ও মূক্‌কে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৩০—অন্ধ ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৩১—মূক্ ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন এবং ৩২—অন্ধ, মূক্ ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল ঃ—'কেন শাকপুত্রীয় শ্রমণগণ অন্ধ, মূক্ ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দিতেছেন?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! অন্ধ, মূক্ ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপবাধ হইবে।"

॥ দায়াদ ভণিতা সমাপ্ত ॥

উপসম্পদা-বিধি

(১) আশ্রয়ের নিয়ম

১—সেই সময়ে ষড়বর্গীয়[২] ভিক্ষু নির্লজ্জকে[৩] আশ্রয় দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! নির্লজ্জকে আশ্রয় দিতে পারিবে না, যে আশ্রয় দিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ নির্লজ্জদিগের আশ্রয়ে বাস করায় তাঁহারাও অচিরেই

---

১. যাহার হস্ত, পদ কিম্বা অঙ্গুলি বক্র।—সম-পাসা।

২. পাণ্ডুক, লোহিতক, অশ্বজিৎ, পুনর্ব্বসু, মৈত্রেয় ও ভৌম্যজক এই ছয় ব্যক্তি এবং তাহাদের শিষ্যবর্গ ষড়বর্গীয় নামে অভিহিত। ৩. যে ব্যক্তি সজ্ঞানে অপরাধ করে, অপরাধ গোপন করে এবং স্বেচ্ছাচারের বশীভূত হয় তাহাকে নির্লজ্জ বলে।—সম-পাসা।

লজ্জাহীন, পাপী ভিক্ষু হইয়া পড়িতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! নির্লজ্জদিগের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না, যে অবস্থান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩—অনন্তর ভিক্ষুদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "ভগবান নির্দ্দেশ দিয়াছেন ঃ নির্লজ্জদিগকে আশ্রয় দিতে কিংবা নির্লজ্জদিগের আশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। কে সলজ্জ এবং কে নির্লজ্জ আমরা তাহা কিরূপে জানিতে পারিব?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ভিক্ষুর স্বভাব অবগত হইবার জন্য চারি কিংবা পাঁচ দিন প্রতীক্ষা করিবে।"

৪—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু কোশল জনপদে দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন ঃ বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। আমি কিন্তু আশ্রয় গ্রহণের যোগ্য হইয়াও দীর্ঘ পথ পর্য্যটনে রত আছি, এখন আমায় কি করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ভিক্ষু আশ্রয়দাতার অভাবে বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।"

৫—সেই সময়ে দুইজন ভিক্ষু কোশল জনপদে দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। তাঁহারা একটি আবাসে উপস্থিত হইলেন। সেই আবাসে একজন পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সেই পীড়িত ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন ঃ বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না, অথচ আমি আশ্রয় গ্রহণের যোগ্য হইয়াও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি, এখন আমায় কি করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পীড়িত ভিক্ষু আশ্রয়দাতার অভাবে বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।"

৬—সেই রোগী পরিচারক ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন ঃ বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না ; অথচ আমি আশ্রয় গ্রহণ-যোগ্য এবং এই ভিক্ষুও পীড়িত ; অতএব আমায় কি করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ রোগী পরিচারক ভিক্ষু যাচ্ঞা করিয়াও আশ্রয়দাতা না পাইলে বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।"

৭—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু অরণ্যে বাস করিতেছিলেন। সেই শয্যাসন (বাসস্থান) তাঁহার অনুকূল হইয়াছিল। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন: বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না, আমি কিন্তু আশ্রয় গ্রহণ-যোগ্য হইয়াও অরণ্যে বাস করিতেছি, এই শয্যাসন আমার অনুকূল হইয়াছে। অতএব আমায় কি করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: অরণ্যবাসী ভিক্ষুর বাসস্থান (শয্যাসন) অনুকূল বোধ হইলে 'যখন উপযুক্ত আশ্রয়দাতা আসিবেন তখন তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিব' মনে এইরূপ সঙ্কল্প পোষণ করিয়া আশ্রয় দাতার অভাবে বিনাশ্রয়ে বাস করিবে।"

(২) জ্যেষ্ঠের গোত্র-নাম উচ্চারণ

সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট জনৈক ব্যক্তি উপসম্পদাপ্রার্থী ছিল। আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন,—"আনন্দ! আসিয়া ইহার অনুশ্রাবণ[১] কর।" আয়ুষ্মান আনন্দ কহিলেন:—"আমি স্থবিরের (মহাকাশ্যপের) নাম উচ্চারণ করিতে পারিব না, কেননা স্থবির আমার গুরু।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: গোত্রের নামোল্লেখ করিয়া অনুশ্রাবণ করিবে।"

(৩) অনুশ্রাবণের নিয়ম

১—সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের নিকট দুইজন উপসম্পদাকামী ছিল। তাহারা 'আমি প্রথম উপসম্পন্ন হইব', 'আমি প্রথম উপসম্পন্ন হইব' এই বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: দুইজনকেই এক অনুশ্রাবণ দ্বারা উপসম্পদা দান করিবে।"

২—সেই সময়ে বহু স্থবিরের নিকট বহু উপসম্পদাকামী ছিল। তাহারা 'আমি প্রথম উপসম্পন্ন হইব', 'আমি প্রথম উপসম্পন্ন হইব' এই বলিয়া বিবাদ করিতে লাগিল।

---

১. উপসম্পদা দানের সময় উপসম্পদা দানের সম্মতি এবং উপাধ্যায়ের নাম উচ্চৈঃস্বরে সঙ্ঘকে তিনবার শ্রবণ করাইবার নাম অনুশ্রাবণ।

১৪

স্থবিরগণ কহিলেন ঃ—"বন্ধুগণ! আমরা সকলকেই এক অনুশ্রাবণ দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করিব।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ দুই কিংবা তিন জনকে এক অনুশ্রাবণ দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করিবে। তাহাও আবার একজনের উপাধ্যায়ত্বে, বহুজনের উপাধ্যায়ত্বে নহে।"

(৪) গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়স্কের উপসম্পদা

সেই সময়ে আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপ গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়সে উপসম্পন্ন হইয়াছিলেন। আয়ুষ্মান কুমারকাশ্যপের মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হইল ঃ "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন ঃ 'ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না।' আমি কিন্তু গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়সে উপসম্পদা লাভ করিয়াছি। আমি কি উপসম্পন্ন হইয়াছি, না হই নাই?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! যখনই মাতৃগর্ভে প্রথম চিত্ত উৎপন্ন হয়, প্রথম বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয় তখনই তাহার জন্ম।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিবে।"

(৫) উপসম্পদার অন্তরায়কর বিষয়

সেই সময়ে উপসম্পন্নদের মধ্যে দেখা যাইতে লাগিল, কুষ্ঠরোগী, গণ্ড (ফোড়া) রোগী, চর্ম্মরোগী, ক্ষয়রোগী এবং অপস্মার (মৃগী) রোগী। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ উপসম্পদা দিবার সময় ত্রয়োদশ অন্তরায় (বাধক) কর বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিবে ঃ তোমার নিকট এইরূপ কোন রোগ আছে কি? যথা ঃ—(১) কুষ্ঠ? (২) গণ্ড (এক প্রকার বিষাক্ত ব্রণ)? (৩) কিলাস (ছুলি, এক প্রকার বিষাক্ত চর্ম্ম রোগ)? (৪) ক্ষয়রোগ (৫) অপস্মার? (৬) তুমি মানুষ ত? (৭) তুমি পুরুষ ত? (৮) তুমি কাহারও দাস নও ত? (৯) তুমি অঋণী ত? (১০) তুমি রাজসেবক নও ত? (১০) তুমি তোমার মাতাপিতার অনুমতি পাইয়াছ ত? (১১) তোমার বয়স বিংশতি বৎসর পূর্ণ

হইয়াছে ত ? (১৩) তোমার নিকট পাত্রচীবর পরিপূর্ণ আছে ত ? তোমার নাম কি ? তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি ?”

(৬) অনুশাসন বিধি

(ক) ১—অনুশাসন ঃ—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ অননুশাসিত (অনুপদিষ্ট) উপসম্পদাকামীদিগকে অন্তরায়জনক বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। উপসম্পদা-কামিগণের মধ্যে কেহ বিস্তৃতভাবে উত্তর দিতে লাগিল, কেহ নীরব হইল এবং কেহবা উত্তরদানে অসমর্থ হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ প্রথম অনুশাসন প্রদান করিয়া (উপদেশ দিয়া) পরে অন্তরায়কর বিষয় সমূহ জিজ্ঞাসা করিবে।”

২—ভিক্ষুগণ সঙ্ঘ সভায়ই অনুশাসন প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহাতে উপসম্পদা-কামিগণের মধ্যে কেহ পূর্ব্ববৎ বিস্তৃতভাবে উত্তর দিতে লাগিল, কেহ নীরব হইল এবং কেহবা উত্তর দিতে অসমর্থ হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

“হে ভিক্ষুগণ আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ একান্তে (সামান্য ব্যবধানে) অনুশাসন প্রদান করিয়া সঙ্ঘ সভায় অন্তরায়জনক বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এই ভাবে অনুশাসন প্রদান করিতে হইবে ঃ প্রথম উপাধ্যায় গ্রহণ করাইতে হইবে, উপাধ্যায় গ্রহণ (স্বীকার) করাইয়া পাত্রচীবর সম্বন্ধে বলিতে হইবে ঃ ‘এই তোমার পাত্র’, ‘এই তোমার সঙ্ঘাটি’, ‘এই তোমার উত্তরাসঙ্গ’ এবং ‘এই তোমার অন্তর্বাস।’ ‘যাও, অমুক স্থানে দণ্ডায়মান হও।’

৩—অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষুগণ অনুশাসন প্রদান করিতে লাগিল। অযথার্থভাবে অনুশাসিত উপসম্পদাকামিগণের মধ্যে কেহ বিস্তৃতভাবে উত্তর দিতে লাগিল, কেহ নীরব রহিল এবং কেহ বা উত্তরদানে অসমর্থ হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষুগণ অনুশাসন প্রদান করিতে পারিবে না, যে অনুশাসন করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু অনুশাসন প্রদান করিবে।”

(খ) অনুশাসকের অধিকার লাভ ঃ—অনির্ব্বাচিত ভিক্ষুগণ অনুশাসন

করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! অনির্ব্বাচিত ভিক্ষু অনুশাসন করিতে পারিবে না, যে নির্ব্বাচিত না হইয়া অনুশাসন প্রদান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ নির্ব্বাচিত ভিক্ষুই অনুশাসন প্রদান করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্ব্বাচন করিতে হইবে। নিজেকে নিজে নির্ব্বাচন করিবে অথবা অন্যকে অন্য দ্বারা নির্ব্বাচন করিবে। নিজেকে নিজে কি ভাবে নির্ব্বাচন করিতে হয়? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ—

"মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন ঃ—অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাকামী। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে আমি অমুক নামীয় ব্যক্তিকে অনুশাসন প্রদান করিতে পারি।" এইভাবে নিজেকে নিজে নির্ব্বাচিত করিবে।

কি ভাবে অন্য দ্বারা অন্যকে নির্ব্বাচিত করিবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ—

জ্ঞপ্তি—"মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহা হইলে অমুক ভিক্ষু অমুক উপসম্পদাপ্রার্থীকে অনুশাসন প্রদান করিতে পারেন।" এইভাবে অন্য দ্বারা অন্যকে নির্ব্বাচিত করিবে।

সেই নির্ব্বাচিত (সম্মতেন) ভিক্ষু উপসম্পদাকামী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিবে ঃ

অনুশাসন—"অমুক! আমার প্রস্তাব শ্রবণ কর ঃ এখন তোমার সত্যকথা বলিবার সময়, যথার্থকথা বলিবার সময়, যাহা তোমার নিকট আছে তৎসম্বন্ধে তুমি সঙ্ঘসভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া, থাকিলে 'আছে' বলিয়া প্রকাশ করিবে, না থাকিলে 'নাই' বলিয়া প্রকাশ করিবে। বাক্য দীর্ঘ করিও না, কিংবা নীরব থাকিও না। তোমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন ঃ 'তোমার নিকট কি এইরূপ কোন রোগ আছে? যথা ঃ— কুষ্ঠ? গণ্ড? কিলাস (চর্ম্ম রোগ বিশেষ)? ক্ষয়রোগ?[১] অপস্মার? তুমি মানব ত? তুমি পুরুষ ত? কাহারও দাস নও ত? অঋণী ত? রাজসেবক নও ত? তোমার মাতাপিতার অনুমতি পাইয়াছ ত? তোমার বয়স বিংশতি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে

১. সোসো—ক্ষয়রোগ।—সা-দী।

ত? তোমার নিকট পাত্রচীবর পূর্ণ আছে ত? তোমার নাম কি? তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি?”

(অনুশাসক ও উপসম্পদাকামী উভয়ে) একসঙ্গে আসিতে লাগিলেন। (ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) “এক সঙ্গে আসিতে পারিবে না।”

<u>উপসম্পদায় জ্ঞপ্তি, অনুশ্রাবণ এবং ধারণা</u>—অনুশাসক প্রথমে আসিয়া সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ

“মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে অনুশাসন প্রদান করিয়াছি, যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে অমুক (উপসম্পদাকামী) আসিতে পারেন।” ‘এস’ বলিতে হইবে। (পুনরায়) উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংস আবৃত করাইয়া, ভিক্ষুদের পাদবন্দনা করাইয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া উপবেশন করাইয়া, হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া, (এইভাবে) উপসম্পদা যাচ্ঞা করাইতে হইবে ঃ—

“মাননীয় সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করিতেছি, মাননীয় সঙ্ঘ অনুকম্পা পূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন।” [দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবে।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে (এইরূপ) প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ

মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন ঃ অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে আমি অমুক উপসম্পদাকামীকে অন্তরায়কর বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করিতে পারি।

“অমুক! এখন তোমার সত্যকথা এবং যথার্থকথা বলিবার সময় উপস্থিত, যাহা আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, থাকিলে ‘আছে’ বলিয়া বলিবে, না থাকিলে ‘নাই’ বলিয়া বলিবে। তোমার নিকট কি এইরূপ রোগসমূহ আছে? যথা ঃ—কুষ্ঠ? গণ্ড? কিলাস? ক্ষয়রোগ? অপস্মার? তুমি মানব ত? তুমি পুরুষ ত? তুমি কাহারও দাস নও ত? তুমি অঋণী ত? তুমি রাজসেবক নও ত? তোমার পিতামাতার অনুমতি পাইয়াছ ত? তোমার বয়স বিংশতি বৎসর পরিপূর্ণ হইয়াছে ত? তোমার নিকট পাত্রচীবর পূর্ণ আছে ত? তোমার নাম কি? তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি?”

(পুনরায়) দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সংঘকে (এইরূপ) প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ

জ্ঞপ্তি—“মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। তিনি অন্তরায়কর

বিষয়সমূহে পরিশুদ্ধ (নির্দোষ) আছেন এবং তাঁহার পাত্রচীবরও পরিপূর্ণ আছে। তিনি সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ অমুকনামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতে পারেন অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। ইহাই জ্ঞপ্তি।"

(১) অনুশ্রাবণ—"মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। তিনি অন্তরায়কর বিষয়সমূহে পরিশুদ্ধ এবং তাঁহার পাত্রচীবর পরিপূর্ণ আছে। অমুকনামীয় ব্যক্তি সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। সঙ্ঘ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদা লাভ যে আয়ুষ্মান কর্ত্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।" [দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার ও এইরূপ বলিতে হইবে।]

ধারণা—"সঙ্ঘ কর্ত্তৃক এই নামীয় ব্যক্তি উপসম্পন্ন হইলেন অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘ মৌন আছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।"

॥ উপসম্পদা-কর্ম্ম সমাপ্ত ॥

(৭) চতুর্ব্বিধ অবলম্বন

সময় নির্দ্ধারণের জন্য ছায়া পরিমাপ করিবে, ঋতুর উল্লেখ করিবে, দিবসের অংশ উল্লেখ করিবে, সঙ্গীতির[১] উল্লেখ করিবে এবং নিম্নোক্ত চারি আশ্রয়ের কথা উল্লেখ করিবে। (১) ভিক্ষান্নমাত্র সম্বলস্বরূপ করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা ; এই বিষয়ে তুমি যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত ভোজন সম্বল হইতে পারে, যথা :—সঙ্ঘভোজন, উদ্দিষ্টভোজন, নিমন্ত্রণ, শলাকভোজন, পাক্ষিকভোজন, উপোষথভোজন এবং প্রাতিপদিকভোজন। (২) 'পাংশুকূল' চীবরমাত্র আচ্ছাদন সম্বল কবিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা ; এই বিষয়ে যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত আচ্ছাদন সম্বল হইতে পারে, যথা :—ক্ষৌমবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, কৌষেয়বস্ত্র, কম্বল, পট্টবস্ত্র এবং বৃক্ষ-ত্বকে প্রস্তুত বস্ত্র। (৩) বৃক্ষমূল (তরুতল) মাত্র শয্যাসন সম্বল করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা ; এই বিষয়ে তুমি

১. ছায়া, ঋতু এবং দিবসের অংশ এই তিনটির সমষ্টির নাম সঙ্গীতি।—সম-পাসা।

আজীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত শয্যাসন সম্বল হইতে পারে, যথা ঃ—বিহার অর্দ্ধযোগ প্রাসাদ, হর্ম্ম্য এবং গুহা। (৪) পূতিমূত্র মাত্র ভৈষজ্য সম্বল করিবার জন্যই তোমার প্রব্রজ্যা ; এই বিষয়ে তোমাকে আজীবন উৎসাহান্বিত থাকিতে হইবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত ভৈষজ্য সম্বল হইতে পারে, যথা ঃ—চর্ব্বি, তৈল, নবনীত, মধু এবং খাঁড় (শক্ত গুড়)।

(৮) চতুর্ব্বিধ অকরণীয় বিষয়

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ জনৈক ভিক্ষুকে উপসম্পদা প্রদান করিয়া একাকী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। নূতন উপসম্পন্ন পরে একাকী আসিবার সময় রাস্তার মধ্যে তাহার পূর্ব্বের বিবাহিতা পত্নীর সাক্ষাৎ পাইল। সেই পত্নী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ—"তুমি কি এখন প্রব্রজিত হইয়াছ ?" "হাঁ, আমি প্রব্রজিত হইয়াছি।" "প্রব্রজিতগণের পক্ষে নারী সম্ভোগ বড় দুর্লভ, অতএব এস, রতি সম্ভোগ কর।"

সেই নব উপসম্পন্ন ভিক্ষু রতি সম্ভোগ করিয়া বিলম্বে আগমন করিল। ভিক্ষুগণ তাহাকে কহিলেন ঃ—"বন্ধো ! তোমার আসিতে বিলম্ব হইল কেন ?" সে ভিক্ষুগণের নিকট এই বিষয় প্রকাশ করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ নূতন উপসম্পন্নকে সঙ্গী প্রদান করিবে এবং চতুর্ব্বিধ অকরণীয় বিষয় বলিয়া দিবে।" (চতুর্ব্বিধ অকরণীয় বিষয় এই ঃ—)

(১) উপসম্পন্ন ভিক্ষু মৈথুন সেবন করিতে পারিবে না, এমন কি মানবেতর জীবের সঙ্গেও নহে। যেই ভিক্ষু মৈথুন সেবন করে সে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয়। যেমন শিরশ্ছিন্ন পুরুষ স্বদেহে জীবন ধারণে অসমর্থ হয় তেমন ভিক্ষু মৈথুন সেবন করিলে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহা তুমি আজীবন করিতে পারিবে না।

(২) উপসম্পন্ন ভিক্ষু অদত্ত, অপহরণ মধ্যে গণ্য কোন দ্রব্য লইতে পারিবে না, এমন কি তৃণগাছিও নহে। যেই ভিক্ষু একপাদ[১] বা এক পাদের সমমূল্য অথবা এক পাদের চেয়ে অধিক মূল্যবান অপহরণে গণ্য কোন অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করে তাহা হইলে সে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। যেমন বৃন্তচ্যুত পাণ্ডুরবর্ণ পত্র পুনরায় হরিদ্বর্ণ হইতে পারে না তেমন যেই ভিক্ষু একপাদ বা একপাদসম মূল্যের অথবা এক পাদের চেয়ে অধিক মূল্যের অপহরণ মধ্যে গণ্য কোন অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করে সেই

১. ৫ মাষকে ১ পাদ, ৪ পাদে ১ কার্ষাপণ (মুদ্রাবিশেষ)।

ভিক্ষু অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহা তুমি আজীবন করিতে পারিবে না।

(৩) উপসম্পন্ন ভিক্ষু সজ্ঞানে কোন জীবহত্যা করিতে পারিবে না, এমন কি পিপীলিকাও নহে। যেই ভিক্ষু সজ্ঞানে মনুষ্য হত্যা করে, এমন কি গর্ভপাতও করে বা করায় সে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। যেমন কোন বৃহৎ শিলাখণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হইলে পুনরায় সংলগ্ন হইতে পারে না তেমন যে ভিক্ষু জ্ঞাতসারে মনুষ্য হত্যা করে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহা তুমি আজীবন করিতে পারিবে না।

(৪) উপসম্পন্ন ভিক্ষু স্বীয় অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কাহাকেও বলিতে পারিবে না, এমন কি 'আমি শূন্যাগারে প্রীতিলাভ করি' তাহাও নহে। যেই ভিক্ষু পাপেচ্ছার বশীভূত হইয়া অবিদ্যমান, অসত্য, অলৌকিক শক্তি, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, মার্গ অথবা ফল স্বয়ং লাভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। যেমন মস্তকচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে পারে না তেমন পাপেচ্ছার বশীভূত ভিক্ষু অবিদ্যমান, অসত্য, অলৌকিক শক্তি নিজের নিকট বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রকাশ করিলে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহা তুমি আজীবন করিতে পারিবে না।

(৯) উৎক্ষিপ্তের বিষয়

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু কৃত অপরাধ অবলোকন (স্বীকার) না করায় (সঙ্ঘকর্তৃক) উৎক্ষেপনীয়[১] দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়াছিল। সে পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুদিগের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

১—"হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কৃত অপরাধ (আপত্তি) অবলোকন (স্বীকার) না করায় (সঙ্ঘ কর্তৃক) উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং সে পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুগণের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করে তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ বলিবে ঃ 'সেই (কৃত) অপরাধ অবলোকন (স্বীকার) করিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি অবলোকন করিব' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে। যদি বলে, 'আমি অবলোকন করিব না' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে না। প্রব্রজ্যা দান করিয়া বলিবে, 'সেই অপরাধ দেখিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি দেখিব' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে; যদি বলে, 'আমি দেখিব

১. চুলবর্গের কর্ম্ম-স্কন্ধ-দ্রষ্টব্য।

না' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে না। উপসম্পদা দান করিয়া বলিবে, 'সেই অপরাধ দেখিবে কি ?' যদি বলে, 'আমি দেখিব' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে ; যদি বলে, 'আমি দেখিব না' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে না। দণ্ড প্রত্যাহার করিয়া বলিবে, 'সেই অপরাধ দেখিতেছ কি ?' যদি সে দেখে তাহা হইলে ভাল, যদি না দেখে তাহা হইলে উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমমতাবলম্বী হইতে পারিলে পুনরায় তাহাকে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত করিবে, সমমতাবলম্বী হইতে না পারিলে তাহার সহিত ভোজন কিংবা বাস করিলে অপরাধ হইবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কৃত অপরাধের প্রতিকার না করায় সঙ্ঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুগণের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করে তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ বলিবে ঃ 'সেই কৃত অপরাধের প্রতিকার করিবে কি ?' যদি সে বলে, 'আমি প্রতিকার করিব' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে, যদি বলে, 'আমি প্রতিকার করিব না' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে না। প্রব্রজ্যা দান করিয়া বলিবে, 'সেই কৃত অপরাধের প্রতিকার করিবে কি ?' যদি সে বলে, 'আমি প্রতিকার করিব' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে, যদি বলে, 'আমি প্রতিকার করিব না' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে না। উপসম্পদা দান করিয়া বলিবে, 'সেই অপরাধের প্রতিকার করিবে কি ?' যদি সে বলে, 'আমি প্রতিকার করিব' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে, যদি বলে, 'আমি প্রতিকার করিব না' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে না। দণ্ড প্রত্যাহার করিয়া বলিবে, 'সেই কৃত অপরাধের প্রতিকার কর', যদি সে প্রতিকার করে তাহা হইলে ভাল; যদি প্রতিকার না করে তাহা হইলে সঙ্ঘ সমমতাবলম্বী হইতে পারিলে তাহাকে পুনরায় উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত করিবে। সঙ্ঘ সমমতাবলম্বী হইতে না পারিলে তাহার সহিত ভোজন কিংবা বাস করিলে অপরাধ হইবে না।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু হীনধারণা পরিত্যাগ না করায় সঙ্ঘ কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া, ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং সে পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুগণের নিকট উপসম্পদা যাচ্ঞা করে তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ বলিবে ঃ 'তুমি সেই হীন ধারণা পরিত্যাগ করিবে কি ?' যদি সে বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে, যদি বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব না' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে না। প্রব্রজিত করিয়া বলিবে, 'তুমি সেই হীন ধারণা পরিত্যাগ করিবে কি ?' যদি বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে, যদি বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব না' তাহা হইলে তাহাকে

উপসম্পদা দান করিবে না। উপসম্পদা দান করিয়া বলিবে, ‘সেই মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ করিবে কি?’ যদি সে বলে ‘পরিত্যাগ করিব’ তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে, যদি বলে, ‘আমি পরিত্যাগ করিব না’ তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে না। দণ্ড প্রত্যাহার করিয়া বলিবে, ‘সেই হীন ধারণা পরিত্যাগ কর’, যদি পরিত্যাগ করে তাহা হইলে ভাল; যদি পরিত্যাগ না করে তাহা হইলে সঙ্ঘ সমমতাবলম্বী হইতে পারিলে পুনরায় তাহাকে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত করিবে। সমমতাবলম্বী হইতে না পারিলে তাহার সহিত ভোজন কিংবা বাস করিলে অপরাধ হইবে না।

॥ মহাস্কন্ধ সমাপ্ত ॥

২—উপোষথ-স্কন্ধ

প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি

[স্থান ঃ—রাজগৃহ]

(১) উপোষথের বিধান

সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন,—গৃধ্রকূট পর্ব্বতে। সেই সময়ে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন। জনসাধারণ তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মশ্রবণ করিবার জন্য উপস্থিত হইত। অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণের প্রতি তাহারা প্রেম ও প্রসাদ (শ্রদ্ধা) লাভ করিত, অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তাহাদিগকে স্বপক্ষে (আনিবার সুযোগ) লাভ করিত। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার নির্জ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার মনে এইরূপ পরিবিতর্ক (চিন্তা) উদিত হইল ঃ 'এখন অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট জনসাধারণ ধর্ম্মশ্রবণের নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছে। তাহারা অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণের প্রতি প্রেম লাভ করে, প্রসাদ লাভ করে। অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তাহাদিগকে স্বপক্ষে পাইতে সমর্থ হন। অতএব আর্য্যগণও (ভিক্ষুগণও) চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইলে ভাল হয়'। এই ভাবিয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবানকে কহিলেন ঃ—"প্রভো! আমি নির্জ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছে ঃ 'এখন অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, জনসাধারণ তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মশ্রবণের নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছে। তাহারা অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণের প্রতি প্রেম লাভ করে, প্রসাদ লাভ করে। অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হইতেছেন। অতএব আর্য্যগণও চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হউন।' প্রভো! আর্য্যগণও চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইলে ভাল হয়।"

ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, ভগবানের পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইবে।"

(২) উপোষথ দিবসে ধর্ম্মোপদেশ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ভগবান 'চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমীতে সমবেত হইবার জন্য আদেশ দিয়াছেন' এই ভাবিয়া চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাদিগের নিকট জনসাধারণ ধর্ম্মশ্রবণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ—"কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমীতে সমবেত হইয়া নীরবে বসিয়া থাকে, যেমন নির্ব্বাক্ শূকরের পাল! সমবেত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করা কি উচিৎ নহে?" ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমীতে সমবেত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিবে।"

(৩) প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির নিয়ম

১—ভগবান নির্জ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার মনে এই পরিবিতর্ক (চিন্তা) উদিত হইল ঃ 'আমি ভিক্ষুগণের জন্য যেই শিক্ষাপদসমূহের ব্যবস্থা দিয়াছি তাহাই তাহাদের প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশের (আবৃত্তির) জন্য অনুজ্ঞা দিলে ভাল হয়, তাহাই তাহাদের উপোষথ-কর্ম্ম হইবে'। ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হইতে উঠিয়া এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি নির্জ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় আমার মনে এই পরিবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে ঃ 'আমি ভিক্ষুগণের জন্য যেই শিক্ষাপদসমূহের ব্যবস্থা

দিয়াছি তাহাই তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-উদ্দেশের জন্য অনুজ্ঞা দিলে ভাল হয়, তাহাই তাহাদের উপোষথ-কর্ম্ম হইবে।'

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ (আবৃত্তি) করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ—

জ্ঞপ্তি—"মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ উপোষথ[১] করিতে পারেন এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারেন।"

সঙ্ঘের পূর্ব্বকৃত্য কি? আয়ুষ্মানগণ স্বীয় পরিশুদ্ধতা প্রকাশ করুন, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিব, তাহা আমরা সকল সৎপুরুষগণই সম্যক্‌ভাবে শ্রবণ করিব এবং হৃদয়ে গ্রথিত করিব। যাঁহার অপরাধ আছে তিনি প্রকাশ করুন এবং যাঁহার অপরাধ নাই তিনি মৌন থাকুন। মৌন থাকিলে আয়ুষ্মানদিগকে পরিশুদ্ধ বলিয়া ধারণা করিব। যেমন প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে হয় তেমন এই পরিষদে তিনবার পর্য্যন্ত শুনান যাইতেছে, যেই ভিক্ষু তিনবার পর্য্যন্ত শুনান সত্ত্বেও স্মৃতিপথাগত বিদ্যমান অপরাধ প্রকাশ না করিবেন তাঁহার সজ্ঞানে মিথ্যা বলা হইবে। আয়ুষ্মানগণ! জ্ঞাতসারে মিথ্যা বলাকে ভগবান অন্তরায়কর বলিয়াছেন। এইজন্য যাঁহার কৃত অপরাধ স্মরণ হয় তাঁহার উচিৎ পরিশুদ্ধ হইবার কামনায় বিদ্যমান অপরাধ প্রকটিত করা। প্রকটিত করিলে তাঁহার পক্ষে নিরাপদ হয়।

['প্রাতিমোক্ষ' অর্থে যাহা কুশল ধর্ম্মসমূহের আদি, (প্রথম), মুখ (দ্বার), প্রমুখ (পুরোভাগ)। 'আয়ুষ্মান' একটি প্রিয়বচন গৌরবসূচক বচন, সম্ভ্রমার্থেই 'আয়ুষ্মানগণ' এই সম্বোধন। 'উদ্দেশ করিব' অর্থে বলিব, দেশনা করিব, প্রজ্ঞাপন করিব, স্থাপন করিব, বিবৃত করিব, বিভাগ করিব, উন্মুক্ত করিব, প্রকাশ করিব। 'সকল সৎগণ' সেই পরিষদে স্থবির, মধ্যম ও নূতন যত ভিক্ষু উপস্থিত আছেন তাঁহারা। 'উত্তমরূপে শ্রবণ করিব' অর্থে স্থিরভাবে, মনোযোগ সহকারে একাগ্রতার সহিত মনে ধারণ করিব। 'মনে করিব' অর্থে একাগ্রচিত্তে, অবিক্ষিপ্তচিত্তে, অচঞ্চল-চিত্তে, মনোযোগ দিব। 'যাঁহার অপরাধ আছে' অর্থে স্থবির, নব বা মধ্যম ভিক্ষুর পঞ্চবিধ অপরাধের অন্যতম অপরাধ বা সপ্তবিধ অপরাধের অন্যতম অপরাধ বিদ্যমান

---

১. উপোষথ বা উপবষথ জনসাধারণের পক্ষে উপবাস ও ব্রতনিয়মাদি পালন করিবার দিন। তাহা পরিব্রাজকগণের পক্ষে ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের উপযুক্ত সময়। বৌদ্ধভিক্ষুদিগের পক্ষে তাহা প্রাতিমোক্ষের নিয়মসমূহ পর পর উল্লেখ করিয়া পাপখ্যাপন ও পরিশুদ্ধতা জ্ঞাপনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

আছে। 'তিনি প্রকাশ করিবেন' অর্থে তিনি দেশনা করিবেন, বিবৃত করিবেন, উন্মুক্ত করিবেন, ব্যক্ত করিবেন সঙ্ঘের নিকট বা গণের নিকট অথবা এক ব্যক্তির নিকট। 'অপরাধ না থাকিলে' অর্থে দোষ প্রাপ্ত না হইলে অথবা প্রাপ্ত হইয়াও উত্থিত (দোষ মুক্ত) হইলে। 'নীরব থাকিতে হইবে' অর্থে চুপ থাকিতে হইবে, নিরুত্তর থাকিতে হইবে। 'পরিশুদ্ধ বলিয়া অবগত হইব' অর্থে জ্ঞাত হইব, ধারণা করিব। 'যেমন প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে হয়' অর্থে যেমন একব্যক্তি দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া অন্যব্যক্তি উত্তর দান করে তেমন সেই পরিষদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ভাবিয়া উত্তর প্রদান করিতে হয়। 'এইরূপ পরিষদ' অর্থে ভিক্ষু পরিষদ। 'তিনবার অনুশ্রাবণ করা হয়' অর্থে একবারও শুনান হয়, দুইবারও শুনান হয়, তিনবারও শুনান হয়। 'স্মরণ করিয়া' অর্থে জানিয়া, জ্ঞাত হইয়া। 'বিদ্যমান অপরাধ' অর্থে দোষগ্রস্ত হইলে অথবা কৃত অপরাধ হইতে মুক্ত না হইলে। 'প্রকাশ করে না' অর্থে দেশনা করে না, বিবৃত করে না, উন্মুক্ত করে না, ব্যক্ত করে না, সঙ্ঘের নিকট বা গণের নিকট অথবা একজনের নিকট। 'সজ্ঞানে মিথ্যা বলা হয়'। সজ্ঞানে মিথ্যা বলিলে কি হয়? দুক্কট অপরাধ হয়। ভগবান অন্তরায়কর বলিয়াছেন এস্থলে কিসের অন্তরায়? প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভের অন্তরায়, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, নৈষ্ক্রম্য, নিঃসরণ, বিবেক, কুশলধর্ম্মসমূহ লাভের অন্তরায়। 'তদ্ধেতু' অর্থে সেই কারণে। 'স্মরণকারী' অর্থে যে জ্ঞাত, অবগত। 'বিশুদ্ধি-প্রত্যাশী' অর্থে মুক্তিকামী, বিশুদ্ধিকামী। 'প্রাপ্ত অপরাধ' অর্থে প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত হইয়া অমুক্ত। 'প্রকাশ করিতে হইবে' অর্থে সঙ্ঘ, গণ অথবা একজনের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে। 'ব্যক্ত করিলে অনুকূল হয়'। কিসের অনুকূল হয়? প্রথমধ্যান, দ্বিতীয়ধ্যান, তৃতীয়ধ্যান, চতুর্থধ্যান লাভের অনুকূল হয়, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, নৈষ্ক্রম্য, নিঃসরণ, প্রবিবেক এবং কুশল ধর্ম্মসমূহ লাভের অনুকূল হয়।]

(৪) প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার দিন

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ 'ভগবান প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার অনুজ্ঞা করিয়াছেন' এই ভাবিয়া প্রত্যহ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! প্রত্যহ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ উপোষথ দিবসেই প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে।"

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ "ভগবান প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে আদেশ দিয়াছেন" এইজন্য একপক্ষে তিনবার, চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমীতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! পক্ষে তিনবার প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পক্ষে একবার চতুর্দ্দশী অথবা পঞ্চদশীতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে।"

(৫) প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির জন্য সমবেত হইবার নিয়ম

১—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু পরিষদানুক্রমে স্ব স্ব পারিষদ লইয়া প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! পারিষদানুক্রমে স্ব স্ব পারিষদ লইয়া প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সকলে সমবেত হইয়া উপোষথ-কর্ম্ম করিবে।"

অনন্তর ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল,—"ভগবান অনুজ্ঞা করিয়াছেন ঃ সমগ্র সঙ্ঘ (সকলে সম্মিলিত হইয়া) উপোষথ-কর্ম্ম করিবে। এখন সমগ্র সংজ্ঞায় কতদূর পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে, এক আবাসে অবস্থিত সকলের অথবা সমস্ত পৃথিবীতে অবস্থিত সকলের ?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ এক আবাসে অবস্থিত সকলকে 'সমগ্র' বলিয়া মনে করিবে ।"

২—সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন,—মর্দ্দকুক্ষি মৃগদাবে[১]। আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন নির্জ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উদিত হইল ঃ 'আমি উপোষথে যাইব, না যাইব না ? সঙ্ঘকর্ম্মে

১. এই স্থানের নাম কেবল মৃগদাব ছিল। মগধরাজ বিম্বিসার মহিষী অজাতশত্রু পিতৃহন্তা হইবে এই কথা দৈবজ্ঞের নিকট জানিতে পারিয়া গর্ভপাতের জন্য এইস্থানে কুক্ষি (উদর) মর্দ্দন করায় পরে এই স্থানের নাম হয় 'মর্দ্দকুক্ষি মৃগদাব'।—সু-বি।

যাইব, না যাইব না ? আমিত পরম বিশুদ্ধিতে বিশুদ্ধ আছি।' ভগবান স্বচিত্তে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনের চিত্ত-পরিবিতর্ক জানিয়া যেমন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমন ভাবেই গৃধ্রকূট পর্ব্বত হইতে অন্তর্হিত হইয়া মর্দ্দকুক্ষি মৃগদাবে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। আবির্ভূত হইয়া ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনকে কহিলেন :—"কপ্পিন ! তুমি নির্জ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তোমার মনে কি এই চিন্তা উপস্থিত হয় নাই, 'আমি উপোষথে যাইব, না যাইব না ; সঙ্ঘকর্ম্মে যাইব, না যাইব না ? আমিত পরম বিশুদ্ধিতে বিশুদ্ধ আছি' ?"

"হাঁ, ভগবন ! আমার ঐরূপ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল।"

"ব্রাহ্মণ ! যদি তোমরা উপোষথকে সৎকার, গৌরবযুক্ত, সম্মান এবং পূজা না কর তাহা হইলে কে-ই বা উপোষথকে তাহা করিবে ? ব্রাহ্মণ ! তুমি উপোষথে গমন কর, গমন না করা তোমার উচিৎ নহে, সঙ্ঘকর্ম্মে গমন কর, গমন না করা তোমার উচিৎ নহে।"

"তথাস্তু, প্রভো !" বলিয়া আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

ভগবান আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া যেমন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনভাবেই মর্দ্দকুক্ষি মৃগদাবে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনের সম্মুখে অন্তর্হিত হইয়া গৃধ্রকূট পর্ব্বতে আবির্ভূত হইলেন।

উপোষথ কেন্দ্রের সীমা ও উপোষথের সংখ্যা

(১) সীমা নির্ণয়

১—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : এক আবাসে যতজন ভিক্ষু বাস করে ততজন ভিক্ষুকে 'সমগ্র' বলিয়া মনে করিবে ; কিন্তু কতদূর পর্য্যন্ত এক আবাস বুঝাইবে ?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি সীমা নির্ণয় করিবার আদেশ দিতেছি।"

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে সীমা নির্ণয় করিবে : প্রথম নিমিত্ত (চিহ্ন) সমূহের উল্লেখ করিবে, যথা :—পর্ব্বত-নিমিত্ত, পাষাণ-নিমিত্ত, বন-নিমিত্ত, বৃক্ষ-নিমিত্ত, মার্গ-

নিমিত্ত, বল্মীক-নিমিত্ত, নদী-নিমিত্ত, এবং উদক-নিমিত্ত। নিমিত্তের (চিহ্নের) উল্লেখ করিয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চতুর্দ্দিকে যেই পর্য্যন্ত নিমিত্তসমূহ (চিহ্ন সকল) কীর্ত্তিত (বর্ণিত) হইল, যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা 'সমানসংবাস একুপোসথ'[১] সীমা নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চতুর্দ্দিকে যেই পর্য্যন্ত নিমিত্তসমূহ কীর্ত্তিত হইল; সঙ্ঘ এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান উচিৎ মনে করেন এই নিমিত্ত সমূহ দ্বারা 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সঙ্ঘ কর্ত্তৃক এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণীত হইল। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

২—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু 'ভগবান সীমা নির্ণয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন' এই ভাবিয়া অতি বৃহৎ সীমা, চারিযোজন, পাঁচযোজন এবং ছয়যোজন পরিমিত সীমাও নির্ণয় করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ উপোষথ করিতে আসিয়া কেহ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার সময়ও উপস্থিত হইতে লাগিলেন, কেহ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি সমাপ্তির পরও উপস্থিত হইতে লাগিলেন, কেহ সীমার মধ্যস্থলেও রহিয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! অতিবৃহৎ সীমা, চারিযোজন, পাঁচযোজন অথবা ছয়যোজন পরিমিত সীমা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যে নির্ণয় করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ তিন যোজন পরিমিত সীমা নির্ণয় করিবে।"

৩—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু নদীতটে সীমা নির্ণয় করিতে লাগিলেন। উপোষথে আসিবার সময় ভিক্ষুগণ জলে সিক্ত হইলেন, তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রও সিক্ত হইল এবং চীবরও সিক্ত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—

১. যাহাদের সঙ্গে বিনয়-কার্য্য এবং আহারাদি করিতে পারা যায় তাহারা 'সমান সংবাসক' নামে অভিহিত। তেমন সমানসংবাসক ভিক্ষুগণ যেই স্থানে একটি উপোষথ করেন তাহা 'একুপোসথ সীমা' বলিয়া কথিত হয়।

১৬

"হে ভিক্ষুগণ! নদীতীরে সীমা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যে নির্ণয় করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: যেস্থানে নিত্য নৌকা অথবা সেতু আছে সেইরূপ নদীতীরে সীমা নির্ণয় করিবে।"

(২) উপোষথাগার নির্ণয় করা

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ পূর্ব্বে সঙ্কেত না করিয়া প্রতিপরিবেণে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতেছিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণ জানিতে পারিতেন না অদ্য উপোষথ কোথায় করিবেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! পূর্ব্বে সঙ্কেত না করিয়া প্রতিপরিবেণে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: উপোষথাগার নির্ণয় করিয়া উপোষথ করিবে। সঙ্ঘ বিহার, আঢ্যযোগ, প্রাসাদ অথবা হর্ম্ম্যের মধ্যে যেইটি ইচ্ছা করে সেইটিই উপোষথাগার নির্ণয় করুক।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে উপোষথাগার নির্ণয় করিবে: দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে:—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে অমুক বিহার উপোষথাগারের জন্য নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক বিহার উপোষথাগারের জন্য নির্ণয় করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক বিহার উপোষথাগার নির্ণয় করা উচিৎ মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সঙ্ঘ অমুক বিহার উপোষথাগার নির্ণয় করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

২—সেই সময়ে একটি আবাসে দুইটি উপোষথাগার নির্ণয় করা হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ 'এইস্থানে উপোষথ করিবেন', 'এইস্থানে উপোষথ করিবেন' এই ভাবিয়া উভয়-স্থানেই সমবেত হইতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে দুইটি উপোষথাগার নির্ণয় করিতে পারিবে না, যে নির্ণয় করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: একটি বিনষ্ট করিয়া অপরটিতে উপোষথ করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে বিনষ্ট করিবে: দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে:—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ অমুক উপোষথাগার বিনষ্ট (ত্যাগ) করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক উপোষথাগার সমুহনন (পরিত্যাগ) করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক উপোষথাগার পরিত্যাগ করা উচিৎ মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন, এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সঙ্ঘ অমুক উপোষথাগার পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৩—সেই সময়ে একটি আবাসে অতিক্ষুদ্র উপোষথাগার নির্ণীত হইয়াছিল। এক উপোষথ দিবসে তথায় বহুসংখ্যক ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হইয়াছিলেন। স্থানাভাবে ভিক্ষুগণ অননুমোদিত ভূমিতে বসিয়া প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি শ্রবণ করিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন: উপোষথাগার নির্ণয় করিয়া উপোষথ করিবে। অথচ আমরা অননুমোদিত ভূমিতে বসিয়া প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি শ্রবণ করিলাম, আমাদের উপোষথ করা হইল, না হইল না?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

হে ভিক্ষুগণ! নির্ণীত ভূমিতে অথবা অনির্ণীত ভূমিতে বসিয়া যেখানেই প্রাতিমোক্ষ শ্রবণ করা যাউক না কেন উপোষথ করা হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সঙ্ঘ উপোষথাগারের যত বড় বারান্দা ইচ্ছা করে ততবড় বারান্দা[১] নির্ণীত করুক।

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্ণয় করিবে: প্রথম নিমিত্ত (চিহ্ন) কীর্ত্তন (বর্ণনা) করিবে, নিমিত্ত কীর্ত্তন করিয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে:—

---

১. ঘরের সম্মুখের চাতাল।

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চতুর্দ্দিকে যেই পর্য্যন্ত নিমিত্ত কীর্ত্তন করা হইল, সঙ্ঘ যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ এই নিমিত্ত সমূহদ্বারা উপোষথাগারের বারান্দা নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চতুর্দ্দিকে যেই পর্য্যন্ত নিমিত্ত সমূহ কীর্ত্তন করা হইল, সঙ্ঘ এই নিমিত্ত সমূহদ্বারা উপোষথাগারের বারান্দা নির্ণয় করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান উচিৎ মনে করেন এই নিমিত্ত সমূহ দ্বারা উপোষথাগারের বারান্দা নির্ণয় করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সঙ্ঘ এই নিমিত্ত সমূহদ্বারা উপোষথাগারের বারান্দা নির্ণয় করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৪—সেই সময়ে একটি আবাসে উপোষথ দিবসে নূতন ভিক্ষুগণ প্রথম সমবেত হইয়া 'স্থবিরগণ এখনও আসিতেছেন না' এই বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। উপোষথ অপূর্ণ রহিয়া গেল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ উপোষথ দিবসে স্থবির ভিক্ষুগণকে সর্ব্বপ্রথম সমবেত হইতে হইবে।"

(৩) একটি আবাসে উপোষথাগারের সংখ্যা এবং স্থান

১—সেই সময়ে রাজগৃহে অনেকগুলি আবাস এক সীমাভ্যন্তরে অবস্থিত (সমসীম) ছিল। সেখানে ভিক্ষুগণ 'আমাদের আবাসে উপোষথ করা হউক', 'আমাদের আবাসে উপোষথ করা হউক' এই বলিয়া বিবাদ করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! যদি বহু আবাস সমসীম হয় এবং তথায় ভিক্ষুগণ 'আমাদের আবাসে উপোষথ করা হউক', 'আমাদের আবাসে উপোষথ করা হউক' এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে তাহা হইলে সেই সমস্ত ভিক্ষুকেই একস্থানে সমবেত হইয়া উপোষথ করিতে হইবে অথবা যেখানে স্থবির ভিক্ষু বাস করে তথায় সকলে সমবেত হইয়া উপোষথ করিবে; কিন্তু কোন প্রকারেই দল (বগ্‌গেন) বাঁধিয়া পৃথকভাবে উপোষথ করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ অন্ধকবিন্দ হইতে রাজগৃহে উপোষথে আসিবার সময় পথের মধ্যে নদী পার হইতে যাইয়া তাঁহার দেহে ঈষৎ জল ছিটকাইয়া পড়ায় তাঁহার চীবর সিক্ত হইল। ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপকে কহিলেন ঃ— "বন্ধো! আপনার চীবর কেন সিক্ত হইয়াছে?"

"বন্ধুগণ! আমি অন্ধকবিন্দ হইতে রাজগৃহে উপোষথে আসিবার সময় পথে নদী অতিক্রম করিতে যাইয়া দেহে ঈষৎ জল ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল এই হেতু আমার চীবর সিক্ত হইয়াছে।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছে সঙ্ঘ সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করুক।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে অনুমোদন করিবে। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবেঃ—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সঙ্ঘ যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সঙ্ঘ সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান উচিৎ মনে করেন সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সঙ্ঘ সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৪) উপোষথে আসিবার সময় চীবরের বিধান

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ 'ভগবান বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুজ্ঞা দিয়াছেন' এই ভাবিয়া গ্রামের মধ্যে চীবর রাখিতে লাগিলেন। সেই স্থানে চীবর নষ্ট হইতে লাগিল, অগ্নিদগ্ধ হইতে লাগিল এবং ইন্দুরে কাটিতে লাগিল। এই হেতু ভিক্ষুগণের চীবর নিকৃষ্ট এবং রুক্ষ হইয়া গেল। অন্য ভিক্ষুগণ তাঁহাদিগকে কহিলেনঃ— "বন্ধুগণ! আপনাদের চীবর নিকৃষ্ট এবং রুক্ষ কেন হইয়াছে?"

"বন্ধুগণ! আমরা ভগবান 'বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুজ্ঞা দিয়াছেন' এই ভাবিয়া গ্রামাভ্যন্তরে চীবর রাখিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে সেই চীবরগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অগ্নিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ইন্দুরে কাটিয়া ফেলিয়াছে, এইহেতু আমাদের চীবর নিকৃষ্ট ও রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছে সঙ্ঘ সেই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপান্ত ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করুক।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে অনুমোদন করিবে: দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সঙ্ঘ যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ সেই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপান্ত ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ যেই 'সমান-সংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সঙ্ঘ সেই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপান্ত ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান এই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপান্ত ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাস করা সম্বন্ধে উচিৎ মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সঙ্ঘ এই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপান্ত ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৫) সীমা এবং চীবরের বিধান

১—হে ভিক্ষুগণ! সীমা নির্ণয় করিবার সময় প্রথম 'সমানসংবাস' সীমা নির্ণয় করিবে এবং পরে বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্য অনুমোদন করিবে। হে ভিক্ষুগণ! সীমা পরিত্যাগ করিবার সময় প্রথম বিনা ত্রিচীবরে বাসের বিধান রহিত করিবে এবং পরে 'সমানসংবাস' সীমা পরিত্যাগ করিবে।

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে বিনা ত্রিচীবরে বাসের বিধান প্রত্যাখ্যান করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ বিনা ত্রিচীবরে বাসের যেই বিধান দিয়াছেন সঙ্ঘ যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ বিনা ত্রিচীবরে বাসের সেই বিধান প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ বিনা ত্রিচীবরে বাসের যেই বিধান দিয়াছেন সঙ্ঘ সেই বিধান প্রত্যাখান করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান উচিৎ মনে করেন বিনা ত্রিচীবরে বাসের বিধান প্রত্যাখ্যান করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সঙ্ঘ বিনা ত্রিচীবরে বাসের বিধান প্রত্যাখ্যান করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

২—হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে 'সমানসংবাস' সীমা পরিত্যাগ করিবেঃ দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবেঃ—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সঙ্ঘ যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ সেই সীমা পরিত্যাগ করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ যেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সঙ্ঘ সেই সীমা পরিত্যাগ করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান উচিৎ মনে করেন এই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা পরিত্যাগ করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সঙ্ঘ সেই 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা পরিত্যাগ করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৩—হে ভিক্ষুগণ! সীমা নির্ণীত এবং স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে যেই গ্রাম বা জনপদ আশ্রয় করিয়া (ভিক্ষু) বাস করে সেই গ্রামের যেই গ্রাম-সীমা অথবা সেই জনপদের যেই জনপদ-সীমা তাহাই সেখানে 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নামে অভিহিত। ভিক্ষুগণ! গ্রামের বহির্ভূত অরণ্যের চতুর্দ্দিকে 'সত্তব্ভন্তর'[১] স্থান 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নামে অভিহিত। হে ভিক্ষুগণ! সমস্ত নদী অসীম, সমস্ত সমুদ্র অসীম এবং সমগ্র স্বাভাবিক সরোবর অসীম। ভিক্ষুগণ, নদী, সমুদ্র অথবা স্বাভাবিক সরোবরে দাঁড়াইয়া মাঝারি রকম ব্যক্তি চতুর্দ্দিকে জল নিক্ষেপ করিলে জল পতিত স্থানের যেই অভ্যন্তর ভাগ[২] তাহাই সেখানে 'সমানসংবাস একুপোসথ' সীমা নামে অভিহিত।

(৬) এক সীমাভ্যন্তরে অন্য সীমা নির্ণয় অবিধেয়

১—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু এক সীমাভ্যন্তরে অন্য সীমা নির্ণয় করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

হে ভিক্ষুগণ! যাহাদের সীমা প্রথম নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের সেই কার্য্য

---

১. অরণ্যের যেই স্থানে ভিক্ষু বাস করে তাহার বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে ১৯৬ হাতের অভ্যন্তর ভাগ 'সত্তব্ভন্তর' সীমা নামে কথিত হয়।— সম পাসা।

২. যেমন অক্ষক্রীড়ক কাষ্ঠগোলক নিক্ষেপ করে এইরূপ জল বা বালুকা মাঝারি রকমের ব্যক্তি সামার্থ্যানুযায়ী চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলে যেখানে জল বা বালুকা পতিত হয় তাহার অভ্যন্তর ভাগ 'উদক উক্‌খেপ' সীমা নামে কথিত হয়।—সম-পাসা।

ধর্ম্মানুকূল, নিখুঁত এবং যথোচিৎ। যাহাদের সীমা পরে নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের সেই কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইয়াছে এবং নিখুত ও যথোচিৎ হয় নাই।

"হে ভিক্ষুগণ! এক সীমাভ্যন্তরে অন্য সীমা নির্ণয় করিতে পারিবে না। যে নির্ণয় করিবে তাহার 'তুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু এক সীমার সঙ্গে অন্য সীমা সংলগ্ন করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ! যাহাদের সীমা প্রথম নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের কার্য্য ধর্ম্মানুকূল, নিখুঁত এবং যথোচিৎ হইয়াছে। যাহাদের সীমা পরে নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের সেই কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইয়াছে এবং নিখুঁত ও যথোচিৎ হয় নাই।

হে ভিক্ষুগণ! এক সীমার সঙ্গে অন্য সীমা সংলগ্ন করিতে পারিবে না, যে সংলগ্ন করিবে তাহার 'তুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সীমা নির্ণয় করিবার সময় ব্যবধান[১] রাখিয়া সীমা নির্ণয় করিবে।"

(৭) উপোষথের সংখ্যা

১—সেই সময়ে ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "উপোষথ কয়টি?" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ দুইটি,—চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশী। ভিক্ষুগণ! উপোষথ এই দুইটি।"

২—অনন্তর ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "উপোষথ-কর্ম্ম কয় প্রকার?" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-কর্ম্ম চারি প্রকার। যথা ঃ—(১) সঙ্ঘের একাংশের কৃত ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপোষথ-কর্ম্ম; (২) সমগ্র সঙ্ঘের কৃত ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপোষথ-কর্ম্ম; (৩) সঙ্ঘের একাংশের কৃত ধর্ম্মানুকূল উপোষথ-কর্ম্ম; (৪) সমগ্র সঙ্ঘের কৃত ধর্ম্মানুকূল উপোষথ-কর্ম্ম।"

হে ভিক্ষুগণ! তন্মধ্যে এই যে সঙ্ঘের একাংশের ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপোষথ-কর্ম্ম, এইরূপ উপোষথ-কর্ম্ম করিতে পারিবে না, আমি এইরূপ উপোষথ-কর্ম্ম করিবার

১. যদি প্রথম প্রস্তুত বিহারের সীমা অনির্ণীত থাকে তাহা হইলে সীমার উপচার (উপকণ্ঠ) রাখিতে হইবে। যদি সীমা নির্ণয় করা হয় তাহা হইলে অন্ততঃ এক হাত প্রমাণ স্থান সীমার উপকণ্ঠ রাখিতে হইবে।—সম-পাসা।

অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই। এই যে সমগ্র সঙ্ঘের ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপোষথ-কর্ম্ম, তাহা করিতে পারিবে না, আমি এইরূপ উপোষথ-কর্ম্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই। এই যে সঙ্ঘের কিয়দংশের ধর্ম্মানুকূল উপোষথ-কর্ম্ম তাহা করিতে পারিবে না, আমি এইরূপ উপোষথ-কর্ম্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই। এই যে সমগ্র সঙ্ঘের ধর্ম্মানুকূল উপোষথ-কর্ম্ম তাহা করিবে, আমি এইরূপ উপোষথ-কর্ম্ম করিবারই অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছি।

"হে ভিক্ষুগণ! তদ্ধেতু 'ধর্ম্মানুকূল সমগ্র সঙ্ঘের উপোষথ-কর্ম্মই করিব' এইরূপ তোমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে।"

প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি এবং পূর্ব্বকৃত্য

(১) আবৃত্তি-পদ্ধতি

অনন্তর ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি কয় প্রকার?" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

হে ভিক্ষুগণ! প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি পাঁচ প্রকার। যথা:—(১) নিদান আবৃত্তি করিয়া অবশিষ্টাংশ সঙ্ক্ষেপে শ্রবণ করাইবে, ইহা প্রথম প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি; (২) নিদান আবৃত্তি করিয়া, চারি পারাজিক আবৃত্তি করিয়া অবশিষ্টাংশ সঙ্ক্ষেপে শ্রবণ করাইবে, ইহা দ্বিতীয় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি; (৩) নিদান আবৃত্তি করিয়া, চারি পারাজিক আবৃত্তি করিয়া এবং ত্রয়োদশ সঙ্ঘাদিশেষ আবৃত্তি করিয়া অবশিষ্টাংশ সঙ্ক্ষেপে শ্রবণ করাইবে, ইহা তৃতীয় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি; (৪) নিদান, চারি পারাজিক, ত্রয়োদশ সঙ্ঘাদিশেষ এবং দুই অনিয়ত আবৃত্তি করিয়া অবশিষ্টাংশ সঙ্ক্ষেপে শ্রবণ করাইবে, ইহা চতুর্থ প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি; (৫) সমগ্র প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করা। হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি-পদ্ধতি পাঁচ প্রকার।

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ 'ভগবান সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির অনুজ্ঞা দিয়াছেন' এই ভাবিয়া সর্ব্বদা সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(২) বিপদের সময় সঙ্ক্ষিপ্ত আবৃত্তি

১—সেই সময়ে কোশল জনপদের একটি আবাসে উপোষথ-দিবসে শবরের (বন্যলোকের) উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। এইজন্য ভিক্ষুগণ বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ষ

১৭

আবৃত্তি করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে।"

২—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু কোন বিঘ্ন না থাকিলেও সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হইলে সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে। বিঘ্ন এই ঃ—(১) রাজার উপদ্রব, (২) চোরের উপদ্রব, (৩) অগ্নির ভয়, (৪) জলের ভয়, (৫) মনুষ্যের উপদ্রব, (৬) অমনুষ্যের উপদ্রব, (৭) হিংস্রজন্তুর উপদ্রব, (৮) সরীসৃপের উপদ্রব, (৯) জীবন-নাশের আশঙ্কা, এবং (১০) ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ এইরূপ যে কোন আশঙ্কা থাকিলে সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে এবং আশঙ্কা না থাকিলে বিস্তৃতভাবে আবৃত্তি করিবে।"

(৩) অযাচিতভাবে উপদেশ দান অবিধেয়

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় অযাচিতভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘসভায় অযাচিতভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারিবে না, যে দিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ স্থবির ভিক্ষু স্বয়ং ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে অথবা অপরের দ্বারা প্রদান করাইবে।"

(৪) অনির্ব্বাচিতের 'বিনয়' জিজ্ঞাসা অবিধেয়

১—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু নির্ব্বাচিত না হইয়া সঙ্ঘসভায় বিনয়সম্বন্ধীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! অনির্ব্বাচিত ব্যক্তি সঙ্ঘসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারিবে না, যে প্রশ্ন করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: নির্ব্বাচিত ব্যক্তিই সঙ্ঘসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্ব্বাচন করিবে। নিজেকে নিজে নির্ব্বাচিত করিবে অথবা একজন অন্যজনকে নির্ব্বাচিত করিবে। কিরূপে নিজেকে নির্ব্বাচিত করিতে হয়? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘের এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে:—'মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে আমি অমুকনামীয় আয়ুষ্মানকে বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিব।' এইভাবে নিজেকে নিজে নির্ব্বাচিত করিবে। কিরূপে একজন অন্যজনকে নির্ব্বাচন করিবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে:—'মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে অমুকনামীয় ভিক্ষু অমুকনামীয় আয়ুষ্মানকে বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারেন।' এইভাবে একজন অন্যজনকে নির্ব্বাচিত করিবে।

২—সেই সময়ে নির্ব্বাচিত সুশীল ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত পাইল, অসন্তোষ লাভ করিল। এইজন্য তাহারা হত্যার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:--)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: নির্ব্বাচিত ভিক্ষুও সঙ্ঘসভায় পারিষদের অবস্থা বুঝিয়া এবং লোক যাচাই করিয়া বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবে।"

৩—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু নির্ব্বাচিত না হইয়া সঙ্ঘসভায় বিনয় সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর দিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! নির্ব্বাচিত না হইয়া সঙ্ঘসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর দিতে পারিবে না, যে উত্তর দিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: নির্ব্বাচিত হইয়া সঙ্ঘসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর প্রদান করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্ব্বাচন করিবে: নিজেকে নিজে নির্ব্বাচিত করিবে অথবা অন্য অন্যকে নির্ব্বাচিত করিবে। কিরূপে নিজেকে নিজে নির্ব্বাচিত করিবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে:—'মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে আমি অমুক কর্ত্তৃক বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর প্রদান করিতে পারি।' এইভাবে নিজেকে নিজে নির্ব্বাচিত করিবে। কিরূপে একজন অন্যজনকে নির্ব্বাচিত করিবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে:—'মাননীয়

সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে অমুক আয়ুষ্মান অমুক আয়ুষ্মান কর্তৃক বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর প্রদান করিতে পারেন।' এইভাবে একজন অন্যজনকে নির্ব্বাচিত করিবে।

৪—সেই সময়ে সুশীল ভিক্ষুগণ নির্ব্বাচিত হইয়া সঙ্ঘসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর দিতেছিলেন তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত এবং পীড়া বোধ করিল। এইজন্য তাহারা হত্যার ভয় প্রদর্শন করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নির্ব্বাচিত ভিক্ষুকেও পারিষদ এবং লোকের অবস্থা যাচাই করিয়া বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।"

(৫) অবকাশ করাইয়া দোষারোপ করা

১—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অবকাশ না করাইয়া অন্য ভিক্ষুর উপর দোষারোপ করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ ! অবকাশ না করাইয়া কোন ভিক্ষুর উপর দোষারোপ করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : 'আয়ুষ্মান অবকাশ করুন, আমি আপনাকে কিছু বলিতে চাই' এই বলিয়া অবকাশ করাইয়া দোষারোপ করিবে।"

২—সেই সময়ে সুশীল ভিক্ষু অবকাশ করাইয়া ষড়বর্গীয় ভিক্ষুর দোষারোপ করিতেছিলেন তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত এবং পীড়া পাইতে লাগিল। এইজন্য তাহারা হত্যার ভয় প্রদর্শন করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অবকাশ করা হইলেও লোকের অবস্থা বুঝিয়া দোষারোপ করিবে।"

৩—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু 'সুশীল ভিক্ষুগণ পূর্ব্বেই আমাদের অবকাশ করাইতেছেন' এই ভাবিয়া তাহারাই অকারণে প্রথম নিরপরাধ ও পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অবকাশ করাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ ! অকারণে নিরপরাধ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের অবকাশ করাইতে পারিবে না, যে করাইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : লোক যাচাই করিয়া অবকাশ করাইবে।"

(৬) নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্যে বাধা দান

১—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘসভায় নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

তথাপি তাহারা নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যই করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিলে বাধাদান করিবে।"

২—সেই সময়ে সুশীল ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষু নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিবার সময় বাধা দিতে লাগিলেন। তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত এবং অসন্তোষ প্রাপ্ত হইল। এইজন্য তাহারা হত্যার ভয় দেখাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: স্বীয় অভিমতও প্রকাশ করিবে।"

ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুর নিকট অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত এবং পীড়া লাভ করিল। এইজন্য তাহারা হত্যার ভয় দেখাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: চারি কিংবা পাঁচজনে মিলিয়া বাধা দিবে, দুই কিংবা তিনজনে অভিমত প্রকাশ করিবে এবং একজনে 'ইহা আমি উচিৎ বোধ করি না' বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবে।"

(৭) মনোযোগ সহকারে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার সময় ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রবণ করাইত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারী ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রবণ না করাইতে পারিবে না, যে না করাইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৮) প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিতে স্বর সম্বন্ধীয় নিয়ম

সেই সময়ে কাকের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট আয়ুষ্মান উদায়ি সঙ্ঘের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি-কারী ছিলেন। আয়ুষ্মান উদায়ির মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "ভগবান ব্যবস্থা

দিয়াছেন ঃ ‘প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারী (প্রাতিমোক্ষ উচ্চৈঃস্বরে) শ্রবণ করাইবে’ কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর কাকের ন্যায়। এখন আমায় কি করিতে হইবে ?” ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকারী ‘কিরূপে শ্রবণ করাইব’ এই বিষয়ে উদ্যম করিবে। উদ্যোগীর অপরাধ হইবে না।”

(৯) কোথায় এবং কখন প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি নিষিদ্ধ ?

১—সেই সময়ে দেবদত্ত গৃহীসহ উপবিষ্ট ভিক্ষু-পরিষদে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

“হে ভিক্ষুগণ! গৃহীসহ উপবিষ্ট ভিক্ষু-পরিষদে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় অযাচিতভাবে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

“হে ভিক্ষুগণ! অযাচিতভাবে সঙ্ঘসভায় প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ প্রতিমোক্ষ আবৃত্তি স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ স্থবিরের কর্তৃত্বাধীন।”

॥ অন্যতীর্থিক ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান ঃ—চোদনাবাস্তু]

(১০) কি জাতীয় ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে ?

অনন্তর ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া চোদনাবাস্তু অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া চোদনাবাস্তুতে গমন করিলেন।

১—সেই সময়ে একটি আবাসে বহুসংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেইস্থানে অবস্থিত স্থবির ভিক্ষু অজ্ঞ এবং অদক্ষ ছিলেন। তিনি জানিতেন না উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ম্ম এবং প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি কাহাকে বলে। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ ‘ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন ঃ প্রাতিমোক্ষ (আবৃত্তি) স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ স্থবিরের কর্তৃত্বাধীন ; কিন্তু আমাদের এই স্থবির অজ্ঞ এবং অদক্ষ। তিনি জানেন না উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ম্ম এবং প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি কাহাকে বলে। এখন আমাদিগকে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে ?’ তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ তথায় যেই ভিক্ষু দক্ষ এবং সমর্থ প্রাতিমোক্ষ (আবৃত্তি) তাহারই অধীন।"

২—সেই সময়ে একটি আবাসে উপোষথ দিবসে অনেক অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিল। তাহারা জানিত না উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ম্ম এবং প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি কাহাকে বলে। তাহারা স্থবিরকে নিবেদন করিল, 'মাননীয় স্থবির! প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করুন।' স্থবির কহিলেন, 'বন্ধুগণ! প্রাতিমোক্ষ আমার মুখস্থ নাই।' তাহারা দ্বিতীয় স্থবিরকে নিবেদন করিল, 'মাননীয় স্থবির! প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' তিনি কহিলেন, 'বন্ধুগণ! প্রাতিমোক্ষ আমার কণ্ঠস্থ নাই।' তাহারা তৃতীয় স্থবিরকে নিবেদন করিল, 'মাননীয় স্থবির! প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' তিনিও কহিলেন, 'বন্ধুগণ! প্রাতিমোক্ষ আমার কণ্ঠস্থ নাই।' এই নিয়মে ক্রমান্বয়ে যে সঙ্ঘের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিল তাহারা তাহাকে বলিল, 'আয়ুষ্মান প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' সেও কহিল, 'প্রভো! আমার কণ্ঠস্থ নাই।' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন একটি আবাসে উপোষথ দিবসে অনেক অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষু অবস্থান করে। তাহারা জানে না যে উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ম্ম এবং প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি কাহাকে বলে। তাহারা স্থবিরকে নিবেদন করে, 'মাননীয় স্থবির! প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' সে বলে, 'বন্ধুগণ! প্রাতিমোক্ষ আমার কণ্ঠস্থ নাই।' তাহারা দ্বিতীয় স্থবিরকেও নিবেদন করে, 'মাননীয় স্থবির! প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' সেও বলে, 'বন্ধুগণ! আমার কণ্ঠস্থ নাই।' তাহারা তৃতীয় স্থবিরকেও নিবেদন করে, 'মাননীয় স্থবির! প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' সেও বলে, 'বন্ধুগণ! প্রাতিমোক্ষ আমার কণ্ঠস্থ নাই।' এইভাবে তাহারা সঙ্ঘের মধ্যে যে সর্ব্বকনিষ্ঠ তাহাকে বলে, 'আয়ুষ্মান প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করুন।' সেও বলে, 'প্রভো! প্রাতিমোক্ষ আমার কণ্ঠস্থ নাই।' হে ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সেই ভিক্ষুগণ সঙ্ঘ প্রত্যাবর্ত্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত যে কোন আবাসে এই বলিয়া পাঠাইবেঃ "বন্ধো! আপনি যে কোন আবাসে যাইয়া সঙ্ক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ষ কণ্ঠস্থ করিয়া আসুন।"

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "কাহাকে প্রেরণ করিতে হইবে?" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ স্থবির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ করিবে।"

৩—স্থবিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু গমন করিল না। তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! স্থবিরের আদেশে সুস্থ নূতন ভিক্ষু না যাইতে পারিবে না, যে যাইবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

[স্থান ঃ—রাজগৃহ]

(১১) সময় এবং গণনা শিক্ষা করা

১—ভগবান চোদনাবাস্তুতে যথারুচি অবস্থান করিয়া পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই সময়ে জনসাধারণ ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় জিজ্ঞাসা করিল ঃ "প্রভো ! আজ পক্ষের কোন্ তিথি ?" ভিক্ষুগণ কহিলেন ঃ "বন্ধুগণ ! আমরা তাহা জানি না।" জনসাধারণ এই বলিয়া আন্দোলন নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ "যেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পক্ষ গণনা মাত্রও জানে না, তাহারা আবার অন্য ভাল বিষয় কি জানিবে ?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পক্ষ গণনা শিক্ষা করিবে।"

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "পক্ষ গণনা কাহাকে শিখিতে হইবে ?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সকলকেই পক্ষ গণনা শিখিতে হইবে।"

২—সেই সময়ে জনসাধারণ ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় জিজ্ঞাসা করিল ঃ "প্রভো ! বিহারে ভিক্ষু কয়জন আছেন ?" ভিক্ষুগণ কহিলেন ঃ "বন্ধুগণ ! আমরা ত তাহা জানি না।" জনসাধারণ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিত লাগিল ঃ "যেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একজন অন্যজনকে চিনে না, তাহারা আবার কি ভাল বিষয় জানিতে পারিবে ?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ভিক্ষুদিগকে গণনা শিক্ষা করিতে হইবে।"

৩—ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "কখন বিহারে অবস্থিত ভিক্ষুদিগকে গণিতে হইবে ?" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ উপস্থিত উপোষথ দিবসে নামোল্লেখ করিয়া অথবা শলাকা বণ্টন করিয়া গণিবে।"

(১২) পূর্ব্বেই উপোষথের সময় জ্ঞাপন

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ 'অদ্য উপোষথ' এই বিষয় না জানিয়া দূরবর্ত্তী গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিতেন। তাঁহারা প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি হইতেছে এমন

সময়ও আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময়ও আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ 'অদ্য উপোষথ-দিবস' এই কথা পূর্ব্বে জানাইতে হইবে।"

২—ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "কাহাকে বলিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ স্থবির ভিক্ষু কর্ত্তৃক প্রত্যূষে সকলকে বলিতে হইবে।"

৩—সেই সময়ে জনৈক স্থবিরের প্রত্যূষে স্মরণ হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ভোজনের সময় জ্ঞাপন করিবে।"

৪—ভোজনের সময়ও স্মরণ হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যখন স্মরণ হয় তখন বলিবে।"

(১৩) উপোষথাগার সম্মার্জ্জনাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম

১—(ক) সেই সময়ে একটি আবাসে উপোষথাগার অপরিচ্ছন্ন ছিল। অভ্যাগত ভিক্ষুগণ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন ঃ "কেন আবাসস্থ ভিক্ষুগণ উপোষথাগার ঝাঁট দেন না?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ উপোষথাগার ঝাঁট দিবে।"

(খ) অতঃপর ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "কে উপোষথাগার ঝাঁট দিবে?" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ স্থবির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ দিবে।"

(গ) স্থবিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু ঝাঁট দিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! স্থবিরের আদেশে সুস্থ নূতন ভিক্ষু ঝাঁট না দিতে পারিবে না, যে দিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—(ক) সেই সময়ে উপোষথাগারে আসন প্রস্তুত থাকিত না। ভিক্ষুগণ

ভূমিতে উপবেশন করিতেন, তাহাতে ভিক্ষুগণের গাত্র এবং চীবর পাংশুলিপ্ত হইয়া যাইত। তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন! (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ উপোষথাগারে আসন প্রস্তুত রাখিবে।"

(খ) ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "উপোষথাগারে কাহাকে আসন প্রস্তুত রাখিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ স্থবির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ করিবে।"

(গ) স্থবিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু আসন প্রস্তুত রাখিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন —)

"হে ভিক্ষুগণ! স্থবিরের আদেশে সুস্থ নূতন ভিক্ষু আসন প্রস্তুত না রাখিতে পারিবে না, যে প্রস্তুত রাখিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩—(ক) সেই সময়ে উপোষথাগারে প্রদীপ থাকিত না। ভিক্ষুগণ অন্ধকারে অন্যের দেহ এবং চীবর মাড়াইতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ উপোষথাগারে প্রদীপ জ্বালিবে।"

(খ) ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "কে উপোষথাগারে প্রদীপ জ্বালিবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ স্থবির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ করিবে।"

(গ) স্থবিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু প্রদীপ জ্বালিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! স্থবিরের আদেশে সুস্থ নূতন ভিক্ষু প্রদীপ না জ্বালিতে পারিবে না, যে জ্বালিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৪—(ক) সেই সময়ে একটি আবাসে আবাসবাসী ভিক্ষুগণ পানীয় কিংবা পরিভোগ্য জল রাখিত না। অভ্যাগত ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন ঃ "কেন আবাসবাসী ভিক্ষুগণ পানীয় জলও রাখিতেছেন না, পরিভোগ্য জলও রাখিতেছেন না?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পানীয় এবং পরিভোগ্য জল রাখিবে।"

(খ) ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "কে পানীয় এবং পরিভোগ্য জল রাখিবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: স্থবির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ প্রদান করিবে!"

(গ) স্থবিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু (জল) রাখিল না। তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! স্থবিরের আদেশে সুস্থ নূতন ভিক্ষু জল না রাখিতে পারিবে না, যে রাখিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

অসাধারণাবস্থায় উপোষথ

(১) দীর্ঘ পর্য্যটনের অনুমতি গ্রহণ

সেই সময়ে অনেক অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষু দীর্ঘ পর্য্যটনের জন্য আচার্য্য-উপাধ্যায়ের অনুমতি লইত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

হে ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ পর্য্যটনেচ্ছুক অনেক অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষু আচার্য্য, উপাধ্যায়ের নিকট দীর্ঘ পর্য্যটনের জন্য অনুমতি লইতেছে না। ভিক্ষুগণ! তাহাদিগকে আচার্য্য উপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসা করিতে হইবে: 'কোথায় যাইবে?' 'কাহার সঙ্গে যাইবে?' ভিক্ষুগণ! যদি সেই অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুগণ অন্য অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুদিগকে সঙ্গী বলিয়া দেখাইয়া দেয় তাহা হইলে আচার্য্য, উপাধ্যায় অনুমতি দিতে পারিবে না, যদি অনুমতি প্রদান করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। সেই অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুগণ যদি আচার্য্য-উপাধ্যায়ের বিনানুমতিতে গমন করে তাহা হইলে তাহাদেরও 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(২) প্রাতিমোক্ষে অনভিজ্ঞ ভিক্ষু আবাসে বাস করিতে পারিবে না

(ক) হে ভিক্ষুগণ! কোন আবাসে অনেক অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুগণ বাস করে। তাহারা জানে না উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ম্ম, প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি কাহাকে বলে। তথায় যদি অন্য একজন বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ (বুদ্ধোপদেশে অভিজ্ঞ), ধর্ম্মধর (বুদ্ধোপদিষ্ট সূত্রে অভিজ্ঞ), বিনয়ধর (ভিক্ষু-নিয়মে অভিজ্ঞ), মাতৃকাধর (সূত্রে উপদিষ্ট দর্শন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ), পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচশীল ও শিশিক্ষু ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুগণের এই ভিক্ষুর উপকার করিতে হইবে, তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহার সহিত মধুর আলাপ করিতে হইবে, স্নানচূর্ণ, মৃত্তিকা, দন্তকাষ্ঠ এবং মুখোদক দানে পরিচর্য্যা করিতে হইবে। যদি তাহার উপকার না করে, তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন না

করে, তাহার সহিত মিষ্টালাপ না করে, এবং তাহাকে স্নানচূর্ণ, মৃত্তিকা, দন্তকাষ্ঠ ও মুখোদক দানে পরিচর্য্যা না করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! কোন আবাসে উপোষথ দিবসে অনেক অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষুগণ বাস করে। তাহারা জানে না উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ম্ম, প্রাতিমোক্ষ-অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি কাহাকে বলে। হে ভিক্ষুগণ! তাহাদিগকে সদ্য প্রত্যাবর্ত্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে 'বন্ধো! আপনি যান, সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ষ কণ্ঠস্থ করিয়া আসুন' এই বলিয়া চতুর্দ্দিকের কোনও এক আবাসে প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই সমগ্র ভিক্ষুদিগকেই যেখানে জানে উপোষথ বা উপোষথ কর্ম্ম, প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সেরূপ আবাসে যাইতে হইবে। যদি গমন না করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! কোন আবাসে অনেক অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস করে। তাহারা জানে না উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ম্ম, প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি কাহাকে বলে। ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুদিগকে সদ্য প্রত্যাবর্ত্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে 'বন্ধো! আপনি যান, সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ষ কণ্ঠস্থ করিয়া আসুন' এই বলিয়া চতুর্দ্দিকের কোনও এক আবাসে প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে একজন ভিক্ষুকে 'বন্ধো! আপনি যান, সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ষ কণ্ঠস্থ করিয়া আসুন' এই বলিয়া সপ্তাহের জন্য অন্যত্র প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুগণ সেই আবাসে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যদি বর্ষাবাস করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৩) উপোষথ কিংবা সঙ্ঘ-কর্ম্মে অনুপস্থিত ভিক্ষুর কর্ত্তব্য

১—ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! সমবেত হও, সঙ্ঘ উপোষথ করিবে।" ভগবান এইরূপ বলিলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেনঃ "প্রভো! একজন ভিক্ষু পীড়িত হইয়াছেন, তিনি আসিতে পারেন নাই।" (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ রুগ্ন ভিক্ষুকে পরিশুদ্ধি প্রদান করিতে হইবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এই ভাবে পরিশুদ্ধি দিতে হইবে; সেই রুগ্ন ভিক্ষুকে একজন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, দেহের একাংশ উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) দ্বারা আবৃত

করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবেঃ 'আমার পরিশুদ্ধি দিতেছি (জ্ঞাপন করিতেছি), আমার পরিশুদ্ধি লইয়া গমন করুন এবং আমার পরিশুদ্ধি [সঙ্ঘকে] জ্ঞাপন করুন।' এই ভাবে ইসারায় জ্ঞাপন করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন করিলে কিংবা ইসারা ও বাক্যে জ্ঞাপন করিলে পরিশুদ্ধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইসারায় জ্ঞাপন না করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে কিংবা ইসারা ও বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে পরিশুদ্ধি প্রদত্ত হয় না। যদি এরূপ পারা যায় তাহা হইলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই রুগ্ন ভিক্ষুকে মঞ্চে অথবা চৌকিতে করিয়া সঙ্ঘ সভায় আনিয়া উপোষথ করিতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি রোগী পরিচারক ভিক্ষুগণের মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হয়ঃ 'আমরা এই ভিক্ষুকে স্থানচ্যুত করিলে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইতে কিংবা মৃত্যু হইতে পারে', তাহা হইলে রোগীকে স্থানচ্যুত করিবে না, সঙ্ঘকে সেই স্থানে (রোগীর বাসস্থানে) যাইয়া উপোযথ করিতে হইবে; কিন্তু কোন অবস্থাতেই সঙ্ঘের একাংশ পৃথকভাবে (বগ্‌গেন) উপোষথ করিতে পারিবে না, যদি করে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! পরিশুদ্ধি বাহক (হারক) যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সেই স্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে অন্যকে (পুনরায়) পরিশুদ্ধি দিতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি পরিশুদ্ধি বাহক পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সেই স্থানেই ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করে, কালগত হয়, শ্রামণের হইয়া যায়, ভিক্ষু-শিক্ষা প্রত্যখ্যাতক হইয়া যায়, অন্তিমবস্তু (পারাজিক অপরাধ) প্রাপ্ত হয়, উন্মাদ হইয়া যায়, বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া যায়, বেদনার্ত্ত হইয়া যায়, অপরাধ স্বীকার না করায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়, মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া যায়, পণ্ডক (ক্লীব) হইয়া যায়, স্তেয়সংবাসক হইয়া যায়, তীর্থিকপ্রস্থানক হইয়া যায়, মানবেতরজীব হইয়া যায়, মাতৃহন্তা হইয়া যায়, পিতৃহন্তা হইয়া যায়, অর্হৎহন্তা হইয়া যায়, ভিক্ষুণীদূষক হইয়া যায়, সঙ্ঘভেদক হইয়া যায়, রক্তোৎপাদক হইয়া যায়, উভয় লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে পুনরায় অন্যকে পরিশুদ্ধি প্রদান করিতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর রাস্তার মধ্যে প্রস্থান করে তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি অনাহৃত হইয়া থাকে।

হে ভিক্ষুগণ! পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সঙ্ঘ সান্নিধ্য লাভ করিয়া প্রস্থান করে তাহা হইলে পরিশুদ্ধি আহৃত হইয়া থাকে।

হে ভিক্ষুগণ! পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সঙ্ঘ সান্নিধ্য লাভ করিয়া ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করে···উভয় লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি আহৃত হইয়া থাকে।

হে ভিক্ষুগণ ! পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সঙ্ঘ সান্নিধ্য লাভ করিয়া নিদ্রা বশত না জানায়, অপরাধী হইয়া না জানায় তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি আহৃত হইয়া থাকে। তজ্জন্য পরিশুদ্ধি বাহকের অপরাধ হয় না।

হে ভিক্ষুগণ ! পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সঙ্ঘ সান্নিধ্য লাভ করিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক না জানায় তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি আহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পরিশুদ্ধি বাহকের 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

২—ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ ! সমবেত হও, সঙ্ঘ কর্ম্ম (বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি) করিবে।" ভগবান এইরূপ বলিলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন ঃ "প্রভো ! জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হইয়াছেন, তিনি আসিতে পারেন নাই।" ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পীড়িত ভিক্ষুকে ছন্দ (স্বীয় অভিমত) জ্ঞাপন করিতে হইবে।"

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে ছন্দ দিতে হইবে ঃ সেই পীড়িত ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, দেহের একাংস উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে ঃ "আমি ছন্দ দিতেছি, আমার ছন্দ লইয়া গমন করুন, আমার ছন্দ (সঙ্ঘকে) জ্ঞাপন করুন।" এইরূপ ইসারায় জ্ঞাপন করে, বাক্যে জ্ঞাপন করে, ইসারা ও বাক্যে জ্ঞাপন করে, ছন্দ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইসারায় জ্ঞাপন না করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে, কিংবা ইসারায়ও বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে ছন্দ প্রদত্ত হয় না। এরূপে যদি পারা যায় তবে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই পীড়িত ভিক্ষুকে মঞ্চ অথবা চৌকিতে করিয়া সঙ্ঘ সভায় আনিয়া কর্ম্ম (বিবাদ নিষ্পত্তি আদি) করিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ পরিশুদ্ধি প্রদান সদৃশ।]

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ উপোষথ দিবসে পরিশুদ্ধি দিবার সময় 'সঙ্ঘের করণীয় আছে' এই ভাবিয়া ছন্দও (অভিমত) প্রদান করিবে।"

৩—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুকে উপোষথ দিবসে তাঁহার জ্ঞাতিগণ আবদ্ধ করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ ! যদি উপোষথ দিবসে কোন ভিক্ষুকে তাহার জ্ঞাতিগণ আবদ্ধ করে তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিদিগকে ভিক্ষুগণের এরূপ বলিতে হইবে ঃ "আয়ুষ্মানগণ ! আপনারা এই ভিক্ষুকে মুহূর্ত্তের জন্য মুক্তিদান করুন যাবত এই ভিক্ষু উপোষথ করেন।" এই ভাবে মুক্ত করিতে পারিলে ভাল, যদি মুক্ত করিতে পারা না যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে ভিক্ষুগণের এইরূপ কহিতে হইবে ঃ "আয়ুষ্মানগণ ! আপনারা মুহূর্ত্তের জন্য একান্তে অপসৃত হউন যাবত এই ভিক্ষু পরিশুদ্ধি প্রদান করেন।" এরূপ

পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে ভিক্ষুগণের এইরূপ বলিতে হইবে ঃ "আয়ুষ্মানগণ ! আপনারা এই ভিক্ষুকে মুহূর্ত্তের জন্য সীমার বাহিরে লইয়া গমন করুন যাবত সঙ্ঘ উপোষথ করেন।" এরূপে পারা গেলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে কোন প্রকারেই সঙ্ঘের একাংশ উপোষথ করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৪—হে ভিক্ষুগণ ! যদি উপোষথ দিবসে কোন ভিক্ষুকে রাজা, ৫—চোর, ৬—ধূর্ত্ত, ৭—ভিক্ষুশত্রু আবদ্ধ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে ভিক্ষুগণের এরূপ বলিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ জ্ঞাতির দ্বারা আবদ্ধ হওয়া সদৃশ।]

(৪) উন্মাদের জন্য সঙ্ঘের অনুমোদন

ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ ! সমবেত হও, সঙ্ঘের করণীয় আছে।" ভগবান এরূপ বলিলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন ঃ— "প্রভো ! গর্গ নামে জনৈক উন্মাদ ভিক্ষু আছে, সে আসে নাই।" (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ ! উন্মাদ দ্বিবিধ। যথা ঃ—(১) এমন উন্মাদ ভিক্ষু আছে যে সময়ে উপোষথ স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না, সঙ্ঘকর্ম্ম সময়ে স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না ; এমনও আছে মোটেই স্মরণ করে না ; (২) এমন উন্মাদ ভিক্ষু আছে যে সময়ে উপোষথে আসে, সময়ে উপোষথে আসে না, সময়ে সঙ্ঘকর্ম্মে আসে, সময়ে সঙ্ঘকর্ম্মে আসে না ; এমনও আছে মোটেই আসে না।

হে ভিক্ষুগণ ! তন্মধ্যে যেই উন্মাদ ভিক্ষু উপোষথ সময়ে স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না, সঙ্ঘকর্ম্ম সময়ে স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না, সময়ে উপোষথে আসে, সময়ে আসে না, সঙ্ঘকর্ম্মে সময়ে আসে, সময়ে আসে না, হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ এরূপ উন্মাদ ভিক্ষুকে উন্মাদ সম্মতি (উন্মাদ বলিয়া অনুমোদন) প্রদান করিবে।

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে অনুমোদন করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। গর্গ নামক ভিক্ষু উন্মাদ হইয়াছে, সে সময়ে উপোষথ স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না ; সঙ্ঘকর্ম্ম সময়ে স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না ; উপোষথে সময়ে আসে, সময়ে আসে না ; সঙ্ঘকর্ম্মে সময়ে আসে, সময়ে আসে না। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ উন্মাদ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ বলিয়া সম্মতি দান (অনুমোদন) করিতে পারেন। গর্গ ভিক্ষু

উপোষথ স্মরণ করুক বা না করুক, সঙ্ঘকর্ম্ম স্মরণ করুক বা না করুক, উপোষথে আসুক বা না আসুক, সঙ্ঘকর্ম্মে আসুক বা না আসুক, সঙ্ঘ গর্গ ভিক্ষুর সঙ্গে অথবা তাহাকে বাদ দিয়া উপোষথ করিতে পারেন, সঙ্ঘকর্ম্ম করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। গর্গ নামক ভিক্ষু উন্মাদ হইয়াছে, সে সময়ে উপোষথ স্মরণ করে, আবার সময়ে স্মরণ করে না; সঙ্ঘকর্ম্ম সময়ে স্মরণ করে, আবার সময়ে স্মরণ করে না; উপোষথে সময়ে উপস্থিত হয়, আবার সময়ে উপস্থিত হয় না, সঙ্ঘকর্ম্মে সময়ে উপস্থিত হয়, আবার সময়ে উপস্থিত হয় না। সঙ্ঘ উন্মাদ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ সম্মতি দান (উন্মাদ বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন) করিতেছেন। গর্গ ভিক্ষু সময়ে উপোষথ স্মরণ করুক বা না করুক, সঙ্ঘকর্ম্ম সময়ে স্মরণ করুক বা না করুক, উপোষথে সময়ে আসুক বা না আসুক, সঙ্ঘকর্ম্মে সময়ে আসুক বা না আসুক, সঙ্ঘ গর্গ ভিক্ষুর সঙ্গে অথবা গর্গ ভিক্ষুকে বাদ দিয়া উপোষথ করিবেন, সঙ্ঘকর্ম্ম করিবেন। যেই আয়ুষ্মান উচিৎ মনে করেন উন্মাদ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ সম্মতি-দান, [গর্গ ভিক্ষু উপোষথ স্মরণ করুক বা না করুক, সঙ্ঘকর্ম্ম স্মরণ করুক বা না করুক, উপোষথে আসুক বা না আসুক, সঙ্ঘকর্ম্মে আসুক বা না আসুক সঙ্ঘ গর্গের সঙ্গে বা গর্গকে ব্যতীত উপোষথ করিবেন, সঙ্ঘ কর্ম্ম করিবেন,] তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সঙ্ঘ উন্মাদ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ সম্মতি দান করিলেন। গর্গ ভিক্ষু উপোষথ সময়ে স্মরণ করুক বা না করুক, সঙ্ঘকর্ম্ম সময়ে স্মরণ করুক বা না করুক, উপোষথে সময়ে আসুক বা না আসুক, সঙ্ঘকর্ম্মে সময়ে আসুক বা না আসুক, সঙ্ঘ গর্গের সঙ্গে বা গর্গকে বাদ দিয়া উপোষথ করিবেন, সঙ্ঘকর্ম্ম করিবেন। সঙ্ঘ [এই প্রস্তাব] উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৫) সূত্রোদ্দেশোপোষথ

সেই সময়ে একটি আবাসে উপোষথ দিবসে চারিজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন: 'উপোষথ করিতে হইবে।' অথচ আমরা চারিজন মাত্র, আমাদিগকে কিরূপ উপোষথ করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: চারিজনকে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে হইবে।"

(৬) পরিশুদ্ধি-উপোষথ

১—সেই সময়ে এক আবাসে উপোষথ-দিবসে তিনজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "ভগবান 'চারিজনকে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে অনুজ্ঞা' দিয়াছেন অথচ আমরা তিনজন মাত্র, অতএব আমাদিগকে কিরূপ উপোষথ করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ তিনজনকে পরস্পর পরিশুদ্ধি-উপোষথ করিতে হইবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এই ভাবে পরিশুদ্ধি-উপোষথ করিবেঃ দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবেঃ—

জ্ঞপ্তি—আয়ুষ্মানগণ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অদ্য পঞ্চদশী[১] উপোষথ, যদি আয়ুষ্মানগণ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে আমরা পরস্পর পরিশুদ্ধি-উপোষথ করিব।

স্থবির ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংস আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলিবেঃ "বন্ধুগণ! আমি পরিশুদ্ধ আছি, আপনারা আমাকে পরিশুদ্ধ বলিয়া ধারণা করুন।" [এইরূপ তিনবার বলিবে।] (অনন্তর) কনিষ্ঠ ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংস আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে এইরূপ বলিবেঃ "আয়ুষ্মানগণ! আমি পরিশুদ্ধ আছি, আপনারা আমাকে পরিশুদ্ধ বলিয়া ধারণা করুন।" [এইরূপ তিনবার বলিবে।]

২—সেই সময়ে এক আবাসে উপোষথ-দিবসে দুইজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "ভগবান 'চারিজন ভিক্ষুকে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে এবং তিনজন ভিক্ষুকে পরস্পর পরিশুদ্ধি-উপোষথ করিতে অনুজ্ঞা' দিয়াছেন অথচ আমরা দুইজন মাত্র, অতএব আমাদিগকে কিরূপ উপোষথ করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ দুইজনে পরিশুদ্ধি[২]-উপোষথ করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে করিতে হইবেঃ স্থবির ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের

---

১. যদি চতুর্দ্দশী হয় তাহা হইলে 'চতুর্দ্দশী উপোষথ' এই কথা বলিতে হইবে।

২. তিনজনে পরিশুদ্ধি-উপোষথ করিলে জ্ঞপ্তি স্থাপন করিতে হয়, কিন্তু দুইজনকে জ্ঞপ্তি স্থাপন করিতে হয় না।

একাংস আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া কনিষ্ঠ ভিক্ষুকে এরূপ বলিবে ঃ—'বন্ধো! আমি পরিশুদ্ধ আছি, আমাকে পরিশুদ্ধ বলিয়া ধারণা করুন।' [দ্বিতীয়, তৃতীয়বার ও এরূপ বলিবে।] (অনন্তর) কনিষ্ঠ ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংস আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া স্থবির ভিক্ষুকে এরূপ বলিবে ঃ—'প্রভো! আমি পরিশুদ্ধ আছি, আমাকে পরিশুদ্ধ বলিয়া ধারণা করুন।' [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ বলিবে]

(৭) অধিষ্ঠানোপোষথ

সেই সময়ে এক আবাসে উপোষথ-দিবসে একজন মাত্র ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "ভগবান অনুজ্ঞা দিয়াছেন ঃ 'চারিজন ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবে, তিনজন ভিক্ষু পরস্পর পরিশুদ্ধি-উপোষথ করিবে এবং দুইজন ভিক্ষুও পরিশুদ্ধি-উপোষথ করিবে', অথচ আমি একজন মাত্র, অতএব আমাকে কিরূপ উপোষথ করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ! যদি এক আবাসে উপোষথ-দিবসে একজন মাত্র ভিক্ষু অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে যেই উপস্থানশালা, মণ্ডপ অথবা তরুমূলে ভিক্ষুগণ (বিশ্রামের জন্য) আগমন করে সেই স্থান ঝাঁট দিয়া, পানীয় ও পরিভোগ্য জল স্থাপন করিয়া, আসন প্রস্তুত করিয়া এবং প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। যদি সেস্থানে অন্য কোন ভিক্ষু আগমন করে তাহা হইলে তাহাদের সহিত উপোষথ করিতে হইবে, যদি কোন ভিক্ষু না আসে তাহা হইলে তাহাকে "অদ্য আমার উপোষথ" এই বলিয়া অধিষ্ঠান (দৃঢ় সঙ্কল্প) করিতে হইবে। যদি অধিষ্ঠান না করে তাহা হইলে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যেখানে চারিজন ভিক্ষু অবস্থান করে তন্মধ্যে একজনের পরিশুদ্ধি আহরণ করিয়া তিনজনে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যদি আবৃত্তি করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যেখানে তিনজন ভিক্ষু অবস্থান করে তন্মধ্যে একজনের পরিশুদ্ধি আহরণ করিয়া দুইজনে পরিশুদ্ধি উপোষথ করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যেখানে দুইজন ভিক্ষু অবস্থান করে তন্মধ্যে একজনের পরিশুদ্ধি আহরণ করিয়া অন্যজনে অধিষ্ঠানোপোষথ করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৮) উপোষথ-দিবসে অপরাধের প্রতিকার

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু উপোষথ-দিবসে অপরাধ (আপত্তি) প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "ভগবান অনুজ্ঞা দিয়াছেনঃ 'অপরাধী উপোষথ করিতে পারিবে না', অথচ আমি অপরাধী হইয়াছি, এখন আমায় কি করিতে হইবে?" ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি উপোষথ-দিবসে কোন ভিক্ষু অপরাধী হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংস আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবেঃ "বন্ধো! আমি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, তাহা আপনার নিকট প্রতিদেশনা (স্বীকার) করিতেছি।" দ্বিতীয় ভিক্ষুকে বলিতে হইবেঃ "আপনি কৃত অপরাধ দেখিতেছেন (স্বীকার করিতেছেন) কি?" "হাঁ, আমি দেখিতেছি।" "তাহা হইলে আপনি এবিষয়ে ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।"

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি উপোষথ-দিবসে কোন ভিক্ষু স্বীয় অপরাধ সম্বন্ধে সন্দিহান হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংস আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবেঃ "বন্ধো! অমুক অপরাধ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। যখন এবিষয়ে সন্দেহমুক্ত হইব তখন সেই অপরাধের প্রতিকার করিব।" এই বলিয়া উপোষথ করিতে হইবে, প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি শ্রবণ করিতে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য উপোষথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

(৯) অপরাধের প্রতিবিধান

১—(ক) সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সমঅপরাধ সমঅপরাধীর নিকট দেশনা (স্বীকার) করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সমঅপরাধ সমঅপরাধীর নিকট দেশনা (স্বীকার) করিতে পারিবে না, যে দেশনা করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(খ) সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সমঅপরাধ প্রতিগ্রহণ করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সমঅপরাধ প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না, যে প্রতিগ্রহণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—(ক) সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় অপরাধ স্মরণ হইল। অনন্তর সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন ঃ ‘অপরাধী উপোষথ করিতে পারিবে না’, অথচ আমি অপরাধী হইয়াছি, অতএব আমায় কি করিতে হইবে?” ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় অপরাধ স্মরণ হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষু পার্শ্বে উপবিষ্ট ভিক্ষুকে এরূপ বলিবে ঃ “বন্ধো! আমি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, আমি এই স্থান হইতে উঠিয়া সেই অপরাধের প্রতিকার করিব” এই বলিয়া উপোষথ করিতে হইবে, প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি শ্রবণ করিতে হইবে; কিন্তু তজ্জন্য উপোষথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় কোন ভিক্ষুর অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর পার্শ্বে উপবিষ্ট ভিক্ষুকে এরূপ বলিতে হইবে ঃ “বন্ধো! অমুক অপরাধ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে, যখন সন্দেহমুক্ত হইব তখন সেই অপরাধের প্রতিকার করিব।” এই বলিয়া উপোষথ করিতে হইবে, প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি শ্রবণ করিতে হইবে; কিন্তু তজ্জন্য উপোষথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

৩—(ক) সেই সময়ে এক আবাসে উপোষথ-দিবসে উপস্থিত সমস্ত সঙ্ঘ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন ‘সমঅপরাধ সমঅপরাধীর নিকট দেশনা (স্বীকার) করিতে পারিবে না এবং সমঅপরাধ সমঅপরাধী প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না।’ কিন্তু এই স্থানে উপস্থিত সমস্ত সঙ্ঘ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, অতএব এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন আবাসে উপোষথ-দিবসে সমস্ত সঙ্ঘ সমঅপরাধে অপরাধী হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে ‘বন্ধো! আপনি যান, নিজে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়া আসুন, পরে আমরা আপনার নিকট আমাদের অপরাধের প্রতিকার করিব’ এই বলিয়া সদ্য প্রত্যাবর্ত্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে চতুর্দ্দিকের কোনও এক আবাসে প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে [illegible] প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ—‘মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই স্থানে উপস্থিত সমস্ত সঙ্ঘ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, যখন অন্য পরিশুদ্ধ নিরপরাধ ভিক্ষুর দেখা পাওয়া যাইবে তখন তাঁহার নিকট সেই

অপরাধের প্রতিকার করিবেন।' এই বলিয়া উপোষথ করিতে হইবে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে ; কিন্তু তজ্জন্য উপোষথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন আবাসে উপোষথ-দিবসে উপস্থিত সমগ্র সঙ্ঘ সমঅপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয় তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবেঃ 'মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এখানে উপস্থিত সমস্ত সঙ্ঘ সমঅপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন, যখন তাঁহারা সন্দেহমুক্ত হইবেন তখন সেই অপরাধের প্রতিকার করিবেন।' এই বলিয়া উপোষথ করিবে এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে, কিন্তু তজ্জন্য উপোষথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন আবাসে বর্ষাবাসে নিরত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমঅপরাধে অপরাধী হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুদিগকে 'বন্ধো! আপনি যান, নিজে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়া আসুন, পরে আমরা আপনার নিকট আমাদের অপরাধের প্রতিকার করিব' এই বলিয়া সদ্য প্রত্যাবর্ত্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত যে কোনও আবাসে প্রেরণ করিতে হইবে। ইহা করিতে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে জনৈক ভিক্ষুকে 'বন্ধো! আপনি যান, নিজে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়া আসুন, আমরা আপনার নিকট আমাদের অপরাধের প্রতিকার করিব' এই বলিয়া চারিদিকের আবাসে সপ্তাহের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

৪—সেই সময়ে এক আবাসে সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্ঘ সেই অপরাধের নাম গোত্র (কোন বিষয়ে অপরাধী) জানিতেন না। তথায় একজন বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচশীল এবং শিশিক্ষু ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনৈক বিহারবাসী ভিক্ষু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুকে কহিলেনঃ "বন্ধো! যেই ভিক্ষু এই এই কার্য্য করেন তাঁহার কোন্ অপরাধ হয়?" তিনি কহিলেনঃ "বন্ধো! যিনি এই এই কার্য্য করেন তিনি অমুক অপরাধে অপরাধী হন। বন্ধো! আপনি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।" সেই আবাসবাসী ভিক্ষু কহিলেনঃ "বন্ধো! আমি একাকীই এই অপরাধে অপরাধী নহি, এই আবাসের সমস্ত সঙ্ঘই এই অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন।" তিনি (আগন্তুক ভিক্ষু) কহিলেনঃ "বন্ধো! অন্য ব্যক্তি অপরাধী হউন বা না হউন তাহাতে আপনার কি আসে যায়? আসুন, আপনি স্বীয় অপরাধ হইতে মুক্ত হউন।"

অতঃপর সেই আবাসবাসী ভিক্ষু সেই আগন্তুক ভিক্ষুর বাক্যে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়া তাঁহাদের (আবাসবাসী অন্যান্য ভিক্ষুগণের) নিকট উপস্থিত হইলেন,

উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে কহিলেন ঃ "বন্ধো! যেই ব্যক্তি এই এই কার্য্য করেন তিনি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন। আপনারা অমুক অপরাধে অপরাধী, অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।"

সেই (আবাসবাসী) ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করিলেন না সেই ভিক্ষুর বাক্যে সেই অপরাধের প্রতিকার করিতে। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ! কোন আবাসে সমগ্র সঙ্ঘ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে। সেই সঙ্ঘ জানে না সেই অপরাধের নাম, জানে না গোত্র। তথায় অন্য বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচশীল এবং শিক্ষু ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার নিকট জনৈক আবাসবাসী ভিক্ষু উপস্থিত হয়, উপস্থিত হইয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুকে কহে। [পূর্ব্ববৎ।]

"হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই আবাসবাসী ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুর বাক্যে সেই অপরাধের প্রতিকার করে তাহা হইলে ভাল, যদি প্রতিকার না করে তাহা হইলে সেই অনিচ্ছুক ভিক্ষুদিগকে সেই আবাসবাসী ভিক্ষুর কিছু বলা উচিৎ নহে।"

॥ চোদনাবাস্তু ভণিতা সমাপ্ত ॥

কোন ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত নীতিবিরুদ্ধ উপোষথ

(১) আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত আবাসস্থের উপোষথ

ক (ক) আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুর অনুপস্থিতি না জানিয়া কৃত নির্দ্দোষ উপোষথ

সেই সময়ে এক আবাসে উপোষথ-দিবসে অনেক ভিক্ষু, চারিজন বা তদধিক ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন না আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ উপস্থিত হন নাই। তাঁহারা ধর্ম্ম ও বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও (আপনাদিগকে) সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করিতেছিলেন এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময়ে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সংখ্যায় তাঁহারা গরিষ্ঠ। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

১—(১) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা তদধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী

অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্ম ও বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও, আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করিতে থাকে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে থাকে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্ব্বাগামীদের অপেক্ষা অধিক। হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুদিগকে (পূর্ব্বাগামীদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদের অপরাধ হইবে না।

(২) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা তদধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্ম ও বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করিতে থাকে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে থাকে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্ব্বাগামীদের সমান। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ পশ্চাদাগতদিগকে শ্রবণ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদের (পূর্ব্বাগামীদিগের) অপরাধ হইবে না।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্ম ও বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করিতে থাকে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে থাকে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্ব্বাগামীদের অপেক্ষা অল্পতর। প্রাতিমোক্ষ যাহা আবৃত্তি হইয়াছে তাহা যথার্থ, অবশিষ্টাংশ পশ্চাদাগতদিগকে শ্রবণ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

২—(৪) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত ও বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্ব্বাগতদের অপেক্ষা অধিক। হে ভিক্ষুগণ! পুনরায় তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! একটি আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্ব্বাগতদের সমান। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ হইয়াছে। তাহাদের নিকট (পশ্চাদাগতদিগকে) পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের অপরাধ হইবে না।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ হইয়াছে। তাহাদের নিকট (পশ্চাদাগতদিগকে) পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের অপরাধ হইবে না।

৩—(৭) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময়ে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। হে ভিক্ষুগণ! তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময়ে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া

উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(৯) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়-সঙ্গত মনে করিয়া, সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করে। তাহাদিগের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

৪—(১০) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়-সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। পূর্ব্বাগতদিগকে পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(১১) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(১২) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত্ত হয়,

২০

তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। পশ্চাদাগতদিগকে তাহাদের নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

৫—(১৩) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া

উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। পশ্চাদাগতদিগকে তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

॥ নিরপরাধ পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥

(৮) আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুর অনুপস্থিতি জানিয়া কৃত সদোষ উপোষথ

৬—(১) হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষু আরও আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৭—(৪) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ!······তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ!······তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৮—(৭) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়-সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ!·········তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ!......তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৯—(১০) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু সংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেক সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ!......তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ!......তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১০—(১৩) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়,

তাহারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ !······তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ !······তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

॥ সঙ্ঘের একাংশ হইয়া সমগ্রজ্ঞান পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥

(c) আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতিতে সন্দিগ্ধভাবে কৃত সদোষ উপোষথ

১১—(১) হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত হইবে, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এই ভাবিয়া, সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ !······তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত হইবে, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এই ভাবিয়া, সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ !......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত হইবে, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগত-দিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১২—(৪) হে ভিক্ষুগণ !......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ !......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধি-বহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ !......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধি-বহির্ভূত হইবে' এই ভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১৩—(৭) হে ভিক্ষুগণ !......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসবাসী অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ !......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত হইবে, না

বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসবাসী অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এই ভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১৪—(১০) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এই ভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া

উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পুর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১৫—(১৩) হে ভিক্ষুগণ!……তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ!……তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পুর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ!……তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

॥ সন্দিগ্ধভাব পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥

(d) আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতিতে সসঙ্কোচে কৃত সদোষ উপোষথ

১৬—(১) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসবাসী বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ

২১

অন্য ভিক্ষু আরও আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১৭—(৪) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! ....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদিগের আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পশ্চাদাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ!……তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধি-সম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এইভাবে সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগত-দিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১৮—(৭) হে ভিক্ষুগণ!……তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধি-সম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ!……তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ!……তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

১৯—(১০) হে ভিক্ষুগণ!……তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং

পারিষদবর্গের মধ্যে কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। আবৃত্তিকারীদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধি-সম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

২০—(১৩) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে' এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের)

নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'তুক্কট' অপরাধ হইবে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ......তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগর) 'তুক্কট' অপরাধ হইবে।

॥ সসঙ্কোচ পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥

(৫) আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতিতে ভেদেচ্ছায় কৃত সদোষ উপোষথ

২১—(১) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা (পূর্ব্বাগতগণ) 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় পৃথকভাবে উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় পৃথকভাবে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের)'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় পৃথকভাবে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের

(পূর্ব্বাগতদের) প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগত-দিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পুর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

২২—(৪) হে ভিক্ষুগণ !……তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত করিবার পর আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ !……তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত করিবার পর আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পুর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ !……তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইবার পর আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারী-দিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

২৩—(৭) হে ভিক্ষুগণ !……তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ !……তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং

প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

২৪—(১০) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের)

প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

২৫—(১৩) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয় অপরাধ হইবে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে, এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদও আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ!......তাহারা পূর্ব্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্ব্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

॥ ভেদের ইচ্ছা পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥

॥ পঞ্চবিংশতি তিক সমাপ্ত ॥

খ, আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতি না জানিয়া কৃত উপোষথ

২৬ হইতে ৫০—হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পাইল

না যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় (পূর্ব্বাগতদিগের অপেক্ষা) অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

[পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিংশতি তিকের ন্যায় এখানেও উপোষথ করিবার সময়, উপোষথ সমাপানের পর, পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠিবার পূর্ব্বে, পারিষদবর্গের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিবার পর এবং পারিষদবর্গের সকলে আসন হইতে উঠিবার পর এই পাঁচটিকে না জানা, জানা, সন্দিগ্ধভাব, সসঙ্কোচ এবং বিচ্ছেদের সহিত মিলাইয়া পড়িলে পঞ্চবিংশতি তিক হইবে।]

৫১ হইতে ৭৫—হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় (পূর্ব্বাগতদিগের অপেক্ষা) অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

[পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিংশতি তিকের ন্যায় এখানেও উপোষথ করিবার সময়, উপোষথ সমাপনের পর, পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠিবার পূর্ব্বে, পারিষদবর্গের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিবার পর এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিবার পর এই পাঁচটিকে না জানা, জানা, সন্দিগ্ধভাব, সসঙ্কোচ এবং ভেদেচ্ছার সহিত মিলাইয়া পড়িলে পঞ্চবিংশতি তিক হইবে।]

গ, আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতি না দেখিয়া কৃত উপোষথ

৭৬ হইতে ১০০—হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা দেখিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার

সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় (পূর্ব্বাগতের অপেক্ষা) অধিক। হে ভিক্ষুগণ ! তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ব্ববৎ।]

১০১ হইতে ১২৫—হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা দেখিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়-সঙ্গত মনে করিয়া, সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় (পূর্ব্বাগতের অপেক্ষা) অধিক। তাহাদিগকে পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ব্ববৎ।]

ঘ, আবাসস্থ অন্যের অনুপস্থিতি না শুনিয়া কৃত উপোষথ

১২৬ হইতে ১৫০—হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা শুনিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ব্ববৎ।]

১৫১ হইতে ১৭৫—হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা শুনিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ সীমাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ব্ববৎ।]

(২) অভ্যাগতের অনুপস্থিতি না জানিয়া, না দেখিয়া, না শুনিয়া আবাসস্থদিগের কৃত উপোষথ

১৭৬ হইতে ৩৫০—হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু-সংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পারিল না যে অভ্যাগত ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় অভ্যাগত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (আবাসস্থ-দিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (আবাসস্থ-দিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ব্ববৎ।]

(৩) আবাসস্থের অনুপস্থিতি না জানিয়া, না দেখিয়া, না শুনিয়া অভ্যাগতদিগের কৃত উপোষথ

৩৫১ হইতে ৫২৫—হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু অভ্যাগত ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পারিল না যে আবাসস্থ ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (অভ্যাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (অভ্যাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ব্ববৎ।]

(৪) অভ্যাগতের অনুপস্থিতি না জানিয়া, না দেখিয়া, না শুনিয়া অভ্যাগতের কৃত উপোষথ

৫২৬ হইতে ৭০০—হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহুসংখ্যক অভ্যাগত ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পারিল না যে অন্য অভ্যাগত ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় অন্য অভ্যাগত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্ব্বাগত অভ্যাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্ব্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ব্ববৎ।]

উপোষথের কাল, স্থান এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম

(১) দুই তিথিতে উপোষথ

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি আবাসবাসী ভিক্ষুগণের চতুর্দ্দশী উপোষথ হয়, আগন্তুক ভিক্ষুদিগের পঞ্চদশী উপোষথ হয় এবং আবাসবাসী ভিক্ষুগণের সংখ্যা অধিক হয় তাহা হইলে আগন্তুকগণকে আবাসবাসীদিগের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তাহা হইলেও আগন্তুকগণকে আবাসবাসীদিগের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। যদি আগন্তুকগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আবাসবাসীদিগকে আগন্তুকগণের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি আবাসবাসী ভিক্ষুদিগের পঞ্চদশী উপোষথ হয়, আগন্তুকগণের চতুর্দ্দশী উপোষথ হয় এবং আবাসবাসী ভিক্ষুগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আগন্তুকগণকে আবাসবাসীদিগের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তাহা হইলেও আগন্তুকদিগকে আবাসবাসীদিগের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে। যদি আগন্তুকগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আবাসবাসীদিগকে আগন্তুকগণের অনুবর্ত্তী হইতে হইবে।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি আবাসবাসী ভিক্ষুদিগের প্রতিপদ হয়, আগন্তুকদিগের পঞ্চদশী হয় এবং আবাসবাসিগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে অনিচ্ছায় আবাসবাসী ভিক্ষুগণের (আপনাদিগকে দিয়া) আগন্তুকগণের সঙ্ঘের পূর্ণতা সাধন করা উচিৎ নহে, আগন্তুকদিগের সীমার বাহিরে যাইয়া উপোষথ করা উচিৎ। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তাহা হইলে অনিচ্ছায় আবাসবাসী ভিক্ষুগণের (আপনাদিগকে দিয়া) আগন্তুকগণের সঙ্ঘের পূর্ণতা সাধন করা উচিৎ নহে, আগন্তুকদিগের সীমার বাহিরে যাইয়া উপোষথ করা উচিৎ। যদি আগন্তুকগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আবাসবাসিগণের আগন্তুকদিগের সহিত যোগ দেওয়া উচিৎ অথবা সীমার বাহিরে যাওয়া উচিৎ।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি আবাসবাসী ভিক্ষুগণের পঞ্চদশী হয়, আগন্তুকগণের প্রতিপদ হয় এবং আবাসবাসিগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আগন্তুকদিগের আবাসবাসীদিগের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিৎ অথবা সীমার বাহিরে যাওয়া উচিৎ। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তাহা হইলেও আগন্তুকগণের আবাসবাসিগণের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিৎ অথবা সীমার বাহিরে যাইয়া উপোষথ করা উচিৎ। যদি আগন্তুকগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে অনিচ্ছায় আগন্তুকগণের আবাসবাসিগণের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিৎ নহে, আবাসবাসিগণের সীমার বাহিরে যাইয়া উপোষথ করা উচিৎ।

(২) আবাসিক এবং অভ্যাগতের পৃথক উপোষথ হইতে পারে না

১—হে ভিক্ষুগণ! আগন্তুক ভিক্ষুগণ দেখিতে পায়ঃ আবাসবাসী ভিক্ষুদিগের আবাসের আকার, আবাসের চিহ্ন, আবাসের নিমিত্ত, আবাসের উদ্দেশ, সুশৃঙ্খলভাবে পাতা মঞ্চ, চৌকি, মাদুর, বালিস, উপস্থাপিত পানীয় পরিভোগ্য জল, সুসম্মার্জ্জিত পরিবেশ। তাহা দেখিয়া আগন্তুকগণ সন্দিগ্ধ হয়ঃ 'আবাসবাসী ভিক্ষুগণ উপস্থিত আছে কি নাই।' তাহারা যদি সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান না করে, অনুসন্ধান না করিয়া উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে না পায়, দেখিতে না পাইয়া উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পায়, দেখিতে পাইয়া একসঙ্গে উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পায়, দেখিতে পাইয়া পৃথকভাবে উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া বারম্বার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পায়, দেখিতে পাইয়া 'ইহারা নাশ হউক, ইহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ কামনায় পৃথকভাবে উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! আগন্তুক ভিক্ষুগণ শুনিতে পায়ঃ আবাসবাসী ভিক্ষুগণের আবাসের আকার, আবাসের চিহ্ন, আবাসের নিমিত্ত, আবাসের উদ্দেশ, চঙ্ক্রমনকারীদিগের পদশব্দ, স্বাধ্যায়-শব্দ, কাসির শব্দ এবং হাঁচির শব্দ। তাহা শ্রবণ করিয়া 'আবাসবাসী ভিক্ষুগণ আছে কি নাই' এই সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান না করে, অনুসন্ধান না করিয়া উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। [অবশিষ্টাংশ পূর্ব্ববৎ।]

৩—হে ভিক্ষুগণ! আবাসবাসী ভিক্ষুগণ দেখিতে পায়ঃ আগন্তুক ভিক্ষুগণের আগন্তুকাকার, আগন্তুক-চিহ্ন, আগন্তুক-নিমিত্ত, আগন্তুক-উদ্দেশ, অজানা পাত্র, অজানা চীবর, অজানা বসিবার আসন, পদধৌতের চিহ্ন এবং জলের দাগ। তাহা দেখিয়া 'আগন্তুক ভিক্ষুগণ আছে কি নাই' এই সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়, যদি সন্দিগ্ধ হইয়া তাহারা অনুসন্ধান না করে, অনুসন্ধান না করিয়া উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে না পায়, দেখিতে না পাইয়া উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না। [অবশিষ্টাংশ পূর্ব্ববৎ]

৪—হে ভিক্ষুগণ! আবাসবাসী ভিক্ষুগণ শুনিতে পায়ঃ আগন্তুক ভিক্ষুদিগের আগন্তুকাকার, আগন্তুক-চিহ্ন, আগন্তুক-নিমিত্ত, আগন্তুক-উদ্দেশ, আগন্তুকদিগের পদশব্দ, জুতার ফট্‌ ফট্‌ শব্দ, কাসির শব্দ, হাঁচির শব্দ। তাহা শুনিয়া 'আগন্তুক ভিক্ষু আছে কি নাই' এই সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হয়। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান না করে, অনুসন্ধান না করিয়া উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। [অবশিষ্টাংশ পূর্ব্ববৎ]

৫—হে ভিক্ষুগণ! আগন্তুক ভিক্ষুগণ দেখিতে পায়ঃ আবাসবাসী ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'[১]। তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে 'সমানসংবাসক'[২] বলিয়া ধারণা করে, 'সমানসংবাসক' ধারণা করিয়া (আবাসবাসিগণের নিকট) জিজ্ঞাসা না করে, যদি জিজ্ঞাসা না করিয়া একসঙ্গে উপোষথ করে তাহা হইলে অপরাধ হইবে না। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ না হয়, নিঃসন্দেহ না হইয়া একসঙ্গে উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ না হয়, নিঃসন্দেহ না হইয়া পৃথক উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না।

৬—হে ভিক্ষুগণ! আগন্তুক ভিক্ষুগণ দেখিতে পায়ঃ আবাসিক ভিক্ষুগণ 'সমান-সংবাসক'। তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে (আগন্তুকগণ) 'নানাসংবাসক' বলিয়া ধারণা করে, 'নানাসংবাসক' ধারণা করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, জিজ্ঞাসা না করিয়া একসঙ্গে উপোষথ করে, তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হয়, নিঃসন্দেহ হইয়া পৃথক উপোষথ করে তাহাদের (আগন্তুকদিগের) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হয়, নিঃসন্দেহ হইয়া একসঙ্গে উপোষথ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না।

৭—হে ভিক্ষুগণ! আবাসবাসী ভিক্ষুগণ দেখিতে পায়ঃ আগন্তুক ভিক্ষুগণ 'নানা-সংবাসক'। তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে 'সমানসংবাসক' বলিয়া ধারণা করে, 'সমান সংবাসক' ধারণা করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, জিজ্ঞাসা না করিয়া একসঙ্গে উপোষথ করে, তাহাদের অপরাধ হইবে না। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ না হয়, নিঃসন্দেহ না হইয়া একসঙ্গে উপোষথ করে, তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ না হয়, নিঃসন্দেহ না হইয়া পৃথকভাবে উপোষথ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না।

---

১. যাহাদের সঙ্গে বিনয়ের কার্য্য এবং আহারাদি করা চলে না তাহাদিগকে 'নানাসংবাসক' বলে।

২. যাহাদের সঙ্গে বিনয়ের কার্য্য এবং আহারাদি করা চলে তাহাদিগকে 'সমানসংবাসক' বলে।

৮—হে ভিক্ষুগণ ! আবাসবাসী ভিক্ষুগণ দেখিতে পায় ঃ আগন্তক ভিক্ষুগণ 'সমান-সংবাসক।' তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে 'নানাসংবাসক' বলিয়া ধারণা করে, 'নানা-সংবাসক' ধারণা করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, জিজ্ঞাসা না করিয়া একসঙ্গে উপোষথ করে, তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হয়, নিঃসন্দেহ হইয়া পৃথকভাবে উপোষথ করে, তাহা হইলে তাহাদের 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হয়, নিঃসন্দেহ হইয়া একসঙ্গে উপোষথ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না।

(৩) উপোষথ-দিবসে আবাসত্যাগের নিয়ম

১—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে সঙ্ঘের সঙ্গ অথবা কোন অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুহীন আবাসে যাইতে পারিবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে সঙ্ঘের সহিত অথবা কোন অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুহীন অনাবাসে[১] যাইতে পারিবে না।

৩—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে সঙ্ঘের সহিত অথবা কোন অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুহীন আবাসে বা অনাবাসে যাইতে পারিবে না।

৪—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুহীন আবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ব্ববৎ]

৫—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুহীন অনাবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ব্ববৎ]

৬—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুহীন আবাসে অথবা অনাবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ব্ববৎ]

৭—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস অথবা অনাবাস হইতে ভিক্ষুহীন আবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ব্ববৎ]

৮—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস অথবা অনাবাস হইতে ভিক্ষুহীন অনাবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ব্ববৎ]

৯—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস অথবা অনাবাস হইতে ভিক্ষুহীন আবাস অথবা অনাবাসে যাইতে পারিবে না। [পূর্ব্ববৎ]

১০—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে সঙ্ঘের সঙ্গ অথবা আকস্মিক অন্তরায় ব্যতীত

---

১. বোধি-গৃহ, সীমাগৃহ, চৈত্য ইত্যাদি।—সম-পাসা।

ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুহীন এমন কোনও আবাসে যাইতে পারিবে না যেখানে ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'।

১১—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে সঙ্ঘের সঙ্গ অথবা আকস্মিক কোন অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন অনাবাসে যাইতে পারিবে না যেখানে ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'।

১২—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে সঙ্ঘের সঙ্গ অথবা আকস্মিক কোন অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে অথবা অনাবাসে যাইতে পারিবে না যেখানের ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'।

১৩—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে সঙ্ঘের সঙ্গ অথবা কোন অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে যাইতে পারিবে না। [পুর্ব্ববৎ]

১৪—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে সঙ্ঘের সঙ্গ অথবা কোন অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাস বা অনাবাসে যাইতে পারিবে না। [পুর্ব্ববৎ]

১৫—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে সঙ্ঘের সঙ্গ অথবা কোন অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে যাইতে পারিবে না যেখানে ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'।

১৬—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে সঙ্ঘের সঙ্গ অথবা কোন অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন অনাবাসে যাইতে পারিবে না যেখানে ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'।

১৭—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে সঙ্ঘের সঙ্গ অথবা কোন অন্তরায় ব্যতীত ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে অথবা অনাবাসে যাইতে পারিবে না যেখানে ভিক্ষুগণ 'নানাসংবাসক'।

১৮—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে যাওয়া উচিৎ যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

১৯—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে এমন ভিক্ষুযুক্ত আবাসে যাওয়া উচিৎ যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

২০—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে বা অনাবাসে যাওয়া উচিৎ যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

২১—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে যাওয়া উচিৎ যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

২২—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন অনাবাসে যাওয়া উচিৎ যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

২৩—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে বা অনাবাসে যাওয়া উচিৎ যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

২৪—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে যাওয়া উচিৎ। [পূর্ব্ববৎ]

২৫—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন অনাবাসে যাওয়া উচিৎ। [পূর্ব্ববৎ]

২৬—হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে বা অনাবাসে যাওয়া উচিৎ যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌঁছিতে পারা যায়।

(৪) প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির জন্য নীতিবিরুদ্ধ সম্মিলন

১—হে ভিক্ষুগণ! যেই পরিষদে ভিক্ষুণী উপবিষ্ট আছে তেমন পরিষদে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

২—শিক্ষমানা, ৩—শ্রামণের, ৪—শ্রামণেরী, ৫—শিক্ষাপ্রত্যাখ্যানকারী, ৬—অন্তিম (পারাজিক) অপরাধে অপরাধী, ৭—অপরাধ স্বীকার না করায় উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু, ৮—অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু, ৯—মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু, ১০—পণ্ডক (ক্লীব), ১১—স্তেয়সংবাসক, ১২—তীর্থিকপ্রস্থানক, ১৩—মানবেতর জীব, ১৪—মাতৃহন্তা, ১৫—পিতৃহন্তা, ১৬—অর্হৎহন্তা, ১৭—ভিক্ষুণীদূষক, ১৮—সঙ্ঘভেদক, ১৯—রক্তোৎপাদক এবং ২০—উভয়লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তি যেই পরিষদে উপবিষ্ট আছে তেমন পরিষদে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২১—হে ভিক্ষুগণ! পারিষদ আসন হইতে উঠিবার পূর্ব্বে ব্যতীত পারিবাসিক[১] পরিশুদ্ধি দানে উপোষথ করিতে পারিবে না।

২২—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ-সম্মিলন[২] এবং উপোষথ-দিবস ব্যতীত অন্য দিবসে উপোষথ করিতে পারিবে না।

॥ তৃতীয় ভণিতা সমাপ্ত ॥

॥ উপোষথ-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

---

১. যেই ভিক্ষু পরিবাস ব্রত পালনে নিরত তাঁহাকে 'পারিবাসিক' বলে। সঙ্ঘ আসন হইতে উঠিবার পূর্ব্বে তিনি সঙ্ঘের নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি জ্ঞাপন করিয়া 'পরিশুদ্ধি উপোষথ' করিতে পারিবেন। কিন্তু সঙ্ঘ আসন হইতে উঠিলে পারিবেন না। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা ভিক্ষুণী-বিভঙ্গে পারিবাসিক ছন্দদান বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।—সম-পাসা।

২. কোসম্ব-স্কন্ধে বর্ণিত দ্বিধা বিভক্ত সঙ্ঘ-সম্মিলনকে 'সঙ্ঘ সামগ্‌গি' বলে। এই উপোষথ করিতে হইলে "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুনঃ 'অদ্য সম্মিলন-উপোষথ'" এই বলিয়া জ্ঞপ্তি স্থাপন করিতে হয়। যাহারা কোন কারণবশত উপোষথ স্থগিত রাখিয়া পুনরায় সম্মিলিত হয় তাহাদিগকে এই উপোষথ করিতে হইবে।—সম-পাসা।

৩—বর্ষোপনায়ক-স্কন্ধ

বর্ষাবাস-বিধান এবং তাহার সময়

[স্থান ঃ—রাজগৃহ]

(১) বর্ষাবাস-বিধান

সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে আবস্থান করিতেছিলেন,—বেণুবনে 'কলন্তক-নিবাপে'। তখন পর্য্যন্ত ভগবান ভিক্ষুগণের জন্য বর্ষাবাসের বিধান করেন নাই। ভিক্ষুগণ হেমন্তঋতুতে, গ্রীষ্মঋতুতে এবং বর্ষাঋতুতে পর্য্যটন করিতেছিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ—"কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হেমন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষায়ও সবুজ তৃণ দলিত করিয়া, একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জাব (বৃক্ষাদি) নিপীড়িত করিয়া এবং ক্ষুদ্রপ্রাণীসমূহ পদদলিত করিয়া পর্য্যটন করিতেছে? এই যে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ যাঁহাদের ধর্ম্ম দুরাখ্যাত, তাঁহারাও বর্ষাবাসে নিরত থাকেন, স্থায়ীভাবে (বর্ষাঋতুতে একস্থানে) অবস্থান করেন, এবং এই যে পক্ষী তাহারাও বৃক্ষের উপর বাসা প্রস্তুত করিয়া বর্ষাবাসে নিরত থাকে, স্থায়ীভাবে একস্থানে বর্ষাঋতু অতিবাহিত করে; কিন্তু এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কি হেমন্তে, কি গ্রীষ্মে এবং কি বর্ষায় সবুজ তৃণ দলিত করিয়া, একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব নিপীড়িত করিয়া, বহু ক্ষুদ্রপ্রাণী পদদলিত করিয়া পর্য্যটন করিতেছে!" ভিক্ষুগণ জনসাধারণের এইরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অনন্তর ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ বর্ষাবাস করিবে।"

(২) বর্ষাবাসের সময়

১—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "কখন বর্ষাবাস করিতে হইবে?" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ বর্ষাঋতুতে বর্ষাবাস করিবে।"

২—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ বর্ষোপনায়কতিথি[১] কয়টি?" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

---

১. যেই তিথি হইতে বর্ষাবাস আরম্ভ করা চলে।

"হে ভিক্ষুগণ! 'বর্ষোপনায়ক' তিথি দুইটি, প্রথম এবং দ্বিতীয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরদিন হইতে প্রথম বর্ষাবাস আরম্ভ করিতে হইবে অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমার একমাস পরে দ্বিতীয় বর্ষাবাস আরম্ভ করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! (শ্রাবণ-কৃষ্ণপ্রতিপদ এবং ভাদ্র-কৃষ্ণ প্রতিপদ) বর্ষোপনায়ক এই দুই তিথি।"

(৩) বর্ষাবাসের মধ্যে বহির্গমন নিষিদ্ধ

১—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়া বর্ষাভ্যন্তরে দেশ পর্য্যটন করিতেছিলেন। জনসাধারণ পূর্ব্ববৎ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল: "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কি হেমন্তে, কি গ্রীষ্মে এবং কি বর্ষায় সবুজ তৃণ দলিত করিয়া, একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব নিপীড়িত করিয়া এবং বহু ক্ষুদ্রপ্রাণী পদদলিত করিয়া পর্য্যটন করিতেছে? এই যে অন্যতীর্থিক পরিব্রাজকগণ যাঁহাদের ধর্ম্ম দুরাখ্যাত তাঁহারাও বর্ষাবাসে নিরত আছেন, একস্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতেছেন, এই যে পক্ষী তাহারাও বৃক্ষের উপর বাসা প্রস্তুত করিয়া বর্ষাবাসে নিরত, স্থায়ীভাবে একস্থানে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কি হেমন্তে, কি গ্রীষ্মে এবং কি বর্ষায় সবুজ তৃণ দলিত করিয়া, একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব নিপীড়িত করিয়া এবং বহু ক্ষুদ্রপ্রাণী পদদলিত করিয়া বিচরণ করিতেছে!"

ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু তাঁহারাও আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন: "কেন ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়া বর্ষাভ্যন্তরে বিচরণ করিতেছে?" অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন:—

"হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়া প্রথম তিনমাস (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন) অথবা শেষের তিনমাস (ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক) একস্থানে বাস না করিয়া পর্য্যটনে গমন করিতে পারিবে না, যে গমন করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু বর্ষাবাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাবাস না করিয়া পারিবে না, যে বর্ষাবাস করিবে না তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৪) বর্ষাবাসের দিন আবাসত্যাগ নিষিদ্ধ

সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু বর্ষাবাস না করিবার ইচ্ছায় বর্ষোপনায়ক তিথিতে সজ্ঞানে আবাস পরিত্যাগ করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান করিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাবাস না করিবার ইচ্ছায় বর্ষোপনায়ক তিথিতে সজ্ঞানে আবাস (বাসস্থান) ত্যাগ করিতে পারিবে না, যে ত্যাগ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৫) রাজকীয় অধিমাস স্বীকার

সেই সময়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার বর্ষাবাস পিছাইয়া নিবার মানসে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন : "আর্য্যগণ আগামী শুক্লপক্ষে বর্ষাবাস আরম্ভ করিলে ভাল হয়।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রাজন্যবর্গের অনুবর্ত্তী হইবে।"

বর্ষাভ্যন্তরে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন

[স্থান :—শ্রাবস্তী]

(১) সংবাদ পাইয়া সপ্তাহের জন্য বহির্গমন

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময়ে কোশল জনপদে উদেন (উদয়ন) নামক জনৈক উপাসক সঙ্ঘের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন : "মাননীয় ভিক্ষুগণের আগমন হউক, আমি দান দিতে, ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষুর দর্শনলাভ করিতে কামনা করিয়াছি।" ভিক্ষুগণ কহিলেন : "বন্ধো! ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন—'বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়া প্রথম তিনমাস অথবা শেষের তিনমাস একস্থানে বাস না করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতে পারিবে না।' অতএব উদেন উপাসক ভিক্ষুদিগের বর্ষাবাস সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, বর্ষাবাস সমাপনের পর (ভিক্ষুগণ) গমন করিবেন। যদি অত্যধিক প্রয়োজন হয় তাহা হইলে স্থানীয় আবাসবাসী ভিক্ষুদিগের নিকট বিহার সমর্পণ করুন।"

উদেন উপাসক আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিলেন :

"কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ আমি সংবাদ প্রেরণ করা সত্ত্বেও আসিলেন না? আমি ত দান-দায়ক, কর্ম্ম-কারক এবং সঙ্ঘ-সেবক।" ভিক্ষুগণ উদেন উপাসকের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। (শ্রবণ করিয়া) ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—

১—হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ নিম্নোক্ত সাতজনের মধ্যে যে কেহ সংবাদ প্রেরণ করিলে সপ্তাহের জন্য বহির্গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। সেই সাত ব্যক্তি এই ঃ—(১) ভিক্ষু, (২) ভিক্ষুণী, (৩) শিক্ষমানা, (৪) শ্রামণের, (৫) শ্রামণেরী, (৬) উপাসক এবং (৭) উপাসিকা।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ এই সাতজনের যে কেহ সংবাদ প্রেরণ করিলে সপ্তাহের জন্য বহির্গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।"

২—(ক) হে ভিক্ষুগণ! কোন উপাসক সঙ্ঘের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে। যদি সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'মাননীয় ভিক্ষুগণ আসুন, আমি দান দিতে, ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষুর দর্শন লাভ করিতে কামনা করিতেছি।' হে ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সপ্তাহের জন্য গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে বহির্গমন করিবে না। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! কোন উপাসক সঙ্ঘের উদ্দেশে 'অড্‌ঢযোগ' (গরুড়াকৃতি গৃহ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, হর্ম্ম্য প্রস্তুত করাইয়া থাকে, গুহা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পরিবেণ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উপস্থানশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, অগ্নিশালা (পাকগৃহ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'কপ্পিয়কুটি' (ভাণ্ডার ঘর) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পায়খানা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, চঙ্ক্রম প্রস্তুত করাইয়া থাকে, চঙ্ক্রমশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদপান (কূপ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদপান-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, স্নানাগার প্রস্তুত করাইয়া থাকে, স্নানাগার-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পুষ্করিণী খনন করাইয়া থাকে, মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, আরাম (উদ্যান) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত করাইয়া থাকে। যদি সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'মাননীয় ভিক্ষুগণ আসুন, আমি দান দিতে, ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষু-দর্শনলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।' হে ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সপ্তাহের জন্য বহির্গমন করিবে। সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! কোন উপাসক অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত

করাইয়া থাকে, 'অড়ঢযোগ' প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে। [অবশিষ্টাংশ পূর্ব্ববৎ]

(ঘ) জনৈক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (ঙ) ভিক্ষুণী সঙ্ঘের উদ্দেশে, (চ) অনেক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (ছ) এক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (জ) অনেক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঝ) এক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঞ) অনেক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ট) এক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ঠ) অনেক শ্রামণেরীর উদ্দেশে, (ড) এক শ্রামণেরীর উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে। [পূর্ব্ববৎ]

(ঢ) হে ভিক্ষুগণ! কোন উপাসক নিজের উদ্দেশে নিবেশন (আলয়) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, শয়নগৃহ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'উদোসিত' (রাত্রি যাপনের গৃহ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পর্ণকুটির প্রস্তুত করাইয়া থাকে, আপণ (দোকান) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, আপণ-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থকে, হর্ম্ম্য প্রস্তুত করাইয়া থাকে, গুহা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পরিবেণ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উপস্থান-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, অগ্নি-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, রসবতী (রান্নাঘর) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পায়খানা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, চঙ্ক্রম প্রস্তুত করাইয়া থাকে, চঙ্ক্রম-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদপান (কূপ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদপান-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, স্নানগৃহ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, স্নানগৃহ-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পুষ্করিণী খনন করাইয়া থাকে, মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, আরাম (উদ্যান) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদ্যান-বাটিকা প্রস্তুত করাইয়া থাকে অথবা তাহার পুত্র বা কন্যার বিবাহ উপস্থিত হয়, সে পীড়িত হয় কিংবা কোন প্রসিদ্ধ সূত্র পাঠ করাইতে ইচ্ছুক হয়। যদি সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'মাননীয় ভিক্ষুগণ আসুন, এই সূত্র লুপ্ত হইবার পূর্ব্বে আমি শিক্ষা করিব', অথবা তাহার অন্য কোন প্রয়োজন থাকায় সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'মাননীয় ভিক্ষুগণ আসুন, আমি দান দিতে চাহি, ধর্ম্ম শুনিতে চাহি, এবং ভিক্ষুর দর্শনলাভ করিতে চাই।' ভিক্ষুগণ! এরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলে সপ্তাহের জন্য বহির্গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৩—(ক) হে ভিক্ষুগণ! কোন উপাসিকা সঙ্ঘের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে। সে যদি ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আর্য্যগণ আসুন, আমি দান দিতে, ধর্ম্মশ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষুর দর্শনলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।' ভিক্ষুগণ!

এরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলে সপ্তাহের জন্য বহির্গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না ; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! কোন উপাসিকা সঙ্ঘের উদ্দেশে 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, হর্ম্ম্য প্রস্তুত করাইয়া থাকে। [পূর্ব্ববৎ]

(গ) কোন উপাসিকা অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (ঘ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (ঙ) ভিক্ষুণীসঙ্ঘের উদ্দেশে, (চ) অনেক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (ছ) এক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (জ) অনেক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঝ) এক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঞ) অনেক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ট) এক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ঠ) অনেক শ্রামণেরীর উদ্দেশে, (ড) এক শ্রামণেরীর উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে। [পূর্ব্ববৎ]

(ঢ) হে ভিক্ষুগণ! কোন উপাসিকা নিজের উদ্দেশে নিবেশন (আলয়) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, শয়নঘর প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'উদ্দোসিত' (রাত্রি যাপনের গৃহ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে। [পূর্ব্ববৎ]

৪—(ক) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (ঘ) ভিক্ষুণীসঙ্ঘের উদ্দেশে, (ঙ) অনেক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (চ) এক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (ছ) অনেক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (জ) এক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঝ) অনেক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ঞ) এক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ট) অনেক শ্রামণেরীর উদ্দেশে, (ঠ) এক শ্রামণেরীর উদ্দেশে, (ড) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়। [পূর্ব্ববৎ]

৫—(ক) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুণী ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে……(ড) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়। [পূর্ব্ববৎ]

৬—(ক) হে ভিক্ষুগণ! কোন শিক্ষমানা ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে……(ড) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়। [পূর্ব্ববৎ]

৭—(ক) হে ভিক্ষুগণ! কোন শ্রামণের ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে……(ড) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়। [পূর্ব্ববৎ]

৮—(ক) হে ভিক্ষুগণ! কোন শ্রামণেরী ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশে, (খ) অনেক

ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়……(ড) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড্ঢযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়। [পূর্ব্ববৎ]

(২) বিনা সংবাদে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হইয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন ঃ 'আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুদিগের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

১—হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সংবাদ প্রেরণ না করিলেও পাঁচজনের নিকট সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ করিলে ত কথাই নাই।

সেই পাঁচজন এই ঃ—(১) ভিক্ষু, (২) ভিক্ষুণী; (৩) শিক্ষমানা, (৪) শ্রামণের, (৫) শ্রামণেরী।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ এই পাঁচজনের নিকট সংবাদ প্রেরণ না করিলেও সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে। সংবাদ প্রেরণ করিলে ত কথাই নাই। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।"

২—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পীড়িত হইয়া ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে ঃ 'রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী-পরিচারকের আহার্য্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্য্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর অনভিরতির (ভিক্ষুত্বে অনাসক্তি) সঞ্চার হওয়ায় সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'আমার অনভিরতির সঞ্চার হইয়াছে অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের জন্য এই মনে করিয়া যাইবে ঃ 'অনভিরতি উপশম করিব অথবা করাইব কিংবা তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'আমার সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছে

২৪

অতএব ভিক্ষুগণ আগমন করুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের জন্য এই মনে করিয়া যাইবে ঃ 'সন্দেহ নিরসন করিব বা নিরসন করাইব অথবা তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'আমার মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে ঃ 'মিথ্যাদৃষ্টি বিবেচনা করিব বা বিবেচনা করাইব অথবা তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু 'পরিবাস'যোগ্য গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'আমি 'পরিবাস'-যোগ্য গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের জন্য এই মনে করিয়া যাইবে ঃ 'পরিবাস'[১] দানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব বা 'অনুশ্রাবণ' করিব অথবা 'গণপূরক' হইব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

(চ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু 'মূলেপ্রতিকর্ষণ'[২] যোগ্য হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'আমি 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' যোগ্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে ঃ 'মূলে প্রতিকর্ষণে'র নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব বা অনুশ্রাবণ করিব অথবা 'গণপূরক' হইব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

(ছ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু 'মানত্ব'[৩] যোগ্য হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'আমি 'মানত্ব' যোগ্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ!

---

১. যদি কোন ভিক্ষু ত্রয়োদশ সঙ্ঘাদিশেষ অপরাধের মধ্যে যে কোন অপরাধে অপরাধী হয় তাহা হইলে অন্তত চারিজন ভিক্ষু সমবেত হইয়া অপরাধীকে সেই দণ্ড প্রদান করেন। ২ পরিবাস দণ্ড ভোগের সময় পুনরায় উক্ত অপরাধে অপরাধী হইলে যেই দণ্ড দেওয়া হয়। ৩. পরিবাস দণ্ডভোগের পর সঙ্ঘের সম্মানের জন্য অতিরিক্ত ছয়রাত্রি দণ্ড ভোগ করা।

তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে ঃ 'মানত্ত দানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব বা অনুশ্রাবণ করিব অথবা 'গণপূরক' হইব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

(জ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু 'আহ্বান'[১] যোগ্য হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'আমি 'আহ্বান' যোগ্য হইয়াছি, অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের জন্য এই মনে করিয়া যাইবে ঃ "'আহ্বান' কার্য্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব বা অনুশ্রাবণ[২] করিব অথবা 'গণপূরক'[৩] হইব।" কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

(ঝ) হে ভিক্ষুগণ! যদি সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর 'তর্জ্জনীয়', 'নির্যশ', 'প্রব্রাজনীয়', 'প্রতিস্মারণীয়' কিংবা 'উৎক্ষেপনীয়' দণ্ড-বিধান করিতে চায় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'সঙ্ঘ আমার দণ্ডবিধান করিতে চাহিতেছেন, অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে ঃ 'কিসে সঙ্ঘ দণ্ডবিধান না করেন অথবা লঘুদণ্ড প্রদান করেন।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(ঞ) হে ভিক্ষুগণ! যদি সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর 'তর্জ্জনীয়', 'নির্যশ', 'প্রব্রাজনীয়', 'প্রতিস্মারণীয়' অথবা 'উৎক্ষেপনীয়' দণ্ডবিধান করিয়া থাকে এবং সেই ভিক্ষু ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'সঙ্ঘ আমার দণ্ডবিধান করিয়াছেন, অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে ঃ 'কিসে দণ্ডিত ভিক্ষু সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হয়, মান ত্যাগ করে, মুক্তির যোগ্য আচরণ করে এবং সঙ্ঘ সেই দণ্ড প্রত্যাহার করেন।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৩—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুণী পীড়িতা হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'আমি পীড়িতা হইয়াছি, অতএব আর্য্যগণ আসুন, আমি আর্য্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে ঃ 'রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহার্য্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা

১. পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিতকে অন্তত বিংশতি জন ভিক্ষু কর্ত্তৃক সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দেওয়া।

২. দণ্ডদানের নিমিত্ত কর্ম্মবাক্য পাঠ করা ৩. সঙ্ঘের প্রয়োজনীয় অন্তত পঞ্চ সংখ্যা পূর্ণ করা।

করিব, তাহার রোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্য্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে। [খ হইতে ঞ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ]

৪—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন শিক্ষমানা[১] পীড়িতা হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেঃ 'আমি পীড়িতা হইয়াছি অতএব আর্য্যগণ আসুন, আমি আর্য্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবেঃ 'রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহার্য্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিব অথবা তাহার পরিচর্য্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে। [খ হইতে ঘ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ)

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন শিক্ষমানার শিক্ষাভঙ্গ হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেঃ 'আমার শিক্ষাভঙ্গ হইয়াছে, অতএব আর্য্যগণ আসুন, আমি আর্য্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবেঃ 'তাহার শিক্ষা গ্রহণ কার্য্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(চ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন শিক্ষমানা উপসম্পদাকাঙ্ক্ষিণী হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেঃ 'আমি উপসম্পদাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছি, অতএব আর্য্যগণ আসুন, আমি আর্য্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবেঃ 'উপসম্পদা প্রদান কার্য্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব, অনুশ্রাবণ করিব অথবা 'গণপূরক' হইব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৫—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন শ্রামণের পীড়িত হয় এবং সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেঃ 'আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবেঃ 'রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহার্য্যের ব্যবস্থা করিব, রোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্য্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে। [খ হইতে ঘ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ]

---

১. উপসম্পদা প্রাপ্তির পূর্ব্বে যেই নারী প্রাণিহত্যা, অদত্তাদান; অব্রহ্মচর্য্য, মিথ্যাকথন, মাদকদ্রব্য সেবন এবং বিকালভোজন-বিরতি আদি ষড়বিধ শিক্ষাপদ (শিক্ষণীয় বিষয়) প্রতিপালনে নিরত থাকে, তাহাকে শিক্ষমানা বলে।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন শ্রামণের নিজের (বয়স) জিজ্ঞাসা করিতে চায় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেঃ 'আমি আমার বয়স জানিতে চাই অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবেঃ 'বয়স জিজ্ঞাসা করিব অথবা জ্ঞাপন করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(চ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন শ্রামণের উপসম্পদাকাঙ্ক্ষী হয় এবং সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেঃ 'আমি উপসম্পদা লাভের ইচ্ছা করিয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবেঃ 'উপসম্পদা প্রদানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব, 'অনুশ্রাবণ' করিব অথবা 'গণপূরক' হইব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৬—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন শ্রামণেরী পীড়িতা হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেঃ 'আমি পীড়িতা হইয়াছি, অতএব আর্য্যগণ আসুন, আমি আর্য্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবেঃ 'রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহার্য্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্য্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে। [খ হইতে ঙ পর্য্যন্ত শ্রামণের সদৃশ]

(চ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন শ্রামণেরী শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতে চায় এবং সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেঃ 'আমি শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব আর্য্যগণ আসুন, আমি আর্য্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবেঃ 'শিক্ষাপদ প্রদানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৭—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর মাতা পীড়িতা হইয়াছিল। সে পুত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলঃ 'আমি পীড়িতা হইয়াছি অতএব আমার পুত্র আসুক, আমি পুত্রের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।' সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ 'ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন—সংবাদ প্রেরণ করিলে সাত ব্যক্তির নিকট সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিতে পারিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিতে পারিবে না এবং পাঁচ ব্যক্তির নিকট সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিতে

পারিবে। এখন আমার মাতা পীড়িতা হইয়াছেন ; কিন্তু তিনি ত উপাসিকা[১] নহেন। এখন আমায় কি করিতে হইবে?' ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ নিম্নোক্ত সাতব্যক্তির নিকট সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে। যথা ঃ—(১) ভিক্ষু, (২) ভিক্ষুণী, (৩) শিক্ষমানা, (৪) শ্রামণের, (৫) শ্রামণেরী, (৬) মাতা, (৭) পিতা।

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ এই সাত ব্যক্তির নিকট সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।"

৮—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষুর মাতা পীড়িতা হয় এবং সে তাহার পুত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে, 'আমি পীড়িতা হইয়াছি অতএব আমার পুত্র আসুক, আমি পুত্রের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে ঃ 'রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহার্য্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্য্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৯—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষুর পিতা পীড়িত হয় এবং সে তাহার পুত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে, 'আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব আমার পুত্র আসুক, আমি পুত্রের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।' [পূর্ব্ববৎ]

(৩) সংবাদ প্রাপ্তিতে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন

১—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষুর ভ্রাতা পীড়িত হয় এবং সে ভ্রাতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব আমার ভ্রাতা আসুক, আমি ভ্রাতার উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে ; কিন্তু সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

২—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষুর ভগ্নী পীড়িতা হয় এবং সে ভ্রাতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করে ঃ 'আমি পীড়িতা হইয়াছি অতএব আমার ভ্রাতা আসুক, আমি ভ্রাতার উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।' [পূর্ব্ববৎ]

---

১. বুদ্ধের ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। যাঁহারা বুদ্ধের ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাদিগকেই উপাসিকা বলা হয়।—সম-পাসা।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর জ্ঞাতি পীড়িত হয় এবং সে ভিক্ষুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করেঃ 'আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব মাননীয় ভিক্ষু আসুন, আমি আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে; কিন্তু সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর ভৃতিক[১] পীড়িত হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেঃ 'আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে; কিন্তু সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৫—সেই সময়ে সঙ্ঘের একটি বৃহৎ বিহার জীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। জনৈক উপাসক অরণ্যে কাষ্ঠ ছেদন করাইয়া ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলঃ 'যদি মাননীয় ভিক্ষুগণ এই কাষ্ঠ লইয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে আমি তাহা প্রদান করিব।' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ সঙ্ঘের কার্য্যোপলক্ষে গমন করিবে; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইবে।"

॥ বর্ষাবাস ভণিতা সমাপ্ত ॥

বর্ষাবাস করিবার স্থান

(১) বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানত্যাগ

সেই সময়ে কোশল জনপদে এক আবাসে বর্ষাবাসেরত ভিক্ষুগণ হিংস্রজন্তু দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছিলেন। হিংস্রজন্তু ভিক্ষুদিগকে আক্রমণও করিতেছিল, নিহতও করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই সংবাদ জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণ হিংস্রজন্তু দ্বারা উপদ্রুত হয়, তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং হত্যা করে তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণ সরীসৃপ দ্বারা উপদ্রুত হয় তাহাদিগকে সরীসৃপ দংশনও করে, হত্যাও করে তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

---

১. এক বিহারে ভিক্ষুদিগের সহিত বাসকারী লোক।—সম-পাসা।

৩—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণ চোর দ্বারা উপদ্রুত হয়, তাহাদের সামগ্রী লুণ্ঠন করে এবং তাহাদিগকে প্রহার করে তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৪—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণ পিশাচ দ্বারা উপদ্রুত হয়, তাহারা পিশাচদ্বারা আবিষ্ট হয় এবং পিশাচ তাহাদের জীবনীশক্তি হরণ করে তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৫—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণের গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হয় এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন লাভে ক্লিষ্ট হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৬—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণের শয্যাসন অগ্নিদগ্ধ হয় এবং ভিক্ষুগণ শয্যাসন অভাবে কষ্টে পতিত হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৭—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণের গ্রাম জলমগ্ন হয় এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন লাভে ক্লিষ্ট হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৮—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণের শয্যাসন জলমগ্ন হয় এবং ভিক্ষুগণ শয্যাসন অভাবে কষ্টে পতিত হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

(২) গ্রাম পরিত্যক্ত হইলে গ্রামবাসীদিগের সঙ্গে গমন

১—সেই সময়ে এক আবাসে বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণের গ্রাম চোরদ্বারা বিধ্বস্ত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তোমরা গ্রামের (গ্রামবাসীদিগের) অনুসরণ করিবে।"

২—গ্রাম (গ্রামবাসিগণ) দ্বিধা বিভক্ত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যেইদিকে গ্রামবাসীর সংখ্যা অধিক সেইদিকে গমন করিবে।"

৩—সংখ্যাধিক্য গ্রামবাসিগণ শ্রদ্ধা এবং প্রসন্নতা হীন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: যেইদিকে লোক শ্রদ্ধাশীল এবং প্রসন্ন সেইদিকে গমন করিবে।"

(৩) স্থানের প্রতিকূলতায় গ্রামত্যাগ

১—সেই সময়ে কোশল জনপদে এক আবাসে বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ পরিপূর্ণভাবে যথারুচি অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন লাভে বঞ্চিত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ পরিপূর্ণভাবে যথারুচি অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন লাভে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।"

২—হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ যথারুচি পরিপূর্ণভাবে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন প্রাপ্ত হয় বটে, যদি তাহা তাহাদের অনুকূল না হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৩—হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ পরিপূর্ণভাবে যথারুচি অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজনও লাভ করে এবং তাহা তাহাদের অনুকূলও হয়; যদি অনুকূল ভৈষজ্যলাভে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া তাহারা স্থানত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৪—হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ যদিও বা পরিপূর্ণভাবে যথারুচি অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন লাভ করে, যদিও বা তাহা তাহাদের অনুকূল হয় এবং যদিও বা অনুকূল ভৈষজ্যলাভে বঞ্চিত না হয় তথাপি যদি উপযুক্ত সেবক না পায় তাহা হইলে 'ইহা অন্তরায়' এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

(৪) ব্যক্তি বিশেষের প্রতিকূলতায় স্থানত্যাগ

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুকে 'প্রভো! আসুন, আপনাকে হীরক দিব, স্বর্ণ দিব, ক্ষেত্র দিব, জমি দিব, বলদ দিব, গাভী দিব, দাস দিব, দাসী দিব, আপনার ভার্য্যা হইবার জন্য আমার কন্যা দিব, আমি আপনার ভার্য্যা হইব অথবা আপনার জন্য অন্য ভার্য্যা আনিব' এইরূপ বলিয়া কোন নারী আহ্বান করে এবং (তাহা শ্রবণ করিয়া) ভিক্ষুর মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হয়: "ভগবান বলিয়াছেন:

২৫

'চিত্ত লঘুপরিবর্ত্তনশীল', অতএব ইহাতে আমার ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে।" তাহা হইলে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুকে কোন বেশ্যা আহ্বান করে, ৩—স্থূলকুমারী (অধিক বয়স্কা অবিবাহিতা নারী) আহ্বান করে, ৪—পণ্ডক (ক্লীব) আহ্বান করে, ৫—জ্ঞাতিগণ আহ্বান করে, ৬—রাজন্যবর্গ আহ্বান করে, ৭—চোরগণ আহ্বান করে, ৮—ধূর্ত্তগণ আহ্বান করেঃ 'প্রভো! আসুন, আপনাকে হীরক দিব, স্বর্ণ দিব, ক্ষেত্র দিব, বলদ দিব, গাভী দিব, দাস দিব, দাসী দিব, আপনার ভার্য্যা হইবার জন্য আমার কন্যা দিব অথবা আপনার জন্য অন্য ভার্য্যা আনিব।' [পূর্ব্ববৎ]

৯—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষু কোন অস্বামিক ধন দেখিতে পায় এবং তদ্দর্শনে তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়; "ভগবান বলিয়াছেন 'চিত্ত লঘু-পরিবর্ত্তনশীল', (এই ধন হেতু) আমার ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায়ও উপস্থিত হইতে পারে।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

(৫) সঙ্ঘভেদ প্রতিরোধের নিমিত্ত স্থানত্যাগ

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু অনেক ভিক্ষুকে সঙ্ঘভেদের জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'ভগবান সঙ্ঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন, অতএব আমার উপস্থিতিতে সঙ্ঘভেদ না হউক।' তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায়ঃ অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু সঙ্ঘভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'ভগবান সঙ্ঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন, অতএব আমার উপস্থিতিতে সঙ্ঘভেদ না হউক।' তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায়ঃ অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু সঙ্ঘভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হয়ঃ "সেই ভিক্ষুগণ আমার মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে বলিব, 'বন্ধুগণ! ভগবান সঙ্ঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন, অতএব আয়ুষ্মানদিগের সঙ্ঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায়ঃ অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু সঙ্ঘভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ "সেই ভিক্ষুগণ (সঙ্ঘভেদে ইচ্ছুক ভিক্ষুগণ) আমার মিত্র নহেন বটে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের মিত্র তাঁহারা আমারও মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে বলিব। আমি তাঁহাদিগকে (আমার মিত্রদিগকে) বলিলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে (সঙ্ঘভেদে ইচ্ছুক ভিক্ষুদিগকে) বলিবেন 'বন্ধুগণ! ভগবান সঙ্ঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব আয়ুষ্মানদের সঙ্ঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে; ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৫—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায়ঃ অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু কর্ত্তৃক সঙ্ঘভেদ করা হইয়াছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ "সেই ভিক্ষুগণ আমার মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে বলিবঃ 'বন্ধুগণ! ভগবান সঙ্ঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব আপনাদের সঙ্ঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন।" [পূর্ব্ববৎ]

৬—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায়ঃ অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুকর্ত্তৃক সঙ্ঘভেদ করা হইয়াছে এবং তখন সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'সেই ভিক্ষুগণ আমার মিত্র নহেন বটে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের মিত্র, তাঁহারা আমারও মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে (আমার মিত্রদিগকে) বলিব। তাঁহারা আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে (সঙ্ঘভেদকারীদিগকে) বলিবেনঃ 'বন্ধুগণ! ভগবান সঙ্ঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব আয়ুষ্মানদিগের সঙ্ঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ প্রদান করিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৭—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায়ঃ অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুণী সঙ্ঘভেদ করিবার জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হয়ঃ "সেই ভিক্ষুণিগণ আমার মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে বলিবঃ 'ভগ্নিগণ! ভগবান সঙ্ঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব ভগ্নিগণের সঙ্ঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ প্রদান করিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৮—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায় ঃ অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুণী সঙ্ঘভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় ঃ "সেই ভিক্ষুণিগণ আমার মিত্র নহেন বটে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের মিত্র তাঁহারা আমারও মিত্র। আমি তাঁহাদিগকে বলিব। তাঁহারা (আমার মিত্রগণ) আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে (সঙ্ঘভেদেচ্ছুকদিগকে) বলিবেন ঃ 'ভগ্নিগণ ! ভগবান সঙ্ঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব ভগ্নিগণের সঙ্ঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৯—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায় ঃ অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুণী কর্ত্তৃক সঙ্ঘভেদ হইয়াছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় ঃ "সেই ভিক্ষুণিগণ আমার মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে বলিব ঃ 'ভগ্নিগণ। ভগবান সঙ্ঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব ভগ্নিগণের সঙ্ঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

১০—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায় ঃ অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুণীকর্ত্তৃক সঙ্ঘভেদ হইয়াছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় ঃ "সেই ভিক্ষুণিগণ আমার মিত্র নহেন বটে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের মিত্র তাঁহারা আমারও মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে (আমার মিত্রদিগকে) বলিব। তাঁহারা আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে (সঙ্ঘভেদকারিগণকে) বলিবেন ঃ 'ভগ্নিগণ ! ভগবান সঙ্ঘভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব ভগ্নিগণের সঙ্ঘভেদে রুচি না হউক।' এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন।" তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

(৬) ভ্রাম্যমাণ গৃহীর সহিত বর্ষাবাস

১—(ক) সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু ব্রজে (গোপালকের বাসস্থানে) বর্ষাবাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ব্রজে বর্ষাবাস করিতে ারিবে।"

(খ) ব্রজ স্থানচ্যুত হইল। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ব্রজের অনুসরণ করিবে।"

২—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু আসন্ন বর্ষাবাসের সময় সার্থবাহের (শকট বণিকের) সহিত যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সার্থে (শকটে) বর্ষাবাস করিতে পারিবে।"

৩—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু আসন্ন বর্ষাবাসের সময় নৌকাযোগে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ নৌকায় বর্ষাবাস করিতে পারিবে।"

(৭) বর্ষাবাসের অযোগ্য স্থান

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ বৃক্ষ-কোটরে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বৃক্ষ-কোটরে বর্ষাবাস করিতেছে? যেন তাহারা পিশাচ!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! বৃক্ষ-কোটরে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ বৃক্ষ-বিটপে (শাখায়) বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বৃক্ষ-বিটপে বর্ষাবাস করিতেছে? যেন তাহারা শিকারি!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! বৃক্ষ-বিটপে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ উন্মুক্তস্থানে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। তাঁহারা বারি-বর্ষণের সময় বৃক্ষমূলে এবং ছাঁচের দিকে ধাবিত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! উন্মুক্তস্থানে (অনাচ্ছাদিত স্থানে) বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৪—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ শয্যাসনব্যতীত বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (এই জন্য

তাঁহারা) শীতোষ্ণ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! শয্যাসনব্যতীত বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৫—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ মুর্দ্দাখানায় বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ "কেন শাক্য-পুত্রীয় শ্রমণগণ মুর্দ্দাখানায় বর্ষাবাস করিতেছে? যেন তাহারা শবদাহক (মুর্দ্দাফরাস)!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! মুর্দ্দাখানায় বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৬—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ছত্র-তলে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদ্দর্শনে) জন-সাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ছত্র-তলে বর্ষাবাস করিতেছে? যেন তাহারা রাখাল!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! ছত্র-তলে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৭—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ জালায় (চাটিতে—বৃহৎ মৃন্ময় পাত্রে) বর্ষাবাস করিতে-ছিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ জালায় বর্ষাবাস করিতেছে? যেন তাহারা অন্যতীর্থিক!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান করিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! জালায় বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৮) বর্ষাবাসের মধ্যে প্রব্রজ্যা

১—সেই সময়ে শ্রাবস্তীতে সঙ্ঘ পরস্পর পরামর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন ঃ 'বর্ষাভ্যন্তরে কাহাকেও প্রব্রজ্যা দান করা হইবে না।' মৃগারমাতা বিশাখার পৌত্র (বর্ষাভ্যন্তরে) ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ঞা করিল। ভিক্ষুগণ (তাহাকে) কহিলেন ঃ "বন্ধো! সঙ্ঘ পরামর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন ঃ বর্ষাভ্যন্তরে কাহাকেও প্রব্রজ্যা দান করা হইবে না। অতএব আপনি ভিক্ষুগণের বর্ষাবাস সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, বর্ষাবাস সমাপনের পর আপনাকে প্রব্রজ্যা দিবেন।" অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপনের পর মৃগারমাতা বিশাখার পৌত্রকে কহিলেন ঃ

"বন্ধো! এখন আপনি আসুন, প্রব্রজিত হউন।" সে বলিল: "প্রভো! যদি আমি পূর্ব্বে প্রব্রজিত হইতে পারিতাম তাহা হইলে অভিরমিত হইতাম, এখন কিন্তু আমি প্রব্রজিত হইব না।" (তাহা শ্রবণ করিয়া) মৃগারমাতা বিশাখা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন: "কেন আর্য্যগণ 'বর্ষাবাসের মধ্যে প্রব্রজ্যা দান করা হইবে না' বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন? কোন্ সময়ই বা ধর্ম্মাচরণ করিতে পারা যায় না?" ভিক্ষুগণ মৃগারমাতা বিশাখার আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা শুনিতে পাইলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! 'বর্ষাভ্যন্তরে প্রব্রজ্যা দান করা হইবে না' বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া অনুচিৎ, যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

স্থান পরিবর্ত্তনে দোষী এবং নির্দ্দোষী

(১) প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া ব্যতিক্রম নিষিদ্ধ

১—সেই সময়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তিনি সেই আবাসে যাইবার সময় পথের মধ্যে বহুচীবরসম্পন্ন দুইটি আবাস দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "ভালই, আমি এই দুই আবাসে বর্ষাবাস করিব, এরূপ করিলে আমার বহু চীবর লাভ হইবে।" এই ভাবিয়া তিনি সেই দুই আবাসে বর্ষাযাপন করিতে লাগিলেন। (তদ্দর্শনে) কোশলরাজ প্রসেনজিৎ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিলেন: "কেন আর্য্য উপনন্দ শাক্যপুত্র আমাকে বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া বিপরীত আচরণ করিতেছেন? ভগবান কি অনেক প্রকারে মিথ্যা-কথনের নিন্দা এবং মিথ্যাবাক্যবিরতির প্রশংসা করেন নাই?" ভিক্ষুগণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। (তচ্ছ্রবণে) যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু তাঁহারাও আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন: "কেন আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া অন্যথা আচরণ করিতেছেন? ভগবান কি অনেক প্রকারে মিথ্যাকথনের নিন্দা এবং সত্যভাষণের প্রশংসা করেন নাই?" অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করাইয়া আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"হে উপনন্দ!

সত্যই কি তুমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া বিপরীত আচরণ করিতেছ?" "হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।"

বুদ্ধ ভগবান নিন্দা করিয়া কহিলেনঃ—মোঘপুরুষ! কেন তুমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া বিপরীত আচরণ করিতেছ? মোঘপুরুষ! আমি কি নানাভাবে মিথ্যাকথনের নিন্দা এবং সত্যভাষণের প্রশংসা করি নাই? তোমার এই কার্য্যে অপ্রসন্নদিগের (শ্রদ্ধাহীনের) প্রসন্নতা (শ্রদ্ধা) উৎপন্ন হইতে পারে না……এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুত থাকে, সে সেই আবাসে যাইবার সময় রাস্তার মধ্যে বহুচীবর সম্পন্ন দুই আবাস দেখিতে পায় এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ ভালই, আমি এই দুই আবাসে বর্ষা যাপন করিব, এরূপে আমার বহুচীবর প্রাপ্তি হইবে। (এই ভাবিয়া) সে সেই দুই আবাসেই বর্ষাযাপন করিতে থাকে। ভিক্ষুগণ! (এরূপ করিলে) সেই ভিক্ষুর প্রথম (বর্ষাবাস) পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।"

(২) প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া আবাসে গমনাগমনে অপরাধ

১—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করিয়া প্রতিপদতিথিতে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন বিস্তৃত করে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিনেই নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ (উপবসথ) করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন বিস্তারিত করে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই প্রয়োজন বশত অন্যত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন বিস্তৃত করে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিনদিন অবস্থান করিয়া নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রয়োজন বশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয়, দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহ বাহিরে অতিবাহিত করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয়া না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(৩) কখন গমনাগমন উচিৎ এবং অনুচিৎ?

২—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয়, দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহের অভ্যন্তরে প্রত্যাগমন করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং প্রবারণার সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে সে (পুনরায়) সেই আবাসে প্রত্যাগমন করুক বা না করুক সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

৩—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুত

হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই প্রয়োজন বশত অন্যত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে তাহার প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না, রবং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রয়োজন বশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয়, দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহ বাহিরে অতিবাহিত করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না, বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(চ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয়, দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতি-হেতু অপরাধও হয় না।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং প্রবারণার (আশ্বিনী পূর্ণিমার) সপ্তাহ পুর্ব্বে প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সে

সেই আবাসে (পুনরায়) আসুক বা না আসুক সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

(৪) দ্বিতীয় বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া গমনাগমনে দোষী-নির্দোষী

১—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুষ্কট' অপরাধ হয়।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই প্রয়োজনবশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতি তিহেতু 'দুষ্কট' অপরাধ হয়।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুষ্কট' অপরাধ হয়।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রয়োজন বশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুষ্কট' অপরাধ হয়।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয়, দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই

সপ্তাহ বাহিরে অতিবাহিত করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

২—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয়, দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় বরং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং কৌমুদি চাতুর্ম্মাস্যের (কার্ত্তিকী পূর্ণিমার) সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রয়োজন বশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই আবাসে পুনরায় আসুক বা না আসুক সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

৩—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই প্রয়োজন বশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিন অবস্থান করিয়া নিষ্প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ

করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রয়োজন বশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুতি হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন কয়ে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহ বাহিরে অতিবাহিত করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুক্কট' অপরাধ হয়।

৪—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্যত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্য প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং কৌমুদী চাতুর্ম্মাস্যের (কার্ত্তিকী পূর্ণিমার) সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রয়োজন বশত অন্যত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষু পুনরায় সেই আবাসে আসুক বা না আসুক তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

॥ বর্ষোপনায়ক-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৪—প্রবারণা-স্কন্ধ

প্রবারণার স্থান, কাল এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম

[স্থান ঃ—শ্রাবস্তী]

(১) মৌনব্রত ধারণ অবিধেয়

১—সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় বহুসংখ্যক সন্দৃষ্ট[১] এবং প্রগাঢ়মিত্রভাবাপন্ন ভিক্ষু কোশল জনপদের এক আবাসে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "আমরা কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে ও নিরাপদে বর্ষা যাপন করিতে পারিব এবং ভিক্ষান্নসংগ্রহেও ক্লিষ্ট হইব না ?" আবার তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "যদি আমরা পরস্পর আলাপ-সালাপ না করি এবং যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন তিনি আসন পাতিয়া রাখেন, পাদোদক, পাদপীঠ, 'পাদকঠলিক' স্থাপন করেন, ভিক্ষান্ন রাখিবার ভাণ্ড ধুইয়া স্থাপন করেন, পানীয় পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করেন এবং যনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করেন তিনি ইচ্ছা হইলে ভোজনাবশেষ ভোজন করেন, ইচ্ছা না হয়ত তৃণহীন ভূমিতে পরিত্যাগ করেন অথবা অল্পপ্রাণরহিত জিলে নিক্ষেপ করেন, আসন উঠাইয়া রাখেন, পাদোদক, পাদপীঠ, 'পাদকঠলিক' সামলাইয়া রাখেন, অন্ন-ভাণ্ড ধুইয়া সামলাইয়া রাখেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখেন, ভোজন-শালা সম্মার্জ্জন করেন, যিনি পানীয় জলের কলসী, পরিভোগ্য জলের কলসী অথবা পায়খানার জল-পাত্র জলশূন্য দেখিয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া রাখেন, যদি (জলপাত্র) অতিরিক্ত ভারী হয় তাহা হইলে হস্তসঙ্কেতে অন্যকে আহ্বান করিয়া ধরাধরি করিয়া স্থাপন করেন, কিন্তু তজ্জন্য বাক্যোচ্চারণ না করেন তাহা হইলে আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে বর্ষা যাপন করিতে পারিব এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হইব না।"

অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ পরস্পর আলাপসালাপে বিরত হইলেন। এই হইতে যিনি সর্ব্বপ্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন তিনি আসন পাতিয়া রাখিলেন, পাদোদক, পাদপীঠ, 'পাদকঠলিক' স্থাপন করিলেন, অন্ন-ভাণ্ড ধুইয়া স্থাপন

---

১. চক্ষে দেখিয়াছে অথচ আলাপ হয় নাই তাদৃশ ব্যক্তি সন্দৃষ্ট মিত্র নামে অভিহিত।

করিলেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করিলেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন তিনি ইচ্ছা হইলে ভোজনাবশেষ ভোজন করিলেন, ইচ্ছা না হইলে তৃণহীন ভূমিতে পরিত্যাগ করিলেন, অথবা অল্পপ্রাণরহিত জলে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি আসন উঠাইয়া রাখিলেন, পাদোদক, পাদপীঠ, 'পাদকঠলিক' সামলাইয়া রাখিলেন, অন্ন-ভাণ্ড ধুইয়া সামলাইয়া রাখিলেন, পানীয় পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখিলেন, ভোজন-শালা সম্মার্জ্জন করিলেন। যিনি পানীয় জলের কলসী, পরিভোগ্য জলের কলসী অথবা পায়খানার জল-পাত্র জলশূন্য দেখিয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া রাখিলেন। যদি জলপাত্র অতিরিক্ত ভারী হইল তাহা হইলে হস্তসঙ্কেতে অন্যকে আহ্বান করিয়া জলপাত্র ধরাধরি করিয়া জলপূর্ণ করিয়া রাখিলেন ; তজ্জন্য বাক্যোচ্চারণ করিলেন না।

বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করা ভিক্ষুগণের রীতি ছিল। সেই ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া তিনমাস পরে শয্যাসন তুলিয়া রাখিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, শ্রাবস্তী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবনে অনাথপিণ্ডদের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুক-দিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ভগবানের রীতি ছিল। ভগবান সেই ভিক্ষুদিগকে কহিলেন ঃ—ভিক্ষুগণ ! নিরুপদ্রবে ছিলে ত, সমগ্রভাবে, মনানন্দে নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে বর্ষা যাপন করিয়াছ ত ? ভিক্ষান্নে ক্লিষ্ট হও নাই ত ?"

"ভগবন্ ! আমরা নিরুদ্বেগে ছিলাম এবং সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে ও সুখে বর্ষা যাপন করিয়াছি, ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও কষ্ট পাই নাই।"

তথাগতগণ কোন কোন বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোন কোন বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না, সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আবার সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণ সার্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, নিরর্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন না ; তথাগতদিগের নিরর্থক বিষয়ের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে। দ্বিবিধ কারণে বুদ্ধ ভগবান ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'ধর্ম্মদেশনা করিব অথবা শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদ স্থাপন করিব।'

ভগবান সেই ভিক্ষুদিগকে কহিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ ! তোমরা কিরূপে সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে বর্ষাবাস করিয়াছ এবং কিরূপেই বা ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হও নাই ?"

"প্রভো ! আমরা সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ়মিত্রভাবাপন্ন বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশল জনপদের এক আবাসে বর্ষাবাসনিরত ছিলাম। তখন আমাদের মনে এই চিন্তা উদিত

হইয়াছিল : 'আমরা কোন্ উপায়ে সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে বর্ষাবাস করিতে পারিব এবং ভিক্ষান্নেও ক্লিষ্ট হইব না ?' তখন আবার আমাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'যদি আমরা পরস্পর আলাপসালাপ না করি এবং যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন তিনি আসন পাতেন, পাদোদক পাদপীঠ, পাদকঠলিক স্থাপন করেন, অন্ন-ভাণ্ড ধুইয়া রাখেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন তিনি ইচ্ছা হইলে ভোজনাবশেষ ভোজন করেন, ইচ্ছা না হইলে তৃণহীন ভূমিতে অথবা অল্পপ্রাণরহিত জলে নিক্ষেপ করেন, আসন তুলিয়া রাখেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকঠলিক সামলাইয়া রাখেন, অন্ন-ভাণ্ড ধুইয়া সামলাইয়া রাখেন, পানীয় পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখেন, ভোজন-শালা সম্মার্জ্জন করেন এবং যিনি পানীয় জলের কলসী, পরিভোগ্য জলের কলসী অথবা পায়খানার জলপাত্র জলশূন্য দেখিয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া রাখেন, যদি জলপাত্র অতিরিক্ত ভারী হয় তাহা হইলে অন্যকে হস্তসঙ্কেতে আহ্বান করিয়া ধরাধরি করিয়া পাত্র জলপূর্ণ করেন, তজ্জন্য বাক্যোচ্চারণ না করেন, তাহা হইলে আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে ও সুখে বর্ষাবাস করিতে সমর্থ হইব এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হইব না।' প্রভো ! এই চিন্তা করিয়া আমরা পরস্পর আলাপসালাপ করিলাম না। যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া প্রত্যাগমন করিতেন তিনি আসন পাতিতেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকঠলিক স্থাপন করিতেন, অন্ন-পাত্র ধুইয়া স্থাপন করিতেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করিতেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়া প্রত্যাগমন করিতেন তিনি ইচ্ছা হইলে ভোজনাবশেষ ভোজন করিতেন, ইচ্ছা না হইলে তৃণহীন ভূমিতে পরিত্যাগ করিতেন অথবা অল্পপ্রাণরহিত জলে নিক্ষেপ করিতেন। তিনি আসন তুলিয়া রাখিতেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকঠলিক সামলাইয়া রাখিতেন, অন্ন-পাত্র ধুইয়া সামলাইয়া রাখিতেন, পানীয় পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখিতেন, ভোজন-শালা সম্মার্জ্জন করিতেন। যিনি পানীয়জলের কলসী, পরিভোগ্য জলের কলসী অথবা পায়খানার জলপাত্র জলশূন্য দেখিয়া তাহা জলপূর্ণ করিতেন। যদি জলপাত্র অতিরিক্ত ভারী হইত তাহা হইলে হাতের ইসারায় অন্যকে আহ্বান করিয়া জলপাত্র ধরাধরি করিয়া জলপূর্ণ করিতেন, তজ্জন্য বাক্যোচ্চারণ করিতেন না। আমরা এইরূপে সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে বর্ষাবাস করিয়াছি এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হই নাই।"

ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ ! এই মোঘপুরুষগণ প্রতিকূলভাবে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অনুকূলভাবে সমাপ্ত করিয়াছে বলিয়া মনে

করিতেছে! পশুর[১] ন্যায় বর্ষাবাস করিয়া সুখে করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে! মেষের ন্যায় বর্ষাবাস করিয়া সুখে করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে! পরস্পর শত্রুর ন্যায় বর্ষাবাস করিয়া সুখে করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে! কেন এই মোঘপুরুষগণ তীর্থিকগণের মৌনব্রত গ্রহণ করিল! হে ভিক্ষুগণ! তাহাদের এই কার্য্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না……এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! তীর্থিকগণের মৌনব্রত গ্রহণ করিতে পারিবে না, যে গ্রহণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ বর্ষাবাসী ভিক্ষুগণ দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত ত্রুটি বিষয়ে প্রবারণা[২] করিবে। তাহা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অনুকূলতা, অপরাধ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় ও বিনয়ানুবর্ত্তিতা আনয়ন করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে প্রবারণা করিবে ঃ দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অদ্য প্রবারণা। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ প্রবারণা করিতে পারেন।" (তখন) স্থবির ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংস আবৃত করিয়া, পদের অগ্রভাগে ভর দিয়া বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিবে ঃ দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত ত্রুটি সম্বন্ধে সঙ্ঘকে প্রবারণা করিতেছি। আয়ুষ্মানগণ দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত, আমার এরূপ কোন ত্রুটি থাকিলে তাহা আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন। নিজের মধ্যে কথিত ত্রুটি দেখিলে আমি তাহার প্রতিকার করিব।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ।] উক্ত নিয়মে নবীন ভিক্ষুগণও প্রবারণা করিবে।

(২) বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মুখে বসিবার নিয়ম

১—সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুগণ পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় আসনে বসিয়া থাকিত। (তদ্দর্শনে) অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন ঃ 'কেন ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু স্থবির

১. পশুরা যেমন নিজের সুখদুঃখের কথা অপরকে বলে না, কেহ কাহাকেও সাদরসম্ভাষণ করে না ইহারাও ঠিক তাহাই করিয়াছে।—সম-পাসা।

২. বাঙ্গলা প্রবারণা অর্থে বরণ করা, অভীষ্টদান, কাম্যদান; নিবারণ, মানা, নিষেধ। বিনয় বিধানে 'প্রবারণ' বা 'প্রবারণা' অর্থে ত্রুটি বা নৈতিক স্খলন নির্দ্দেশ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। প্রবারণা এইরূপ ত্রুটি বা নৈতিক স্খলন নির্দ্দেশ করিবার উপযুক্ত অবকাশও বটে। প্রার্থী স্বীয় দোষ নির্দ্দেশ করিবার জন্য অন্যকে অনুরোধ করেন এবং অনুরুদ্ধ ব্যক্তি প্রার্থীকে তাঁহার দোষ নির্দ্দেশ করেন।

২৭

ভিক্ষুগণ পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় আসনে বসিয়া থাকে?’ সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

“হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষু পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় আসনে বসিয়া থাকে?” “হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেনঃ হে ভিক্ষুগণ! কেন সেই মোঘপুরুষগণ স্থবির ভিক্ষু পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় আসনে বসিয়া থাকে? ভিক্ষুগণ! তাহাদের এই কার্য্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না……এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ—

“হে ভিক্ষুগণ! স্থবির ভিক্ষুগণ পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় (অন্য ভিক্ষুগণ) আসনে বসিয়া থাকিতে পারিবে না, যে বসিয়া থাকিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ সকলকেই পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিতে হইবে।”

২—সেই সময় জরাদুর্ব্বল জনৈক স্থবির সকলের প্রবারণা-সমাপ্তির প্রতীক্ষায় পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া থাকায় মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ পার্শ্বে উপবিষ্ট ভিক্ষু প্রবারণা করিবার সময় পদাগ্রে ভর দিয়া বসিবে এবং প্রবারণা সমাপ্ত হইলে আসনে বসিবে।”

(৩) প্রবারণার তিথি

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ “প্রবারণা-তিথি কয়টি?” ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

“হে ভিক্ষুগণ! প্রবারণার দুই তিথি, চতুর্দ্দশী এবং পঞ্চদশী। প্রবারণার এই দুই তিথি।”

(৪) প্রবারণা-কর্ম্ম

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ “প্রবারণা-কর্ম্ম কয় প্রকার?” তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

“হে ভিক্ষুগণ! প্রবারণা-কর্ম্ম চারি প্রকার। যথাঃ—(১) ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গের

(সঙ্ঘের একাংশের) প্রবারণা-কর্ম্ম, (২) ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রসঙ্ঘের প্রবারণা কর্ম্ম, (৩) ধর্ম্মানুকূল বর্গের প্রবারণা-কর্ম্ম এবং (৪) ধর্ম্মানুকূল সমগ্রসঙ্ঘের প্রবারণা-কর্ম্ম।"

হে ভিক্ষুগণ! তন্মধ্যে এই যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ সঙ্ঘের একাংশের প্রবারণা-কর্ম্ম, তাহা করা উচিৎ নহে, আমি এইরূপ প্রবারণা-কর্ম্মের বিধান প্রদান করি নাই। এই যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রসঙ্ঘের প্রবারণা-কর্ম্ম, তাহা করা উচিৎ নহে, আমি এইরূপ প্রবারণা-কর্ম্মের বিধান প্রদান করি নাই। এই যে ধর্ম্মানুকূল বর্গের প্রবারণা-কর্ম্ম তাহা করা উচিৎ নহে, আমি এইরূপ প্রবারণা-কর্ম্মের বিধান প্রদান করি নাই। এই যে ধর্ম্মানুকূল সমগ্রসঙ্ঘের প্রবারণা-কর্ম্ম তাহাই করা উচিৎ, আমি এইরূপ প্রবারণা-কর্ম্ম করিবার জন্যই বিধান প্রদান করিয়াছি। হে ভিক্ষুগণ! অতএব তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিৎ ঃ ধর্ম্মানুকূল সমগ্রসঙ্ঘের প্রবারণা-কর্ম্ম করিব।

(৫) অনুপস্থিত ভিক্ষুর প্রবারণা

১—ভগবান, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! সমবেত হও, সঙ্ঘ প্রবারণা করিবে।" তখন জনৈক ভিক্ষু কহিলেনঃ—"প্রভো! জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হইয়াছেন, তিনি উপস্থিত হন নাই।" (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ রুগ্ন ভিক্ষুকে প্রবারণা দিতে হইবে।"

হে ভিক্ষুগণ! (প্রবারণা) এই ভাবে দিতে হইবে ঃ সেই রুগ্ন ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংস আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে ঃ 'প্রবারণার ভার দিতেছি, আমার প্রবারণার ভার লইয়া আপনি গমন করুন, আমার পক্ষ হইয়া প্রবারণা করুন' এই ভাবে দৈহিক সঙ্কেতে জ্ঞাপন করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন করিলে এবং সঙ্কেত ও বাক্যে জ্ঞাপন করিলে প্রবারণার ভার প্রদত্ত হয়। সঙ্কেতে জ্ঞাপন না করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে এবং সঙ্কেতে ও বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে প্রবারণার ভার প্রদত্ত হয় না। যদি এরূপে পারা যায় তাহা হইলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই রুগ্ন ভিক্ষুকে মঞ্চে অথবা চৌকিতে স্থাপন করিয়া সঙ্ঘসভায় আনিয়া প্রবারণা করিতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি রুগ্ন পরিচারক ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হয় ঃ 'আমরা এই রুগ্ন ভিক্ষুকে স্থানচ্যুত করিলে তাঁহার রোগবৃদ্ধি অথবা মৃত্যু হইতে পারে।' তাহা হইলে রোগীকে স্থানচ্যুত করিবে না, সঙ্ঘকে সেখানে (রোগীর বাসস্থানে) যাইয়া প্রবারণা করিতে হইবে। তজ্জন্য সঙ্ঘের একাংশ (পৃথক

ভাবে) প্রবারণা করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার ভার অর্পণ করিবার পর প্রবারণাবাহক সেস্থান হইতে প্রস্থান করে তাহা হইলে (পুনরায়) প্রবারণার ভার অন্যকে দিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার ভার দিবার পর প্রবারণাবাহক সেইস্থানেই গৃহস্থ হইয়া যায়, কালগত হয়, শ্রামণের হইয়া যায়, শিক্ষাপ্রত্যাখ্যানকারী, অন্তিমবস্তু (পারাজিক অপরাধ) প্রাপ্ত হয়, উন্মাদগ্রস্ত হয়, বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, বেদনার্ত্ত হয়, অপরাধ অদর্শনহেতু উৎক্ষিপ্তমধ্যে পরিগণিত হয়, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্তমধ্যে গণ্য হয়, হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্তমধ্যে গণ্য হয়, পণ্ডকমধ্যে গণ্য হয়, স্তেয়সংবাসকমধ্যে গণ্য হয়, তীর্থিকপ্রস্থানকমধ্যে গণ্য হয়, মানবেতরজীবমধ্যে গণ্য হয়, মাতৃহন্তারূপে গণ্য হয়, পিতৃহন্তারূপে গণ্য হয়, অর্হৎহন্তারূপে গণ্য হয়, ভিক্ষুণীদূষকরূপে গণ্য হয়, সঙ্ঘভেদকরূপে গণ্য হয়, রক্তপাতকরূপে গণ্য হয়, উভয়লক্ষণবিশিষ্টে গণ্য হয় তাহা হইলে প্রবারণার ভার অন্যকে প্রদান করিবে। [অবশিষ্টাংশ উপোষথ-স্কন্ধকে বর্ণিত 'পরিশুদ্ধি' প্রদান সদৃশ; কেবল 'পরিশুদ্ধি' স্থলে 'প্রবারণা' পড়িতে হইবে।]

৩—সেই সময়ে প্রবারণা-দিবসে জনৈক ভিক্ষুকে তাহার জ্ঞাতিগণ আবদ্ধ করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণা-দিবসে কোন ভিক্ষুকে তাহার জ্ঞাতিগণ আবদ্ধ করে তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে ভিক্ষুগণের এরূপ বলিতে হইবে : "আয়ুষ্মানগণ! আপনারা এই ভিক্ষুকে মুহূর্ত্তের নিমিত্ত মুক্তিদান করুন যাহাতে প্রবারণা করিতে পারেন।" এই ভাবে মুক্ত করিতে পারিলে ভাল, যদি মুক্ত করিতে পারা না যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে এরূপ বলিতে হইবে : "আয়ুষ্মানগণ! আপনারা মুহূর্ত্তের জন্য একান্তে অপসৃত হউন যাহাতে এই ভিক্ষু প্রবারণার ভার অপরকে প্রদান করিতে পারেন।" এরূপে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে এইরূপ বলিতে হইবে : "আয়ুষ্মানগণ! আপনারা এই ভিক্ষুকে মুহূর্ত্তের জন্য সীমার বাহিরে লইয়া গমন করুন যেন সঙ্ঘ প্রবারণা করিতে পারেন।" এরূপে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে তজ্জন্য সঙ্ঘের একাংশ (পৃথক ভাবে) প্রবারণা করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণা-দিবসে কোন ভিক্ষুকে রাজা, ৫—চোর, ৬—ধূর্ত্ত, ৭—ভিক্ষুশত্রু আবদ্ধ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে এরূপ বলিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ জ্ঞাতি দ্বারা আবদ্ধ হওয়া সদৃশ।]

(৬) সঙ্ঘ-প্রবারণায় প্রত্যাশিত ভিক্ষুর সংখ্যা

সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণা-দিবসে পাঁচজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : 'সঙ্ঘ প্রবারণা করিতে হইবে', অথচ আমরা পাঁচজন মাত্র, অতএব আমরা কিরূপ প্রবারণা করিব ?" ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পাঁচজনে সঙ্ঘ প্রবারণা করিবে।"

(৭) অন্যান্য প্রবারণার বিষয়

১—সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণা-দিবসে চারিজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : 'পাঁচজনে সঙ্ঘ প্রবারণা করিবে', অথচ আমরা চারিজন মাত্র, অতএব আমরা কিরূপ প্রবারণা করিব ?" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চারিজনে পরস্পর প্রবারণা করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে প্রবারণা করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : "আয়ুষ্মানগণ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অদ্য প্রবারণা। যদি আয়ুষ্মানগণ উচিৎ বোধ করেন তাহা হইলে আমরা পরস্পর প্রবারণা করিতে পারি।" (অতঃপর) স্থবির ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংস আবৃত করিয়া পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলিবে : "বন্ধুগণ ! আপনারা যদি আমার কোন অপরাধ দেখিয়া থাকেন, শ্রবণ করিয়া থাকেন অথবা আমার অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আয়ুষ্মানগণ অনুকম্পা করিয়া আমাকে জ্ঞাপন করুন (প্রদর্শন করুন), (আমি) দেখিলে (তাহার) প্রতিকার করিব। [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে।] উক্ত নিয়মে নবীন ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবে।

২—সেই সময়ে প্রবারণা-দিবসে এক আবাসে তিনজন মাত্র ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : 'পাঁচজনে সঙ্ঘ প্রবারণা করিবে, চারিজনকে পরস্পর প্রবারণা করিতে হইবে', অথচ আমরা তিনজন মাত্র, অতএব আমরা কিরূপ প্রবারণা করিব ?" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তিনজনে পরস্পর প্রবারণা করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে পরস্পরে প্রবারণা করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সেই ভিক্ষুদিগকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : "আয়ুষ্মানগণ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অদ্য প্রবারণা। যদি আয়ুষ্মানগণ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে আমরা পরস্পর প্রবারণা করিতে পারি।" (অতঃপর) স্থবির ভিক্ষু দেহের একাংস উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলিবে : "বন্ধুগণ! আপনারা যদি আমার কোন অপরাধ দেখিয়া থাকেন, শ্রবণ করিয়া থাকেন অথবা আমার অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আয়ুষ্মানগণ অনুকম্পা করিয়া আমাকে বলুন (প্রদর্শন করুন), (আমি) দেখিলে (সেই অপরাধের) প্রতিকার করিব।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ] উক্ত নিয়মে নবীন ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবে।

৩—সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণা-দিবসে দুইজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "ভগবান পাঁচজন ভিক্ষুকে সঙ্ঘ প্রবারণা করিতে, চারিজনকে পরস্পর প্রবারণা করিতে এবং তিনজনকে পরস্পর প্রবারণা করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, অথচ আমরা দুইজন মাত্র, অতএব আমাদিগকে কিরূপ প্রবারণা করিতে হইবে?" ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুইজনে পরস্পর প্রবারণা করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে প্রবারণা করিবে : স্থবির ভিক্ষু দেহের একাংস উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া, পদের অগ্রভাগে ভর করিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নূতন ভিক্ষুকে এরূপ বলিবে : "বন্ধো! আপনি যদি আমার কোন অপরাধ দেখিয়া থাকেন, শ্রবণ করিয়া থাকেন অথবা আমার অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আয়ুষ্মান অনুকম্পা করিয়া আমাকে বলুন (প্রদর্শন করুন), আমি দেখিলে (সেই অপরাধের) প্রতিকার করিব।" [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ।] উক্ত নিয়মে নবীন ভিক্ষু প্রবারণা করিবে।

(৮) একজনের প্রবারণা

সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণা দিবসে একজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : 'পাঁচজনে সঙ্ঘ প্রবারণা করিবে, চারিজনে পরস্পরে প্রবারণা করিবে, তিনজনে পরস্পরে প্রবারণা কারবে এবং দুইজনেও পরস্পরে প্রবারণা করিবে। অথচ আমি একজন মাত্র, অতএব

এখন আমাকে কিরূপ প্রবারণা করিতে হইবে ?' ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ ! যদি প্রবারণা-দিবসে কোন আবাসে মাত্র একজন ভিক্ষু অবস্থান করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে যেই উপস্থানশালা, মণ্ডপ অথবা বৃক্ষমূলে ভিক্ষুগণ আগমন করে সেই স্থান সম্মার্জ্জন করিয়া, তথায় পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করিয়া, আসন পাতিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। যদি অপর ভিক্ষুগণ আসে তাহা হইলে তাহাদের সহিত প্রবারণা করিতে হইবে। যদি না আসে তাহা হইলে 'অদ্য আমার প্রবারণা' এই বলিয়া অধিষ্ঠান করিতে হইবে। যদি অধিষ্ঠান না করে তাহা হইলে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। [অবশিষ্টাংশ ১৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কেবল 'উপোষথ' ও 'পরিশুদ্ধি' স্থানে 'প্রবারণা' পড়িতে হইবে।]

(৯) প্রবারণা-সময়ে অপরাধের প্রতিকার

সেই সময়ে প্রবারণা করিবার সময় জনৈক ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন ঃ 'অপরাধী ভিক্ষু প্রবারণা করিতে পারিবে না', আমি অপরাধী হইয়াছি, এখন আমায় কি করিতে হইবে ?" তিনি ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ ! যদি প্রবারণা-দিবসে কোন ভিক্ষু অপরাধী হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংস আবৃত করিয়া, পদের অগ্রভাগে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে ঃ "বন্ধো ! আমি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি তাহা (আপনার নিকট) প্রতিদেশনা (প্রকাশ) করিতেছি।" সেই ভিক্ষু বলিবে ঃ "আপনি (কৃতঅপরাধ) দেখিতেছেন কি ?" "হাঁ, দেখিতেছি (স্বীকার করিতেছি)।" "তাহা হইলে আপনি এবিষয়ে ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।" [অবশিষ্টাংশ ১৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কেবল 'প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময়' স্থানে 'প্রবারণা করিবার সময়' পড়িতে হইবে।]

॥ প্রথম ভণিতা সমাপ্ত ॥

কোন ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত নীতিবিরুদ্ধ প্রবারণা

ক. (৫) আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুর অনুপস্থিতি না জানিয়া কৃত নির্দ্দোষ প্রবারণা

সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণার সময় বহুসংখ্যক আবাসবাসী ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় পাঁচজন বা ততোধিক। তাঁহারা জানিতেন না

আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ অনুপস্থিত আছেন। তাঁহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া প্রবারণা করিতেছিলেন। তাঁহাদের প্রবারণা করিবার সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অথচ তাঁহারা সংখ্যায় (পূর্ব্বাগতদিগের অপেক্ষা) অধিক। তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে প্রবারণার সময় আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় পাঁচজন বা তদধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া প্রবারণা করিতে থাকে। তাহারা প্রবারণা করিবার সময় আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহারা সংখ্যায় (পূর্ব্বাগতের অপেক্ষা) অধিক। ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুদিগকে (পূর্ব্বাগতকে) পুনরায় প্রবারণা করিতে হইবে, ইহাতে প্রবারণাকারীর অপরাধ হইবে না। [অবশিষ্টাংশ ১৫০ হইতে ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কেবল 'উপোষথের' স্থানে 'প্রবারণা' এবং 'চারি ভিক্ষুর' স্থানে 'পাঁচ ভিক্ষু' পড়িতে হইবে।]

॥ দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত ॥

অসাধারণাবস্থায় প্রবারণা

(১) বিশেষ অবস্থায় সংক্ষিপ্ত প্রবারণা

১—(ক) সেই সময়ে কোশল জনপদের এক আবাসে প্রবারণার সময় শবরের (বন্যজাতির) উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ত্রিবাক্যে[১] প্রবারণা করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ দ্বিবাক্যে প্রবারণা করিবে।"

(খ) অধিকতর শবর-উপদ্রব উপস্থিত হইল। ভিক্ষুগণ দ্বিবাক্যেও প্রবারণা করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ একবাক্যে প্রবারণা করিবে।"

(গ) শবরের উপদ্রব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। ভিক্ষুগণ একবাক্যেও প্রবারণা করিতে পারিলেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

১. 'মাননীয় সঙ্ঘের নিকট প্রবারণা……করিব' এই বাক্য তিনবার বলা।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ সমবয়স্ক[১] ভিক্ষুগণ একসঙ্গে প্রবারণা করিবে।"

২—সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণার সময় জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত করিল। তখন সেই স্থানে উপস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "এই জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যদি সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ অপ্রবারিত থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে। এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে?" ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন আবাসে প্রবারণার সময় জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া যায় এবং সেখানের ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এই অবস্থায় সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করিলে সঙ্ঘ অপ্রবারিতই থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে' তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবেঃ "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন; জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, যদি সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ অপ্রবারিতই থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে। অতএব সঙ্ঘ উচিৎ মনে করিলে দ্বিবাক্যে, একবাক্যে কিংবা সমবয়স্কের প্রবারণা করিতে পারেন।"

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন আবাসে প্রবারণায় সময় ভিক্ষুগণ ধর্ম্মচর্চ্চা করায়, সৌত্রান্তিকগণ সূত্র সঙ্গায়ন করায়, বিনয়ধরগণ বিনয় মীমাংসা করায়, ধর্ম্মকথিকগণ ধর্ম্মালোচনা করায় এবং ভিক্ষুগণ কলহে রত থাকায় রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হয় এবং আবাসবাসী ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'ভিক্ষুগণের কলহ হেতু রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছে, সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করিলে সঙ্ঘ অপ্রবারিতই থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে।' তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবেঃ 'মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুনঃ—ভিক্ষুগণ কলহরত থাকায় রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছে, যদি সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সঙ্ঘও অপ্রবারিত থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে, অতএব সঙ্ঘ উচিৎ মনে করিলে দ্বিবাক্যে, একবাক্যে কিংবা সমবয়স্কের প্রবারণা করিতে পারেন।'

---

১. 'মাননীয় সঙ্ঘের নিকট প্রবারণা……করিব' এই বাক্য সমবয়স্ক ভিক্ষুগণ একসঙ্গে সমস্বরে বলিবে।

২৮

৪—সেই সময়ে কোশল জনপদের এক আবাসে প্রবারণার সময় বৃহৎভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হইয়াছিলেন, সেখানে বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থান অল্পই ছিল এবং আকাশেও মেঘ উঠিয়াছিল। অনন্তর সেই ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'এখানে বৃহৎভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হইয়াছেন, বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থানও অল্প এবং মহামেঘও উত্থিত হইয়াছে। যদি সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সঙ্ঘও অপ্রবারিত থাকিবেন এবং বৃষ্টিও বর্ষিত হইবে। অতএব এখন আমরা কি করিব?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন আবাসে প্রবারণার সময় বৃহৎভিক্ষু-সঙ্ঘ সমবেত হয়, সেখানে বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থানেরও অভাব হয়, আকাশেও মেঘ উত্থিত হয় এবং সেখানের ভিক্ষুদিগের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় ঃ 'এখানে এই বৃহৎভিক্ষু-সঙ্ঘ সমবেত হইয়াছেন, বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থানও এখানে অল্প এবং মহামেঘও উঠিয়াছে, সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করিলে সঙ্ঘও অপ্রবারিত থাকিবেন, মেঘও বর্ষণ করিবে।' তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ 'মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, এখানে বৃহৎভিক্ষু-সঙ্ঘ সমবেত হইয়াছেন, বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থানও এখানে অল্প এবং মহামেঘও উঠিয়াছে। যদি সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সঙ্ঘও অপ্রবারিত থাকিবেন এবং মেঘও বর্ষণ করিবে। অতএব সঙ্ঘ উচিৎ মনে করিলে দ্বিবাক্যে, একবাক্যে অথবা সমবয়স্কের প্রবারণা করিতে পারেন।"

৫—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন আবাসে প্রবারণার সময় রাজার উপদ্রব, ৬—চোরের উপদ্রব, ৭—অগ্নির উপদ্রব, ৮—জলের উপদ্রব, ৯—মনুষ্যের উপদ্রব, ১০—অমনুষ্যের (ভূত, প্রেতের) উপদ্রব, ১১—হিংস্রজন্তুর উৎপাত, ১২—সরীসৃপের উৎপাত, ১৩—জীবননাশের আশঙ্কা, ১৪—ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা উপস্থিত হয় এবং সেখানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় ঃ 'এখন ব্রহ্মচর্য্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, যদি সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় সঙ্ঘ অপ্রবারিতই থাকিবেন' তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ—'মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন ঃ এখন এখানে ব্রহ্মচর্য্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, যদি সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় সঙ্ঘ অপ্রবারিতই থাকিবেন। অতএব সঙ্ঘ উচিৎ মনে করিলে দ্বিবাক্যে, একবাক্যে অথবা সমবয়স্কের প্রবারণা করিতে পারেন।'

(২) অপরাধীর প্রবারণা নিষিদ্ধ

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অপরাধী হইয়া প্রবারণা করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! অপরাধী প্রবারণা করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যে অপরাধী হইয়া প্রবারণা করিবে অবকাশ করাইয়া তাহার উপর দোষারোপ করিবে।"

প্রবারণা স্থগিত করা

(১) অবকাশ না করিলে স্থগিত করিবে

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অবকাশ করাইবার সময় অবকাশ করিতে ইচ্ছা করিত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যে অবকাশ করিবে না তাহার প্রবারণা স্থগিত করিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এই ভাবে স্থগিত করিবে ঃ উপস্থিত প্রবারণা চতুর্দ্দশী কিংবা পঞ্চদশীতে সেই ব্যক্তির (অপরাধীর) উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু বলিবে ঃ "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন ঃ অমুকনামীয় ভিক্ষু অপরাধী হইয়া প্রবারণা করিতেছেন, অতএব আমি তাঁহার প্রবারণা স্থগিত করিতেছি। তিনি উপস্থিত থাকিলেও প্রবারণা করিতে পারিবেন না।" এইভাবে প্রবারণা স্থগিত করা হয়।

(২) অন্যায়ভাবে স্থগিত করা

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু 'প্রথমেই সুশীল ভিক্ষুগণ আমাদের প্রবারণা স্থগিত করেন' এই ভাবিয়া তাহারা প্রথমেই অবিষয়ে, অকারণে পরিশুদ্ধ নিরপরাধ ভিক্ষুগণের প্রবারণা স্থগিত করিতে লাগিল। প্রবারিতগণেরও প্রবারণা স্থগিত করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! অবিষয়ে, অকারণে পরিশুদ্ধ এবং নিরপরাধ ভিক্ষুদিগের প্রবারণা স্থগিত করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! প্রবারিতদিগের (যাহাদের প্রবারণা করা সমাপ্ত হইয়াছে) প্রবারণা স্থগিত করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৩) প্রবারণা স্থগিত করিবার পদ্ধতি

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে প্রবারণা স্থগিত হয় এবং এইভাবে স্থগিত হয় না।

১—হে ভিক্ষুগণ! কি ভাবে প্রবারণা স্থগিত হয় না? ভিক্ষুগণ! যদি কেহ ত্রিবাক্যে প্রবারণা কহিয়া বলিয়া সমাপ্ত করিবার পর অন্য ব্যক্তি তাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে প্রবারণা স্থগিত হয় না। ভিক্ষুগণ! যদি দ্বিবাক্যে, একবাক্যে এবং সমবয়স্কগণ প্রবারণা কহিয়া বলিয়া সমাপ্ত করিবার পর অন্য ব্যক্তি তাহাদের প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলেও প্রবারণা স্থগিত হয় না। ভিক্ষুগণ! এইভাবে প্রবারণা স্থগিত হয় না।

২—হে ভিক্ষুগণ! কিভাবে প্রবারণা স্থগিত হয়? ভিক্ষুগণ! যদি কেহ ত্রিবাক্যে প্রবারণা কহিয়া বলিয়া সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে অন্য ব্যক্তি তাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে প্রবারণা স্থগিত হয়। ভিক্ষুগণ! যদি দ্বিবাক্যে, একবাক্যে এবং সমবয়স্কগণ প্রবারণা কহিয়া বলিয়া সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে অন্য ব্যক্তি তাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে প্রবারণা স্থগিত হয়। ভিক্ষুগণ! এইভাবে প্রবারণা স্থগিত হয়।

(৪) বাধাদানে প্রবারণা পূর্ণ করা

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার সময় কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ এরূপ জানে—'এই আয়ুষ্মানের (যাহার স্থগিত করে তাহার) কায়িক আচার অপরিশুদ্ধ, বাচনিক আচার অপরিশুদ্ধ, জীবিকা অপরিশুদ্ধ, সে মূর্খ, অদক্ষ এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে যথাযথ উত্তর দিতে পারিবে না।' তাহা হইলে 'ভিক্ষু! ঝগড়া, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ না হউক' এই বলিয়া স্থগিতকারীকে বাধা দিয়া সঙ্ঘের প্রবারণা করা উচিৎ।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার সময় কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ এরূপ জানে 'এই আয়ুষ্মানের (যাঁহার প্রবারণা স্থগিত করে তাঁহার) কায়িক আচার পরিশুদ্ধ, বাচনিক আচার অপরিশুদ্ধ, জীবিকা অপরিশুদ্ধ, সে মূর্খ, অদক্ষ এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে সমর্থ নহে।' তাহা হইলে 'ভিক্ষু! ঝগড়া, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ না হউক' এই বলিয়া স্থগিত-কারীকে বাধা দিয়া সঙ্ঘের প্রবারণা করা উচিৎ।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার সময় কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ এইরূপ জানে 'এই আয়ুষ্মানের (যাঁহার প্রবারণা স্থগিত করে তাঁহার) কায়িক আচার পরিশুদ্ধ, বাচনিক আচার পরিশুদ্ধ, জীবিকা

অপরিশুদ্ধ, সে মূর্খ, অদক্ষ এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে সমর্থ নহে।' তাহা হইলে 'ভিক্ষু! ঝগড়া, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদ না হউক' এই বলিয়া স্থগিতকারীকে বাধা দিয়া সঙ্ঘের প্রবারণা করা উচিৎ।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার সময় কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ এইরূপ জানে 'এই আয়ুষ্মানের (যাঁহার প্রবারণা স্থগিত করে তাঁহার) কায়িক আচার পরিশুদ্ধ, বাচনিক আচার পরিশুদ্ধ, জীবিকা পরিশুদ্ধ, কিন্তু সে মূর্খ, অদক্ষ এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে সমর্থ নহে।' তাহা হইলে 'ভিক্ষু! ঝগড়া, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদ না হউক' এই বলিয়া স্থগিতকারীকে বাধা দিয়া সঙ্ঘের প্রবারণা করা উচিৎ।

(৫) দণ্ডদানে প্রবারণা করা

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার সময় কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ এইরূপ জানে 'এই আয়ুষ্মানের (যাঁহার প্রবারণা স্থগিত করে তাঁহার) কায়িক আচার, বাচনিক আচার ও জীবিকা পরিশুদ্ধ, তিনি পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে সমর্থ।' তাঁহাকে (যিনি প্রবারণা স্থগিত করেন) এরূপ জিজ্ঞাসা করা উচিৎ: 'বন্ধো! আপনি যে এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছেন তাহা কোন্ বিষয়ে স্থগিত করিতেছেন? শীল সম্বন্ধীয় অপরাধে কি স্থগিত করিতেছেন? আচারসম্বন্ধীয় অপরাধে কি স্থগিত করিতেছেন? দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধে কি স্থগিত করিতেছেন?' যদি তিনি বলেন 'শীলসম্বন্ধীয় অপরাধে স্থগিত করিতেছি অথবা আচারসম্বন্ধীয় অপরাধে স্থগিত করিতেছি কিংবা দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধে স্থগিত করিতেছি' তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে: 'আয়ুষ্মান শীলসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানেন কি? আচার সম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানেন কি? এবং দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানেন কি?' তিনি যদি বলেন, 'আমি শীলসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানি, আচারসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানি এবং দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহাও জানি।' তাহা হইলে তাঁহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করা উচিৎ: 'বন্ধো! শীলসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে কহে? আচারসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে কহে এবং দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধই বা কাহাকে কহে?' যদি তিনি বলেন, 'চতুর্ব্বিধ 'পারাজিক' এবং ত্রয়োদশ 'সংঘাদিসেস' ইহা শীলসম্বন্ধীয় অপরাধ; 'থুল্লচ্চয়', 'পাচিত্তিয়,, 'পাটিদেসনীয়', 'দুক্কট' এবং 'দুব্ভাসিত' ইহা আচারসম্বন্ধীয়

অপরাধ; মিথ্যাদৃষ্টি এবং অন্তগ্রাহীদৃষ্টি (চরম মত)[১] ইহা দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধ।' তাহা হইলে তাঁহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিবে ঃ 'বন্ধো ! আপনি যে এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছেন তাহা কোন ত্রুটি দেখিয়া কি স্থগিত করিতেছেন ? শুনিয়া কি স্থগিত করিতেছেন ? অথবা অনুমান করিয়া কি স্থগিত করিতেছেন ?' যদি তিনি এরূপ বলেন ঃ 'কোন ত্রুটি দেখিয়া স্থগিত করিতেছি, অথবা শুনিয়া স্থগিত করিতেছি, কিংবা অনুমান করিয়া স্থগিত করিতেছি।' তাহা হইলে তাহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিবে ঃ 'বন্ধো ! আপনি যে এই ভিক্ষুর প্রবারণা ত্রুটি দেখিয়া স্থগিত করিতেছেন বলিয়া বলিলেন, আপনি কি দেখিয়াছেন ? কিসে দেখিয়াছেন ? কখন দেখিয়াছেন ? কোথায় দেখিয়াছেন ? তাঁহাকে কি 'পারাজিক' অপরাধ করিতে দেখিয়াছেন ? 'সংঘাদিসেস' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন ? 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন ? 'পাটিদেসনীয়' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন ? 'দুক্কট' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন ? 'দুব্ভাসিত'অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন ? তখন আপনি কোথায় ছিলেন এবং এই ভিক্ষুই বা কোথায় ছিলেন ? তখন আপনি কি করিতেছিলেন এবং এই ভিক্ষুই বা কি করিতেছিলেন ?' তিনি যদি তদুত্তরে কহেন ঃ 'বন্ধো ! আমি এই ভিক্ষুর প্রবারণা (কোন অপরাধ) দেখিয়া স্থগিত করিতেছি না ; কিন্তু (অপরাধের কথা) শুনিয়া স্থগিত করিতেছি।' তাহা হইলে তাহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিবে ঃ 'বন্ধো ! আপনি যে শুনিয়া এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছেন, আপনি কি শুনিয়াছেন ? কিসে শুনিয়াছেন ? কখন শুনিয়াছেন ? কোথায় শুনিয়াছেন ? 'পারাজিক' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন ? 'সংঘাদিসেস' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন ? 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন ? 'পাটিদেসনীয়' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন ? 'দুক্কট' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন ? 'দুব্ভাসিত' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন ? ভিক্ষুর নিকট কি শুনিয়াছেন ? ভিক্ষুণীর নিকট কি শুনিয়াছেন ? শিক্ষমানার নিকট কি শুনিয়াছেন ? শ্রামণেরের নিকট কি শুনিয়াছেন ? শ্রামণেরীর নিকট কি শুনিয়াছেন ? উপাসকের নিকট কি শুনিয়াছেন ? উপাসিকার নিকট কি শুনিয়াছেন ? রাজার নিকট কি শুনিয়াছেন ? রাজার অমাত্যদিগের নিকট কি শুনিয়াছেন ? তীর্থিকদিগের নিকট কি শুনিয়াছেন ? তীর্থিক-শ্রাবকদিগের নিকট কি শুনিয়াছেন ?' তিনি যদি তদুত্তরে কহেন ঃ 'বন্ধো ! আমি এই ভিক্ষুর প্রবারণা শুনিয়া স্থগিত করিতেছি না ; কিন্তু অনুমান করিয়া স্থগিত করিতেছি।' তাহা হইলে তাহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিবে ঃ 'বন্ধো !

১. আত্মা নিত্য অথবা সন্ততি রহিত বলিয়া স্বীকার করা।

আপনি যে অনুমান করিয়া এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছেন, কি অনুমান করিতেছেন? কিসে অনুমান করিতেছেন? কখন হইতে অনুমান করিতেছেন? কোথায় অনুমান করিতেছেন? 'পারাজিক'[১] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'সংঘাদিসেস'[২] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'থুল্লচ্চয়'[৩] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'পাটিদেসনীয়'[৪] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'পাচিত্তিয়'[৫] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'দুক্কট'[৬] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'দুব্ভাসিত'[৭] অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? ভিক্ষুর নিকট শুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? ভিক্ষুণীর নিকট শুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? শিক্ষমানার নিকট শুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? শ্রামণেরের নিকট শুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? শ্রামণেরীর নিকট শুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? উপাসকের নিকট শুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? উপাসিকার নিকট শুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? রাজন্যবর্গের নিকট শুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? রাজার অমাত্যদিগের নিকট শুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? তীর্থিকদিগের নিকট শুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? তীর্থিক-শ্রাবকদিগের নিকট শুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন?' তদুত্তরে যদি তিনি বলেন: 'বন্ধো! আমি এই ভিক্ষুর প্রবারণা অনুমান করিয়া স্থগিত করিতেছি না; কিন্তু আমিও জানি না যে কেন এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছি।'

হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু প্রত্যুত্তর দানে বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীদিগের (সতীর্থগণের) চিত্ত সন্তুষ্ট করিতে না পারে তাহা হইলে বলা উচিৎ: যাহার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে সেই ভিক্ষু নির্দ্দোষী। হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু প্রত্যুত্তর দানে বিজ্ঞ সব্রহ্মচারীদিগের চিত্ত সন্তুষ্ট করিতে পারে তাহা হইলে বলা উচিৎ: যাহার উপর দোষ আরোপিত হইয়াছে সেই ভিক্ষু দোষী। ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু (অন্যকে) অমূলক 'পারাজিক' অপরাধে অপরাধী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে তাহার উপর 'সঙ্ঘাদিসেস'[৮] অপরাধ আরোপ করিয়া

---

১. যেই অপরাধে অপরাধী হইলে ভিক্ষু ভিক্ষুত্ব হইতে ভ্রষ্ট হয়। ২. যেই অপরাধ করিলে সঙ্ঘের নিকট 'পরিবাস' দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। সঙ্ঘই দণ্ডদান করেন আবার সঙ্ঘই দণ্ড হইতে মুক্তিদান করিয়া সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দান করেন। সঙ্ঘ আদিতে এবং অন্তে প্রয়োজন বলিয়া সঙ্ঘাদিশেষ। ৩. দেশনা (প্রকাশ কিংবা স্বীকার) করিয়া যেই সব অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে ইহা স্থূল (গুরুতর)। ৪. ৫. ৬. ৭. এই সমস্ত অপরাধ অন্যের নিকট স্বীকার করিলে এবং ভবিষ্যতে সাবধান হইবে বলিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৮. সূত্রবিভঙ্গে বর্ণিত অষ্টম সঙ্ঘাদিশেষ শিক্ষাপদ দ্রষ্টব্য।

সঙ্ঘের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু (অন্যকে) অমূলক 'সঙ্ঘাদিসেস' অপরাধে অপরাধী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রতিকার করাইয়া সঙ্ঘের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু (অন্যকে) অমূলক 'থুল্লচ্চয়', 'পাচিত্তিয়' 'পাটিদেসনীয়', 'তুক্কট' অথবা 'তুব্ভাসিত' অপরাধে অপরাধী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রতিকার করাইয়া সঙ্ঘের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপিত ভিক্ষু 'পারাজিক' অপরাধে অপরাধী হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া সঙ্ঘের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপিত ভিক্ষু 'সঙ্ঘাদিসেস' অপরাধে অপরাধী হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে তাহার উপর 'সঙ্ঘাদিসেস' অপরাধ আরোপ করিয়া সঙ্ঘের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপিত ভিক্ষু 'থুল্লচ্চয়', 'পাচিত্তিয়', 'পাটিদেসনীয়', 'তুক্কট' অথবা 'তুব্ভাসিত' অপরাধ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রতিকার করাইয়া সঙ্ঘকে প্রবারণা করিতে হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণার সময় 'থুল্লচ্চয়' অপরাধে অপরাধী হয় এবং (সেই অপরাধকে) কোন কোন ভিক্ষু 'থুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কোন কোন ভিক্ষু 'সঙ্ঘাদিসেস' মনে করে তাহা হইলে যাহারা 'থুল্লচ্চয়' মনে করে তাহাদিগকে একান্তে সেই ভিক্ষুকে (অপরাধীকে) লইয়া যাইয়া ধর্ম্মানুসারে অপরাধের প্রতিকার করাইয়া সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিতে হইবে: 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু যেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল ধর্ম্মানুসারে সেই অপরাধের প্রতিকার করা হইয়াছে অতএব সঙ্ঘ উচিৎ মনে করিলে প্রবারণা করিতে পারেন।'

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণা দিবসে 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ করিয়া থাকে এবং (তাহার সেই অপরাধকে) কেহ কেহ 'থুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কেহ কেহ 'পাচিত্তিয়' মনে করে; কেহ কেহ 'থুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'পাটিদেসনীয়' মনে করে; কেহ কেহ বা 'থুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'তুক্কট' মনে করে; কেহ কেহ বা 'থুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'তুব্ভাসিত' মনে করে, তাহা হইলে যাহারা 'থুল্লচ্চয়' মনে করে তাহাদিগকে একান্তে সেই ভিক্ষুকে লইয়া যাইয়া ধর্ম্মানুসারে (অপরাধের) প্রতিকার করাইয়া সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিতে হইবে: 'বন্ধুগণ! সেই ভিক্ষু যেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল ধর্ম্মানুসারে তাহার সেই অপরাধের প্রতিকার করা হইয়াছে, অতএব সঙ্ঘ উচিৎ মনে করিলে প্রবারণা করিতে পারেন।'

৪—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণা দিবসে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ করিয়া থাকে, ৫—'পাটিদেসনীয়' অপরাধ করিয়া থাকে, ৬—'তুক্কট' অপরাধ করিয়া থাকে অথবা ৭—'তুব্ভাসিত' অপরাধ করিয়া থাকে এবং (তাহার সেই অপরাধকে) কেহ কেহ 'তুব্ভাসিত' মনে করে আবার কেহ কেহ বা 'সঙ্ঘাদিসেস' মনে করে তাহা হইলে যাহারা 'তুব্ভাসিত' মনে করে তাহাদিগকে সেই ভিক্ষুকে একান্তে লইয়া যাইয়া, ধর্ম্মানুসারে (অপরাধের) প্রতিকার করাইয়া, সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইয়া, এরূপ বলিতে হইবে ঃ 'বন্ধো ! সেই ভিক্ষু যেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল সে ধর্ম্মানুসারে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়াছে, অতএব সঙ্ঘ উচিৎ মনে করিলে প্রবারণা করিতে পারেন।'

হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণার সময় 'তুব্ভাসিত' অপরাধ করিয়া থাকে এবং তাহার সেই অপরাধকে কেহ কেহ বা 'তুব্ভাসিত' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'থুল্লচ্চয়' মনে করে, কেহ কেহ বা 'তুব্ভাসিত' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'পাচিত্তিয়' মনে করে, কেহ কেহ বা 'তুব্ভাসিত' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'পাটিদেসনীয়' মনে করে ; কেহ কেহ বা 'তুব্ভাসিত' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'তুক্কট' মনে করে তাহা হইলে যাহারা 'তুব্ভাসিত' মনে করে তাহাদিগকে একান্তে সেই ভিক্ষুকে লইয়া যাইয়া, ধর্ম্মানুসারে (অপরাধের) প্রতিকার করাইয়া, সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইয়া, এরূপ বলিতে হইবে ঃ 'বন্ধো ! সেই ভিক্ষু যেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল সে ধর্ম্মানুসারে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়াছে, অতএব সঙ্ঘ উচিৎ মনে করিলে প্রবারণা করিতে পারেন।'

(৬) বস্তু বা ব্যক্তি স্থগিত করা

১—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণার সময় সঙ্ঘ-সভায় এইরূপ বলে ঃ 'মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন ঃ অপরাধের (বিচার্য্য বস্তুর) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কিন্তু ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না[১]। অতএব যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ বস্তু স্থগিত রাখিয়া প্রবারণা করিতে পারেন।' তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে (স্থগিতকারীকে) এরূপ জিজ্ঞাসা করিবে ঃ 'বন্ধো ! ভগবান বিশুদ্ধ ভিক্ষুগণের জন্যই প্রবারণার বিধান দিয়াছেন, যদি বস্তুর

---

১. অরণ্যে অবস্থিত এক বিহারে পুষ্করিণী হইতে চোরগণ মৎস্য হত্যা করিয়া, পাক করিয়া, তাহা ভোজন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিল। এই ভিক্ষু সেই কুকার্য্য দেখিয়া 'বোধ হয় ভিক্ষুই এই কুকার্য্য করিয়াছে' এই ধারণা করিয়াই বলিল ঃ 'অপরাধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কিন্তু অপরাধীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।' সম-পাসা।

(অপরাধের) পরিচয় পাওয়া যায় এবং ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া না যায় তাহা হইলে এখনই তাহাকে (সেই অপরাধীকে) দেখাইয়া দাও[১] ।'

২—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণার সময় সঙ্ঘ-সভায় এইরূপ বলে : 'মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কিন্তু বস্তুর (বিচার্য্য অপরাধের) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না[২], অতএব যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ ব্যক্তি স্থগিত রাখিয়া প্রবারণা করিতে পারেন।' তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে (স্থগিতকারীকে) এইরূপ বলিবে : 'বন্ধো ! ভগবান বিশুদ্ধ সমগ্র সঙ্ঘের জন্যই প্রবারণার বিধান দিয়াছেন, যদি ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া যায় এবং বস্তুর (অপরাধের) পরিচয় পাওয়া না যায় তাহা হইলে এখনই তাহা (সেই অপরাধ) বলিয়া দাও[৩] ।

৩—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণার সময় সঙ্ঘ-সভায় এইরূপ বলে : 'মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : এই বস্তু (অপরাধ) এবং ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে[৪], অতএব সঙ্ঘ উচিৎ মনে করিলে বস্তু এবং ব্যক্তি উভয় স্থগিত রাখিয়া সঙ্ঘ প্রবারণা করিতে পারেন।' তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে (স্থগিতকারীকে) এইরূপ বলিবে : 'বন্ধো ! ভগবান বিশুদ্ধ এবং সমগ্র সঙ্ঘের জন্য প্রবারণার বিধান দিয়াছেন। যদি বস্তু এবং ব্যক্তি উভয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে এখনই সেই অপরাধ এবং অপরাধীকে দেখাইয়া দাও[৫] ।'

---

১. যদি এই অপরাধ সম্বন্ধে কাহারও উপর তোমার সন্দেহ হয় তবে তাহাকে দেখাইয়া দাও, দেখাইয়া দিলে সন্দেহযোগ্য অপরাধীকে প্রশ্ন করিয়া সঙ্ঘকে প্রবারণা করিতে হইবে। দেখাইয়া না দিলে 'অনুসন্ধান করিয়া দেখিব' এই ধারণা করিয়া প্রবারণা করিবে।—সম-পাসা।

২. জনৈক ভিক্ষু পুষ্পমাল্য এবং সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা চৈত্য পূজা করিয়াছিল অথবা অরিষ্ট (গুড়মিশ্রিত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশেষ) পান করিয়াছিল। ইহাতে তাহার দেহেও তদনুরূপ গন্ধ হইয়াছিল। এই ভিক্ষু তাহার গন্ধ লক্ষ্য করিয়া 'এই ভিক্ষুরই এই সুগন্ধ' এই বলিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল অপরাধীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কিন্ত অপরাধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।—সম-পাসা।

৩. যদি অপরাধ সম্বন্ধে কাহারও উপর তোমার সন্দেহ হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অপরাধ এখনই বল। 'তাহার এই অপরাধ' হইয়াছে বলিয়া বলিলে সেই অপরাধীর অপরাধের প্রতিকার করাইয়া প্রবারণা করিতে হইবে। যদি বলে 'কোন্ অপরাধ হইয়াছে তাহা আমি জানি না' তাহা হইলে 'অনুসন্ধানে জানিব' এই বলিয়া সঙ্ঘকে প্রবারণা করিতে হইবে।—সম-পাসা।

৪. পুর্ব্বোক্ত নিয়মেই চোরদ্বারা মৎস্য হত্যা করিয়া, পাক করিয়া ভোজনের স্থান এবং সুগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা স্নানের স্থান দেখিয়াই 'ইহা প্রব্রজিতের কার্য্য' এই মনে করিয়া সে এরূপ বলিল।—সম-পাসা।

৫. এখনই সেই দোষে সন্দেহযোগ্য ব্যক্তিকে দেখাইয়া দাও। উভয়ের (অপরাধের ও অপরাধীর) সন্ধান পাইলে বিচার করিয়াই প্রবারণা করা উচিৎ।—সম-পাসা।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার পূর্ব্বে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরে ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে (অপরাধ) প্রকাশ করা উচিৎ। ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার পূর্ব্বে ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে (ব্যক্তিকে) প্রকাশ করা উচিৎ। ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার পূর্ব্বে বস্তু এবং ব্যক্তি উভয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রবারণা সমাপ্ত করিবার পর অভিযোগ উত্থাপন করিলে (অভিযোক্তার) 'উক্কোটনক পাচিত্তিয়' অপরাধ হইবে[১]।

(৭) কলহপ্রিয় হইতে রক্ষা পাইবার উপায়

সেই সময়ে কোশল জনপদের এক আবাসে বহুসংখ্যক সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ়মিত্রভাবাপন্ন ভিক্ষু বর্ষাবাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের সন্নিকটে ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদ বিসম্বাদকারী এবং সঙ্ঘের নিকট নিয়ত অভিযোগকারী অপর ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস আরম্ভ করিল, উদ্দেশ্য তাঁহারা বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণার করিবার সময় তাঁহাদের প্রবারণা স্থগিত করিবে। সেই ভিক্ষুগণ (পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুগণ) শুনিতে পাইলেনঃ "আমাদের সন্নিকটে ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সঙ্ঘের নিকট অভিযোগকারী অন্য ভিক্ষুগণ 'বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণা করিবার সময় আমাদের প্রবারণা স্থগিত করিবে।' এই মনে করিয়া বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়াছে।" (তখন তাঁহারা ভাবিলেনঃ) 'এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে?' তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

হে ভিক্ষুগণ! কোন এক আবাসে সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্রভাবাপন্ন বহুসংখ্যক ভিক্ষু বর্ষাবাস করে এবং তাহাদের সন্নিকটে ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সঙ্ঘের নিকট অভিযোগকারী অন্য ভিক্ষুগণ 'আমরা সেই ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণা করিবার সময় তাঁহাদের প্রবারণা স্থগিত করিব।' এই মনে করিয়া বর্ষাবাস আরম্ভ করে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুগণ চতুর্দ্দশী তিথিতে দুই তিনটী উপোষথ করিতে পারিবে যাহাতে তাহারা শেষোক্ত (ভণ্ডনকারী) ভিক্ষুদিগের পূর্ব্বে প্রবারণা করিতে পারে।"

হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সঙ্ঘের নিকট অভিযোগকারী ভিক্ষুগণ সেই আবাসে (পূর্ব্ববর্ত্তী ভিক্ষুদিগের বাসস্থানে)

---

১. প্রবারণার পূর্ব্বে উভয়ের পরিচয় পাইয়া বিচার করিয়াই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিয়াছেন। পুনরায় তাহার (মীমাংসিত বিষয়ের) পুনর্বিচারপ্রার্থী হইলে 'মীমাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার' সম্বন্ধে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।—সম-পাসা।

আগমন করে তাহা হইলে সেই আবাসবাসী ভিক্ষুগণকে অতি শীঘ্র সমবেত হইয়া প্রবারণা সমাপ্ত করিতে হইবে এবং প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া (ভণ্ডনকারী ভিক্ষুগণকে) বলিবে ঃ 'বন্ধুগণ ! আমরা প্রবারণা সমাপ্ত করিয়াছি, অতএব আয়ুষ্মানগণ এখন যাহা ভাল মনে করেন তাহা করুন।' ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সঙ্ঘের নিকট অভিযোগকারী ভিক্ষুগণ (আবাসবাসিগণের) অজ্ঞাতসারে সেই আবাসে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই আবাসবাসী ভিক্ষুদিগকে আসন পাতিতে হইবে, পাদোদক, পাদপীঠ এবং পাদকঠলিক স্থাপন করিতে হইবে, অগ্রসর হইয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে, পানীয় জলের প্রয়োজন কিনা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং মিষ্টবাক্যে মুগ্ধ করিয়া সীমার বাহিরে যাইয়া প্রবারণা করিতে হইবে। প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া আসিয়া ভণ্ডনকারীদিগকে বলিতে হইবে ঃ 'বন্ধুগণ ! আমরা প্রবারণা সমাপ্ত করিয়াছি অতএব আয়ুষ্মানগণ এখন যাহা ভাল মনে করেন তাহা করুন।' এরূপে পারা গেলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে ভিক্ষুগণ ! দক্ষ এবং সমর্থ আবাসবাসী ভিক্ষু আবাসস্থ (অপর) ভিক্ষুদিগকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ 'আয়ুষ্মান আবাসবাসিগণ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি আয়ুষ্মানগণ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে এখন উপোষথ করিব, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিব এবং আগামী কৃষ্ণপক্ষে প্রবারণা করিব।' ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুদিগকে (আবাসবাসী ভিক্ষুগণকে) এরূপ বলে ঃ 'বন্ধুগণ ! আপনারা এখনই প্রবারণা করুন।' (তখন) তাহাদিগকে এরূপ বলিবে ঃ 'বন্ধুগণ ! আপনারা আমাদের প্রবারণার অধিকারী নহেন, আমরা এখন প্রবারণা করিব না।' ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং সঙ্ঘের নিকট নিয়ত অভিযোক্তা ভিক্ষুগণ সেই কৃষ্ণপক্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু আবাসবাসী (অপর) ভিক্ষুগণকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ 'আয়ুষ্মান আবাসবাসিগণ ! আপনারা আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি আয়ুষ্মানগণ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে এখন (আমরা) উপোষথ করিব, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিব এবং আগামী শুক্লপক্ষে (কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়) প্রবারণা করিব।' ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদ-বিসম্বাদকারী এবং সঙ্ঘের নিকট নিয়ত অভিযোক্তা ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুগণকে (আবাসস্থ ভিক্ষুগণকে) এইরূপ বলে ঃ 'বন্ধুগণ ! এখনই আপনারা প্রবারণা করুন।' তাহা হইলে তাহাদিগকে (ভণ্ডনকারীদিগকে) এরূপ বলিবে ঃ 'বন্ধুগণ ! আপনারা আমাদের প্রবারণার অধিকারী নহেন, আমরা এখন প্রবারণা করিব না।' ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং সঙ্ঘের নিকট নিয়ত অভিযোক্তা

ভিক্ষুগণ সেই শুক্লপক্ষ (কার্ত্তিকী পূর্ণিমা) পর্য্যন্তও অপেক্ষা করে তাহা হইলে সেই সমগ্র ভিক্ষুগণকেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুক্লাকৌমুদী চাতুর্ম্মাস্যে প্রবারণা করিতে হইবে।

(৮) প্রবারণা স্থগিত করিবার অনধিকারী

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় কোন রুগ্ন ভিক্ষু অন্য কোন সুস্থ ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে এরূপ বলিবে: "আয়ুষ্মান এখন সুস্থ নহেন। ভগবান বিধান দিয়াছেন: 'রুগ্ন ভিক্ষু কাহারও উপর দোষারোপ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে', অতএব আপনি রোগমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করুন, আরোগ্য লাভের পর ইচ্ছা হইলে তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে পারিবেন।" এরূপ বলা সত্ত্বেও যদি সে দোষারোপ করে তাহা হইলে তাহার অনাদর[১] সম্বন্ধে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় কোন সুস্থ ভিক্ষু কোন রুগ্ন ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে এরূপ বলিবে: "বন্ধো! এই ভিক্ষু এখন সুস্থ নহেন। ভগবান বিধান দিয়াছেন: 'রুগ্ন ভিক্ষু দোষারোপিত হইবার উপযুক্ত পাত্র নহে।' বন্ধো! যাবৎ এই ভিক্ষু আরোগ্য লাভ না করেন তাবৎকাল অপেক্ষা করুন, আরোগ্য লাভের পর ইচ্ছা হইলে দোষারোপ করিতে পারিবেন।" যদি এরূপ বলা সত্ত্বেও দোষারোপ করে তাহা হইলে তাহার 'অনাদর' সম্বন্ধে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হইবে।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় কোন রুগ্ন ভিক্ষু অন্য কোন রুগ্ন ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে এরূপ বলিবে: "আয়ুষ্মান এখন সুস্থ নহেন, ভগবান বিধান দিয়াছেন: 'রুগ্ন ভিক্ষু দোষারোপ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে।' অতএব বন্ধো! আপনারা আরোগ্য লাভ না করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, আরোগ্য লাভের পর ইচ্ছা হইলে রোগমুক্ত ভিক্ষুর উপর দোষারোপ করিতে পারিবেন।" যদি এরূপ বলা সত্ত্বেও দোষারোপ করে তাহা হইলে তাহার 'অনাদর' সম্বন্ধে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হইবে।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় কোন সুস্থ ভিক্ষু অন্য কোন সুস্থ ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে উভয়কে সত্যাসত্য নির্ণয়ে

---

১. যদি কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষু বা ধর্ম্ম অথবা ভিক্ষুর উপদেশ বা ধর্ম্মের অনুশাসন অনাদর (অগ্রাহ্য) করে তাহা হইলে তাহার পাচিত্তিয় অপরাধ হয়।—সুত্ত-বিভঙ্গ।

প্রশ্ন করিয়া, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া, আলাপ করিয়া এবং (তাহাদের) ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করাইয়া সঙ্ঘকে প্রবারণা করিতে হইবে।

প্রবারণার তিথি বৃদ্ধি করা

(১) ধ্যানাদির অনুকূলতা

সেই সময়ে অনেক সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্রভাবাপন্ন ভিক্ষু কোশল জনপদের এক আবাসে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। তাঁহারা সমগ্রভাব, মনানন্দ, নির্ব্বিবাদ এবং নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করায় তাঁহাদের অনুকূল বিহার (ধ্যানাদি লাভের সুযোগ) হইয়াছিল। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে এবং নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করায় অন্যতম সুখবিহার লাভে সমর্থ হইয়াছি। যদি আমরা এখন প্রবারণা করি তাহা হইলে এমনও হইতে পারে ভিক্ষুগণ প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া পর্য্যটনে প্রস্থান করিবেন, এইরূপে আমরা এই সুখবিহার হইতে বঞ্চিত হইব। অতএব এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে?' তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ! কোন আবাসে বহুসংখ্যক সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্রভাবাপন্ন ভিক্ষু বর্ষাবাস করিতে থাকে, তাহারা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করায় তাহাদের অন্যতম সুখবিহার (ধ্যানাদি লাভের সুযোগ) লাভ হয় এবং সেইখানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এরূপ চিন্তা উদিত হয় : 'আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করায় আমাদের অন্যতম সুখবিহার লাভ হইয়াছে। যদি আমরা এখন প্রবারণা করি তাহা হইলে এমনও হইতে পারে ভিক্ষুগণ প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া পর্য্যটনে প্রস্থান করিবেন, এরূপে আমরা এই সুখবিহার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িব।' (এইজন্য)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা বন্ধ রাখিতে পারিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে বন্ধ রাখিতে হইবে : সকলকেই সমমনোভাব লইয়া একস্থানে সমবেত হইতে হইবে। সমবেত হইয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করায় আমাদের অন্যতম সুখবিহার অধিগত হইয়াছে। যদি এখন আমরা প্রবারণা করি তাহা হইলে এমনও হইতে পারে, ভিক্ষুগণ

প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া পর্য্যটনে প্রস্থান করিবেন, এরূপে আমরা এই সুখবিহার (ধ্যানাদিলাভের সুযোগ) হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ প্রবারণা বন্ধ রাখিতে পারেন; এখন উপোষথ করিতে পারেন, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারেন এবং আগামী কৌমুদীচাতুর্ম্মাস্যে প্রবারণা করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদেও নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করায় আমাদের অন্যতম সুখবিহার অধিগত হইয়াছে। যদি এখন আমরা প্রবারণা করি তাহা হইলে এমনও হইতে পারে ভিক্ষুগণ প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া পর্য্যটনে প্রস্থান করিবেন, এরূপে আমরা এই সুখবিহার (ধ্যানাদিলাভের সুযোগ) হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। (এই হেতু) সঙ্ঘ প্রবারণা বন্ধ করিতেছেন, এখন উপোষথ করিবেন, প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবেন এবং আগামী কৌমুদীচাতুর্ম্মাস্যে প্রবারণা করিবেন। যেই আয়ুষ্মান প্রবারণা বন্ধ রাখা উচিৎ মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

(গ) ধারণা—সঙ্ঘ প্রবারণা বন্ধ করিলেন। (সঙ্ঘ) এখন উপোষথ করিবেন, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবেন এবং আগামী কৌমুদীচাতুর্ম্মাস্যে (কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়) প্রবারণা করিবেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(২) প্রবারণা বন্ধ করার পর গমনেচ্ছুকের জন্য বিশেষ বিধান

হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা বন্ধ করার পর কোন ভিক্ষু এইরূপ বলে: 'বন্ধুগণ! আমি জনপদ পর্য্যটনে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি, জনপদে আমার বিশেষ কাজ আছে।' তাহা হইলে তাহাকে এরূপ বলিবে: 'বন্ধো! আপনি প্রবারণা করিয়া যাইতে পারেন।' হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষু প্রবারণা করিতে যাইয়া অন্য কোন ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে এরূপ বলিবে: 'বন্ধো! আপনি আমার প্রবারণার অধিকারী নহেন, এখন আমি প্রবারণা করিব না।' ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষু প্রবারণা করিবার সময় অন্য কোন ভিক্ষু তাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে সঙ্ঘ উভয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া, উভয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করাইতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষু জনপদে তাহার করণীয় কার্য্য সমাপ্ত করিয়া পুনরায়

কৌমুদীচাতুর্ম্মাস্তের মধ্যে সেই আবাসে আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি সেই ভিক্ষুগণ (আবাসে অবস্থিত ভিক্ষুগণ) প্রবারণা করিবার সময় অন্য কোন ভিক্ষু সেই ভিক্ষুর (প্রত্যাবৃত্ত ভিক্ষুর) প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে (যে স্থগিত করে সেই ভিক্ষুকে) এরূপ বলিবে: 'বন্ধো ! আপনি আমার প্রবারণার অধিকারী নহেন, বিশেষত আমি প্রবারণা সমাপ্ত করিয়াছি।' ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় সেই ভিক্ষু (প্রত্যাবৃত্ত ভিক্ষু) অন্য কোন ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে সঙ্ঘ উভয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া, উভয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া এবং ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করাইয়া সঙ্ঘকে প্রবারণা করিতে হইবে।

॥ প্রবারণা-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৫—চর্ম্ম-স্কন্ধ

উপানৎ সম্বন্ধে নিয়ম

[স্থান :—রাজগৃহ]

(১) শোণ কোটিবিশের প্রব্রজ্যা

১—সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহ সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন,—গৃধ্রকূট পর্ব্বতে। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সেই সময়ে অশীতিসহস্র গ্রামিকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই সময়ে চম্পায় শোণ কোটিবিশ[১] নামক শ্রেষ্ঠীপুত্র সুকোমল ছিলেন। তাঁহার দুই পায়ের তলায় রোম উৎপন্ন হইয়াছিল[২]। একসময় মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সেই অশীতি সহস্র গ্রামিককে কোন কার্য্যোপলক্ষে সমবেত করাইয়া শোণ কোটিবিশের নিকট 'শোণ! এস, তোমার উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি' এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। শোণ কোটি-বিশের মাতাপিতা শোণ কোটিবিশকে কহিলেন: "বৎস শোণ! বোধ হয় রাজা তোমার পদতল দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব সাবধান! তুমি রাজার অভিমুখে পদ প্রসারিত করিও না, রাজার সম্মুখে পদ্মাসনে উপবেশন করিও। এরূপে উপবেশন করিলে রাজা তোমার পদতল দেখিতে সমর্থ হইবেন।" অনন্তর শোণ কোটিবিশকে শিবিকায় করিয়া আনয়ন করিল। শোণ কোটিবিশ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার শোণ কোটিবিশের পদতলে রোমরাজি দেখিতে সমর্থ হইলেন। অনন্তর মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সেই অশীতিসহস্র গ্রামিককে ঐহিক (প্রত্যক্ষ জীবনে ফলপ্রসূ) বিষয়ে উপদেশদানে বিদায় করিয়া কহিলেন:—"মহাশয়গণ! আমি আপনাদিগকে ঐহিক বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলাম, এখন আপনারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হউন, ভগবান আপনাদিগকে পারত্রিক (পরজন্মে ফলপ্রসূ) বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন।"

অতঃপর সেই অশীতি সহস্র গ্রামিক গৃধ্রকূট পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় আয়ুষ্মান স্বাগত ভগবানের সেবক-পদে অধিষ্টিত ছিলেন। সেই অশীতি

---

১. শোণ তাঁহার নাম এবং কোটিবিশ তাঁহার গোত্রের নাম।—সম-পাসা।

২. রক্তবর্ণ পদতলে অঞ্জনবর্ণ সূক্ষ্ম রোমরাজির উদ্ভব হইয়াছিল।—সম-পাসা।

৩০

সহস্র গ্রামিক আয়ুষ্মান স্বাগতের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান স্বাগতকে কহিলেন ঃ--"প্রভো! এই অশীতিসহস্র গ্রামিক ভগবানের দর্শন কামনায় এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা ভগবানের দর্শন পাইতে পারি কি?" "আয়ুষ্মানগণ! তাহা হইলে আপনারা এখানেই মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করুন আমি ভগবানকে নিবেদন করিয়া আসি।" এই বলিয়া আয়ুষ্মান স্বাগত নিরীক্ষমান সেই অশীতিসহস্র গ্রামিকের পুরোভাগেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পাষাণে ডুব দিয়া ভগবানের সম্মুখে (পাষাণ ভেদ করিয়া) উঠিয়া ভগবানকে কহিলেন ঃ—"প্রভো! এই অশীতি সহস্র গ্রামিক ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবান এখন যাহা উচিৎ মনে করেন (তাহা করিতে পারেন)।" "স্বাগত! তাহা হইলে তুমি বিহারের ছায়ায় আসন প্রস্তুত কর।"

আয়ুষ্মান স্বাগত 'তথাস্তু, প্রভো!' বলিয়া প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া চৌকি লইয়া ভগবানের সম্মুখে (পাষাণে) ডুব দিয়া নিরীক্ষমান সেই অশীতিসহস্র গ্রামিকের সম্মুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকার পাষাণ ভেদ করিয়া উঠিয়া বিহারের পশ্চাৎভাগে আসন প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর ভগবান বিহার হইতে বাহির হইয়া বিহারের পশ্চাৎভাগে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক আয়ুষ্মান স্বাগতের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, ভগবানের দিকে নহে। তখন ভগবান স্বচিত্তে সেই অশীতিসহস্র গ্রামিকের চিত্ত পরিবিতর্ক অবগত হইয়া আয়ুষ্মান স্বাগতকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে স্বাগত! আরও প্রসন্নতার নিমিত্ত তুমি মানবের অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য্য প্রদর্শন কর।"

"তথাস্তু, প্রভো!" বলিয়া আয়ুষ্মান স্বাগত প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া আকাশে অভ্যুত্থিত হইয়া অন্তরীক্ষে পাদচারণ করিলেন, দণ্ডায়মান হইলেন, উপবেশন করিলেন, শয়ন করিলেন, ধূম নির্গত করিলেন, প্রজ্জলিত হইলেন এবং অন্তর্দ্ধান হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি আকাশে বিবিধপ্রকার অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য্য প্রদর্শন করিয়া ভগবানের পদে শির নত করিয়া ভগবানকে কহিলেন ঃ—"প্রভু ভগবান আমার শাস্তা, আমি তাঁহার শ্রাবক; তিনি আমার শাস্তা, আমি তাঁহার শ্রাবক।"

সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক 'অহো! বড় আশ্চর্য্য! অহো! বড় অদ্ভুত! যদি শ্রাবক এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন, এরূপ মহানুভব হইতে পারেন, তাহা হইলে না জানি ভগবান কি হইতে পারেন?' এই বলিয়া ভগবানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, স্বাগতের দিকে নহে। অনন্তর ভগবান স্বচিত্তে সেই অশীতিসহস্র

গ্রামিকের চিত্তপরিবিতর্ক জানিয়া আনুপূর্ব্বিককথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন তাঁহাদের চিত্ত কল্য (সুস্থ), মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল) ও প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথাঃ দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যক্‌ভাবে রঙ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই সেই অশীতিসহস্র গ্রামিকের সেই আসনেই বিরজ, বিমল ধর্ম্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।' তাঁহারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো, অতি সুন্দর! অতি মনোহর! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু সমূহ) দেখিতে পায় তেমনভাবেই ভগবান বহুপর্য্যায়ে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো! আমরা ভগবানের শরণাগত হইতেছি, ধর্ম্মের শরণাগত হইতেছি এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমাদিগকে আমরণ উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

২—অনন্তর শোণ কোটিবিশের চিত্তে এই চিন্তা উদিত হইলঃ 'আমি যেই যেই ভাবে ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম্ম জানিতেছি (তাহাতে আমার মনে হইতেছে) আগারে অবস্থান করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত[১] ব্রহ্মচর্য্য পালন করা দুষ্কর। অতএব আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইব।' সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক ভগবানের বাক্য অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহাকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। শোণ কোটিবিশ সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক প্রস্থান করিবার কিছু পরে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবেশন করিয়া শোণ কোটিবিশ ভগবানকে কহিলেনঃ—"প্রভো! আমি যেই যেই ভাবে ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম্ম জানিতেছি (তাহাতে আমার ধারণা হইতেছে)

---

১. আচার্য্য বুদ্ধঘোষের মতে শঙ্খলিখিত অর্থে লিখিত শঙ্খ, এবং লিখিত অর্থে যাহা পরিষ্কৃত। তদনুসারে শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য্য অর্থ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ লক্ষ্য করেন নাই যে শঙ্খ ও লিখিত নামে দুইজন প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রকার ছিলেন এবং শঙ্খলিখিত নামদ্বয় জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শঙ্খলিখিত অর্থে শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ সমুৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য।

আগারে অবস্থান করিয়া সুকর নহে এই একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করা। প্রভো! আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিতেছি। অতএব প্রভু ভগবান আমাকে প্রব্রজিত করুন।"

শোণ কোটিবিশ ভগবানের নিকট যথাসময় প্রব্রজ্যা লাভ করিলেন এবং উপসম্পদাও লাভ করিলেন। অচিরউপসম্পন্ন আয়ুষ্মান শোণ সীতবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যধিক বীর্য্য সহকারে পাদচারণ করায় তাঁহার পদতল[১] ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল! তাঁহার পাদচারণ করিবার স্থান কসাইখানার ন্যায় রক্তাপ্লুত হইয়া পড়িল! অতঃপর আয়ুষ্মান শোণ নির্জ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইলঃ 'ভগবানের যেই সকল শ্রাবক অত্যধিক বীর্য্যবান হইয়া অবস্থান করেন আমি তাঁহাদের অন্যতম; অথচ আমার চিত্ত অনাসক্তি হেতু আসব হইতে বিমুক্ত হইল না। আমার কুলে (গৃহে) ভোগ্যবস্তু বিদ্যমান আছে, আমি ভোগ্যবস্তু পরিভোগ এবং পুণ্য করিতে পারিব। অতএব আমি হীনস্তরে (গৃহী ভাবে) আবর্ত্তিত হইয়া ভোগ্যবস্তু পরিভোগ এবং পুণ্য কার্য্য করিব।'

৩—ভগবান স্বচিত্তে আয়ুষ্মান শোণের চিত্তপরিবিতর্ক অবগত হইয়া যেমন কোন বলবান ব্যক্তি সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমন গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অন্তর্দ্ধান করিয়া সীতবনে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভগবান বহুসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে করিয়া শয়নাসন (বাসস্থান) হইতে শয়নাসনে বিচরণ করিতে করিতে আয়ুষ্মান শোণের পাদচারণ করিবার স্থানে উপস্থিত হইলেন। ভগবান দেখিতে পাইলেনঃ আয়ুষ্মান শোণের পাদচারণ স্থান রক্তরঞ্জিত। দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেনঃ "হে ভিক্ষুগণ! এই রক্তরঞ্জিত পাদচারণের স্থান কাহার? যেন রক্তরঞ্জিত কসাইখানা!" "প্রভো! আয়ুষ্মান শোণ অত্যধিক বীর্য্য সহকারে পাদচারণ করায় তাঁহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। কসাইখানার ন্যায় রক্তরঞ্জিত এই পাদচারণ স্থান তাঁহারই!"

(২) কঠোর সাধনা অবিধেয়

ভগবান শোণের বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুষ্মান শোণও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে

১. শোণ পদতল ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় অবশেষে হামাগুড়ি দিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার জানু এবং হস্ততলও ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল।—সার-দীপ।

উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শোণকে ভগবান কহিলেন :—"হে শোণ! তুমি নির্জ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তোমার চিত্তে 'ভগবানের শ্রাবকগণের মধ্যে যাঁহারা অত্যধিক বীর্য্যবান হইয়া অবস্থান করেন আমি তাঁহাদের অন্যতম; অথচ অনাসক্তি হেতু আমার চিত্ত আসব হইতে বিমুক্ত হইল না, আমার কুলে ভোগ্যবস্তু বিদ্যমান আছে, ভোগ্যবস্তু পরিভোগ করিতে এবং পুণ্যকার্য্য করিতে সমর্থ হইব, অতএব আমি হীনস্তরে আবর্ত্তিত হইয়া ভোগ্যবস্তু পরিভোগ এবং পুণ্যকার্য্য করিব' এইরূপ পরিবিতর্ক কি তোমার মধ্যে উপস্থিত হয় নাই?" "হাঁ, প্রভো! উপস্থিত হইয়াছে।"

"হে শোণ! তুমি কি মনে কর,—তুমি পূর্ব্বে আগারিক অবস্থায় বীণার তন্ত্রীস্বরে (বীণা বাদনে) দক্ষ ছিলে কি?" "হাঁ, প্রভো! ছিলাম।" "শোণ! তুমি কি মনে কর,—যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অতিশয় কড়া হইত সেই সময় তোমার বীণা সুস্বরবিশিষ্ট এবং কর্ম্মক্ষম হইত কি?" "না, প্রভো! হইত না।" "শোণ! তুমি কি মনে কর,—যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অতি শিথিল হইত সেই সময় তোমার বীণা সুস্বরবিশিষ্ট এবং কর্ম্মক্ষম হইত কি?" "না, প্রভো! হইত না।" "শোণ! তাহা তুমি কি মনে কর,—যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অত্যধিক কড়া কিংবা অত্যধিক শিথিল হইত না সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইত সেই সময় তোমার বীণা সুস্বরবিশিষ্ট এবং কর্ম্মক্ষম হইত কি?" "হাঁ, প্রভো! হইত।"

"শোণ! এইরূপ অত্যধিক বীর্য্যবত্তা ঔদ্ধত্য উৎপাদন করে, অত্যন্ত বীর্য্যহীনতা কৌসীদ্য (আলস্য) উৎপাদন করে। এইজন্য তুমি বীর্য্যে (উদ্যমশীলতায়) সমতা অবলম্বন কর, ইন্দ্রিয়সমূহে সমতা অবলম্বন কর এবং তথায় মন নিবিষ্ট কর।" "তথাস্তু, প্রভো!" বলিয়া আয়ুষ্মান শোণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান শোণকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া যেমন কোন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনভাবে সীতবনে আয়ুষ্মান শোণের সম্মুখে অন্তর্দ্ধান করিয়া গৃধ্রকূট পর্ব্বতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। পরে আয়ুষ্মান শোণ বীর্য্যে সমতা অবলম্বন করিলেন, ইন্দ্রিয়সমূহে (শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ে) সমতা অবলম্বন করিলেন এবং তাহাতে মন নিবিষ্ট করিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শোণ একাকী, নির্জ্জননিরত, প্রমাদহীন, উদ্যোগী এবং সমাধিপ্রবণ হইয়া বাস করায় অচিরেই যেই জন্য কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারে সম্যক্‌ভাবে প্রব্রজিত হয় (আয়ুষ্মান শোণ) সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্য্যের পরিসমাপ্তি প্রত্যক্ষজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞায় প্রত্যক্ষ এবং লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যবাস উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয়কার্য্য কৃত হইয়াছে, অতঃপর অত্র পুনরাগমন

হইবে না' বলিয়া তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিলেন। আয়ুষ্মান শোণ অর্হত্তের মধ্যে অন্যতম হইলেন।

(৩) অর্হত্ত্ব বর্ণনা

আয়ুষ্মান শোণ অর্হত্ত্বলাভের পর তাঁহার চিত্তে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আমি ভগবানের নিকটে আমার অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি বর্ণনা করিব।' এই ভাবিয়া আয়ুষ্মান শোণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান শোণ ভগবানকে কহিলেন :—"প্রভো! যেই ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব, ব্রহ্মচর্য্যবাস উদ্‌যাপন করিয়াছেন, করণীয়কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন, ভারমুক্ত, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, যাঁহার ভববন্ধন পরিক্ষীণ হইয়াছে এবং যিনি সম্যক্‌জ্ঞানপ্রভাবে বিমুক্ত তিনি ষট্‌ স্থানাভিমুখী হন। ষট্‌স্থান যথা :—(১) নৈষ্ক্রম্য, (২) প্রবিবেক (বিবেক বৈরাগ্য), (৩) অবাধতা, (৪) উপাদানক্ষয়, (৫) তৃষ্ণাক্ষয়, (৬) অমোহ। প্রভো! হয়ত কোন আয়ুষ্মান এই মনে করিতে পারেন : 'এই আয়ুষ্মান কেবলমাত্র শ্রদ্ধাপ্রভাবে নৈষ্ক্রম্যাভিমুখী হইয়াছেন।' কিন্তু প্রভো! বিষয়টি এইভাবে দেখিলে চলিবে না। যেই ভিক্ষু ক্ষীণাসব হইয়াছেন, যাঁহার ব্রহ্মচর্য্যবাস উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যিনি করণীয় কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন, তিনি নিজের অন্য কোন করণীয় কার্য্য দেখিতে না পাইয়া এবং কৃতকার্য্যের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, রাগক্ষয়ে রাগাভাবে নৈষ্ক্রম্যে রত থাকেন। দ্বেষক্ষয়ে দ্বেষাভাবে নৈষ্ক্রম্যে রত থাকেন, মোহক্ষয়ে মোহাভাবে নৈষ্ক্রম্যে রত থাকেন। প্রভো! হয়ত কোন আয়ুষ্মান এরূপ মনে করিতে পারেন : 'এই আয়ুষ্মান লাভ, সৎকার, কীর্ত্তিলাভের (প্রশংসার) ইচ্ছায় নির্জ্জনবাসে নিরত আছেন।' কিন্তু বিষয়টি এইভাবে দেখা উচিৎ নহে। যাঁহার আসব ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যবাস উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যিনি করণীয়কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন, তিনি নিজের অন্য কোন করণীয়কার্য্য অবশিষ্ট দেখিতে না পাইয়া এবং কৃতকার্য্যের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রাগক্ষয়ে রাগাভাবে প্রবিবেকে রত থাকেন, দ্বেষাভাবে বীতদ্বেষ হইয়া প্রবিবেকে রত থাকেন, মোহক্ষয়ে মোহাভাবে প্রবিবেকে রত থাকেন। প্রভো! হয়ত কোন আয়ুষ্মান এরূপ মনে করিতে পারেন : 'এই আয়ুষ্মান শীলব্রত[১] অবলম্বন সার মনে করিয়া অবাধতায় (নির্দ্বন্দ্বে) রত আছেন।' কিন্তু বিষয়টি এইভাবে দেখিলে চলিবে না। যাঁহার আসব ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যবাস উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যিনি

---

১. গোব্রত, কুকুরব্রত প্রভৃতি প্রতিপালন করা।

করণীয়কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন, তিনি নিজের অন্য কোন করণীয়কার্য্য অবশিষ্ট দেখিতে না পাইয়া এবং কৃতকার্য্যের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রাগক্ষয়ে রাগাভাবে অবাধতায় রত থাকেন, দ্বেষক্ষয়ে দ্বেষাভাবে অবাধতায় রত থাকেন, মোহক্ষয়ে মোহাভাবে অবাধতায় রত থকেন।······রাগক্ষয়ে রাগাভাবে উপাদানক্ষয়ে রত থাকেন, দ্বেষক্ষয়ে দ্বেষাভাবে উপাদানক্ষয়ে রত থাকেন এবং মোহক্ষয়ে মোহাভাবে উপাদানক্ষয়ে রত থাকেন। রাগক্ষয়ে রাগাভাবে তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন, দ্বেষক্ষয়ে দ্বেষাভাবে তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন, মোহক্ষয়ে মোহাভাবে তৃষ্ণাক্ষয়ে রত থাকেন। রাগক্ষয়ে রাগাভাবে অমোহে রত থাকেন, দ্বেষক্ষয়ে দ্বেষাভাবে অমোহে রত থাকেন এবং মোহক্ষয়ে মোহাভাবে অমোহে রত থাকেন।

প্রভো! যদি এইরূপ সম্যকভাবে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর চক্ষুপথে প্রবল চক্ষুবিজ্ঞেয়রূপ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহা তাঁহার চিত্ত অভিভূত করিতে পারে না, তাঁহার চিত্ত তাহাতে লিপ্ত হয় না, চিত্ত স্থির ও অনেজ (অকম্পিত) থাকে এবং তিনি তাহার (রূপের) পরিণাম (অবস্থান্তর প্রাপ্তি) অবলোকন করিতে থাকেন। যদি শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ এবং মনবিজ্ঞেয় ধর্ম্ম (বিষয়) মনের গোচরীভূত হয় তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত তাহাতে অভিভূত হয় না, লিপ্ত হয় না, চিত্ত স্থির ও অনেজ থাকে এবং তিনি ধর্ম্মের পরিণাম অবলোকন করিতে থাকেন। প্রভো! যেমন নিশ্ছিদ্র, নিরন্ধ্র, নিখুঁৎ, (একঘন) পাষাণ-পর্ব্বত পূর্ব্বদিক হইতে আগত প্রবল ঝড়বৃষ্টি সঙ্কম্পিত, সম্প্রকম্পিত অথবা সংবেপথুমান করিতে পারে না, পশ্চিমদিক, উত্তরদিক এবং দক্ষিণদিক হইতে আগত প্রবল ঝড়বৃষ্টি সঙ্কম্পিত, সংপ্রকম্পিত অথবা সংবেপথুমান করিতে পারে না তেমন এই সম্যকভাবে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর চক্ষুপথে যদি প্রবল চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত তাহাতে অভিভূত হয় না, লিপ্ত হয় না, চিত্ত স্থির ও অনেজ থাকে এবং তিনি তাহার (রূপের) পরিণাম অবলোকন করিতে থাকেন। যদি প্রবল শোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ এবং মনবিজ্ঞেয় ধর্ম্ম মনের গোচরীভূত হয় তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত তাহাতে অভিভূত হয় না, লিপ্ত হয় না, চিত্ত স্থির ও অনেজ থাকে এবং তিনি ধর্ম্মের (মনগ্রাহ্য বিষয়ের) পরিণাম অবলোকন করিতে থাকেন।

নৈষ্ক্রম্যের অভিমুখী হন যেইজন,
বিবেক-বৈরাগ্যে রত যাঁর চিত্ত মন,
অবাধের অভিমুখী বাধামুক্ত জন,
উপাদানক্ষয়ে মতি, অনাসক্ত মন,

তৃষ্ণাক্ষয়ে মতি যাঁর, তৃষ্ণাহীন জন,
সম্মোহ হইতে মুক্তি খোঁজে চিত্ত মন,
অনাগতে অনুৎপাদ হেরি অভিজ্ঞায়
সম্যক্‌বিমুক্তি লভে, চিত্ত মুক্তি পায়।
সম্যক্‌বিমুক্ত ভিক্ষু, শান্ত চিত্ত তাঁর,
কৃতের বর্দ্ধন নাই, কৃত্য নাহি আর।
নিখুঁৎ প্রস্তরে যদি পর্ব্বত নির্ম্মিত
সমীরণে যথা তাহা না করে কম্পিত,
তথা রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ আর,
ইষ্টানিষ্ট ধর্ম্ম মনঃগ্রাহ্য আপনার
কম্পিত করে না কভু তাদৃশ যে জন,
স্থিতচিত্ত বিপ্রমুক্ত, রহিত কম্পন,
দেখে চিত্ত নিজ 'ব্যয়' নিরোধ আপন।

ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! এইভাবেই কুলপুত্রগণ স্বীয় অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া থাকে; এমনভাবে বর্ণনা করে যে অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি বিজ্ঞাপিত হয় অথচ আত্মশ্লাঘা উপস্থিত হয় না; কিন্তু কোন কোন মূর্খ মান পরিহাস করার ন্যায় অর্হত্ত্বপ্রাপ্তি বর্ণনা করে, ইহার ফলে পরে সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"

ভগবান আয়ুষ্মান শোণকে আহ্বান করিলেন ঃ "হে শোণ! তুমি অতি সুকোমল, এই হেতু আমি তোমায় অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ তুমি একতলা বিশিষ্ট উপানৎ (চর্ম্মপাদুকা) ব্যবহার করিবে।"

"প্রভো! আমি অশীতি শকট বাহ[১] পরিমাণ হীরক এবং সপ্ত অনীক[২] হস্তী পরিত্যাগ করিয়া আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়াছি। (যদি আমি চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করি) আমার সম্বন্ধে 'শোণ কোটিবিশ অশীতি শকট বাহ পরিমাণ হীরক এবং সপ্ত অনীক হস্তী পরিত্যাগ করিয়া আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়া এখন একতলার চর্ম্মপাদুকায় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন' এই কথা বলিবার লোকের অভাব হইবে না। যদি ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘকেও (পাদুকা পরিধানে) অনুজ্ঞা প্রদান করেন তাহা হইলে আমিও (চর্ম্মপাদুকা) ব্যবহার করিব; যদি ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘকে অনুজ্ঞা না দেন তাহা হইলে আমি ব্যবহার করিব না।"

---

১. দুই শকট ভারে এক বাহ হয়। ২. ছয় হস্তী এবং এক হস্তিনীতে এক অনীক হয়। ৪২টি হস্তী এবং ৭টী হস্তিনীতে সপ্ত অনীক হয়।---সম-পাসা

(৪) একতলা উপানতের বিধান

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ একতলা উপানৎ (এক-পলাসিকং উপাহনং) পরিধান করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ! দুইতলা উপানৎ পরিধান করিতে পারিবে না, তিনতলা উপানৎ পরিধান করিতে পারিবে না। বহুতলা উপানৎ পরিধান করিতে পারিবে না। যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু সারাগায়ে নীল চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, সারাগায়ে পীত চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, সারাগায়ে লাল চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, সারাগায়ে মঞ্জিষ্ঠা রঙের চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, সারাগায়ে কাল চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, সারাগায় 'মহারঙে' রঞ্জিত[১] চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল এবং সারাগায় 'মহানাম' রঞ্জিত[২] চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল। (তাহা দেখিয়া) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিলঃ—"শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সারাগায়ে নীলরঙের চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারাগায়ে পীতরঙের চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারাগায়ে লালরঙের চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারাগায়ে মঞ্জিষ্ঠা রঙের চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারাগায়ে কালরঙের চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারাগায় 'মহারঙে' রঞ্জিত চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারাগায় 'মহানাম রঙে' রঞ্জিত চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৫) চর্ম্মপাদুকার রঙ্ এবং প্রভেদ

১—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু নীলপটি চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, পীতপটি, লালপটি, মঞ্জিষ্ঠাপটি, কালপটি, মহারঙ-রঞ্জিতপটি এবং মহানামরঙ-রঞ্জিতপটি চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল। (তাহা দেখিয়া) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিলঃ—"শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

---

১. শতপদীর পৃষ্ঠের ন্যায় রঙ্ বিশিষ্ট; ২. পাণ্ডুপত্রের ন্যায় রঙ্ বিশিষ্ট।

"হে ভিক্ষুগণ! নীলপটি চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; পীতপটি, লালপটি, মঞ্জিষ্ঠাপটি, কালপটি, মহারঙ-রঞ্জিতপটি কিংবা মহানামরঙ-রঞ্জিতপটি চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

২—সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু গোড়ালি-আচ্ছাদক[১] চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, পুটবদ্ধ[২] চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, 'পালিগুণ্ঠিম'[৩] চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, তুলাপূর্ণ[৪] চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, তিত্তির পাখীর পাখা সদৃশ চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, মেষশৃঙ্গ[৫] সদৃশ চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, অজশৃঙ্গ সদৃশ চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, বৃশ্চিকের নঙ্গুষ্ঠ[৬] সদৃশ চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, ময়ুর পাখার ন্যায়[৭] সেলাই করা চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল, চিত্রবিচিত্র চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতেছিল। (তাহা দেখিয়া) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল:—"শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! গোড়ালি-আচ্ছাদক চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, 'পুটবদ্ধ' চর্ম্মপাদুকা, 'পালিগুণ্ঠিম' চর্ম্মপাদুকা, তুলাপূর্ণ চর্ম্মপাদুকা, তিত্তির পাখীর পাখা সদৃশ চর্ম্মপাদুকা, মেষশৃঙ্গ সদৃশ চর্ম্মপাদুকা, অজশৃঙ্গ সদৃশ চর্ম্মপাদুকা, বৃশ্চিকনঙ্গুষ্ঠ সদৃশ চর্ম্মপাদুকা, ময়ুরের পালক সদৃশ সেলাই করা চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩—সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু সিংহচর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, ব্যাঘ্র চর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, দ্বীপীচর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, মৃগচর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, উদেরচর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, মার্জ্জার-চর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, কাড়ক-চর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল, উলূকচর্ম্ম-সংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতেছিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ 'শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী!' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

---

১. গোড়ালি আচ্ছাদনের নিমিত্ত তলায় চর্ম্ম রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রস্তুত জুতা।—সম-পাসা। ২. যোনক (যুনানি) দেশের জুতা, যাহা জঙ্ঘা পর্য্যন্ত সমস্ত পদ আবৃত করে। ৩. বর্ত্তমান কালের বুট জুতা সদৃশ; যাহা পায়ের উপরিভাগ আবৃত করে। ৪. যাহার অভ্যন্তর ভাগে তুলার পিণ্ডিকা পূর্ণ করিয়া প্রস্তুত করে। ৫. যেই জুতার সম্মুখভাগ মেষের শৃঙ্গ সদৃশ করিয়া প্রস্তুত করে। ৬. যেই জুতার সম্মুখভাগ বৃশ্চিকের লেজের ন্যায় করিয়া প্রস্তুত করে। ৭. যাহা ময়ুরের পালকসদৃশ সূতার দ্বারা সেলাই করা হয়।

"হে ভিক্ষুগণ! সিংহচর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা, ব্যাঘ্রচর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা, দ্বীপীচর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা, মৃগচর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা, উদের চর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা, মার্জ্জারচর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা, কাড়কচর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা এবং উলুকচর্ম্মসংযুক্ত পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৬) বহুতলার পুরাণ চর্ম্মপাদুকা-বিধান

ভগবান বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পূর্ব্বাহ্ণ সময় পাত্রচীবর লইয়া, জনৈক ভিক্ষুকে পশ্চাৎগামী শ্রমণ করিয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহের নিমিত্ত রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই ভিক্ষু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ভগবানের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তখন বহুতলার চর্ম্মপাদুকা পরিহিত জনৈক উপাসক দূর হইতেই ভগবানকে আসিতে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া পাদুকা হইতে অবরোহণ করিয়া (খুলিয়া) ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন ঃ— "প্রভো! আপনি খোঁড়াইতেছেন কেন?" "বন্ধো! আমার পদদ্বয় ফাটিয়াছে।" "প্রভো! তাহা হইলে আমার এই চর্ম্মপাদুকা গ্রহণ করুন।" "বন্ধো! প্রয়োজন নাই, কেননা ভগবান বহুতলাবিশিষ্ট চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে বারণ করিয়াছেন।" (তখন ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষু! এই চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পার।"

অতঃপর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত বহুতলাবিশিষ্ট চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে। কিন্তু বহুতলাবিশিষ্ট নূতন চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৭) গুরুজনের সম্মুখে চর্ম্ম পাদুকা ব্যবহার অবিধেয়

সেই সময় ভগবান উন্মুক্তস্থানে নগ্নপদে পাদচারণ করিতেছিলেন। ভগবানকে নগ্নপদে পাদচারণ করিতে দেখিয়া স্থবির ভিক্ষুগণও নগ্নপদে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান এবং স্থবির ভিক্ষুগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় চর্ম্মপাদুকা পরিয়া পাদচারণ করিতে লাগিল। যেই সমস্ত ভিক্ষু অল্পেচ্ছু তাঁহারা 'কেন ভগবান এবং স্থবির ভিক্ষুগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু চর্ম্মপাদুকা পরিয়া পাদচারণ করিতেছে!' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা

এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি শাস্তা এবং স্থবির ভিক্ষুগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু চর্ম্মপাদুকা পরিয়া পাদচারণ করিতেছে?" "হা, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! কেন সেই মোঘপুরুষগণ (মূর্খগণ) শাস্তা এবং স্থবির ভিক্ষুগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় চর্ম্মপাদুকা পরিয়া পাদচারণ করিতেছে? ভিক্ষুগণ! এই শ্বেতবস্ত্র পরিহিত কামসেবী গৃহিগণও জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী বৃত্তি শিক্ষার জন্য আচার্য্যগণের প্রতি গৌরবসম্পন্ন, আদরসম্পন্ন এবং সমজীবীপরায়ণ হইয়া অবস্থান করে। তোমরা এইরূপ সু-আখ্যাত ধর্ম্মবিনয়ে (বুদ্ধের শাসনে) প্রব্রজিত হইয়া আচার্য্য এবং আচার্য্য সদৃশ, উপাধ্যায় এবং উপাধ্যায় সদৃশ ব্যক্তির প্রতি গৌরবহীন, আদরহীন এবং অসমজীবী হইয়া অবস্থান করা তোমাদের শোভা পায় কি? ভিক্ষুগণ! তোমাদের এই কার্য্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারে না......" এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! আচার্য্য বা আচার্য্যতুল্য এবং উপাধ্যায় বা উপাধ্যায়তুল্য ব্যক্তিগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় কেহ চর্ম্মপাদুকা পরিয়া পাদচারণ করিতে পারিবে না; যে পাদচারণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আরামের (বিহারের) মধ্যে চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৮) অবস্থা বিশেষে আরামেও চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার বিধেয়

১—সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর 'পাদকীল' রোগ[১] ছিল। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাহ্য এবং প্রস্রাব করাইবার জন্য লইয়া যাইতেন। ভগবান শয়নাসন দেখিবার জন্য বিচরণ করিবার সময় সেই ভিক্ষুগণকে তাঁহাকে (রুগ্ন ভিক্ষুকে) বাহ্য এবং প্রস্রাব করাইবার নিমিত্ত ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে দেখিতে পাইলেন; দেখিতে পাইয়া সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষুর নিকট কোন্ রোগ হইয়াছে?" "প্রভো! এই আয়ুষ্মানের 'পাদকীল' রোগ হইয়াছে, আমরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া

১. এক প্রকার পদরোগ বিশেষ। এই রোগে পদে কীলকসদৃশ মাংসপিণ্ড বাহির হইয়া থাকে।

বাহ্য এবং প্রস্রাব করাইবার জন্য লইয়া যাইতেছি।” ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যাহার পদে বেদনা আছে অথবা যাহার পা ফাটিয়াছে কিংবা যাহার ‘পাদকীল’ রোগ আছে সে চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে।”

২—সেই সময় ভিক্ষুগণ অধৌতপদে মঞ্চে এবং চৌকিতে আরোহণ করিতেছিলেন, তাহাতে চীবর এবং শয়নাসন অপরিষ্কার হইয়া যাইতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ মঞ্চে অথবা চৌকিতে আরোহণ করিবার সময় চর্ম্মপাদুকা পরিধান করিবে।”

(৯) আরামে চর্ম্মপাদুকা, মশাল, প্রদীপ এবং দণ্ড রাখিবার বিধান

সেই সময় ভিক্ষুগণ রাত্রিকালে উপোষথাগারে অথবা বসিবার স্থানে যাইবার সময় অন্ধকারে স্থাণু এবং কণ্টক পদদলিত করিতেন, তাহাতে পায়ে বেদনা হইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ আরামের সীমাভ্যন্তরে চর্ম্মপাদুকা, মশাল, প্রদীপ এবং দণ্ড (যষ্টি) ব্যবহার করিবে।”

(১০) কাষ্ঠপাদুকা (খড়ম) পরিধান অবিধেয়

সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া, কাষ্ঠপাদুকা পায়ে দিয়া, ‘খট্’, ‘খট্’ শব্দে রাজ-কথা, চোর কথা, মহামাত্য-কথা, সৈন্য-কথা, ভয়ের কথা, যুদ্ধ-কথা, অন্ন-কথা, পানীয় কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মালার কথা, গন্ধের কথা, জ্ঞাতির কথা, যানের কথা, গ্রামের কথা, নিগমের কথা, নগরের কথা, জনপদের কথা, স্ত্রীর কথা, পুরুষের কথা, শূরের কথা, চৌরাস্তার কথা, জলঘাটের কথা, পূর্ব্বপ্রেতের কথা, বিবিধরকমের কথা, লোক-আখ্যায়িকা, সমুদ্র-আখ্যায়িকা ভবাভব কথা ইত্যাদি নিরর্থক কথা উচ্চশব্দে, মহাশব্দে বলিয়া উন্মুক্তস্থানে পাদচারণ করিতেছিল, কীটও পদদলিত করিয়া হত্যা করিতেছিল এবং ভিক্ষুগণকেও সমাধি ভ্রষ্ট করিতেছিল। (তর্দ্দর্শনে) অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ ‘কেন ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে উঠিয়া, কাষ্ঠপাদুকা পরিয়া, খট্ খট্ শব্দ করিয়া রাজ-কথা চোর-কথা, মহামাত্য-কথা, সৈন্য-কথা, ভয়ের কথা, যুদ্ধের কথা, অন্নের কথা, পানীয়ের কথা, বস্ত্রের কথা, শয্যার কথা, মালার কথা, গন্ধের

কথা, জ্ঞাতির কথা, যানের কথা, গ্রামের কথা, নিগমের কথা, নগরের কথা, জনপদের কথা, স্ত্রীর কথা, পুরুষের কথা, শূরের কথা, চৌরাস্তার কথা, জলঘাটের কথা, পূর্ব্ব-প্রেতের কথা, বিবিধ কথা, লোক-আখ্যায়িকা, সমুদ্র আখ্যায়িকা এবং ভবাভব কথা ইত্যাদি উচ্চশব্দে, মহাশব্দে বলিয়া উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করিতেছে? কেনই বা কীট পদদলিত করিয়া হত্যা করিতেছে ও ভিক্ষুদিগকে সমাধিচ্যুত করিতেছে?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু রাত্রির প্রত্যুষে উঠিয়া কাষ্ঠপাদুকা পায়ে খট্ খট্ শব্দ করিয়া রাজ-কথা, চোর-কথা......ইত্যাদি ভবাভব কথা উচ্চশব্দে, মহাশব্দে বলিয়া উন্মুক্তস্থানে পাদচারণ করিতেছে, কীটও পদদলিত করিয়া হত্যা করিতেছে এবং ভিক্ষুগণকেও সমাধিচ্যুত করিতেছে?" "হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।"......ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! কাষ্ঠপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

[স্থান ঃ—বারাণসী]

(১১) নিষিদ্ধ পাদুকা

১—ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া বারাণসীতে গমন করিলেন। ভগবান বারাণসী-সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—ঋষিপত্তন মৃগদাবে। সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান কাষ্ঠ-পাদুকা ব্যবহার করিতে বারণ করায় কচি তাল গাছ ছেদন করাইয়া, তাহার পাতায় পাদুকা প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিতে লাগিল। ছেদন করায় তালগাছ ম্লান হইয়া গেল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ 'কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কচি তালগাছ ছেদন করাইয়া তালপাতার পাদুকা পরিধান করিতেছে? ছিন্ন করায় কচি তালগাছ যে ম্লান হইয়া যাইতেছে! কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একেন্দ্রিয় জীব (বৃক্ষ) পীড়ন করিতেছে?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অনন্তর ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি কচি তালগাছ ছেদন করাইয়া ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু তালপাতার পাদুকা ব্যবহার করিতেছে এবং ছেদন করায় তালগাছ ম্লান হইয়া যাইতেছে?" "হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেনঃ—হে ভিক্ষুগণ! কেন সেই মোঘপুরুষগণ কচি তালগাছ ছেদন করাইয়া তালপাতার পাদুকা পরিধান করিতেছে? ছেদন করায় কচি তালগাছ যে ম্লান হইয়া যাইতেছে! জনসাধারণ যে বৃক্ষকে জীব মনে করিয়া থাকে! তাহাদের এই কার্য্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবে না……এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! তালপত্রে প্রস্তুত পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান তালপাতার পাদুকা পরিধানে বারণ করায় কচি বাঁশ ছেদন করাইয়া বাঁশপাতার দ্বারা পাদুকা প্রস্তুত করাইয়া পরিধান করিতে লাগিল। সেই ছিন্ন কচি বাঁশ ম্লান হইয়া গেল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ 'কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কচি বাঁশ ছেদন করাইয়া বাঁশ পাতার পাদুকা পরিধান করিতেছে? সেই ছিন্ন কচি বাঁশ যে ম্লান হইয়া যাইতেছে! কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একেন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব পীড়ন করিতেছে?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অতঃপর তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! বাঁশপাতায় প্রস্তুত পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

[স্থানঃ—ভদ্রিকা]

৩—ভগবান বারাণসীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া ভদ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিতে করিতে ভদ্রিকায় গমন করিলেন এবং ভদ্রিকা সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জাতীয়বনে। সেই সময় ভদ্রিকাবাসী ভিক্ষুগণ বিবিধ রকমের পাদুকা প্রস্তুতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা তৃণপাদুকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন; মুঞ্জতৃণে পাদুকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন; বর্ব্বজতৃণে পাদুকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন; হিন্তাল (খেজুরপাতায়) পাদুকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন; কমল তৃণে পাদুকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন; কম্বলে পাদুকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন। তাঁহারা

পরিত্যাগ করিলেন, যথারীতি পাঠগ্রহণ, পরিপৃচ্ছা, অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা। (তদ্দর্শনে) অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ 'কেন ভদ্রিকাবাসী ভিক্ষুগণ নানাবিধ পাদুকা প্রস্তুত কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং কেনই বা তাঁহারা তৃণপাদুকা প্রস্তুত করিতেছেন এবং করাইতেছেন······তাঁহারা অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়ে জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভদ্রিকাবাসী ভিক্ষুগণ বিবিধরকমের পাদুকা প্রস্তুত কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে? সত্যই কি তাহারা তৃণপাদুকা প্রস্তুত করিতেছে এবং করাইতেছে? মুঞ্জতৃণে (মুজ ঘাসে) পাদুকা প্রস্তুত করিতেছে এবং করাইতেছে······? সত্যই কি তাহারা যথারীতি পাঠগ্রহণ, পরিপৃচ্ছা, অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছে?" "হাঁ ভগবন্! তাহা সত্য বটে।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! কেন সেই মোঘপুরুষগণ নানাবিধ পাদুকা প্রস্তুত কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে? কেনই বা তাহারা তৃণপাদুকা প্রস্তুত করিতেছে এবং করাইতেছে······? কেনই বা তাহারা যথারীতি পাঠগ্রহণ, পরিপৃচ্ছা, অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছে? ভিক্ষুগণ! তাহাদের এইকার্য্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে পারে না······এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! তৃণপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, মুঞ্জপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, বর্ব্বজ-পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, হিন্তাল-পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, কমল-পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, কম্বল-পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, স্বর্ণ-পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, রৌপ্য-পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, মণি-পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, বৈদূর্য্য-পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, স্ফটিক-পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, কাংস্য-পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, কাঁচেরপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, রাঙেরপাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, সীসার পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না, তাম্রলৌহের পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! যে কোন রকমের সংক্রমণীয় (স্থানান্তরকরণীয়) পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ বাহ্যপাদুকা (পাইখানায় স্থাপিত পাদুকা), প্রস্রাবপাদুকা (প্রস্রাব করিবার স্থানে স্থাপিত পাদুকা) এবং আচমন-

পাদুকা (আঁচাইবার স্থানে স্থাপিত পাদুকা) এই ত্রিবিধ অসংক্রমণীয় (স্থানান্তর করিবার অযোগ্য) ধ্রুবস্থানীয় (নিত্য একস্থানে স্থাপিত) পাদুকা ব্যবহার করিবে।”

[স্থান ঃ—শ্রাবস্তী]

(১২) গাভী ও গোবৎস স্পর্শ এবং হত্যাদি করা অবিধেয়

ভগবান ভদ্রিকা-সমীপে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তী সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু অচিরবতী নদী (আধুনিক রাপ্তি) পার হইবার সময় গাভীর শৃঙ্গ ধারণ করিতেছিল, কর্ণ ধারণ করিতেছিল, গ্রীবা ধারণ করিতেছিল, পুচ্ছ ধারণ করিতেছিল, পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছিল, কামচিত্তে গোযোনি স্পর্শ করিতেছিল এবং গোবৎসকে জলে চাপিয়া ধরিয়া হত্যা করিতেছিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ ‘কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ গাভী নদী পার হইবার সময় তাহার শৃঙ্গ ধারণ করিতেছে, কর্ণ ধারণ করিতেছে,...... এবং গোবৎস জলে চাপিয়া ধরিয়া হত্যা করিতেছে? যেমন কামসেবী গৃহী!’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—

“হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু গাভী নদী পার হইবার সময় গাভীর শৃঙ্গ ধারণ করিতেছে, কর্ণ ধারণ করিতেছে, ...এবং গোবৎস জলে চাপিয়া ধরিয়া হত্যা করিতেছে?” “হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।”

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেনঃ—“হে ভিক্ষুগণ! গাভীর শৃঙ্গ ধারণ করিতে পারিবে না, কর্ণ ধারণ করিতে পারিবে না, গ্রীবা ধারণ করিতে পারিবে না, পুচ্ছ ধারণ করিতে পারিবে না, পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পারিবে না, যে আরোহণ করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ! কামচিত্তে গোযোনি স্পর্শ করিতে পারিবে না, যে স্পর্শ করিবে, তাহার ‘থুল্লচ্চয়’ অপরাধ হইবে। গোবৎস হত্যা করিতে পারিবে না, যে হত্যা করিবে, তাহার ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করিতে হইবে।

৩২

যান, মঞ্চ এবং চৌকি সম্বন্ধে নিয়ম

(১) যান নিষিদ্ধ

সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু পুরুষচালিত গাভীশকটে এবং নারীচালিত বলীবর্দ্দশকটে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—"এ যেন গঙ্গার মহাক্রীড়া [১] !" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! যানারোহণে যাইতে পারিবে না; যে যাইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(২) রুগ্নের জন্য যানের বিধান

১—সেই সময় জনৈক ভিক্ষু কোশল জনপদ হইতে ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে যাইবার সময়ে রাস্তার মধ্যে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই ভিক্ষু গমনমার্গ হইতে অবতরণ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। জনসাধারণ সেই ভিক্ষুকে দেখিয়া কহিলেন :—"প্রভো! আর্য্য কোথায় যাইবেন?" "বন্ধুগণ! আমি ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তী যাইব।" "প্রভো! আসুন, আমরাও তথায় যাইব।" "বন্ধুগণ! আমি রোগের জন্য যাইতে সমর্থ হইতেছি না।" "প্রভো! আসুন, যানে আরোহণ করুন।" "বন্ধুগণ! প্রয়োজন নাই, কেননা ভগবান যানে আরোহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" এই বলিয়া, সঙ্কোচ করিয়া যানে আরোহণ করিলেন না। অনন্তর সেই ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে গমন করিয়া ভিক্ষুদিগকে এই বিষয় প্রকাশ করিলেন। ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রুগ্নভিক্ষু যানে আরোহণ করিতে পারিবে।"

২—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "পুরুষযুক্ত যানে আরোহণ করিতে হইবে, না-কি নারীযুক্ত যানে আরোহণ করিতে হইবে?" তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পুরুষযুক্ত 'হত্থবট্টকে' (হাতেটানা যানে) আরোহণ করিবে।"

---

১. ইহা একটি উৎসব। এই ক্রীড়া উৎসবে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে একসঙ্গে যানে আরোহণ করিয়া জলক্রীড়ার নিমিত্ত গমন করিত।—বিম-বিনো।

(৩) বিহিত যান

সেই সময় যানের ঝাঁকুনিতে জনৈক ভিক্ষুর গুরুতর রোগ উপস্থিত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ শিবিকা এবং পাল্কীতে আরোহণ করিবে।"

(৪) মহার্ঘ শয্যা নিষিদ্ধ

সেই সময় ষড়্বর্গীয় ভিক্ষু উচ্চশয্যা মহাশয্যা ব্যবহার করিতেছিল। যথা ঃ— 'আসন্দী' (প্রমাণাতিরিক্ত আসন বিশেষ), পর্য্যঙ্ক, 'গোণক' (দীর্ঘরোমের গালিচা), 'চিত্রক' (হিংস্র জন্তু চিত্রিত উর্ণার চাদর), 'পটিক' (উর্ণাময় শ্বেত চাদর), 'পটলিক' (ঘনপুষ্প চিত্রিত উর্ণাময় চাদর,) 'তুলিক' (তোষক), 'বিকতিক' (সিংহ ব্যাঘ্রাদি চিত্রে চিত্রিত উর্ণাময় চাদর), 'উদ্দলোমি' (এক পার্শ্বে ঝালর বিশিষ্ট উর্ণাময় চাদর) 'একন্তলোমি' (উভয় পার্শ্বে ঝালর বিশিষ্ট উর্ণার চাদর), 'কট্টিস্স'[১] (কৌশেয় সূত্রের মধ্যে স্বর্ণসূত্র প্রবেশ করাইয়া প্রস্তুত চাদর), কৌশেয় (স্বর্ণলিপ্ত রেশমী চাদর), 'কুত্তক' (ষোলজন নাটিকাস্ত্রীর নৃত্য করিবার যোগ্য উর্ণাময় চাদর), হস্তীপৃষ্ঠে পাতিবার গালিচা, অশ্বপৃষ্ঠে পাতিবার গালিচা, রথে পাতিবার গালিচা, 'অজিনপ্রবেণী' (কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম মঞ্চ প্রমাণ সেলাই করা আস্তরণ), কদলীমৃগ চর্ম্মে প্রস্তুত আস্তরণ, 'সউত্তরচ্ছদ'[২] (রক্ত বর্ণের চাঁদোয়া) এবং উভয় পার্শ্বে লাল রঙের উপাধান। জনসাধারণ বিহারে পর্য্যটন করিবার সময় এই সমস্ত দেখিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল ঃ—"শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! উচ্চশয্যা মহাশয্যা ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাহা এই ঃ— 'আসন্দি', 'পালঙ্ক', গোণক', 'চিত্তক', 'পটিক', 'পটলিক', 'তূলিক', 'বিকতিক', 'উদ্দলোমী', 'একন্তলোমী', 'কট্টিস্স', 'কোসেয্য', 'কুত্তক', হস্তীর গালিচা, অশ্বের গালিচা, রথের গালিচা, কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্মের চাদর, কদলীমৃগচর্ম্মের চাদর, লাল চাঁদোয়া, মঞ্চের উভয় পার্শ্বে লাল রঙের উপাধান। যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

---

১. স্বর্ণসূত্রের নাম 'কট্টিস্স' অথবা 'কস্সট'।—বিম-বিনো।

২. উপরিভাগ আচ্ছাদিত করে বলিয়া এই চাঁদোয়ার নাম 'সউত্তরচ্ছদ' হইয়াছে।—সার-দীপ।

(৫) সিংহাদির চর্ম্ম নিষিদ্ধ

সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান উচ্চশয্যা মহাশয্যা ব্যবহার করিতে বারণ করায় সিংহের চর্ম্ম, ব্যাঘ্রের চর্ম্ম, দ্বীপীর চর্ম্ম, এই ত্রিবিধ মহাচর্ম্ম ব্যবহার করিতে লাগিল। সেই চর্ম্মসমূহ মঞ্চ প্রমাণও ছিন্ন হইল, চৌকিপ্রমাণও ছিন্ন হইল, মঞ্চের মধ্যেও পাতা হইল, মঞ্চের বাহিরেও পাতা হইল, চৌকির মধ্যেও পাতা হইল, চৌকির বাহিরেও পাতা হইল। জনসাধারণ বিহারে বিচরণ করিবার সময় এই সমস্ত দেখিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল :—"শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এইবিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! সিংহ চর্ম্ম, ব্যাঘ্র চর্ম্ম এবং দ্বীপী-চর্ম্ম আদি মহাচর্ম্ম ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৬) প্রাণিহিংসায় প্রেরণা দান ও চর্ম্ম ব্যবহার নিষিদ্ধ

সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান মহাচর্ম্ম ব্যবহারে বারণ করায় গোচর্ম্ম ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহা মঞ্চপ্রমাণ ছিন্ন হইল, চৌকিপ্রমাণ ছিন্ন হইল, মঞ্চের মধ্যেও পাতা হইল, মঞ্চের বাহিরেও পাতা হইল, চৌকির মধ্যেও পাতা হইল, চৌকির বাহিরেও পাতা হইল।

সেই সময় জনৈক পাপিষ্ঠ ভিক্ষু জনৈক পাপিষ্ঠ উপাসকের 'কুলোপগ' (কুলপুরোহিত) ছিল। একদিন সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষু পূর্ব্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া সেই পাপিষ্ঠ উপাসকের আলয়ে উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল। পাপিষ্ঠ উপাসক সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিল। সেই সময় সেই পাপিষ্ঠ উপাসকের তরুণবয়স্ক, অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোজ্ঞ, চিত্রবিচিত্র একটি গোবৎস ছিল; দেখিতে যেন দ্বীপীশাবক। তখন সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষু সেই গোবৎসকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিল। সেই পাপিষ্ঠ উপাসক পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে কহিল :— "প্রভো! আর্য্য এই গোবৎসটিকে এরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতেছেন কেন?" "বন্ধো! আমার এই গোবৎসের চর্ম্মের প্রয়োজন, এই জন্য দেখিতেছি।" তখন সেই পাপিষ্ঠ উপাসক সেই গোবৎসটিকে হত্যা করিয়া, চর্ম্ম উৎপাটিত করিয়া সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে প্রদান করিল। পাপিষ্ঠ ভিক্ষু চর্ম্মখণ্ড সঙ্ঘাটি দ্বারা ঢাকিয়া প্রস্থান করিল। তখন সেই গাভী বৎসের প্রতি স্নেহাসক্ত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুর পশ্চাদ্ধাবন করিল।

(তদ্দর্শনে) ভিক্ষুগণ কহিলেন ঃ—"বন্ধো! এই গাভী আপনার পশ্চাদ্ধাবন কেন করিতেছে?" "বন্ধো! আমিও জানি না যে এই গাভী কেন আমার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।" সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুর সঙ্ঘাটি রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ তাহাকে কহিলেন ঃ—"বন্ধো! আপনার এই সঙ্ঘাটি কিরূপ করিয়াছেন?" তখন সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষু ভিক্ষুগণের নিকট এই বিষয় প্রকাশ করিল। (ভিক্ষুগণ কহিলেন ঃ—) "বন্ধো! আপনি কি প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিয়াছেন?" "হাঁ, বন্ধো! দিয়াছি।" (তাহা শুনিয়া) অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ 'কেন ভিক্ষু প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিতেছেন, ভগবান কি নানাভাবে প্রাণিহত্যার নিন্দা এবং প্রাণিহত্যাবিরতির প্রশংসা করেন নাই?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। তখন ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করাইয়া সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষু! সত্যই কি তুমি প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিয়াছ?" "হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।"

বুদ্ধ ভগবান নিন্দা করিলেন ঃ······মোঘপুরুষ! কেন তুমি প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিয়াছ? আমি কি নানাভাবে প্রাণিহত্যার নিন্দা এবং প্রাণিহত্যাবিরতির প্রশংসা করি নাই? তোমার এই কার্য্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না······ এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিতে পারিবে না; যে প্রেরণা দিবে তাহার ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করিতে হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! গোচর্ম্ম ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে, তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! কোন রকমের চর্ম্ম ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে, তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৭ চর্ম্মাবৃত মঞ্চাদিতে বসা যায়

১—সেই সময়ে জনসাধারণের ব্যবহৃত মঞ্চ এবং চৌকি চর্ম্মাবৃত এবং চর্ম্মাবদ্ধ থাকিত। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া তাহাতে উপবেশন করিতেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ গৃহীর ব্যবহৃত আসনে বসিতে পারিবে, কিন্তু শুইতে পারিবে না।"

২—সেই সময়ে বিহারসমূহ চর্ম্মখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত থাকিত। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ

করিয়া তাহাতে উপবেশন করিতেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ বিহার চর্ম্মদ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও হেলান দিয়া বসিতে পারিবে।"

(৮) জুতা পায়ে গ্রামে গমন নিষিদ্ধ

১—সে সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু চর্ম্মপাদুকা পরিয়া গ্রামে গমন করিত। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল ঃ— "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! চর্ম্মপাদুকা পরিয়া গ্রামাভ্যন্তরে যাইতে পারিবে না; যে যাইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—সেই সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত ছিলেন। তিনি চর্ম্মপাদুকা ব্যতীত গ্রামে যাইতে সমর্থ হইতেছিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ রুগ্ন ভিক্ষু চর্ম্মপাদুকা পরিয়া গ্রামে যাইতে পারিবে।"

মধ্যদেশের বাহিরে বিশেষ বিধান

(১) শোণ কোটিকর্ণের প্রব্রজ্যা

সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন অবন্তীরাজ্যের কুররঘরে[১] প্রপাত পর্ব্বতে[২] অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শোণ কোটিকর্ণ[৩] নামক উপাসক আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের উপস্থায়ক[৪] (সেবক) ছিলেন। একদিন শোণ কোটিকর্ণ উপাসক আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান

১. কুরর ঘর নামক নগরে; ২. প্রপাত নামক পর্ব্বতে; ৩. এককোটি স্বর্ণমুদ্রা মুল্যের কর্ণাভরণ ধারণ করায় কোটিকর্ণ বা কুটিকর্ণ নামে অভিহিত।—সম-পাসা।

৪. ইনি মহাকাত্যায়নের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, বুদ্ধের শাসনে প্রসন্ন হইয়া, ত্রিশরণ এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রপাত পর্ব্বতে ছায়া এবং জল সম্পন্ন স্থানে বিহার প্রস্তুত করিয়া, কাত্যায়নকে তথায় বাস করাইয়া, নিত্য চারি বস্তু দ্বারা সেবা করিতেন। এইহেতু কাত্যায়নের উপস্থায়ক নামে কথিত হইয়াছে।—সার-দীপ।

মহাকাত্যায়নকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবিষ্ট শোণ কোটিকর্ণ উপাসক আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে কহিলেন :—"প্রভো! আমি যেই যেই ভাবে আর্য্য মহাকাত্যায়ন উপদিষ্ট ধর্ম্ম অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে বুঝিতেছি আগারে বাস করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ, বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ, শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করা সহজ নহে। প্রভো! এইহেতু আমি কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিয়া, কষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব প্রভু আর্য্য মহাকাত্যায়ন আমাকে প্রব্রজিত করুন।" এইরূপ বলিলে আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন শোণ কোটিকর্ণ উপাসককে কহিলেন :—

"হে শোণ! আজীবন একশয্যা এবং একাহার অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করা দুষ্কর। শোণ! তুমি আগারে থাকিয়াই দৃঢ়তা সহকারে বুদ্ধের উপদেশ পালন কর এবং সময়ে সময়ে একশয্যা, একাহার অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর।" এই কথায় শোণ কোটিকর্ণ উপাসকের প্রব্রজ্যার জন্য যেই উৎকণ্ঠা ছিল তাহা উপশম হইল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও শোণ কোটিকর্ণ উপাসক ঐরূপ বলিলেন। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন শোণ কোটিকর্ণ উপাসককে প্রব্রজিত করিলেন। সেই সময়ে অবন্তী দক্ষিণাপথে অল্পসংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করিতেন। আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন তিন বৎসর পরে অতি কষ্টে এখান সেখান হইতে দশবর্গ (দশজন) ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত করাইয়া আয়ুষ্মান শোণকে উপসম্পদা প্রদান করিলেন। আয়ুষ্মান শোণ বর্ষাবাসের পর নির্জ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময়ে তাঁহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইল : 'আমি কেবলমাত্র ভগবান 'এইরূপ', 'এইরূপ' বলিয়া শুনিয়াছি; কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিব যদি উপাধ্যায় এবিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান করেন।' আয়ুষ্মান শোণ সায়াহ্নে ধ্যান হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শোণ আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে কহিলেন :—"প্রভো! আমি নির্জ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় আমার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল : "আমি কেবলমাত্র শুনিয়াছি : 'ভগবান 'এইরূপ', 'এইরূপ'; কিন্তু তাঁহাকে চক্ষে দেখি নাই। অতএব আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিতে যাইব যদি এবিষয়ে আমাকে উপাধ্যায় অনুমতি প্রদান করেন।' প্রভো! উপাধ্যায়ের অনুমতি হইলে সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য আমি যাইতে পারি।"

"সাধু, সাধু, শোণ! তুমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন কর। শোণ! তুমি সেই প্রসাদযুক্ত, প্রসাদকর, শান্তেন্দ্রিয়, শান্তচিত্ত, উত্তম-দমথ

শমথ প্রাপ্ত, দান্ত[১], গুপ্ত[২], সংযতেন্দ্রিয় ও নাগ-সদৃশ[৩] ভগবানকে দেখিতে সমর্থ হইবে। শোণ! তাহা হইলে তুমি আমার বাক্যে ভগবানের পদে 'প্রভো! আমার উপাধ্যায় আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন ভগবানের পদে অবনতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করিতেছেন।' এই বলিয়া অবনত মস্তকে ভগবানের পাদ বন্দনা করিবে। এই কথাও বলিবে: 'প্রভো! অবন্তী দক্ষিণাপথে ভিক্ষুসংখ্যা অত্যল্প, তিনবৎসর পরে অতি কষ্টে এস্থান সেস্থান হইতে দশজন ভিক্ষু সমবেত করাইয়া আমি উপসম্পদা লাভে সমর্থ হইয়াছি। অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে (১) অল্পসংখ্যক ভিক্ষু কর্তৃক উপসম্পদা প্রদানের[৪] অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো! অবন্তী দক্ষিণাপথের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ এবং গরুর খুরাঘাতে কণ্টকসদৃশ, অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে (২) চারিতলা চর্ম্মপাদুকা ব্যবহারের অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো! অবন্তী দক্ষিণাপথের জনসাধারণ স্নান-প্রিয়[৫] এবং জলদ্বারা পরিশুদ্ধ হয় মনে করিয়া থাকে, অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণা-পথে (৩) নিত্যস্নানের অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো! মধ্যদেশে যেমন 'এরগু'[৬] 'মোরগু'[৭] 'মজ্জরু'[৮] এবং 'জন্তু'[৯] মেঝে পাতিয়া রাখা হয় তেমনভাবে অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেষচর্ম্ম, অজচর্ম্ম এবং মৃগচর্ম্ম পাতিয়া রাখা হয়, অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে (৪) মেষচর্ম্ম, অজচর্ম্ম এবং মৃগচর্ম্মের আস্তরণ ব্যবহারে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো! এখন জনসাধারণ সীমার বাহিরে প্রস্থিত ভিক্ষুগণকে 'এই চীবর অমুককে প্রদান করুন' বলিয়া চীবর দিতেছেন। তাঁহারা আসিয়া জ্ঞাপন করেন: 'বন্ধো! অমুক ব্যক্তি আপনার জন্য চীবর প্রেরণ করিয়াছেন।' তাঁহারা 'আমাদের 'নিস্সগ্গিয়'[১০] না হউক' এই সঙ্কোচ করিয়া চীবর ব্যবহার করিতেছেন না; অতএব ভগবান (৫) চীবর-পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট করুন'।"

শোণ 'তথাস্তু, প্রভো!' বলিয়া আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়নকে অভিবাদন করিয়া, দক্ষিণাপার্শ্ব তাঁহার পুরোভাগে করিয়া, শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে

---

১. যাঁহার হস্তপদ দান্ত হইয়াছে। ২ যাঁহার বাক্য সংযত হইয়াছে। ৩. যিনি স্বেচ্ছাচারের বশে গমন করেন না অথবা যাঁহার প্রহীন তৃষ্ণা পুনরুৎপন্ন হয় না।—সম-পাসা।

৪. মধ্যদেশে দশজনের কম ভিক্ষু উপসম্পদা দিতে পারে না। ৫. মধ্যদেশে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে বিনা প্রয়োজনে স্নান করিলে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।—সুত্ত-বিভ। ৬ এক জাতীয় তৃণ; ইহা স্থূল, ইহার দ্বারা মাদুর আদি প্রস্তুত হয়। ৭. তৃণ বিশেষ; ইহা সূক্ষ্ম, মৃদু ও সুখ সংস্পর্শ; ইহাদ্বারাও মাদুরাদি প্রস্তুত হয়। ৮. তৃণবিশেষ; ইহাদ্বারা কাপড়ও প্রস্তুত করা যায়। ৯. তৃণবিশেষ; বর্ণ মণি সদৃশ। এইসব তৃণদ্বারা মধ্যদেশে মাদুর আদি প্রস্তুত করিয়া ঘরের মেঝে পাতিয়া রাখা হইত।—সম-পাসা। ১০. অতিরিক্ত চীবর দশদিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারে। দশদিন অতিবাহিত হইলে 'নিস্সগ্গিয় অপরাধ' হয়। সেই চীবর পরিত্যাগ করিয়া, অপরাধ স্বীকার করিয়া (দোষ) মুক্ত হইতে হয়।—সুত্ত-বিভ।

প্রস্থান করিলেন; এবং ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া শ্রাবস্তী সন্নিধানে অবস্থিত জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন:—"আনন্দ! এই আগন্তুক ভিক্ষুর জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট কর।"

আয়ুষ্মান আনন্দ ভাবিলেন: "যাঁহার জন্য ভগবান আমাকে এইরূপ আদেশ করেন: 'আনন্দ! এই আগন্তুক ভিক্ষুর জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট কর।' ভগবান সেই ভিক্ষুর সহিত এক বিহারে রাত্রিযাপন করিতে ইচ্ছা করেন। এখন দেখিতেছি ভগবান আয়ুষ্মান শোণের সহিত এক বিহারে রাত্রিযাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।" এই ভাবিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ যেই বিহারে ভগবান অবস্থান করেন সেই বিহারে আয়ুষ্মান শোণের জন্য শয়নাসন নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ভগবান অধিক রাত্রি উন্মুক্ত স্থানে অতিবাহিত করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। আয়ুষ্মান শোণও অধিক রাত্রি উন্মুক্ত স্থানে অতিবাহিত করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। ভগবান রাত্রির প্রত্যূষ সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া আয়ুষ্মান শোণকে বলিলেন:—"হে ভিক্ষু! তুমি ধর্ম্ম (সূত্র) আবৃত্তি করিতে কি সমর্থ?" "হাঁ, প্রভো! আমি সমর্থ।" এই বলিয়া আয়ুষ্মান শোণ ভগবানের নিকট প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া সমস্ত অষ্টকবর্গের[১] গাথাসমূহ স্বরে আবৃত্তি করিলেন।

ভগবান আয়ুষ্মান শোণের সুস্বরে আবৃত্তি সমাপ্ত হইবার পর 'হে ভিক্ষু! তুমি অষ্টকবর্গ উত্তমরূপে গ্রহণ করিয়াছ, সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ে গ্রথিত করিয়াছ, সম্যক্‌প্রকারে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছ এবং তুমি সুন্দর, স্পষ্ট, সরল অর্থস্রোতকে বাণী প্রকাশে নিপুণ' এই বলিয়া, 'সাধু', 'সাধু' বলিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন: "ভিক্ষু! তোমার বয়স[২] কত হইয়াছে?" "প্রভো! আমার বয়স মাত্র একবৎসর হইয়াছে।" "ভিক্ষু! তুমি কেন এত বিলম্ব করিলে?" "প্রভো! আমি দীর্ঘদিন পরে কামভোগের অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি, বিশেষত গৃহবাস বহুবাধাযুক্ত, গৃহীর বহুকার্য্য বহুকরণীয়।" তখন ভগবান এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া সেই শুভ মুহূর্ত্তে এই উদান গাথা উচ্চারণ করিলেন:—

হেরি লোকে আদীনব, যত উপদ্রব,
জানি ধর্ম্ম নিরুপাধি, মুক্তি অনাসব,
পাপে নাহি রমে আর্য্য সুগত সুজন,
পাপে নাহি থাকে কভু শুচি শুদ্ধ মন।

---

১. বর্ত্তমানে অষ্টকবর্গ সুত্ত-নিপাতের ৪র্থ বর্গ। পূর্ব্বে অষ্টকবর্গ পৃথক্‌ভাবে ছিল। তখন এই বর্গের সূত্রসংখ্যা কত ছিল জানি না। বস্তুত এই বর্গের মাত্র ৫টি সূত্রই অষ্টক নামের যোগ্য।

২. তুমি ভিক্ষুত্ব লাভ করিয়াছ কয় বৎসর?

৩৩

অতঃপর আয়ুষ্মান শোণ 'ভগবান আমার বাক্য অনুমোদন করিতেছেন, উপাধ্যায় আমাকে যেই সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন তাহা বলিবার এখনই উপযুক্ত সময়' এই ভাবিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, দেহের একাংশ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া, ভগবানের পদে প্রণত হইয়া ভগবানকে কহিলেন :—"প্রভো ! আমার উপাধ্যায় আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন ভগবানের পদে অবনত মস্তকে বন্দনা জানাইয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন, 'প্রভো ! অবন্তী দক্ষিণাপথে ভিক্ষুর সংখ্যা অতি অল্প ; তিন বৎসর পরে অতি কষ্টে এস্থান সেস্থান হইতে দশজন ভিক্ষু সমবেত করাইয়া আমি উপসম্পদা লাভ করিয়াছি ; অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে অল্পসংখ্যক ভিক্ষুদ্বারা উপসম্পদা দানের অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো ! অবন্তী দক্ষিণাপথের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ এবং গরুর খুরাঘাতে কণ্টক সদৃশ ; অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে চারিতলা চর্ম্মপাদুকা পরিধানের আদেশ প্রদান করুন। প্রভো ! অবন্তী দক্ষিণাপথে জনসাধারণ স্নানপ্রিয় এবং জলদ্বারা পরিশুদ্ধ হয় মনে করিয়া থাকে ; অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে নিত্যস্নানের ব্যবস্থা প্রদান করুন। প্রভো ! অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেষচর্ম্ম, অজচর্ম্ম এবং মৃগচর্ম্ম পাতা থাকে। মধ্যম জনপদে যেমন ঘরের মেঝে 'এরগু', 'মোরগু', 'মজ্জারু' এবং 'জন্তু' পাতা থাকে তেমন অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেষচর্ম্ম, অজচর্ম্ম এবং মৃগচর্ম্ম পাতা থাকে ; অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে মেষচর্ম্ম, অজচর্ম্ম এবং মৃগচর্ম্ম পাতিবার অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো ! এখন মনুষ্যগণ সীমার বাহিরে প্রস্থিত ভিক্ষুগণের জন্য 'এই চীবর অমুককে প্রদান করুন' বলিয়া চীবর অন্য দ্বারা প্রেরণ করেন। তাহারা (চীবরবাহকগণ) আসিয়া 'বন্ধো ! অমুক ব্যক্তি আপনার জন্য চীবর প্রেরণ করিয়াছেন' বলিয়া জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা (যাঁহাদের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা) 'আমাদের 'নিস্সগ্গিয়' অপরাধ হইবে' এই সন্দেহ করিয়া চীবর গ্রহণ করেন না ; অতএব ভগবান চীবর সম্বন্ধে পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন'।"

(২) প্রত্যন্ত দেশের জন্য বিশেষ বিধান

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে অহ্বান করিলেন :—"হে ভিক্ষুগণ ! অবন্তী দক্ষিণাপথে অল্পসংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করে, এই জন্য "আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সমস্ত প্রত্যন্ত জনপদে (মধ্যেদেশের বহির্ভাগে) বিনয়ধর পাঁচজন ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে।"

এই সমস্তই প্রত্যন্ত জনপদ। যথা:—পূর্ব্বদিকে কজঙ্গল[১] নামক নিগম, তাহার পরে বৃহৎ শালবন, তাহার পরবর্ত্তী স্থান প্রত্যন্তজনপদ, অভ্যন্তর ভাগ মধ্যদেশ। পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে সলরবতী[২] নদী, তাহার পর প্রত্যন্তজনপদ, অভ্যন্তর ভাগ মধ্যদেশ। দক্ষিণদিকে শ্বেতকর্ণিক[৩] নামক নিগম, তাহার পর প্রত্যন্তজনপদ, অভ্যন্তর ভাগ মধ্যদেশ। পশ্চিমদিকে থূন[৪] (স্থূন) নামক ব্রাহ্মণগ্রাম, তাহার পর প্রত্যন্ত জনপদ, অভ্যন্তরভাগ মধ্যদেশ। উত্তরদিকে উশীরধ্বজ[৫] নামক পর্ব্বত, তাহার পর প্রত্যন্ত জনপদ, অভ্যন্তর ভাগ মধ্যদেশ।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: এইরূপ প্রত্যন্তজনপদে পাঁচজন বিনয়-ধর ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! অবন্তী দক্ষিণাপথের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ এবং গরুর খুরাঘাতে কণ্টক সদৃশ; এই হেতু—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: সমস্ত প্রত্যন্ত জনপদে চারিতলা চর্ম্ম পাদুকা পরিধান করিতে পারিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! অবন্তী দক্ষিণাপথে জনসাধারণ স্নানপ্রিয় এবং জল দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয় মনে করিয়া থাকে; এই হেতু—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: সমস্ত প্রত্যন্ত জনপদে নিত্য স্নান করিতে পারিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেষচর্ম্ম, অজচর্ম্ম এবং মৃগচর্ম্ম পাতা থাকে। মধ্যম জনপদে যেমন 'এরগু', 'মোরগু', 'মজ্জারু' এবং 'জন্তু' ঘরের মেঝে পাতা থাকে তেমন অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেষচর্ম্ম, অজচর্ম্ম এবং মৃগচর্ম্ম পাতা থাকে; এই হেতু —

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: সমস্ত প্রত্যন্ত জনপদে ঘরের মেঝে পাতা মেষচর্ম্ম, অজচর্ম্ম এবং মৃগচর্ম্ম ব্যবহার করিতে পারিবে।"

হে ভিক্ষুগণ! জনসাধারণ সীমার বাহিরে প্রস্থিত ভিক্ষুগণের জন্য 'এই চীবর অমুককে প্রদান করিতেছি' বলিয়া চীবর প্রেরণ করিয়া থাকে; এই হেতু—

---

১. বর্ত্তমান কঁকজোল, জিলা সাঁওতাল পরগণা (বিহার প্রদেশ)।

২. বর্ত্তমান সিলই নদী, জিলা হাজারীবাগ এবং বীরভূম।

৩. হাজারীবাগ জিলার স্থান বিশেষ।

৪. আধুনিক স্থানেশ্বর।

৫. হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: (ঐ চীবর) ব্যবহার করিবে। সেই চীবর যাবৎ হস্তগত না হয় তাবৎ (স্বীয় চীবরের) মধ্যে গণ্য হয় না।"[১]

॥ চর্ম্ম-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

১. 'আপনি চীবর পাইয়াছেন' এই বলিয়া যাবৎ আনিয়া না দেয় অথবা প্রেরণ করিয়া সংবাদ না দেয় তাবৎ গণনায় গণ্য হয় না। যখন আনিয়া দেয় অথবা পাইয়াছে বলিয়া শ্রবণ করে সেই হইতে দশদিন পর্য্যন্ত বিনা অধিষ্ঠানে এবং বিনা বেনামায় রাখিতে পারে।—সম-পাসা।

৬—ভৈষজ্য-স্কন্ধ

ভৈষজ্য এবং তাহার প্রস্তুত প্রণালী

[স্থান ঃ—শ্রাবস্তী]

(১) পঞ্চবিধ ভৈষজ্যের বিধান

১—সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী-সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় ভিক্ষুগণ শারদীয় রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাদের ভুক্ত যবাগূ এবং অন্ন বমি হইয়া যাইত। এই জন্য তাঁহারা কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের গাত্র ধমনিজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভগবান সেই কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ এবং ধমনিজালে আচ্ছন্নগাত্র ভিক্ষুদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে আনন্দ! এখন ভিক্ষুগণ কেন কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে এবং কেনই বা তাহাদের গাত্র ধমনিজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে?"

"প্রভো! এখন ভিক্ষুগণ শারদীয় রোগে স্পৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের ভুক্ত যবাগূ বমি হইয়া যাইতেছে, ভুক্ত অন্ন বমি হইয়া যাইতেছে; এই জন্য তাঁহারা কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের গাত্র ধমনিজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।"

ভগবান নিভৃতে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইল ঃ 'এখন শারদীয় রোগে স্পৃষ্ট ভিক্ষুগণের ভুক্ত যবাগূও বমি হইয়া যাইতেছে, ভুক্ত অন্নও বমি হইয়া যাইতেছে, এই জন্য তাহারা কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের গাত্র ধমনিজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমি ভিক্ষুদিগের জন্য এমন কোন্ ঔষধের ব্যবস্থা করিব যাহা ঔষধও হয়, ঔষধরূপে গণ্যও হয় এবং আহারের কার্য্যও সম্পন্ন করে অথচ স্থূল আহারের মধ্যে পারিগণিত হয় না?' অতঃপর ভগবানের মনে এই চিন্তা উপস্থিত হইল ঃ 'এই যে পঞ্চবিধ ভৈষজ্য, যথা ঃ—চর্ব্বি, নবনীত, তৈল, মধু এবং খাঁড় (শক্ত গুড়) ভৈষজ্যও বটে, জনসাধারণ তাহা ভৈষজ্যের মধ্যেও গণ্য করে এবং মনুষ্যের আহারের কার্য্যও সম্পন্ন করে অথচ স্থূল আহারের মধ্যে পারিগণিত হয় না। আমি এই পঞ্চবিধ মূল ভৈষজ্য ভিক্ষুগণকে সকালে (পূর্ব্বাহ্নে) প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে (পূর্ব্বাহ্নে) পরিভোগ করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিব।'

অনন্তর ভগবান সায়াহ্নে ধ্যান হইতে উঠিয়া এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—হে ভিক্ষুগণ! আমি নিভৃতে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় আমার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছেঃ 'এখন শারদীয় রোগে আক্রান্ত ভিক্ষুগণের ভুক্ত যবাগূ এবং ভুক্ত অন্ন বমি হইয়া যাইতেছে; এই জন্য তাহারা কৃশ, রুক্ষ, দুর্ব্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের গাত্র ধমনিজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাদের জন্য এমন কোন্ ঔষধের ব্যবস্থা করিব যাহা ঔষধও হয়, ঔষধের মধ্যেও গণ্য হয় এবং আহারের কার্য্যও সম্পন্ন করে অথচ স্থূল আহারে পরিগণিত হয় না?' তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ 'এই যে পঞ্চবিধ ভৈষজ্য, যথাঃ—চর্ব্বি নবনীত, তৈল, মধু এবং খাঁড় ভৈষজ্যও বটে, জনসাধারণ ভৈষজ্যের মধ্যেও গণ্য করে এবং মনুষ্যের আহারের কার্য্যও সম্পন্ন করে, অথচ স্থূল আহারের মধ্যে পরিগণিত নহে। আমি এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য ভিক্ষুগণকে সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে পরিভোগ করিবার অনুজ্ঞা দিব।'

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে পরিভোগ করিবে।"

১—সেই সময় ভিক্ষুগণ সেই পঞ্চ মূল ভৈষজ্য সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে সেবন করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাহা স্বাভাবিক রুক্ষ ভোজন তাহাও তাঁহারা পরিপাক করিতে পারিলেন না, স্নিগ্ধ ভোজনের ত কথাই নাই। সেই শারদীয় পীড়ায় আক্রান্ত ভিক্ষুগণ এই অজীর্ণরোগে আরও অধিকতর কৃশ, রুক্ষ, দুর্ব্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের গাত্র আরও অধিকভাবে ধমনিজালে আবৃত হইয়া গেল। ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে আরও অধিকতর কৃশ, রুক্ষ, দুর্ব্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ এবং তাঁহাদের গাত্র আরও অধিকভাবে ধমনিজালে বেষ্টিত দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেনঃ—"আনন্দ! এখন ভিক্ষুগণ কেন অধিকতর কৃশ, রুক্ষ, দুর্ব্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং কেনই বা তাহাদের গাত্র আরও অধিকভাবে ধমনিজালে বেষ্টিত হইয়া গিয়াছে?"

"প্রভো! এখন ভিক্ষুগণ সেই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য পূর্ব্বাহ্নে প্রতিগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাহ্নে সেবন করিতেছেন। যাহা স্বাভাবিক রুক্ষ খাদ্য তাহাও তাঁহাদের পরিপাক হইতেছে না, স্নিগ্ধ খাদ্যের কথা আর কি বলিব। সেই শারদীয় রোগে আক্রান্ত ভিক্ষুগণ এই অজীর্ণরোগে অধিকভাবে কৃশ, রুক্ষ, দুর্ব্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের গাত্র আরও অধিকতর ভাবে ধমনিজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সেই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে এবং বিকালে সেবন করিবে।"

(২) চর্ব্বি সংযুক্ত ভৈষজ্য

সেই সময় পীড়িত ভিক্ষুগণের চর্ব্বিমিশ্রিত ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ চর্ব্বিমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।"

ভল্লুকের চর্ব্বি, মৎস্যের চর্ব্বি, শিশুমারের চর্ব্বি, শূকরের চর্ব্বি, গর্দ্দভের চর্ব্বি, সকালে (পূর্ব্বাহ্নে) প্রতিগ্রহণ করিয়া, সকালে পাক করিয়া এবং সকালে সংমিশ্রিত করিয়া তৈলবৎ সেবন করিবে। ভিক্ষুগণ! যদি বিকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া, বিকালে পাক করিয়া এবং বিকালে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করে তাহা হইলে তিনটি 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া, বিকালে পাক করিয়া এবং বিকালে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করে তাহা হইলে দুইটি 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া ,সকালে পাক করিয়া এবং বিকালে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করে তাহা হইলে (একটি) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া, সকালে পাক করিয়া এবং সকালে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করে তাহা হইলে অপরাধ হইবে না।

(৩) মূল-সংযুক্ত ভৈষজ্য

১—সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের মূল (শিকর)-সংমিশ্রিত ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ মূল সংমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।"

হরিদ্রা, আর্দ্রক, বচ, বচস্থ, অতিবিষ, কটুকরোহিণি, উশীর (বেনারমূল), ভদ্রমুস্তক (নাগর মোথা) এবং খাদ্যে ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অন্যবিধ যেই সমস্ত মূল আছে তাহা প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে। বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

২—সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের পিষ্ট মূল ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ খল ও নুড়ি ব্যবহার করিবে।"

(৪) কষায়-সংযুক্ত ভৈষজ্য

সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের কষায়-সংমিশ্রিত ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ কষায়-সংমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।"

নিম্বের কষায়, গিরিমল্লিকার কষায়, পটোলের কষায়, পগ্‌গবের কষায়, নক্তমালের কষায় এবং খাদ্য ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অন্য যেই সব কষায় আছে তাহা প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে; বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৫) পত্র-ভৈষজ্য

সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের পত্র ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পত্রভৈষজ্য সেবন করিবে।"

নিম্ব-পত্র, গিরিমল্লিকা-পত্র, পটোল-পত্র, তুলসী-পত্র, কার্পাস-পত্র এবং যাহা খাদ্যে ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অন্যান্য পত্র প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সেবন করিবে। বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৬) ফল-ভৈষজ্য

সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের ফল-ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ফল-ভৈষজ্য সেবন করিবে।"

বিড়ঙ্গ, পিপুঁল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, গোষ্ঠফল এবং অন্যান্য যেই সব ফল-ভৈষজ্য খাদ্যে ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন ফল প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে। বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৭) জতু-ভৈষজ্য

সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের জতু (লাক্ষা) ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: জতুসংমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।"

হিঙ্গু, হিঙ্গুজতু, হিঙ্গুসিপাটিক, তক, তকপত্তি, তকপর্ণী, সর্জ্জরস এবং যাহা খাদ্য ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অন্যান্য জতু প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৮) লবণের ভৈষজ্য

সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের লবণ-সংমিশ্রিত ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: লবণ-সংমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।"

সামুদ্রিকলবণ, কাললবণ, সৈন্ধবলবণ, বানস্পতিকলবণ, বিটলবণ এবং খাদ্য ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অন্য যত লবণ আছে তাহা প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে; কিন্তু বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

(৯) চূর্ণসংমিশ্রিত ভৈষজ্য, উদূখল, মুষল এবং চালনী

১—সেই সময় আয়ুষ্মান আনন্দের উপাধ্যায় আয়ুষ্মান বরিষ্ঠশীর্ষের[১] খোস হইয়াছিল। খোস হইত নিঃসৃত ক্লেদে তাঁহার দেহে চীবর লাগিয়া থাকিত। ভিক্ষুগণ তাহা জলের দ্বারা বারম্বার সিক্ত করিয়া অপসারিত করিতেন। ভগবান শয়নাসন দেখিবার নিমিত্ত বিচরণ করিবার সময় সেই ভিক্ষুগণকে উক্ত চীবর বারম্বার জলে সিক্ত করিয়া অপসারণ করিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেন:—"হে ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষুর কোন্ রোগ হইয়াছে?"

"প্রভো! এই আয়ুষ্মানের নিকট স্থূলকক্ষ (খোস) রোগ হইয়াছে। খোসের ক্লেদে তাঁহার দেহে চীবর লাগিয়া যাইতেছে, আমরা তাহা জলে সিক্ত করিয়া অপসারিত করিতেছি।"

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন:—

১. বেলট্ঠসীস।

৩৪

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যাহার নিকট কণ্ডু (চুলকানি), স্ফোটক, আস্রাব (ক্ষরণশীল স্ফোটক) কিংবা খোসরোগ অথবা যাহার দেহে দুর্গন্ধ আছে সে চূর্ণ ভৈষজ্য ব্যবহার করিবে এবং যাহার নিকট কোন রোগ নাই সে গোময়, মৃত্তিকা এবং 'রজন নিপক্ক' (পাক করা রঙের চূর্ণ) ব্যবহার করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ উদূখল এবং মুষল ব্যবহার করিবে।"

২—সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের ঔষধের চূর্ণ চালিবার জন্য চালনীর প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ চূর্ণচালনী ব্যবহার করিবে।"

সূক্ষ্ম চালনীর প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ দুষ্যচালনী[১] ব্যবহার করিবে।"

(১০) সদ্যঃ মাংস ও রক্তের ভৈষজ্য

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর অমনুষ্য (ভূতে পাওয়া) রোগ ছিল। আচার্য্য উপাধ্যায়গণ পরিচর্য্যা করিয়াও তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না। তিনি শূকরহত্যা করিবার স্থানে যাইয়া কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিলেন এবং টাট্‌কা রক্ত পান করিলেন। ইহাতে তাঁহার অমনুষ্য ব্যাধির উপশম হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ অমনুষ্য ব্যাধিতে কাঁচা মাংস এবং টাট্‌কা রক্ত পান করিবে।"

(১১) অঞ্জন, অঞ্জনদানি শলাকা ইত্যাদি

১—সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর চক্ষু-রোগ ছিল। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাহ্য প্রস্রাব করাইবার জন্য লইয়া যাইতেন। ভগবান শয়নাসন পরিদর্শনার্থ বিচরণ করিবার সময় সেই ভিক্ষুগণকে রুগ্ন ভিক্ষুকে বাহ্য প্রসাব করাইবার নিমিত্ত ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে দেখিতে পাইলেন ; দেখিয়া সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ ! এই ভিক্ষুর কোন্ রোগ হইয়াছে ?" "প্রভো ! এই আয়ুষ্মানের নিকট চক্ষুরোগ হইয়াছে, আমরা তাঁহাকে

১. দুস্‌স চালনী (কাপড়ের চালনী)।

ধরাধরি করিয়া বাহ্য প্রস্রাব করাইবার জন্য লইয়া যাইতেছি।" ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ অঞ্জন, কৃষ্ণাঞ্জন, রসাঞ্জন, স্রোতাঞ্জন (নদী স্রোতে প্রাপ্ত অঞ্জন), গেরিমাটি এবং 'কপল্ল' (কজ্জল, প্রদীপ শিখা হইতে গৃহীত মসী) ব্যবহার করিবে।"

২—অঞ্জনের সঙ্গে পিষিবার দ্রব্যের প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ চন্দন, তগর, কালানুসারি, তালিশ এবং ভদ্রমুস্তক (নাগরমোথা) ব্যবহার করিবে।"

৩—সেই সময় ভিক্ষুগণ পিষ্ট অঞ্জন থালায় এবং বাটিতে রাখিয়া দিতেন, তাহাতে তৃণচূর্ণ এবং ধূলা আদি নিপতিত হইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ অঞ্জনদানি (অঞ্জনাধার) ব্যবহার করিবে।"

৪—সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু স্বর্ণের ও রৌপ্যের অঞ্জনদানি ব্যবহার করিতেছিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলে। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! বহুমূল্যের অঞ্জনদানি ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে করিবে তাঁহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গ, নল, বংশ, কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খ দ্বারা প্রস্তুত অঞ্জনদানি ব্যবহার করিবে।"

৫—সেই সময় অঞ্জনদানি অনাবৃত থাকিত; এইহেতু তাহাতে তৃণ-চূর্ণ এবং ধূলা আদি নিপতিত হইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ঢাকনি দ্বারা আবৃত করিবে।"

৬—ঢাকনি পড়িয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ (ঢাকনি) সূত্রদ্বারা অঞ্জনদানির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবে।"

৭—অঞ্জনদানি ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: (অঞ্জনদানি) সূত্রদ্বারা সেলাই করিবে (মুড়িয়া রাখিবে?)।"

৮—সেই সময় ভিক্ষুগণ অঙ্গুলিদ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিতেছিলেন, তাহাতে চক্ষু বেদনা করিত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: অঞ্জন-শলাকা ব্যবহার করিবে।"

৯—সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু স্বর্ণ-রৌপ্যময় অঞ্জনশলাকা ব্যবহার করিতেছিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল:—"শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! মূল্যবান অঞ্জনশলাকা ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গ, নল, বংশ, কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খ দ্বারা প্রস্তুত অঞ্জনশলাকা ব্যবহার করিবে।"

১০—সেই সময় অঞ্জনশলাকা ভূমিতে পড়িয়া যাইতেছিল; তাহাতে কর্কশ (অমসৃণ) হইয়া গেল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: শলাকাদানি (ছিদ্রযুক্ত দণ্ড বা থলিয়া) ব্যবহার করিবে।"

১১—সেই সময় ভিক্ষুগণ অঞ্জনদানি এবং অঞ্জনশলাকা হস্তে করিয়া লইয়া যাইতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: অঞ্জনদানি রাখিবার স্থলী ব্যবহার করিবে।"

১২—'অংসবদ্ধন' (স্কন্ধাবরণ) ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: 'অংসবদ্ধন' এবং বন্ধন-সূত্র ব্যবহার করিবে।"

(১২) মস্তকের তৈল

১—সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের শিররোগ ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: শির-তৈল ব্যবহার করিবে।"

(১৩) নস্য এবং নস্যকরণী

১—তৈল ব্যবহারে আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ নস্য ব্যবহার করিবে।"

২—নস্য গলিয়া পড়িতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ নস্যকরণী (নাসিকায় নস্য নিক্ষেপ করিবার নল) ব্যবহার করিবে।"

৩—সেই সময় ষড়্বর্গীয় ভিক্ষু মূল্যবান স্বর্ণরৌপ্যময় নস্যকরণী ব্যবহার করিতে লাগিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল ঃ—"শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী !" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! মূল্যবান নস্যকরণী ব্যবহার করিতে পারিবে না ; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গ, বংশ, নল (খাক্‌রা), কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খে প্রস্তুত নস্যকরণী ব্যবহার করিবে।"

৪—নস্য সমভাবে পড়িত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ দুইটি নস্যকরণী ব্যবহার করিবে।"

(১৪) ধূমনেত্র

১—নস্য দ্বারাও আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ (ঔষধের) ধূমপান করিবে।"

২—তাহাই পাত্রে লেপন করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। এরূপ করায় কণ্ঠ জ্বালা করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ধূমনেত্র (পাইপ) ব্যবহার করিবে।"

৩—সেই সময় ষড়্বর্গীয় ভিক্ষু মূল্যবান স্বর্ণ রৌপ্যময় ধূমনেত্র (পাইপ) ব্যবহার

করিতে লাগিল। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল:—"শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! মূল্যবান ধূমনেত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গ, বংশ, নল, কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খে প্রস্তুত ধূমনেত্র ব্যবহার করিবে।"

৪—সেই সময় ধূমনেত্র অনাবৃত থাকায় তাহাতে কীট প্রবেশ করিত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: (ধূমনেত্র) ঢাকনার দ্বারা আবৃত করিবে।"

৫—সেই সময় ভিক্ষুগণ ধূমনেত্র হস্তে করিয়া লইয়া যাইতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: ধূমনেত্রের স্থলী ব্যবহার করিবে।"

৬—(ধূমনেত্র) একপার্শ্বে ঘর্ষিত হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: দোহারা স্থলী ব্যবহার করিবে।"

৭—'অংসবদ্ধন' ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: 'অংসবদ্ধন' এবং বন্ধনসূত্র ব্যবহার করিবে।"

(১৫) বাতের তৈল

সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের নিকট বাতরোগ ছিল, বৈদ্য তৈল পাক করিতে বলিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: তৈল পাক করিবে।"

(১৬) তৈলে মদ্য সংমিশ্রণ করা

১—সেই তৈলে মদ্য সংমিশ্রণের প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: তৈল পাক করিবার সময় তৈলে মদ্য প্রক্ষেপ করিতে পারিবে।"

২—সেই সময় ষড়্বর্গীয় ভিক্ষু অধিক পরিমাণ মদ্য প্রক্ষেপ করিয়া তৈল পাক করিতেছিল এবং তাহা পান করিয়া মত্ত হইতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! অধিক মদ্যসংযুক্ত তৈল পান করিতে পারিবে না; যে পান করিবে তাহার ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করিতে হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: যেই পাকতৈলে মদ্যের বর্ণ, গন্ধ অথবা স্বাদ অনুভূত হয় না সেইরূপ মদ্যসংযুক্ত তৈল পান করিতে পারিবে।"

৩—সেই সময় ভিক্ষুগণের নিকটে অধিক পরিমাণ মদ্যসংযোগে পাক করা অনেক তৈল সঞ্চিত ছিল। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: 'অধিক পরিমাণ মদ্য সংযোগে পাক করা এই তৈল আমরা কি করিব?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন! (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: সেই তৈল দেহে মালিশ করিবে।"

(১৭) তৈল-পাত্র

সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের নিকট বহু পক্ক তৈল সঞ্চিত ছিল; কিন্তু তৈল রাখিবার কোন পাত্র ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: ত্রিবিধ তুম্ব (আধার) ব্যবহার করিবে। যথা:—লৌহ-তুম্ব, কাষ্ঠ-তুম্ব এবং ফলতুম্ব।"

স্বেদ মোচন এবং শস্ত্র চিকিৎসা

(১) স্বেদ মোচন

১—সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের নিকট অঙ্গবাত রোগ ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: স্বেদ নিঃসারণ করিবে।"

২—তাহাতে আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: 'সম্ভার স্বেদ' (ঘর্ম্মনিঃসারক নানাবিধ বৃক্ষপত্র পাতিয়া তন্মধ্যে শয়ন) করিবে।

৩—তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: 'মহাস্বেদের'[১] দ্বারা স্বেদ নিঃসারণ করিবে।"

৪—তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: 'ভঙ্গোদক'[২] দ্বারা স্বেদ নিঃসারণ করিবে।"

৫—তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: 'উদক-কোষ্ঠক'[৩] দ্বারা স্বেদ মোচন করিবে।"

(২) শিঙ্গার সাহায্যে রক্ত মোচন

১—সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের নিকট গাঁটরীবাত (পর্ব্ববাত) রোগ হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: রক্ত মোচন করিবে।"

২—তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: শিঙ্গার সাহায্যে রক্ত মোচন করিবে।"

---

১. এক পুরুষপ্রমাণ গর্ত্ত খনন করিয়া, তাহা তপ্তঅঙ্গারপুর্ণ করিয়া বালি ও মাটির দ্বারা চাপা দিতে হইবে এবং তদুপরি বাতহর নানারকমের বৃক্ষপত্র বিস্তৃত করিয়া, দেহে তৈল মালিশ করিয়া, উহার উপরে শুইয়া, বারম্বার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া ঘর্ম্ম বাহির করা।—সম-পাসা।

২. বিবিধ বাতহর বৃক্ষপত্রসিদ্ধ জল। দেহে পত্র ও জল নিক্ষেপ করিয়া স্বেদ বাহির করা।—সম-পাসা।

৩. গরম জল একটি কামড়ায় রাখিয়া, সেই স্থানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া স্বেদ বাহির করা।—সম-পাসা।

(৩) পদে মালিশের তৈল এবং ভৈষজ্য

১—সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের পদতল ফাটিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পদে তৈল মালিশ করিবে।"

২—তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পায়ের জন্য ঔষধ প্রস্তুত করিবে।"

(৪) শস্ত্র-চিকিৎসা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর নিকট গণ্ডরোগ (স্ফোটক) হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শস্ত্রচিকিৎসা (অস্ত্রোপচার) করিবে।"

(৫) মলমের প্রলেপ

১—কষায় জলের প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কষায় জল ব্যবহার করিবে।"

২—তিলকল্কের (তিলের খইল) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তিলকল্ক (তিলের খইল) ব্যবহার করিবে।"

৩—কবড়িকার (তুলার পটির) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কবড়িকা (তুলার পটি) ব্যবহার করিবে।"

৪—ব্রণ আচ্ছাদন করিবার পটি প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ব্রণ আচ্ছাদনের পটি ব্যবহার করিবে।"

৫—ব্রণ কণ্ডুয়ন করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: সর্ষপের খোসার দ্বারা সেঁকা দিবে।"

৬—ব্রণ ক্লেদাক্ত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: ধূম প্রদান করিবে।"

৭—(ব্রণের মাংস) উপর দিকে বাড়িতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: লবণের কাঁকর দ্বারা ছেদন করিবে।"

৮—ব্রণের ক্ষত জনিত গর্ত্ত পূর্ণ হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: ব্রণে তৈল প্রদান করিবে।"

৯—তৈল পড়িয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: ন্যাকড়ার পটি ব্যবহার করিবে এবং ব্রণের সকল প্রকার চিকিৎসা করিবে।"

(৬) সর্প-চিকিৎসা

১—সেই সময় জনৈক ভিক্ষুকে সর্প দংশন করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: বাহ্য, প্রসাব, ভস্ম এবং মৃত্তিকা এই চতুর্ব্বিধ উৎকট দ্রব্য সেবন করাইবে।"

২—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "(এই সব দ্রব্য) স্বয়ং গ্রহণ করিতে হইবে, না অন্য দ্বারা গ্রহণ করাইতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: 'কপ্পিয়কারক'[১] থাকিলে প্রতিগ্রহণ করাইয়া এবং না থাকিলে স্বয়ং গ্রহণ করিয়া সেবন করিবে।"

---

১. যে ভিক্ষুর সঙ্গে থাকিয়া কার্য্যাদি করে তাহাকে 'কপ্পিয়কারক' বা ভিক্ষু-সেবক বলা হয়। বৌদ্ধপ্রধান দেশে প্রত্যেক বিহারে বালকগণ থাকিয়া ভিক্ষুর সেবা করে এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে।

(৭) বিষ-চিকিৎসা

১—সেই সময় জনৈক ভিক্ষু বিষ পান করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ মল ভক্ষণ করাইবে।"

২—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'অন্য দ্বারা প্রতিগ্রহণ করাইয়া ভক্ষণ করিতে হইবে, না স্বয়ং গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যেরূপ করিলে প্রতিগৃহীত হয় তাহাই করিবে। কার্য্যশেষে পুনরায় প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না।"

(৮) ঘরদিন্নক রোগ-চিকিৎসা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর ঘর-দিন্নক[১] রোগ হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সীতার মাটি[২] জলে সংমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।"

(৯) দুষ্টগ্রহ-চিকিৎসা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুকে দুষ্টগ্রহ আক্রমণ করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ 'আমিষক্ষার'[৩] জল পান করাইবে।"

(১০) পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর পাণ্ডুরোগ হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া রাখিয়া পান করাইবে।"

---

১. বশীকরণ মন্ত্র কৃত পানীয় পানে উৎপন্ন রোগ।

২. লাঙ্গলের ফালে লগ্ন মৃত্তিকা।

৩. শুষ্ক ভাত দগ্ধ করিয়া, চূর্ণ করিয়া, জলে মিশ্রিত করিয়া পান করা।—সম-পাসা।

(১১) বিরেচকাদি পান

১—সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর চর্ম্মরোগ হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ গন্ধকের প্রলেপ প্রদান করিবে।"

২—সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর শরীর দোষগ্রস্থ হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ বিরেচক পান করিবে।"

৩—পরিস্রুত (চোয়ানো) কাঁজির (সজল ভাত হইতে প্রস্তুত সির্কা) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবান:ক এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পরিস্রুত কাঁজি সেবন করিবে।"

৪—'অকটযূষের' (স্বাভাবিক যূষের) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ 'অকট যূষ' সেবন করিবে।"

৫—'কটাকট' (স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক উভয়বিধ) যূষের প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ 'কটাকট' যূষ সেবন করিবে।"

৬—প্রতিচ্ছাদনীয়ের (মাংসের যূষের) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ মাংসের যূষ সেবন করিবে।"

আরামে দ্রব্যাদি রাখা

(১) পিলিন্দবৎস কর্ত্তৃক রাজগৃহে গুহা প্রস্তুত করা

সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস রাজগৃহে গুহা প্রস্তুত করাইবার জন্য পাহার (পব্ভারং) পরিষ্কার করাইতেছিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার পিলিন্দবৎসের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে কহিলেন ঃ "প্রভো ! স্থবির কি প্রস্তুত করাইতেছেন ?" "মহারাজ ! গুহা প্রস্তুত করিবার জন্য পাহার পরিষ্কার করাইতেছি।" "প্রভো ! আর্য্যের কি আরামিকের (কর্ম্মকারকের) প্রয়োজন আছে ?" "মহারাজ ! ভগবান

আরামিক রাখিবার ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই।" "প্রভো! তাহা হইলে ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে কহিবেন।" "তাহাই করিব, মহারাজ" এইরূপ বলিয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি প্রদান করিলেন।

আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস কর্ত্তৃক ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহর্ষিত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস ভগবানের নিকট এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেনঃ "প্রভো! মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আরামিক প্রদানের সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছেন, অতএব এখন আমায় কি করিতে হইবে?"

(২) আরামে কর্ম্মকারক রাখা

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ আরামিক (কর্ম্মকারক) রাখিবে।"

আর একদিন মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার পিলিন্দবৎসের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে কহিলেনঃ—"প্রভো! ভগবান কি আরামিকের ব্যবস্থা দান করিয়াছেন?" "হাঁ, মহারাজ!" "প্রভো! তাহা হইলে আমি আর্য্যকে আরামিক প্রদান করিব।"

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে আরামিক দানের প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন এবং দীর্ঘদিন পরে অকস্মাৎ স্মরণ হওয়ায় জনৈক প্রধান অমাত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেনঃ—"ভণে![1] আমি আর্য্যকে আরমিক দানের প্রতিশ্রুত ছিলাম, তাহা দেওয়া হইয়াছে কি?" "দেব! আর্য্যকে আরামিক দেওয়া হয় নাই।" "ভণে! এখন কত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে?"

অনন্তর সেই প্রধান আমাত্য রাত্রি গণনা করিয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে কহিলেনঃ—"দেব! পঞ্চশত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে।" "ভণে! তাহা হইলে আর্য্যকে পঞ্চশত আরামিক প্রদান করুন।" "তথাস্তু" বলিয়া সেই মহামাত্য মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে সম্মতি জানাইয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে পঞ্চশত আরামিক

---

১. পুরাকালে কনিষ্ঠকে এইরূপ সম্বোধন করা হইত।

প্রদান করিলেন। তাহারা (আরামিকগণ) একস্থানে পৃথকভাবে বসতি স্থাপন করিল। তাহা কালক্রমে ‘আরামিক গ্রাম’ এবং ‘পিলিন্দবৎস গ্রাম’ উভয় নামে অভিহিত হইল।

(৩) পিলিন্দবৎসের ঋদ্ধিশক্তি

সেই সময়ে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস সেই গ্রামের ‘কুলুপগ’ (কুলগুরু) ছিলেন। একদিন আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস পূর্ব্বাহ্ণ সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া পিলিন্দবৎস গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় সেই গ্রামে উৎসব হইতেছিল। বালকগণ অলঙ্কার এবং মালা পরিধান করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস পিলিন্দবৎস গ্রামে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ক্রমান্বয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে করিতে জনৈক আরামিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সেই সময় সেই আরামিক পত্নীর কন্যা অন্য বালকদিগকে অলঙ্কার এবং মালা দ্বারা সুশোভিত দেখিয়া ‘আমাকে মালা দাও, আমাকে অলঙ্কার দও’, এই বলিয়া রোদন করিতেছিল। আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস সেই আরামিক পত্নীকে কহিলেন ঃ—“এই বালিকা রোদন করিতেছে কেন ?” “প্রভো ! এই বালিকা অন্য বালকদিগকে অলঙ্কার এবং মালা পরিহিত দেখিয়া ‘আমাকে মালা দাও, আমাকে অলঙ্কার দাও’ বলিয়া রোদন করিতেছে ; কিন্তু প্রভো ! আমাদের ন্যায় দুর্গতলোক মালা এবং অলঙ্কার কোথায় পাইবে ?” তখন আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস একখানা তৃণের পঁইছা লইয়া সেই আরামিক-পত্নীকে কহিলেন ঃ “ওহে ! এই তৃণের পঁইছাখানা সেই বালিকার মস্তকে স্থাপন কর।” আরামিক পত্নী সেই তৃণের পঁইছা খানা বালিকার মস্তকে স্থাপন করিল। তখন তাহা অভিরূপ, মনোজ্ঞ, প্রীতি উৎপাদক স্বর্ণমালায় পরিণত হইল। তাদৃশ স্বর্ণমালা রাজার অন্তঃপুরেও ছিল না। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে কহিল ঃ—“দেব ! অমুক আরামিকের গৃহে যেইরূপ অভিরূপ মনোজ্ঞ প্রসন্নতাদায়ক স্বর্ণমালা দেখা যাইতেছে, তাদৃশী স্বর্ণমালা মহারাজের অন্তঃপুরেও নাই। সেই দুর্গত এরূপ স্বর্ণমালা কোথায় পাইবে, নিশ্চয়ই চুরি করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে।”

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সেই আরামিকের গৃহের সকলকে গ্রেপ্তার করাইলেন। অন্য একদিন আয়ুষ্মান পিবিন্দবৎস পূর্ব্বাহ্ণ সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া পিলিন্দবৎস গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে প্রবেশ করিলেন। পিলিন্দবৎস গ্রামে ক্রমান্বয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিতে করিতে সেই আরামিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া প্রতিবেশিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ “এই আরামিক গৃহের লোকজন কোথায় গিয়াছে ?” “প্রভো ! সেই স্বর্ণমালার জন্য রাজা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার

করিয়াছেন।” অতঃপর আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন ; একান্তে উপবিষ্ট মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস কহিলেন ঃ—“মহারাজ ! আরামিক গৃহের লোকদিগকে গ্রেপ্তার করাইয়াছেন কেন ?” “প্রভো ! সেই আরামিকের গৃহে যেইরূপ অভিরূপ, মনোজ্ঞ, প্রসন্নতাদায়ক স্বর্ণমালা পাওয়া গিয়াছে, তাদৃশী স্বর্ণমালা আমাদের অন্তঃপুরেও নাই। সেই দুর্গত এরূপ স্বর্ণমালা কোথায় পাইবে, নিশ্চয়ই চুরি করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে।” তখন আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস ‘মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের প্রাসাদ স্বর্ণময় হউক’—এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। বাস্তবিক তাহা স্বর্ণময় হইয়া গেল ! “মহারাজ ! আপনি এত অধিক স্বর্ণ কোথায় পাইলেন ?” “প্রভো ! আমি এখন বুঝিতে পারিলাম আপনার ঋদ্ধিশক্তি প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে।” এই বলিয়া আরামিক গৃহের সকলকে মুক্তিদান করাইলেন।

(৪) ভৈষজ্য সপ্তাহকাল রাখিতে পারা যায়

জনসাধারণ ‘আর্য্য পিলিন্দবৎস নাকি সপার্ষদ রাজাকে অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন’ এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট এবং অতিপ্রসন্ন হইয়া আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎসকে পঞ্চবিধ ভৈষজ্য প্রদান করিতে লাগিল। যথা ঃ—চর্ব্বি, নবনীত, তৈল, মধু এবং খাঁড়। আয়ুষ্মান পিলিন্দবৎস স্বভাবত পঞ্চবিধ ভৈষজ্যলাভী ছিলেন। তিনি যাহা পাইতেন তাহা পারিষদকে দিয়া ফেলিতেন। ইহাতে তাঁহার পারিষদ দ্রব্যবহুল (সঞ্চয়ী) হইয়া পড়িল। তাঁহারা যাহা পাইতেন তাহা কোলম্ব (মৃৎপাত্র) এবং ঘট পূর্ণ করিয়া সামলাইয়া রাখিতেন ; পরিস্রাবন (জল ছাঁকিবার আধার বিশেষ) এবং স্থলীতে পূর্ণ করিয়া বাতায়নে ঝুলাইয়া রাখিতেন। তাহা পরিস্রুত (চোয়ানো) হইতে লাগিল, এই নিমিত্ত বিহার ইন্দুরে পূর্ণ হইয়া গেল। জনসাধারণ বিহার পরিদর্শনে ভ্রমণ করিবার সময় এইসব দেখিয়া ‘দেখিতেছি এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বিহারের অভ্যন্তরে গোলা (শষ্যাদি রাখিবার স্থান) বাঁধিয়াছে ! যেন মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার !’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের এই প্রকার আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। যেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছু তাঁহারাও ‘কেন ভিক্ষুগণ এইরূপ সঞ্চয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছেন’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষুগণ এইরূপ সঞ্চয়ে নিরত রহিয়াছে?" "হাঁ ভগবন্! তাহা সত্য বটে।"

ভগবান নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ— "হে ভিক্ষুগণ! রুগ্ন ভিক্ষুগণের যেই সমস্ত ব্যবহার্য্য ভৈষজ্য, যথা ঃ—চর্ব্বি, নবনীত, তৈল, মধু এবং খাঁড়; তাহা প্রতিগ্রহণ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত জমা রাখিয়া পরিভোগ করিতে পারিবে; তদতিরিক্ত রাখিলে ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করিতে হইবে।"

॥ ভৈষজ্যানুজ্ঞাত ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান ঃ---রাজগৃহ]

(৫) গুড় খাইবার বিধান

অনন্তর ভগবান শ্রাবস্তীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। আয়ুষ্মান কঙ্খারেবত রাস্তার মধ্যে দেখিতে পাইলেন ঃ গুড় প্রস্তুত করিবার সময় তাহাতে আটা এবং ভস্ম প্রক্ষেপ করিতেছে। দেখিয়া "'অবিহিত' (বিকালে খাইরার অযোগ্য) আটা এবং ভস্মমিশ্রিত গুড় বিকালে পরিভোগ করা অবিধেয়" এইরূপ সন্দেহ পরবশ হইয়া সপার্ষদ গুড় পরিভোগে বিরত হইলেন এবং যাঁহারা তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী তাঁহারাও গুড় পরিভোগে বিরত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! গুড়ে কি জন্য আটা এবং ভস্ম প্রক্ষেপ করে?" "ভগবন্! শক্ত হইবার জন্য।" "হে ভিক্ষুগণ! যদি শক্ত হইবার জন্য গুড়ে আটা এবং ভস্ম নিক্ষেপ করে তাহা হইলে তাহাও গুড়ের মধ্যে পরিগণিত হয়।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যথারুচি গুড় পরিভোগ করিবে।"

(৬) মুগের বিধান

আয়ুষ্মান কঙ্খারেবত রাস্তার মধ্যে দেখিতে পাইলেন ঃ বাহ্যের মধ্যে মুগের অঙ্কুর উদ্গম হইয়াছে। দেখিয়া "মুগ খাওয়া উচিৎ নহে, কেননা পক্ক মুগ হইতেও অঙ্কুর উদ্গম হয়" এইরূপ সন্দেহ পরবশ হইয়া সপার্ষদ মুগ পরিভোগে বিরত হইলেন। যাঁহারা তাঁহার আদেশানুবর্ত্তী তাঁহারাও মুগ পরিভোগে বিরত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যদিও বা পক্ক মুগের অঙ্কুরোদ্গম হয় তথাপি যথারুচি মুগ পরিভোগ করিবে।"

(৭) বেণার মূলের বিধান

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর উদরে বায়ুরোগ ছিল। তিনি বেণার মূল (লোন সোবিরক) পান করিলেন, তাহাতে তাঁহার উদরের বায়ুরোগ উপশম হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ রোগী যথারুচি বেণার মূল সেবন করিতে পারিবে, নিরোগী জলে মিশ্রিত করিয়া পানীয়বৎ সেবন করিতে পারিবে।"

(৮) আরামের ভিতর দ্রব্য রাখা, পাক করা এবং স্বয়ং পাক করিয়া আহার করা নিষেধ

১—অতঃপর ভগবান ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া রাজগৃহে গমন করিলেন। রাজগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—বেণুবনে কলন্তক নিবাপে। সেই সময় ভগবানের উদরে বায়ুরোগ উৎপন্ন হইল। আয়ুষ্মান আনন্দ 'পূর্ব্বেও ভগবানের উদরের বায়ুরোগ ত্রিকটু যবাগূ পানে আরোগ্য হইয়াছিল' এই ভাবিয়া স্বয়ং তিল, তণ্ডুল এবং মুগ যাজ্ঞা করিয়া আনিয়া, আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া, স্বয়ং পাক করিয়া ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন ঃ "ভগবন্! ত্রিকটু যবাগূ পান করুন।"

কোন কোন বিষয় তথাগতগণ জ্ঞাত থাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোন কোন বিষয় জ্ঞাত থাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন না; কোন কোন বিষয় সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোন কোন বিষয় সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন না; তথাগতগণ সার্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, নিরর্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণের নিরর্থক বিষয়ের মূলোচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। দ্বিবিধ কারণে বুদ্ধ ভগবানগণ ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'ধর্ম্ম দেশনা করিব অথবা শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদ স্থাপন করিব।' অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মাল আনন্দকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে আনন্দ! এই যবাগূ কোথায় পাইয়াছ?" তখন আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন ঃ—হে আনন্দ! ইহা তোমার পক্ষে অননুরূপ, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিৎ, অবিধেয় এবং অকার্য্য হইয়াছে। আনন্দ, কেন তুমি এইরূপ সঞ্চয়ে চেষ্টিত হইয়াছ? যখন ভিতরে রাখিয়াছ তখনও অবিহিত হইয়াছে, যখন ভিতরে পাক করিয়াছ তখনও অবিহিত হইয়াছে এবং যখন স্বয়ং পাক করিয়াছ তখনও অবিহিত হইয়াছে। এই কার্য্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না······এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—

৩৬

"হে ভিক্ষুগণ! আরামের ভিতরে (কোন খাদ্যদ্রব্য) রাখিয়া, ভিতরে পাক করিয়া এবং স্বয়ং পাক করিয়া পরিভোগ করিতে পারিবে না; যে পরিভোগ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া, অভ্যন্তরে পাক করিয়া এবং স্বয়ং পাক করিয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে তিনটি 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া এবং অভ্যন্তরে অন্য দ্বারা পাক করাইয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে দুইটি 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া এবং বাহিরে স্বয়ং পাক করিয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে দুইটি 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি বাহিরে রাখিয়া আরামের অভ্যন্তরে পাক করিয়া এবং স্বয়ং পাক করিয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে দুইটি 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া এবং বাহিরে অন্য দ্বারা পাক করাইয়া তাহা স্বয়ং পরিভোগ করে তাহা হইলে (একটি) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি বাহিরে রাখিয়া এবং আরামের অভ্যন্তরে অন্য দ্বারা পাক করাইয়া তাহা স্বয়ং পরিভোগ করে তাহা হইলে (একটি) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি বাহিরে রাখিয়া এবং বাহিরে স্বয়ং পাক করিয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে (একটি) 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি বাহিরে রাখিয়া এবং বাহিরে অন্য দ্বারা পাক করাইয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে অপরাধ হইবে না।

৩—সেই সময় ভিক্ষুগণ ভগবান স্বয়ং পাক করিতে নিষেধ করিয়াছেন এই ভাবিয়া পুনঃ পাক করিতে (পক্কদ্রব্য পাক করিতে) কুণ্ঠা বোধ করিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: পক্কদ্রব্য পুনরায় পাক করিতে পারিবে।"

(৯) দুর্ভিক্ষের সময় বিহারে রাখা, পাককরা, স্বয়ং পাক করা বিহিত

১—সেই সময়ে রাজগৃহে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। জনসাধারণ লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাদ্যদ্রব্য আরামে লইয়া আসিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ তাহা বাহিরে রাখিয়া দিলেন। সেখানে ইন্দুর ও বিড়ালে খাইতে লাগিল, চোরে অপহরণ করিতে লাগিল, উচ্ছিষ্টভোজিগণও লইয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: অপক্ক খাদ্যদ্রব্য বিহারের ভিতরে রাখিবে।"

২—ভিতরে রাখিয়া বাহিরে পাক করিবার সময় উচ্ছিষ্টভোজী খাদ্যদ্রব্য ঘেরিয়া রহিল। ভিক্ষুগণ নিঃসঙ্কোচে ভোজন করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: বিহারাভ্যন্তরে পাক করিবে।"

৩—দুর্ভিক্ষের সময় ভিক্ষুদিগের কর্ম্মকারকেরা অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে লাগিল এবং ভিক্ষুগণকে সামান্য দিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং পাক করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: বিহারের ভিতরে রাখিবে, ভিতরে পাক করিবে এবং স্বয়ং পাক করিবে।"

(১০) নিভৃত অরণ্যে স্বয়ং ফলাদি গ্রহণ করা

সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কাশীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য রাজগৃহে যাইবার সময় রাস্তার মধ্যে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন যথারুচি পরিপূর্ণভাবে পাইলেন না যদিও খাদ্যোপযোগী অনেক ফল ছিল; কিন্তু কোন কার্য্যকারক সঙ্গে ছিল না। সেই ভিক্ষুগণ পরিশ্রান্ত হইয়া রাজগৃহে বেণুবনে কলন্তকনিবাপে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রশ্ন করা বুদ্ধভগবানগণের রীতি ছিল। অনন্তর ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে কহিলেন:—

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা নিরুপদ্রবে ছিলে ত? সুখে বর্ষা যাপন করিয়াছ ত? অল্পকষ্টে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ ত? তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?"

"ভগবন্! আমরা নিরুপদ্রবে ছিলাম, সুখে বর্ষা যাপন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু প্রভো! আমরা কাশীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য রাজগৃহে আসিবার সময় রাস্তার মধ্যে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন যথারুচি পরিপূর্ণভাবে পাইতে পারি নাই; বহু খাদ্যোপযোগী ফল পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু কর্ম্মকারক[১] সঙ্গে ছিল না। এইহেতু আমাদিগকে পরিশ্রান্ত হইয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে।"

---

১. ভিক্ষু কোন খাদ্যদ্রব্য স্বহস্তে লইয়া খাইতে পারে না, অন্যকে ভিক্ষুর হাতে তুলিয়া দিতে হয়, যে তুলিয়া দেয় তাহাকে 'কপ্পিয়কারক' বা কার্য্যকারক বলে।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ যদি কোন স্থানে খাদ্যোপযোগী ফল পাওয়া যায় এবং কর্ম্মকারক সঙ্গে না থাকে তাহা হইলে স্বয়ং গ্রহণ করিয়া আনিয়া কার্য্যকারকের সম্মুখে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে এবং তাহার দ্বারা প্রতিগ্রহণ করাইয়া পরিভোগ করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ গৃহীত দ্রব্য প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে।"

(১১) ভোজনাবসানে আনীত ভক্ষ্যের বিধান

১—সেই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণের নূতন তিল এবং নূতন মধু উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "ভালই, আমি নূতন তিল এবং নূতন মধু বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিব।" এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানের সঙ্গে প্রীত্যালাপ করিলেন। প্রীত্যালাপ এবং স্মরণীয়বিষয় সমাপ্ত করিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন, একান্তে দাঁড়াইয়া সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেনঃ—"ভগবান গৌতম আগামী কল্যের জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আমার অন্ন গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন। ব্রাহ্মণ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেনঃ—"মহানুভব গৌতম! আহারের সময় উপস্থিত, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

ভগবান পূর্ব্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া সেই ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্যভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ আর না দিবার জন্য বারণ করিলেন। ভগবান আহারের পর পাত্র হইতে হস্ত অপসারণ করিলে ব্রাহ্মণ একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণকে ভগবান ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে সেই ব্রাহ্মণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ 'আমি যেই নূতন তিল এবং নূতন মধু দিবার জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তাহা দিতে ত ভুলিয়া গিয়াছি। ভাল, আমি নূতন তিল এবং নূতন মধু কোলম্ব এবং ঘটে করিয়া আরামে লইয়া যাইব।' এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ নূতন তিল এবং মধু কোলম্ব এবং ঘটে করিয়া

আরামে আনিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন ঃ "মহানুভব গৌতম ! আমি যেই নূতন তিল এবং নূতন মধু দিবার জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম তাহা দিতে ভুলিয়া গিয়াছি ; অতএব মহানুভব গৌতম নূতন তিল এবং নূতন মধু প্রতিগ্রহণ করুন।" "ব্রাহ্মণ ! তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুদিগকে দিতে পার।"

২—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ দুর্ভিক্ষের কারণ অল্পমাত্র দ্রব্য দিলেও বারণ করিতেন এবং ইচ্ছা করিয়াও লইতে অস্বীকার করিতেন। ইহাতে সমস্ত সঙ্ঘ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে নিবারিত হইয়া পড়িতেন। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া গ্রহণ করিতেন না। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! প্রতিগ্রহণ কর, পরিভোগ কর।

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ভোজনের সময় নিবারিত[১] হইলেও অন্য স্থান হইতে আনীত খাদ্য অনতিরিক্ত পরিভোগ করিতে পারিবে।

৩—সেই সময়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রের সেবক গৃহ হইতে 'এই খাদ্য আর্য্য উপনন্দকে দেখাইয়া সঙ্ঘকে দিবে' এই বলিয়া সঙ্ঘের জন্য খাদ্য প্রেরিত হইয়াছিল। সেই সময় কিন্তু আর্য্য উপনন্দ শাক্যপুত্র গ্রামে ভিক্ষান্নের জন্য গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই লোকেরা আরামে যাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ 'প্রভো ! আর্য্য উপনন্দ কোথায় ?' 'বন্ধুগণ ! এই আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য গ্রামে গমন করিয়াছেন।' 'প্রভো ! এই খাদ্য আর্য্য উপনন্দকে দেখাইয়া সঙ্ঘকে দিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে প্রতিগ্রহণ কয়িয়া উপনন্দ না আসা পর্য্যন্ত রাখিয়া দাও।"

৪—আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র পূর্ব্বাহ্নে গৃহস্থ ঘরে উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই সময় ভিক্ষুগণ দুর্ভিক্ষের কারণ অল্পমাত্র বস্তু দানেও বাধা দিতেন এবং ইচ্ছা করিয়াও প্রত্যাখ্যান করিতেন, এইরূপ করায় সমস্ত সঙ্ঘ (খাদ্য গ্রহণে) নিবারিত হইয়া পড়িত। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া প্রতিগ্রহণ করিতেন না। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! প্রতিগ্রহণ এবং পরিভোগ করিতে পার।

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সকালে প্রতিগৃহীত (খাদ্যদ্রব্য) ভোজনের সময় বাধাদানকারী ভিক্ষু অনতিরিক্ত পরিভোগ করিতে পারিবে।"

---

১. যদি কোন ভিক্ষু ভোজনের সময় খাদ্য না দিবার জন্য পরিবেশনকারীকে বারণ করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষু পুনঃ খাদ্যদ্রব্য লইয়া ভোজন করিতে পারে না। ভোজন করিলে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।

[স্থান ঃ—শ্রাবস্তী]

৫—ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তী-উপকণ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় আয়ুষ্মান শারীপুত্রের নিকট কায়দাহ (শরীর জ্বালা) রোগ হইয়াছিল। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন শারীপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে কহিলেন ঃ—"বন্ধু শারীপুত্র! পূর্ব্বে আপনার কায়দাহরোগ কিরূপে আরোগ্য হইত?" "বন্ধো! পদ্মের মূল এবং মৃণাল ভক্ষণে আরোগ্য হইত।"

আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন যেমন কোন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনভাবে জেতবন হইতে অন্তর্হিত হইয়া মন্দাকিনী পুষ্করিণী-তীরে প্রাদুর্ভূত হইলেন। একটি নাগ দূর হইতেই আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নকে আসিতে দেখিতে পাইল। দেখিয়া আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নকে কহিল ঃ—"প্রভো! আর্য্য মহামৌদ্গল্যায়নের আগমন হউক, প্রভু আর্য্য মহামৌদ্গল্যায়ন! স্বাগতম্। আর্য্যের কিসের প্রয়োজন? কি দিব?" "বন্ধো! আমার পদ্মের মূল এবং মৃণালের প্রয়োজন।"

অনন্তর সেই নাগ অন্য একটি নাগকে আদেশ করিল ঃ 'ভণে! তাহা হইলে আর্য্যকে পদ্মের মূল এবং মৃণাল যথারুচি প্রদান কর।' সেই নাগ মন্দাকিনী পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া, শুণ্ডদ্বারা পদ্মের মূল এবং মৃণাল বাহির করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, পুঁটলি বাঁধিয়া আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন যেমন কোন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে সেইরূপ মন্দাকিনী পুষ্করিণী-তীরে অন্তর্হিত হইয়া জেতবনে প্রাদুর্ভূত হইলেন। সেই নাগ ও মন্দাকিনী পুষ্করিণী-তীরে অন্তর্হিত হইয়া জেতবনে প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর সেই নাগ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নকে পদ্মের মূল এবং মৃণাল প্রদান করিয়া জেতবনে অন্তর্হিত হইয়া মন্দাকিনী পুষ্করিণী-তীরে গিয়া আবির্ভূত হইল।

আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন আয়ুষ্মান শারীপুত্রের সম্মুখে পদ্মের মূল এবং মৃণাল লইয়া উপস্থিত হইলেন। আয়ুষ্মান শারীপুত্র পদ্মের মূল এবং মৃণাল পরিভোগ করায় তাঁহার কায়দাহ রোগ উপশম হইল। অনেক পদ্মের মূল এবং মৃণাল অবশিষ্ট রহিল। সেই সময় ভিক্ষুগণ দুর্ভিক্ষের কারণ সামান্য দ্রব্যও না দিবার জন্য বারণ করিতেন, ইচ্ছা করিয়াও প্রত্যাখ্যান করিতেন; ইহাতে সমস্ত সঙ্ঘ খাদ্য গ্রহণে

নিবারিত হইয়া যাইতেন। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচবশত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতেন না। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! প্রতিগ্রহণ করিয়া পরিভোগ কর।

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ বনে এবং পুষ্করিণীতে জাত খাদ্য দ্রব্য ভোজনের সময় নিবারিত হইলেও অনতিরিক্ত পরিভোগ করিতে পারিবে।"

(১২) কর্ম্মকারকের অভাবে ফল খাইবার বিধান

সেই সময়ে শ্রাবস্তীতে খাদ্যোপযোগী অনেক ফল পাওয়া গিয়াছিল ; কিন্তু কর্ম্মকারক ছিল না। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া ফল আহারে বিরত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ বীজহীন এবং বীজবহিষ্কৃত ফল বিহিত[১] বলিয়া কর্ম্মকারক[২] না বলিলেও পরিভোগ করিতে পারিবে।"

[স্থান ঃ—রাজগৃহ]

(১৩) গুপ্তস্থানে অস্ত্রোপচার এবং মূত্রস্থলী পীড়ন নিষিদ্ধ

১—ভগবান শ্রাবস্তীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমশঃ পর্য্যটন করিতে করিতে রাজগৃহে গমন করিলেন ; ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—বেণুবনে, কলন্তক নিবাপে। সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর নিকট ভগন্দর রোগ হইয়াছিল। আকাশগোত্র নামীয় বৈদ্য অস্ত্রোপচার করিতেছিল। ভগবান শয়নাসন দর্শনের জন্য বিচরণ করিতে করিতে সেই ভিক্ষুর বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। আকাশগোত্র বৈদ্য দূর হইতেই দেখিতে পাইল ঃ ভগবান সেই দিকে যাইতেছেন ; দেখিয়া ভগবানকে কহিল ঃ "মহাত্মা গৌতমের আগমন হউক এবং গোসাপের মুখের সদৃশ এই ভিক্ষুর মলদ্বার অবলোকন করুন।"

ভগবান 'এই মুর্খ আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে' এই ভাবিয়া সেই স্থান হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "হে ভিক্ষুগণ ! অমুক বিহারে কি কোন রুগ্ন ভিক্ষু

---

১. কোন ফল পাইলে ভিক্ষুর সেবক বা কর্ম্মকারককে বলিতে হয় 'কপ্পিয়ং করোহি'(খাইবার যোগ্য কর) কর্ম্মকারককে ফলটি নখ বা ছুরিকা দ্বারা ছিন্ন করিতে করিতে 'কপ্পিয়ং ভন্তে' (প্রভু, খাদ্যোপযোগী হইয়াছে) এই কথা বলিতে হয়।

২. যে ভিক্ষুর সেবা-পরিচর্য্যা করে তাহাকে 'কপ্পিয়কারক' (কর্ম্মকারক বা সেবক) বলে।

আছে ?” “হাঁ, ভগবন্! আছে।” “সেই ভিক্ষুর নিকট কোন্ রোগ হইয়াছে ?” “প্রভো! সেই আয়ুষ্মানের নিকট ভগন্দর রোগ হইয়াছে, আকাশগোত্র নামক বৈদ্য অস্ত্রোপচার করিতেছেন।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলন : সেই মূর্খ ভিক্ষুর এইরূপ অস্ত্রোপচার করিতে দেওয়া অননুচিৎ, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকার্য্য হইয়াছে। কেন সেই মূর্খ গুপ্তস্থানে অস্ত্রোপচার করাইতেছে ? হে ভিক্ষুগণ! গুপ্তস্থানের ত্বক কোমল হইয়া থাকে, ক্ষত সহজে আরোগ্য হয় না, অস্ত্রচালনা করা বড় কঠিন ব্যাপার। এই কার্য্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করে না···এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! গুপ্তস্থানে অস্ত্রোপচার করাইতে পারিবে না; যে করাইবে তাহার ‘থুল্লচ্চয়’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে ষড়্বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান অস্ত্রোপচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন এই ভাবিয়া মূত্রস্থলী পীড়ন করাইতে লাগিল। (তদ্দর্শনে) অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ ‘কেন ষড়্বর্গীয় ভিক্ষু মূত্রস্থলী পীড়ন করাইতেছে’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়্বর্গীয় ভিক্ষু মূত্রস্থলী পীড়ন করাইতেছে ?” “ভগবন্! তাহা সত্য বটে।”···বুদ্ধ ভগবান নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! গুপ্তস্থানের চতুষ্পার্শে দুই আঙ্গুল পরিমিত স্থানের মধ্যে অস্ত্রোপচার অথবা মূত্রস্থলী পীড়ন করাইতে পারিবে না; যে করাইবে তাহার ‘থুল্লচ্চয়’ অপরাধ হইবে।”

অভক্ষ্য মাংস

[স্থান :—বারাণসী]

(১) সুপ্রিয়া কর্ত্তৃক স্বীয় মাংস দান

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া বারাণসী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিতে করিতে বারাণসীতে গমন করিলেন। ভগবান বারাণসীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—ঋষিপত্তন মৃগদাবে। সেই সময় বারাণসীতে সুপ্রিয় নামক উপাসক এবং সুপ্রিয়া নাম্নী উপাসিকা উভয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, দাতা, কর্ম্মকারক

এবং সঙ্ঘসেবক ছিলেন। একদিন উপাসিকা সুপ্রিয়া আরামে (বিহারে) যাইয়া বিহার হইতে বিহারে, পরিবেণ[১] হইতে পরিবেণে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেনঃ "প্রভো! কেহ পীড়িত আছেন কি? কাহারও কোন দ্রব্যের প্রয়োজন আছে কি?" সেই সময় জনৈক ভিক্ষু বিরেচক সেবন করিয়াছিলেন। সেই ভিক্ষু উপাসিকা সুপ্রিয়াকে কহিলেনঃ "ভগ্নি! আমি বিরেচক (জোলাপ) সেবন করিয়াছি, আমার প্রতিচ্ছাদনীয়ের (মাংসের যূষের) প্রয়োজন।" "আর্য্য! আনয়ন করা যাইবে।" এই বলিয়া তিনি গৃহে যাইয়া কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেনঃ "ভণে! নিহত পশুর মাংস পাওয়া যায় কি-না দেখ।" "তথাস্তু" বলিয়া সেই ব্যক্তি উপাসিকা সুপ্রিয়াকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া সমস্ত বারাণসীতে অনুসন্ধান করিয়াও নিহত পশুর মাংস দেখিতে পাইল না। অনন্তর সেই ব্যক্তি উপাসিকা সুপ্রিয়ার নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া উপাসিকা সুপ্রিয়াকে কহিলঃ—"আর্য্যে! নিহত পশুর মাংস পাওয়া গেল না; কেননা অদ্য পশুবধ হয় নাই।"

সুপ্রিয়া উপাসিকার মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "সেই রুগ্ন ভিক্ষু মাংসের যূষ না পাইলে তাঁহার রোগ বাড়িতেও পারে অথবা মৃত্যুও হইতে পারে। প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রদান না করা আমার পক্ষে উচিৎ হইবে না।" এই ভাবিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা স্বীয় উরু-মাংস ছেদন করিয়া দাসীকে প্রদান করিয়া কহিলেনঃ—"দাসি! এই মাংস পাক করিয়া অমুক বিহারে অবস্থিত রগ্ন ভিক্ষুকে দিয়া আসিবে। যে আমার সম্বন্ধে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে তাহাকে বলিবেঃ আমি পীড়িত হইয়াছি।" এই বলিয়া উত্তরীয় দ্বারা উরু পরিবেষ্টন করিয়া কামড়ায় প্রবেশ করিয়া মঞ্চে শয়ন করিলেন। উপাসক সুপ্রিয় গৃহে যাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "সুপ্রিয়া কোথায়?" "আর্য্য! তিনি কামড়ায় শুইয়া আছেন।" উপাসক সুপ্রিয় উপাসিকা সুপ্রিয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া উপাসিকা সুপ্রিয়াকে কহিলেনঃ "তুমি শুইয়া আছ কেন?" "আমার অসুখ হইয়াছে?" "তোমার কোন্ রোগ হইয়াছে?" তখন উপাসিকা সুপ্রিয়া উপাসক সুপ্রিয়কে এই বিষয় জানাইলেন। তখন উপাসক সুপ্রিয় "অহো, বড় আশ্চর্য্য! অহো, বড় অদ্ভুত ব্যাপার! সুপ্রিয়া কেমন শ্রদ্ধাসম্পন্না! যে স্বীয় মাংস পর্য্যন্ত দান দিতে পারে জগতে তাহার অদেয় আর কি থাকিতে পারে?" এই ভাবিয়া হৃষ্ট প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া

---

১. সেই সময়েও বর্ত্তমান কালের যুক্তপ্রদেশে এবং বিহারপ্রদেশের গ্রামসমূহের মাটির ঘরের ন্যায় মধ্যে অঙ্গন (উঠান) রাখিয়া চতুর্দ্দিকে কামড়া প্রস্তুত হইত। এইরূপ অঙ্গনসংযুক্ত গৃহকে পরিবেণ বলে।

৩৭

ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া উপাসক সুপ্রিয় ভগবানকে কহিলেন ঃ "প্রভু ভগবন্! ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আগামী কল্য আমার অন্ন গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। উপাসক সুপ্রিয় ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং দক্ষিণ পার্শ্ব তাঁহার পুরোভাগে করিয়া প্রস্থান করিলেন। উপাসক সুপ্রিয় সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন ঃ "প্রভো! ভোজনের সময় উপস্থিত; আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।" ভগবান পূর্ব্বাহ্ণ সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া উপাসক সুপ্রিয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উপাসক সুপ্রিয় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান উপাসক সুপ্রিয়কে ভগবান কহিলেন ঃ "সুপ্রিয়া কোথায়?" "ভগবন্! সে পীড়িত হইয়াছে।" "তাহা হইলে সে আসুক।" "ভগবন্! আসিতে ইচ্ছা করে না।" "তাহা হইলে ধরাধরি করিয়া হইলেও তাহাকে লইয়া আস।" উপাসক সুপ্রিয় উপাসিকা সুপ্রিয়াকে ধরাধরি করিয়া আনিলেন। ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিবামাত্র তাঁহার বৃহৎ ব্রণ শুষ্ক হইয়া গেল, ছবি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং তাহাতে রোম উদ্ভব হইল! তখন উপাসক সুপ্রিয় এবং উপাসিকা সুপ্রিয়া "অহো, বড় আশ্চর্য্য! অহো, বড় অদ্ভুত! তথাগতের দিব্যশক্তি এবং মহানুভাবতা! ভগবানের দৃষ্টিপথে আসামাত্র বৃহৎ ব্রণ শুখাইয়া গেল! ছবি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং তাহাতে রোম উদ্ভব হইল!" এই ভাবিয়া হৃষ্ট, প্রহৃষ্ট হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য ভোজ্যদানে সন্তৃপ্ত করিলেন। এত অধিক পরিমাণ দিতে লাগিলেন যে ভিক্ষুগণ আর না দিবার জন্য বারণ করিলেন। ভগবান আহার সমাপ্ত করিয়া পাত্র হইতে হস্ত উঠাইয়া লইলে তাঁহারা একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান উপাসক সুপ্রিয় এবং উপাসিকা সুপ্রিয়াকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "হে ভিক্ষুগণ! উপাসিকা সুপ্রিয়ার নিকট কে মাংস যাচ্ঞা করিয়াছিলে?" ভগবান এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন ঃ "প্রভো! আমি উপাসিকা সুপ্রিয়ার নিকট মাংস যাচ্ঞা করিয়াছিলাম।" "ভিক্ষু! মাংস আনিয়াছিল কি?" "ভগবন্! আনিয়াছিল।" "ভিক্ষু! তুমি তাহা আহার করিয়াছ কি?" "হাঁ, ভগবন্! আমি তাহা আহার করিয়াছি।" "ভিক্ষু! তুমি বিচার করিয়া দেখিয়াছিলে কি?" "না, ভগবন্! আমি বিচার করিয়া দেখি নাই।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন ঃ "মূর্খ! তুমি কেন বিচার না করিয়া মাংস আহার করিয়াছ? তুমি যে মনুষ্য মাংসই আহার করিয়াছ! তোমার এই কার্য্যে যে অপ্রসন্নদিগের মধ্যে প্রসন্নতা উৎপন্ন হইবে না।"

(২) মনুষ্য এবং হস্তীআদির মাংস অভক্ষ্য

১—এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ "হে ভিক্ষুগণ! মনুষ্যের মধ্যে এমন শ্রদ্ধা, প্রসন্নতা সম্পন্ন লোক আছে যে তাহারা স্বীয় দেহ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে।

"হে ভিক্ষুগণ! মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! বিচার না করিয়া কোন মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

২—সেই সময়ে রাজার হস্তী মরিতেছিল। দুর্ভিক্ষের কারণ লোকে হস্তীমাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিবার সময় ভিক্ষুদিগকে হস্তীমাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ হস্তীমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ "কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হস্তীমাংস ভক্ষণ করিতেছে? হস্তী যে রাজার অঙ্গবিশেষ। যদি এই বিষয় রাজা জানিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না।" এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! হস্তীমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৩—সেই সময়ে রাজার অশ্ব মরিতেছিল। লোকে দুর্ভিক্ষের কারণ অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিবার সময় তাঁহাদিগকে অশ্বমাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ 'কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতেছে? অশ্ব যে রাজার অঙ্গ বিশেষ। যদি রাজা এই বিষয় জানিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৪—সেই সময়ে লোকে দুর্ভিক্ষের কারণ কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিবার সময় তাঁহাদিগকে কুকুরের মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ 'কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতেছে? কুকুর যে জুগুপ্সিত এবং ঘৃণার্হ!' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৫—সেই সময়ে লোকে দুর্ভিক্ষের কারণ অহি-মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় তাঁহাদিগকে অহি-মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ অহি-মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। (তদ্দর্শনে) জনসাধারণ 'কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অহি-মাংস ভক্ষণ করিতেছে? অহি-মাংস যে জুগুপ্সিত এবং ঘৃণার্হ!" এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। নাগরাজ সুস্পর্শ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া নাগরাজ সুস্পর্শ ভগবানকে কহিলেন ঃ—"প্রভো! (বুদ্ধ শাসনের প্রতি) শ্রদ্ধা এবং প্রসন্নতাহীন নাগও আছে, তাহারা সামান্য কারণেও ভিক্ষুগণকে পীড়ন করিতে পারে, অতএব প্রভো! আর্য্যগণ অহি-মাংস ভক্ষণে বিরত থাকুন।" ভগবান নাগরাজ সুস্পর্শকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। নাগরাজ সুস্পর্শ ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! অহি-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৬—সেই সময়ে শিকারিগণ সিংহ হত্যা করিয়া সিংহের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে সিংহ-মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ সিংহ-মাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। সিংহ সিংহের গন্ধে[১] আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

---

১. যেই জীবের মাংস ভক্ষণ করা যায় ভক্ষকের দেহ হইতেও সেই জীবের গন্ধ বাহির হয়।

"হে ভিক্ষুগণ! সিংহ-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৭—সেই সময়ে শিকারিগণ ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া ব্যাঘ্র মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষান্নসংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে ব্যাঘ্র মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ ব্যাঘ্র মাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! ব্যাঘ্র-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে!"

৮—সেই সময়ে শিকারিগণ দ্বীপী (চিতাবাঘ) হত্যা করিয়া দ্বীপী-মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে দ্বীপী-মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ দ্বীপী-মাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। দ্বীপী দ্বীপীর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! দ্বীপী-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

৯—সেই সময়ে শিকারিগণ ভল্লুক হত্যা করিয়া ভল্লুকের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে ভল্লুকের মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভল্লুকের মাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ভল্লুক ভল্লুকের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! ভল্লুকের মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

১০—সেই সময়ে শিকারিগণ তরক্ষু (নেকড়ে বাঘ) হত্যা করিয়া তরক্ষুর মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে তরক্ষু-মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ তরক্ষু-মাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তরক্ষু তরক্ষু-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

"হে ভিক্ষুগণ! তরক্ষু-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

॥ সুপ্রিয়া ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান ঃ—অন্ধকবিন্দ]

(৩) যবাগূ এবং লাড্ডুর বিধান

১—ভগবান বারাণসীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া অন্ধকবিন্দ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে সার্দ্ধদ্বাদশশত বৃহৎভিক্ষুসঙ্ঘ। সেই সময় জনপদবাসিগণ বহু লবণ, তৈল, চাউল এবং খাদ্যদ্রব্য শকটে আরোপণ (স্থাপন) করিয়া 'যখন আমাদের পালা আসিবে তখন অন্ন প্রস্তুত করিয়া দান দিব' এই ভাবিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুসরণ করিতেছিল। পঞ্চশত উচ্ছিষ্টভোজীও তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিল। ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া অন্ধকবিন্দে গমন করিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ পর্য্যায় লাভ করিতে না পারায় তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "যখন পর্য্যায় লাভ করিব তখন অন্ন প্রস্তুত করিব, এই ভাবিয়া দুই মাসের অধিক কাল পর্য্যন্ত আমি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুসরণ করিতেছি কিন্তু পর্য্যায় লাভ করিতে পারিলাম না ; বিশেষত আমি একাকী হওয়ায় (আমার গৃহে অন্য পুরুষ না থাকায়) আমার সাংসারিক কার্য্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। অতএব আমি ভোজনশালা অবলোকন করিব, তথায় যেই দ্রব্য পরিলক্ষিত হইবে না আমি তাহাই প্রস্তুত করিব।" এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভোজনশালা অবলোকন করিবার সময় দুইটি দ্রব্য দেখিতে পাইলেন না, যবাগূ এবং মধুগোলক (লাড্ডু)। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ—"মহানুভব আনন্দ ! আমি পর্য্যায় লাভ করিতে না পারায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল ঃ 'যখন পর্য্যায় লাভ করিব তখন অন্ন প্রস্তুত করিব', এই ভাবিয়া আমি দুই মাসের অধিক কাল যাবৎ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুসরণ করিতেছি ; কিন্তু পর্য্যায় লাভ করিতে পারিলাম না। বিশেষত আমি একাকী হওয়ায় আমার সাংসারিক কার্য্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে ; অতএব আমি ভোজনশালা অবলোকন করিব, তথায় যেই দ্রব্যের অভাব পরিদৃষ্ট হইবে আমি তাহা প্রস্তুত করিয়া দিব।' মহানুভব আনন্দ ! আমি ভোজনশালা অবলোকন করিয়া তথায় দুইটি দ্রব্য দেখিতে পাইলাম না, যবাগূ এবং মধুগোলক। যদি আমি যবাগূ ও মধুগোলক প্রস্তুত করি তাহা হইলে মহাত্মা গৌতম তাহা প্রতিগ্রহণ করিবেন কি ?" "হে ব্রাহ্মণ ! তাহা হইলে আমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।"

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে আনন্দ ! তাহা হইলে (ব্রাহ্মণ) প্রস্তুত করিতে পারে।" (আনন্দ ব্রাহ্মণকে কহিলেন ঃ—) "ব্রাহ্মণ ! তাহা হইলে প্রস্তুত করিতে পারেন।"

ব্রাহ্মণ সেই রাত্রি অবসানে বহু যবাগূ এবং মধুগোলক প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের

সম্মুখে উপস্থিত করিলেন : "মহাত্মা গৌতম! আমার যবাগূ এবং মধুগোলক প্রতিগ্রহণ করুন।" "ব্রাহ্মণ! তাহা হইলে ভিক্ষুগণকে প্রদান কর।" (ব্রাহ্মণ প্রদান করায়) ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ বশত প্রতিগ্রহণ করিতে চাহিলেন না। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! প্রতিগ্রহণ কর এবং ভোজন কর।" ব্রাহ্মণ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে বহু যবাগূ এবং মধুগোলক দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ এত অধিক দিতে লাগিলেন যে ভিক্ষুগণ আর না দিবার জন্য ব্রাহ্মণকে বারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ভগবান পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিয়া হস্ত ধৌত করার পর ব্রাহ্মণ একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণকে ভগবান কহিলেন :—

২—ব্রাহ্মণ! যবাগূর এই দশ প্রকার ফল আছে। যথা :—(১) যবাগূ দাতা আয়ুদান করিয়া থাকে; (২) বর্ণ (রূপ) দান করিয়া থাকে; (৩) সুখ দান করিয়া থাকে; (৪) বল দান করিয়া থাকে; (৫) প্রতিভা দান করিয়া থাকে; (৬) যবাগূ দ্বারা ক্ষুধা নিবারিত হয়; (৭) পিপাসা শান্ত হয়; (৮) বায়ু অনুকুল করে; (৯) মূত্রস্থলী শোধন করে এবং (১০) অপক্ব পরিপাক করে। ব্রাহ্মণ! যবাগূর এই দশ ফল।

সংযত জীবন, পরদত্তেতে ভোজন,
হেন জনে যথাকালে করে যেই জন
সমাদরে ভক্তিভরে যবাগূ প্রদান,
এই পুণ্যকার্য্যে লভে এই দশস্থান :
আয়ু, বর্ণ, সুখ, আর বল—চারিস্থান,
উপজে প্রতিভা তাহে বাগ্মিতা মহান
ক্ষুধা তৃষ্ণা করে দূর, অপনোদে 'বাত'[১]
শোধে বস্তি মূত্রাশয়, জীর্ণ করে ভাত
ভৈষজ্য বলিয়া করে সুগত বাখান,
তাইত করিবে নিত্য যবাগূ প্রদান।
মানুষ-সুখের[২] লাগি' প্রত্যাশী যে জন,
কিংবা দিব্যসুখ প্রার্থী হন যেই জন,
মানব-সৌভাগ্য ইচ্ছে অথবা যেজন,
যবাগূ প্রদানে বাঞ্ছা হয় সম্পূরণ।

ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এই গাথাযোগে অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া

১. মলাশয়স্থ বায়ু নিষ্কাশন করে; ২. মানব জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যাভিলাষী।

প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যবাগূ এবং মধুগোলক পরিভোগ করিবে।"

(৪) একজনের নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যের যবাগূ গ্রহণ নিষিদ্ধ

জনসাধারণ শুনিতে পাইল ঃ ভগবান ভিক্ষুগণকে যবাগূ এবং মধুগোলক পরিভোগ করিবার অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তাহারা প্রত্যুষেই ভোজ্যযবাগূ এবং মধুগোলক প্রস্তুত করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ প্রত্যুষে ভোজ্য যবাগূ (শক্ত যবাগূ) এবং মধুগোলক আহার করায় ভোজনের সময় যথারুচি আহার্য্য গ্রহণ করিতেন না।

সেই সময় জনৈক নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য পর দিবসের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্যের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'আমি সার্দ্ধদ্বাদশশত ভিক্ষুর জন্য সার্দ্ধদ্বাদশশত পাত্র মাংস প্রস্তুত করিব, প্রত্যেক ভিক্ষুর সম্মুখে এক এক পাত্র মাংস উপস্থিত করিব।' সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মাহামাত্য সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্য ভোজ্য এবং সার্দ্ধদ্বাদশশত পাত্র মাংস প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন ঃ 'প্রভো! ভোজনের সময় হইয়াছে; আহার্য্য প্রস্তুত।'

ভগবান পূর্ব্বাহ্ণ সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্যের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য ভোজন-শালায় ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ কহিলেন—"বন্ধো! অল্প প্রদান করুন।" "প্রভো! 'এই মহামাত্য নবীন শ্রদ্ধাবান' এই মনে করিয়া যৎসামান্য গ্রহণ করিবেন না। আমি বহু খাদ্য ভোজ্য এবং সার্দ্ধদ্বাদশশত পাত্র মাংস প্রস্তুত করাইয়াছি, প্রত্যেক ভিক্ষুর সম্মুখে এক এক পাত্র মাংস উপস্থিত করিব; প্রভো! যথারুচি গ্রহণ করুন।" "বন্ধো! আমরা সেই জন্য যে যৎসামান্য গ্রহণ করিতেছি তাহা নহে; আমরা প্রত্যুষে ভোজ্যযবাগূ এবং মধুগোলক পরিপূর্ণভাবে আহার করিয়াছি, এই জন্য যৎসামান্য প্রতিগ্রহণ করিতেছি।"

অনন্তর সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য 'কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ আমার নিমন্ত্রিত হইয়া অপরের ভোজ্যযবাগূ পরিভোগ করিতে পারেন! যথারুচি আহার্য্য দানের সামর্থ্য কি আমার নাই!' এই বলিয়া অসন্তুষ্ট এবং কোপান্বিত হইয়া উদ্বিগ্ন করিবার মানসে ভিক্ষুগণের পাত্র মাংসপূর্ণ করিয়া দিয়া 'ভোজন করুন অথবা লইয়া গমন

করুন! ভোজন করুন অথবা লইয়া গমন করুন!’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন এবং আর না দিবার জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেন। ভগবান আহারের পর পাত্র হইতে হস্ত উত্তোলন করিলে মহামাত্য একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্যকে ভগবান ধর্ম্ম উপদেশ দানে প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্যের ভগবান প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে সন্দেহ এবং অনুতাপ উপস্থিত হইলঃ “অহো! আমার লাভ হইল না, অলাভই হইল, আমার দুর্লাভই হইল, সুলাভ হইল না! আমি যে অসন্তুষ্ট এবং কোপান্বিত হইয়া উদ্বিগ্ন করিবার মানসে ভিক্ষুগণের পাত্র মাংস পূর্ণ করিয়া দিয়া ‘ভক্ষণ করুন অথবা লইয়া গমন করুন’ এই বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম! আমার কি অধিকপুণ্য সঞ্চয় হইল, না অপুণ্য?” এই ভাবিয়া সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য ভগবানকে কহিলেনঃ “প্রভো! ভগবান প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে আমার মনে এইরূপ সন্দেহ এবং অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছেঃ ‘আমার অলাভই হইল, লাভ হইল না, আমার দুর্লাভই হইল, সুলাভ হইল না; আমি যে অসন্তুষ্ট এবং কোপান্বিত হইয়া উদ্বিগ্ন করিবার মানসে ভিক্ষুগণের পাত্র মাংস পূর্ণ করিয়া দিয়া ‘ভোজন করুন অথবা লইয়া গমন করুন’ বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি! আমার পুণ্য অধিক হইল, না অপুণ্য?’ প্রভো! আমার পুণ্য অধিক হইয়াছে, না অপুণ্য?” “বন্ধো! যখনই আপনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তখন হইতেই আপনার বহু পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে; যখনই প্রত্যেক ভিক্ষু আপনার এক একটি অন্ন গ্রহণ করিয়াছে তখনই আপনার বহুপুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে; আপনার জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত।” তখন সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য ‘আমার নাকি লাভ হইয়াছে, আমার নাকি সুলাভই হইয়াছে, আমি নাকি বহুপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, আমার জন্য স্বর্গেরদ্বার নাকি উন্মুক্ত’ এই ভাবিয়া হৃষ্ট, প্রহৃষ্ট হইয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং দক্ষিণ পার্শ্ব তাঁহার পুরোভাগে করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ “হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষুগণ এক ব্যক্তির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অপর ব্যক্তির ভোজ্যযবাগূ ভোজন করিতেছে?” হাঁ, ভগবন্!

৩৮

তাহা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেনঃ "হে ভিক্ষুগণ! কেন সেই মোঘপুরুষগণ এক ব্যক্তির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অন্য ব্যক্তির ভোজ্যযবাগূ পরিভোগ করিতেছে? ভিক্ষুগণ! তাহাদের এই কার্য্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না……নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! একব্যক্তির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অন্য ব্যক্তির প্রদত্ত ভোজ্যযবাগূ ভোজন করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করিবে।"

[স্থানঃ— রাজগৃহ]

(৫) বরিষ্ঠকাত্যায়নের গুড়ের ব্যবস্থা

ভগবান অন্ধকবিন্দে যথারুচি অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ। সেই সময় বরিষ্ঠকাত্যায়ন রাজগৃহ হইতে অন্ধকবিন্দ অভিমুখে গুড়-কুম্ভে পরিপূর্ণ পঞ্চশত শকট সহ দীর্ঘপথ ভ্রমণে নিরত ছিলেন। ভগবান দূর হইতেই বরিষ্ঠকাত্যায়নকে আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে অবতরণ করিয়া এক বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিলেন। বরিষ্ঠকাত্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে কহিলেন— "প্রভো! প্রত্যেক ভিক্ষুকে এক এক ঘট গুড় প্রদান করিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছি।" "কাত্যায়ন! তাহা হইলে তুমি এক ঘট মাত্র গুড় লইয়া আস।" "তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এক ঘট মাত্র গুড় লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেনঃ—"প্রভো! গুড়ের ঘট আনিয়াছি, এখন আমায় কি করিতে হইবে?" "কাত্যায়ন! তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুগণকে গুড় প্রদান করিতে পার।"

"তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন ভিক্ষুগণকে গুড় প্রদান করিয়া ভগবানকে কহিলেনঃ "প্রভো! ভিক্ষুগণকে গুড় প্রদান করিয়াছি; বহু গুড় অবশিষ্ট আছে, তাহা আমায় কি করিতে হইবে?" "কাত্যায়ন! তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুগণকে যথারুচি গুড় প্রদান করিতে পার।" "তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন ভিক্ষুগণকে যথারুচি গুড় প্রদান করিয়া ভগবানকে কহিলেনঃ "প্রভো! ভিক্ষুগণকে যথারুচি গুড় দিয়াছি, তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা আমায় কি করিতে হইবে?" "কাত্যায়ন! তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুগণকে গুড়দ্বারা সন্তৃপ্ত করিতে পার।" "তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন

ভিক্ষুগণকে গুড়দ্বারা সন্তৃপ্ত করিলেন। কোন কোন ভিক্ষু পাত্র, পরিস্রাবণ (জল ছাঁকিবার পাত্র বিশেষ) এবং স্থলী পূর্ণ করিলেন। বরিষ্ঠকাত্যায়ন ভিক্ষুগণকে গুড় দ্বারা সন্তৃপ্ত করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! আমি ভিক্ষুগণকে গুড়দ্বারা সন্তৃপ্ত করিয়াছি, তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা আমি কি করিব?" "কাত্যায়ন! তাহা হইলে তুমি উচ্ছিষ্টভোজীদিগকে গুড় প্রদান করিতে পার।" "তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন উচ্ছিষ্টভোজীদিগকে গুড় প্রদান করিয়া, ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! উচ্ছিষ্টভোজিগণকে গুড় দিয়াছি; তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, এখন তাহা কি করিব?" "কাত্যায়ন! তাহা হইলে তুমি উচ্ছিষ্টভোজিগণকে যথারুচি গুড় প্রদান করিতে পার।" "তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন উচ্ছিষ্টভোজিগণকে যথারুচি গুড় দিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! উচ্ছিষ্টভোজিগণকে যথারুচি গুড় দিয়াছি, তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা আমি কি করিব?" "কাত্যায়ন! তাহা হইলে তুমি উচ্ছিষ্টভোজিগণকে গুড় দ্বারা সন্তৃপ্ত করিতে পার।" "তথাস্তু" বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন উচ্ছিষ্টভোজিগণকে গুড় দ্বারা সন্তৃপ্ত করিলেন। কোন কোন উচ্ছিষ্টভোজী কোলম্ব এবং ঘট পূর্ণ করিয়া লইল; কেহ বা ক্ষুদ্র চুপড়ি পূর্ণ করিল, কেহ বা উৎসঙ্গ পরিপূর্ণ করিল। বরিষ্ঠকাত্যায়ন উচ্ছিষ্টভোজিগণকে গুড় দ্বারা সন্তৃপ্ত করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! গুড় দ্বারা উচ্ছিষ্টভোজিগণকে সন্তৃপ্ত করিয়াছি, তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা আমি কি করিব?" "হে কাত্যায়ন! দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং দেব মনুষ্যের মধ্যে এমন কাহাকেও আমি দেখিতেছি না তথাগত কিংবা তথাগত শ্রাবক ব্যতীত যে এই গুড় পরিভোগ করিয়া পরিপাক করিতে পারিবে। কাত্যায়ন! তাহা হইলে তুমি সেই গুড় তৃণহীন ভূমিতে পরিত্যাগ কর অথবা অল্পপ্রাণ রহিত জলে নিক্ষেপ কর।" "প্রভো! তাহাই হউক" এই বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সেই গুড় অল্পপ্রাণ রহিত জলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই গুড় জলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া চি-চিট্ করিতে লাগিল, চিট্-চিট্ করিতে লাগিল, ধূম নিঃসারণ করিতে লাগিল, অধিক ধূম নিঃসারণ করিতে লাগিল। যেমন দিবসে রৌদ্র তপ্ত ফাল জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে চি-চিট্ করে, চিট্-চিট্ করে, ধূম নিঃসারণ করে এবং অধিকতর ধূম নিংসারণ করে তেমনভাবে সেই গুড় জলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া চি-চিট্ করিতে লাগিল, চিট্-চিট্ করিতে লাগিল, ধূমনিঃসারণ করিতে লাগিল এবং অধিকতর ধূমনিঃসারণ করিতে লাগিল।

বরিষ্টকাত্যায়ন (তদ্দর্শনে) উদ্বিগ্ন এবং রোমাঞ্চিত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট বরিষ্ঠকাত্যায়নকে ভগবান আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা উপদেশ প্রদান

করিলেন। যথা ঃ—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখন ভগবান দেখিতে পাইলেন ঃ বরিষ্ঠকাত্যায়নের চিত্ত সুস্থ, মৃদু, নীবরণমুক্ত, প্রফুল্ল, প্রসন্ন হইয়াছে তখন ভগবান বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ধর্ম্মদেশনা প্রকাশ করিলেন······তেমন ভাবে বরিষ্ঠকাতায়নের সেই আসনেই বিরজ, বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল,—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।'

বরিষ্ঠকাত্যায়ন ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্ম অবগত হইয়া, ধর্ম্মে অবগাহন করিয়া, ধর্ম্মে সন্দেহ রহিত হইয়া, ধর্ম্মে বাদবিবাদ রহিত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য লাভ করিয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! বড় সুন্দর! অতি সুন্দর! যেন উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে বিবৃত করে, বিমূঢ়কে রাস্তা প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে এবং চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায় তেমনভাবে ভগবান বিবিধভাবে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো! আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্ম্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ভিক্ষু সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আমাকে অদ্য হইতে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

(৬) রুগ্নের জন্য গুড় এবং সুস্থের জন্য গুড়ের জল

ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া রাজগৃহে গমন করিলেন। ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—বেণুবনে কলন্তক নিবাপে। সেই সময় রাজগৃহে অধিক পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হইত। 'ভগবান রুগ্নের জন্যই গুড়ের বিধান দিয়াছেন সুস্থের জন্য নহে' এই মনে করিয়া ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া গুড় পরিভোগে বিরত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ রুগ্ন গুড় পরিভোগ করিবে এবং সুস্থ গুড় মিশ্রিত জল পরিভোগ করিবে।"

[স্থান ঃ—পাটলিগ্রাম]

(৭) পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণ

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া পাটলিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ। ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া পাটলিগ্রামে গমন করিলেন। পাটলিগ্রামের উপাসকগণ শুনিতে পাইল ঃ ভগবান পাটলিগ্রামে

উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিল। একান্তে উপবিষ্ট পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে ভগবান ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। তাহারা ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিল—"প্রভো! ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আমাদের আবসথাগার[১] গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং দক্ষিণপার্শ্ব তাঁহার পুরোভাগে করিয়া আবসথাগারে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া সমস্ত আবসথাগারে গালিচা পাতিল, আসন পাতিল; জলের কলসী স্থাপন করিল এবং তৈল প্রদীপ আরোপণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইল। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া তাহারা ভগবানকে কহিল:—"প্রভো! আবসথাগারের সর্ব্বত্র গালিচা পাতা হইয়াছে, আসন পাতা হইয়াছে, জলের কলসী স্থাপিত হইয়াছে এবং তৈলপ্রদীপ আরোপিত হইয়াছে। এখন ভগবানের যাহা অভিপ্রেত হয়।"

ভগবান বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্র চীবর লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘসহ আবসথাগারে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিয়া, আবসথাগারে প্রবেশ করিয়া মধ্যমস্তম্ভ পৃষ্ঠ দ্বারা আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বাভিমুখী উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘও পাদ প্রক্ষালন করিয়া, আবসথাগারে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম পার্শ্বের ভিত্তি পৃষ্ঠ দ্বারা আশ্রয় করিয়া, ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া পূর্ব্বাভিমুখী উপবেশন করিলেন। পাটলিগ্রামের উপাসকগণও পাদ প্রক্ষালন করিয়া, আবসথাগারে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্ব পার্শ্বের ভিত্তি পৃষ্ঠ দ্বারা আশ্রয় করিয়া ভগবানকেই সম্মুখে রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখী উপবেশন করিল। অনন্তর ভগবান পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে আহ্বান করিলেন:—

হে গৃহপতিগণ! দুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু পাঁচটি আদীনব (মন্দ ফল) আছে। সেই পাঁচটি কি-কি? গৃহপতিগণ! দুঃশীল শীলবিহীন ব্যক্তি প্রমাদের বশীভূত হইয়া স্বীয় সম্পত্তি চ্যুত হইয়া থাকে। দুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু এই প্রথম কুফল।

---

১. পাটলিগ্রামে মগধরাজ অজাতশত্রু এবং লিচ্ছবিগণের কর্ম্মচারীরা সময় সময় আসিয়া গৃহস্থদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া তাহাদের গৃহে মাস অর্দ্ধমাস বাস করিত। এই জন্য তাহারা উৎপীড়িত হইয়া ভাবিল: "আমরা একটি বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিব; রাজ-কর্ম্মচারিগণ আসিলে আমরা এইস্থানে বাস করিতে পারিব।" এই সঙ্কল্প করিয়া তাহারা নগরের মধ্যস্থলে বৃহৎ বাসগৃহ প্রস্তুত করিল। তাহারই নাম 'আবসথাগার'। ভগবান যেইদিন পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইলেন সেইদিনই এই গৃহ নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হয়।—উদানার্থকথা।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, দুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তির দুর্নাম অভ্যুত্থিত হইয়া থাকে। দুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু এই দ্বিতীয় কুফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, দুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তি যেই যেই পরিষদে উপস্থিত হয় ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ অথবা শ্রমণ-পরিষদে অবিশারদ এবং মৌন হইয়া উপস্থিত হয়। দুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু এই তৃতীয় কুফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, দুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তি মোহাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু এই চতুর্থ কুফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, দুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তি দেহত্যাগ, মৃত্যুর পর দুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। দুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু এই পঞ্চম কুফল।

গৃহপতিগণ! দুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু এই পাঁচটি কুফল লাভ হইয়া থাকে।

গৃহপতিগণ! শীলবানের শীলপূর্ণতা হেতু পাঁচটি শুভফল লাভ হয়। সেই পাঁচটি কি-কি? গৃহপতিগণ! শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি অপ্রমাদ বশত প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়। শীলবানের শীল পরিপূর্ণতার এই প্রথম শুভফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তির প্রশংসাধ্বনি অভ্যুত্থিত হয়। শীলবানের শীলপরিপূর্ণতার এই দ্বিতীয় শুভফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, শীলবান শীলসম্পন্ন ব্যক্তি যেই যেই পরিষদে উপস্থিত হয় ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ অথবা শ্রমণ-পরিষদে বিশারদ এবং সঙ্কোচহীন হইয়া উপস্থিত হয়। শীলবানের শীলপূর্ণতার এই তৃতীয় শুভফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি সজ্ঞানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শীলবানের শীলপূর্ণতার এই চতুর্থ শুভফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি দেহত্যাগ, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে। শীলবানের শীলপূর্ণতার এই পঞ্চম শুভফল।

গৃহপতিগণ! শীলবানের শীলসম্পদ হেতু এই পাঁচটি শুভফল লাভ হয়।

ভগবান অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন: "গৃহপতিগণ! রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন আপনারা যাহা উচিৎ মনে করেন।" "তাহাই হউক প্রভো!" বলিয়া পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং দক্ষিণপার্শ্ব তাঁহার পুরোভাগে করিয়া প্রস্থান করিলেন। পাটলিগ্রামবাসী উপাসকগণ প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে ভগবান 'শুন্যাগারে' প্রবেশ করিলেন।

সেই সময় সুনীধ এবং বর্ষকার নামে মগধের দুই মহামাত্য বৃজিগণের আক্রমণ

প্রতিরোধ করিবার জন্য পাটলিগ্রামে নগর (দুর্গ) নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। ভগবান রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া লোকাতীত বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রে অনেক দেবতাকে পাটলিগ্রামে নিবাস গ্রহণ করিতে (বাসস্থান নির্ব্বাচন করিতে) দেখিতে পাইলেন। যেই প্রদেশে মহাশক্তি সম্পন্ন দেবগণ নিবাস স্থাপন করে, সেইস্থানে মহাশক্তি সম্পন্ন রাজা এবং রাজার অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্ব্বাচনের জন্য আকৃষ্ট হয়। যেই প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীর দেবগণ বাসস্থান গ্রহণ করে, সেই প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীর রাজা এবং রাজার অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্ব্বাচনে আকৃষ্ট হয়। যেই প্রদেশে নিম্ন শ্রেণীর দেবগণ বাসস্থান গ্রহণ করে, সেই প্রদেশে নিম্ন শ্রেণীর রাজা এবং রাজার অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্ব্বাচনে আকৃষ্ট হয়। ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন—"হে আনন্দ! পাটলিগ্রামে কাহারা দুর্গ প্রস্তুত করিতেছে?" "প্রভো! মগধের মহামাত্য সুনীধ এবং বর্ষকার বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য পাটলিগ্রামে দুর্গ প্রস্তুত করিতেছেন।"

"আনন্দ! মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য যেন ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়াই পাটলিগ্রামে দুর্গ প্রস্তুত করিতেছেন। আনন্দ! আমি রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া লোকাতীত বিশুদ্ধ দিব্যনেত্রে অনেক দেবতাকে পাটলিগ্রামে বাসস্থান গ্রহণ করিতে দেখিতে পাইলাম। যেই প্রদেশে মহাশক্তি সম্পন্ন দেবগণ বাসস্থান গ্রহণ করে তথায় মহাশক্তি সম্পন্ন রাজা এবং রাজার অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্ব্বাচন করিবার জন্য আকৃষ্ট হয়। যেই প্রদেশে মধ্যমশ্রেণীর দেবগণ বাসস্থান নির্ব্বাচন করে তথায় মধ্যমশ্রেণীর রাজা এবং রাজার অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্ব্বাচনের জন্য আকৃষ্ট হয়। যেই প্রদেশে নিম্নশ্রেণীর দেবগণ বাসস্থান নির্ব্বাচন করে তথায় নিম্নশ্রেণীর রাজা এবং রাজার অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্ব্বাচনের জন্য আকৃষ্ট হয়।

"আনন্দ! যেই পর্য্যন্ত আর্য্যদের বাসস্থান (আর্য্যাবর্ত্ত) এবং বাণিজ্যকেন্দ্র আছে তন্মধ্যে এই পাটলিপুত্র[১] সর্ব্বপ্রধান রাজধানী হইবে। কিন্তু তাহার তিনটি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে, জল, অগ্নি এবং অন্তর্ব্বিবাদ।"

মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কুশল প্রশ্ন এবং স্মরণীয় বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন; একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার ভগবানকে কহিলেন:—"মহাত্মা

১. 'পাটলিপুত্র' শব্দের উল্লেখ থাকায় এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বোধ হইতেছে।

গৌতম ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ অদ্য আমাদের অন্ন গ্রহণ করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার ভগবানের সম্মতি জানিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার উত্তম খাদ্য ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন—"ভো গৌতম! ভোজনের সময় হইয়াছে, আহার্য্য প্রস্তুত। ভগবান পূর্ব্বাহ্ণ সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকারের শিবিরে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ উপবেশন করিলেন। মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য ভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। তাঁহারা এত অধিক পরিমাণ দিতে লাগিলেন যে ভিক্ষুসঙ্ঘ আর না দিবার জন্য বারণ করিলেন। ভগবান আহারের পর পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে তাঁহারা একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকারকে ভগবান এই গাথাযোগে অনুমোদন করিলেন—

যে প্রদেশে করে বাস পণ্ডিত সুজন
সমাদরে শ্রদ্ধাভরে করান ভোজন
শীলবান সুসংযত ব্রহ্মচারিগণ।
তথায় দেবতা যারা করে নিত্য বাস
তাদেরে প্রদানে পূজা বলি বারমাস।
পূজা লভি করে পূজা, মান পেয়ে মান,
অনুকম্পা করে নরে যিনি ভাগ্যবান,
যেমতি জননী করে পুত্রের কল্যাণ।
দেবতার অনুগ্রহ লভে যেই জন
সদা ভদ্র, সদা শুভ করেন দর্শন।

ভগবান মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকারকে এই গাথাযোগে অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই সময় মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার 'অদ্য শ্রমণ গৌতম যেই দ্বারা দিয়া নিষ্ক্রমণ করিবেন তাহার নাম হইবে গৌতম দ্বার এবং যেই তীর্থ (ঘাট) দিয়া গঙ্গানদী পার হইবেন তাহার নাম হইবে গৌতম তীর্থ' এইরূপ মনে করিয়া ভগবানের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান যেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিলেন তাহার নাম হইল 'গৌতম দ্বার।' ভগবান গঙ্গানদীতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় গঙ্গানদী এমন ভাবে পূর্ণ ছিল যে তীরে বসিয়া কাকও জলপান করিতে সমর্থ হইত। মনুষ্যগণের মধ্যে পরপারে যাইবার জন্য কেহ নৌকা কেহ

উড়ুপ অন্বেষণ করিতেছিল এবং কেহ বা ভেলা[১] প্রস্তুত করিতেছিল। ভগবান দেখিতে পাইলেন ঃ নদীর পরপারে যাইবার জন্য কেহ নৌকা, কেহ উড়ুপ অন্বেষণ করিতেছে এবং কেহ বা ভেলা প্রস্তুত করিতেছে। তাহা দেখিয়া যেমন কোন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনভাবে ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘসহ গঙ্গানদীর এই তীরে অন্তর্হিত হইয়া অন্য তীরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া সেই সময় এই উদানগাথা উচ্চারণ করিলেন ঃ—

তরে যারা অনায়াসে সরিৎ সাগর
ধর্ম্মেরে করিয়া সেতু, ছাড়িয়া 'পল্বল'[২],
যথার্থ উত্তীর্ণ তারা সুপথিকগণ,
ভেলাই বাঁধিতে ব্যস্ত মূর্খ জগজন।

[স্থান ঃ—কোটিগ্রাম]

ভগবান কোটিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। ভগবান কোটিগ্রামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান সেই স্থানে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ! চতুর্ব্বিধ আর্য্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেধ না হওয়ায় (সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে না পারায়) আমায় এবং তোমাদিগকে এই দীর্ঘপথ ধাবিত হইতে হইয়াছে (বারম্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে), সংসরণ করিতে হইয়াছে। সেই চারি আর্য্যসত্য কি কি ?

হে ভিক্ষুগণ! দুঃখ আর্য্যসত্যের অনুবোধ এবং প্রতিবেধ না হওয়ায় আমায় এবং তোমাদিগকে দীর্ঘপথ ধাবিত হইতে হইয়াছে, সংসরণ করিতে হইয়াছে। দুঃখ-সমুদয় আর্য্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্য্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ আর্য্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেধ না হওয়ায় আমায় এবং তোমাদিগকে বারম্বার ধাবিত হইতে হইয়াছে, সংসরণ করিতে হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! এখন সেই দুঃখ আর্য্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেধ করিতে পারিয়াছি, দুঃখ-সমুদয় আর্য্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেধ করিতে পারিয়াছি, দুঃখ-নিরোধ আর্য্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেধ করিতে পারিয়াছি এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ আর্য্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেধ করিতে পারিয়াছি। ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ভব-নেত্রী ক্ষীণ হইয়াছে এবং আর পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।

১. চট্টগ্রামের ভাষায় 'চানি' বলে। ২. ডোবা, বিল।

না পেয়ে যথার্থ চারি সত্যের[১] দর্শন
দীর্ঘকাল বহুযোনি করেছি ভ্রমণ।
এবার পেয়েছি সেই সত্যের দর্শন,
ভব-নেত্রী তৃষ্ণা এবে হয়েছে নিধন।
উৎপাটিত দুঃখ-মূল, দুঃখের কারণ,
পুনর্ভব, পুনর্জন্ম নাহিরে এখন।

গণিকা আম্রপালী শুনিতে পাইল: ভগবান নাকি কোটিগ্রামে[২] আসিয়াছেন। গণিকা আম্রপালী উৎকৃষ্ট যানসমূহ সজ্জিত করিয়া, উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া, উৎকৃষ্ট যানে করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিল। যতদুর যান যাইবার উপযুক্ত রাস্তা ততদূর যানে গমন করিয়া তৎপর যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিল। একান্তে উপবিষ্ট গণিকা আম্রপালীকে ভগবান ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। গণিকা আম্রপালী ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিল—"প্রভো! আগামী কল্য মমালয়ে অন্নগ্রহণের সম্মতি জ্ঞাপন করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। গণিকা আম্রপালী ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিল।

বৈশালীর লিচ্ছবিগণ শুনিতে পাইলেন: ভগবান নাকি কোটিগ্রামে আসিয়াছেন। অনন্তর বৈশালীর লিচ্ছবিগণ উৎকৃষ্ট যানসমূহ সজ্জিত করিয়া, উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া, উৎকৃষ্ট যানে করিয়া বৈশালী হইতে ভগবানকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন লিচ্ছবির দেহেরবর্ণ নীল ছিল এবং নীলবর্ণের বস্ত্র ও নীলবর্ণের অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিলেন। কোন কোন লিচ্ছবির দেহের বর্ণ পীত ছিল এবং পীতবর্ণের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিলেন। কোন কোন লিচ্ছবির দেহের বর্ণ লোহিত ছিল এবং লোহিতবর্ণের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিলেন। কোন কোন লিচ্ছবির দেহের বর্ণ শ্বেত ছিল এবং শ্বেতবর্ণের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিলেন। গণিকা আম্রপালী তরুণ লিচ্ছবিগণের রথের ঈষের সঙ্গে ঈষ, যুগের সঙ্গে যুগ, চক্রের সঙ্গে চক্র, অক্ষের সঙ্গে অক্ষ সঙ্ঘট্টন করিয়া রথ চালাইতে লাগিল। তখন সেই লিচ্ছবিগণ গণিকা আম্রপালীকে কহিলেন—"রে আম্রপালি! কেন তুমি আমাদের অর্থাৎ এই তরুণ লিচ্ছবিগণের রথের ঈষের সঙ্গে ঈষ, যুগের সঙ্গে যুগ, চক্রের সঙ্গে চক্র

১. চতুরার্য্য সত্য।
২. দীঘ-নিকায়ে বৈশালীতে বুদ্ধের সহিত আম্রপালীর সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে।

এবং অক্ষের সঙ্গে অক্ষ সঙ্ঘট্টন করিয়া রথ চালনা করিতেছ ?" "আর্য্যপুত্রগণ ! আমি আগামী কল্যের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।" "রে আম্রপালি ! তোমায় লক্ষটাকা দিব, আমাদিগকে আগামী কল্য বুদ্ধকে ভোজন করাইবার অবসর প্রদান কর।" "আর্য্যপুত্রগণ ! যদি আপনারা আমাকে বৈশালী সহরও প্রদান করেন তথাপি আমি এই নিমন্ত্রণ আপনাদিগকে দিতে পারি না।"

সেই লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলি স্ফোটন করিয়া কহিলেন—"অরে ! আমাদিগকে আম্রপালী পরাজয় করিল ! আমাদিগকে আম্রপালী পরাজয় করিল ! !" অনন্তর সেই লিচ্ছবিগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান সেই লিচ্ছবিদিগকে দূর হইতেই আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ ! যেই ভিক্ষুগণ ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোক দেখ নাই তাহারা এই লিচ্ছবি-পরিষদ দেখিতে পার, অবলোকন করিতে পার এবং এই লিচ্ছবি-পরিষদকে ত্রয়স্ত্রিংশ-পরিষদ বলিয়া মনে করিতে পার।"

সেই লিচ্ছবিগণ যতদূর যানে যাওয়া সম্ভব ততদূর যানে যাইয়া তৎপর যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই লিচ্ছবিগণকে ভগবান ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। সেই লিচ্ছবিগণ ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো ! ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘসহ আগামী কল্যের জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" "লিচ্ছবিগণ ! আগামী কল্যের জন্য আমি গণিকা আম্রপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি।" তখন সেই লিচ্ছবিগণ "অরে, আম্রকা (আম্রপালী) দ্বারা পরাজিত হইলাম ! অরে, আম্রকা দ্বারা পরাজিত হইলাম !" এই বলিয়া অঙ্গুলি স্ফোটন করিলেন। লিচ্ছবিগণ ভগবানের উপদেশ অভিনন্দন এবং অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

[স্থান ঃ—নাদিকা]

ভগবান কোটিগ্রামে যথারুচি অবস্থান করিয়া নাদিকায় উপস্থিত হইলেন; ভগবান নাদিকায় অবস্থান করিতে লাগিলেন,—গিঞ্জক-আবাসথে (ইষ্টক প্রাসাদে)। গণিকা আম্রপালী সেই রাত্রি অবসানে স্বীয় আরামে (প্রমোদোদ্যানে) উত্তম খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন—"প্রভো ! ভোজনের সময় উপস্থিত, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।" ভগবান পূর্ব্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর

লইয়া, গণিকা আম্রপালীর শিবিরে (খাদ্য পরিবেশন করিবার স্থানে) উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘসহ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। গণিকা আম্রপালী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্যভোজ্যদানে সন্তৃপ্ত করিল। ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্ত্তৃক আর না দিবার জন্য সে নিবারিত হইল এবং ভগবান আহারের পর পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে একান্তে উপবেশন করিল। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া গণিকা আম্রপালী ভগবানকে কহিল—"প্রভো! আমার এই আম্রোদ্যান বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিলাম।" ভগবান আরাম (উদ্যানবাটিকা) গ্রহণ করিলেন। ভগবান গণিকা আম্রপালীকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া মহাবনে উপস্থিত হইলেন। ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—মহাবনের কূটাগারশালায়।

॥ লিচ্ছবি ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থানঃ—বৈশালী]

(৮) সেনাপতি সিংহের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

সেই সময়ে প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ মন্ত্রণাগারে উপবিষ্ট হইয়া, সমবেত হইয়া বিবিধ প্রকারে বুদ্ধের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তদুপদিষ্ট ধর্ম্মের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছিলেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। নিগ্রন্থ-শ্রাবক (উপাসক) সিংহ সেনাপতি সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন সিংহ সেনাপতির মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "এই প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ মন্ত্রণাগারে উপবিষ্ট হইয়া, সমবেত হইয়া যেই ভাবে বুদ্ধের, তদুপদিষ্ট ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছেন তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝা যাইতেছে তিনি ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইব।" এই ভাবিয়া সিংহ সেনাপতি নিগ্রন্থজ্ঞাতৃপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া নিগ্রন্থজ্ঞাতৃপুত্রকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সিংহ সেনাপতি নিগ্রন্থজ্ঞাতৃপুত্রকে কহিলেন—"প্রভো! আমি শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিবার জন্য যাইতে ইচ্ছা করি।" "হে সিংহ! আপনি স্বয়ং ক্রিয়াবাদী (কর্ম্মবাদী) হইয়া কি অক্রিয়াবাদী (অকর্ম্মবাদী) শ্রমণ গৌতমের দর্শনে যাইবেন ? সিংহ, শ্রমণ গৌতম যে অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করিয়া থাকেন।" সিংহ সেনাপতির ভগবানকে দর্শন করিবার যেই প্রবল ইচ্ছা ছিল তাহা উপশমিত হইল। দ্বিতীয়বারও তাঁহার এইরূপে ইচ্ছার উৎপত্তি এবং উপশম হইল।

তৃতীয়বারও প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ মন্ত্রণাগারে উপবিষ্ট হইয়া, সমবেত হইয়া বিবিধ প্রকারে বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তৃতীয়বারও সিংহ সেনাপতির মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "এই প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ মন্ত্রগাগারে উপবিষ্ট হইয়া এবং সমবেত হইয়া যেই ভাবে বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছেন তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝা যাইতেছে সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। জিজ্ঞাসা করিলে বা না করিলে এই নিগ্র্ন্থগণ আমায় কি করিতে পারেন? অতএব আমি নিগ্র্ন্থদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্য যাইব।" এই ভাবিয়া সিংহ সেনাপতি ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য পঞ্চশত রথারোহণে মধ্যাহ্নে যাত্রা করিলেন। যতদূর যানগমনোপযোগী রাস্তা ততদূর যানে যাইয়া তৎপর যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সিংহ সেনাপতি ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! আমি শুনিয়াছি : শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন। প্রভো! যাহারা বলিতেছে 'শ্রামণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।' তাহারা ভগবানের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছে না ত? যথার্থভাবে ধর্ম্মের খুঁটিনাটি ব্যক্ত করিতেছে ত? কোন সমধর্ম্মী বাদানুবাদে নিন্দিত হয় না ত? প্রভো! আমরা কিন্তু ভগবানের নিন্দা করিতে চাই না।"

সিংহ! এরূপ কারণ-পর্য্যায় আছে যাহাতে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : 'শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! এরূপ কারণ-পর্য্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : 'শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদী, ক্রিয়ার জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন!'

সিংহ! এরূপ কারণ-পর্য্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : 'শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী, উচ্ছেদের নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! এরূপ কারণ-পর্য্যয় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : 'শ্রমণ গৌতম জুগুপ্স, জুগুপ্সতার জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! এরূপ কারণ-পর্য্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে

বলিতে পারে ঃ 'শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক (বিনাশবাদী), বিনয়নের জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! এরূপ কারণ-পর্য্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে ঃ 'শ্রমণ গৌতম তপস্বী, তপস্বিতার জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! এরূপ কারণ-পর্য্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে ঃ 'শ্রমণ গৌতম অপগর্ভ, অপগর্ভতার জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! এরূপ কারণ-পর্য্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে ঃ 'শ্রমণ গৌতম আশ্বস্ত, আশ্বাসের জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! কি কারণ-পর্য্যায়ে সত্যবাদী আমার সম্বন্ধে 'শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী অক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকদিগকে বিনীত করেন' একথা বলিতে পারে? সিংহ! আমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক দুস্ক্রিয়াকে এবং নানাবিধ পাপ অকুশল ধর্ম্মকে অক্রিয়া (অকরণীয়) বলিয়া থাকি। সিংহ! এই কারণ-পর্য্যায়েই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে ঃ 'শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! কি কারণ-পর্য্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে 'শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদী, ক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন' এই কথা বলিতে পারে? সিংহ! আমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক সদাচার এবং নানাবিধ কুশল ধর্ম্মকে ক্রিয়া (করণীয়) বলিয়া থাকি। সিংহ! এই কারণ-পর্য্যায়েই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে ঃ 'শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদী, ক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! কি কারণ-পর্য্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে 'শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী, উচ্ছেদের নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন' এই কথা বলিতে পারে? সিংহ! আমি রাগ, দ্বেষ, মোহ এবং বিবিধ পাপ অকুশল ধর্ম্মের উচ্ছেদ (বিনাশ) সাধন করিবার জন্য বলিয়া থাকি। সিংহ! এই কারণ-পর্য্যায়েই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে ঃ 'শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী, উচ্ছেদের নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! কি কারণ-পর্য্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে 'শ্রমণ গৌতম

জুগুপ্স, জুগুপ্সতার নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন' এই কথা বলিতে পারে ? সিংহ ! আমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক এবং বিবিধ পাপ অকুশল ধর্ম্ম সম্প্রাপ্তিকে জুগুপ্সা (ঘৃণা) করিয়া থাকি। সিংহ ! এই কারণ-পর্য্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে ঃ 'শ্রমণ গৌতম জুগুপ্স, জুগুপ্সতার নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ ! কি কারণ-পর্য্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে 'শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক, বিনয়নের জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন' এই কথা বলিতে পারে ? সিংহ আমি রাগ, দ্বেষ মোহ এবং বিবিধ পাপ অকুশল ধর্ম্ম বিনয়নের নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করিয়া থাকি। সিংহ ! এই কারণ-পর্য্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে ঃ 'শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক, বিনয়নের জন্য ধর্ম্ম দেশনা করেন এবং তদ্দারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ ! কি কারণ-পর্য্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে 'শ্রমণ গৌতম তপস্বী, তপস্বিতার নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন' এই কথা বলিতে পারে ? সিংহ ! আমি কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক পাপ অকুশল ধর্ম্ম তাপনীয় বলিয়া থাকি। সিংহ ! যাঁহার তাপনীয় (সন্তাপদায়ক) পাপ অকুশল ধর্ম্মের মুল উচ্ছিন্ন হইয়াছে, তালবৃক্ষের ন্যায় উৎপাটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং উৎপাদিকা শক্তি রহিত করা হইয়াছে আমি তাঁহাকেই তপস্বী বলিয়া থাকি। সিংহ ! তথাগতের যে তাপনীয় পাপ অকুশল ধর্ম্ম প্রহীন হইয়াছে, উচ্ছিন্নমূল হইয়াছে, তালবৃক্ষবৎ উৎপাটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত করা হইয়াছে, ভাবী উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। সিংহ ! এই কারণ-পর্য্যায়েই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে ঃ 'শ্রমণ গৌতম তপস্বী, তপস্বিতার জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ ! কি কারণ-পর্য্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে 'শ্রমণ গৌতম অপগর্ভ, অপগর্ভতার জন্য ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন' এই কথা বলিতে পারে ? সিংহ ! যাঁহার ভাবী গর্ভবাস, পুনর্ভবে উৎপত্তি প্রহীন হইয়াছে, উচ্ছিন্নমুল হইয়াছে, তালবৃক্ষবৎ মূলোৎপাটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং ভাবী উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়াছে আমি তাঁহাকেই অপগর্ভ বলিয়া থাকি। সিংহ ! তথাগতের যে ভাবী গর্ভবাস, পুনর্ভবে উৎপত্তি প্রহীন হইয়াছে, মূলোচ্ছিন্ন হইয়াছে, তালবৃক্ষবৎ মূলোৎপাটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং ভাবী উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়াছে। সিংহ ! এই কারণ-পর্য্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে

বলিতে পারে ঃ 'শ্রমণ গৌতম অপগর্ভ, অপগর্ভতার নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! কি কারণ-পর্য্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে 'শ্রমণ গৌতম আশ্বস্ত, আশ্বাসের নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে শাসন করেন' এই কথা বলিতে পারে? সিংহ! আমি যে পরম আশ্বাসে আশ্বস্ত, আশ্বাসের নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করিয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করিয়া থাকি। সিংহ! এই কারণ-পর্য্যায়ে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে 'শ্রমণ গৌতম আশ্বস্ত, আশ্বাসের নিমিত্ত ধর্ম্মোপদেশ করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

ভগবান এইরূপ বলিলে সিংহ সেনাপতি ভগবানকে কহিলেন ঃ—"প্রভো, সুন্দর! অতি সুন্দর! প্রভো! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মানব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায় সেইরূপ ভগবান বিবিধপ্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো! আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, তদুপদিষ্ট ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান অদ্য হইতে আমরণ আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

"সিংহ! বিবেচনা করিয়া কাজ করুন। আপনার ন্যায় জ্ঞানীর বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিৎ।" "প্রভো! ভগবান যে বলিলেন, 'সিংহ! বিবেচনা করিয়া কাজ করুন। আপনার ন্যায় জ্ঞানীর বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিৎ' আমি ভগবানের এই বাক্যে অধিকতর প্রসন্ন হইলাম। প্রভো! যদি আমাকে অন্যতীর্থিকগণ তাঁহাদের শ্রাবকরূপে পাইতেন তাহা হইলে তাঁহারা সমস্ত বৈশালীতে পতাকাহস্তে বিচরণ করিয়া বলিতেন ঃ 'সিংহ সেনাপতি আমাদের শ্রাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন', অথচ ভগবান আমাকে বলিতেছেন—'সিংহ! বিবেচনা করিয়া কাজ করুন; আপনার ন্যায় জ্ঞানীর বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিৎ।' এখন আমি দ্বিতীয়বার ভগবান, তদুপদিষ্ট ধর্ম্ম এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ভগবান আমাকে অদ্য হইতে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

"সিংহ! আপনার গৃহ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিগ্রন্থগণের আশ্রয়স্থল, অতএব তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ভিক্ষান্ন দান করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবেন।"

"প্রভো! ভগবান যে কহিলেন 'সিংহ! আপনার গৃহ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিগ্রন্থগণের আশ্রয়স্থল, অতএব তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ভিক্ষান্ন দান করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবেন।' আমি ভগবানের এই বাক্যে আরও অধিক প্রসন্ন হইলাম। প্রভো! আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি ঃ 'শ্রমণ গৌতম বলিয়া থাকেন ঃ "আমাকেই দান দিবে, অন্যকে দান দিবে না; আমার শ্রাবকগণকেই দান দিবে,

অন্যের শ্রাবকগণকে দান করিবে না; আমাকে করিলেই মহাফল হয়, অন্যকে করিলে মহাফল হয় না।’ অথচ আমি এখন দেখিতেছি ভগবান নিগ্র্ন্থগণকেও দান করিবার জন্য আমাকে নির্দ্দেশ দান করিতেছেন। প্রভো! সেই সম্বন্ধে আমাদের যাহা উচিৎ বোধ হইবে তাহাই করিব। এখন আমি তৃতীয়বার ভগবান, তদুপদিষ্ট ধর্ম্ম এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি; ভগবান আমাকে আজ হইতে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।”

ভগবান সিংহ সেনাপতিকে আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব (উপদ্রব), অবকার (জঞ্জাল) সংক্লেশ (মালিন্য) এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা প্রকাশিত করিলেন। যখন ভগবান জানিতে পারিলেন: সিংহ সেনাপতির চিত্ত সুস্থ, মৃদু, কল্য, নীবরণমুক্ত, প্রফুল্ল এবং প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন,—দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র উত্তমরূপে রঙ্ প্রতিগ্রহণ করে সেইরূপ সেই আসনেই সিংহ সেনাপতির বিরজ, বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল,—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।’ সিংহ সেনাপতি ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বাদবিবাদরহিত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আগামী কল্য আমার অন্ন গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সিংহ সেনাপতি ভগবানের সম্মতি জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। সিংহ সেনাপতি জনৈক কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন—“ওহে, নিহত পশুর মাংস পাওয়া যায় কি-না দেখিয়া আইস।” সিংহ সেনাপতি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন—“প্রভো! ভোজনের সময় উপস্থিত, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।” ভগবান পূর্ব্বাহ্ণে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া সিংহ সেনাপতির আলয়ে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সেই সময় অনেক নিগ্র্ন্থ বৈশালীতে ‘অদ্য সিংহ সেনাপতি স্থূলপশু বধ করিয়া শ্রমণ গৌতমের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন, শ্রমণ গৌতম স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত হইয়াছে জানিয়াও সেই পশুর মাংস ভোজন করিতেছেন’ এই বলিয়া এক রাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় বাহু প্রসারিত করিয়া চীৎকার করিতেছিল। জনৈক লোক সিংহ সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া সিংহ সেনাপতির কাণে মুখ রাখিয়া চুপে চুপে কহিল, “প্রভো! এই যে

৪০

অনেক নিগ্রন্থ বৈশালীর এক রাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় বাহু প্রসারিত করিয়া, চীৎকার করিয়া বলিতেছে : 'অদ্য সিংহ সেনাপতি স্থূলপশু বধ করিয়া শ্রমণ গৌতমের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন ; শ্রমণ গৌতম স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত হইয়াছে জানিয়াও সেই পশুর মাংস ভক্ষণ করিতেছেন !' এই সংবাদ কি আপনি পাইয়াছেন ?" "আর্য্য ! তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা সেই আয়ুষ্মানগণ চিরকালই বুদ্ধের, তদুপদিষ্ট ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের নিন্দা করিয়া আসিতেছেন। সেই আয়ুষ্মানগণ অসৎ, তুচ্ছ, মিথ্যা এবং অসত্যবাক্য প্রয়োগে ভগবানের দুর্নাম প্রচার করিতে লজ্জানুভব করেন না। আমরা ত স্বীয় প্রাণরক্ষার নিমিত্তও সজ্ঞানে প্রাণিহত্যা করি না।"

সিংহ সেনাপতি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্যভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক আর না দিবার জন্য নিবারিত হইলেন। ভগবান আহার সমাপ্ত করিয়া পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে তিনি একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সিংহ সেনাপতিকে ভগবান ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

(৯) স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত জীবের মাংস জ্ঞাতসারে ভক্ষণ নিষিদ্ধ

ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

"হে ভিক্ষুগণ ! জ্ঞাতসারে স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না, যে ভক্ষণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ত্রিকোটি-পরিশুদ্ধ, অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ এবং অনুমান মুক্ত মৎস্যমাংস ভক্ষণ করিবে।"

সঙ্ঘারামে দ্রব্য রাখিবার স্থান

(১) দুর্ভিক্ষ সময়ের বিধান সুভিক্ষে নিষিদ্ধ

সেই সময়ে বৈশালী সুভিক্ষ এবং শস্যশালী ছিল, অনায়াসে ভিক্ষান্ন লাভ হইত এবং অন্তত উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিতে পারা যাইত। ভগবান নিভৃতে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : "আমি দুর্ভিক্ষ, দুঃশস্য এবং দুর্লভ ভিক্ষান্নের সময় ভিক্ষুদিগকে বিহারের ভিতরে রাখা, ভিতরে পাক করা,

স্বহস্তে পাক করা, গৃহীত প্রতিগ্রহণ করা, সেই স্থান হইতে গৃহীত, পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিগৃহীত, বনজ এবং পুষ্করিণীজ দ্রব্য সম্বন্ধে যেই সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছিলাম অদ্যাপি ভিক্ষুগণ সেই সমস্ত পরিভোগ করিতেছে কি ?" ভগবান সায়াহ্নে ধ্যান হইতে উঠিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন ঃ—"আনন্দ ! আমি দুর্ভিক্ষ, দুঃশস্য এবং দুর্লভ ভিক্ষান্নের সময় ভিক্ষুদিগকে বিহারের ভিতরে রাখা, ভিতরে পাক করা, স্বহস্তে পাক করা, গৃহীত প্রতিগ্রহণ করা, সেইস্থান হইতে গৃহীত, পূর্ব্বাহ্ণে গৃহীত, বনজ এবং পুষ্করিণীজ দ্রব্য সম্বন্ধে যেই সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছিলাম ভিক্ষুগণ অদ্যাপি সেই সমস্ত আহার করিতেছে কি ?" "হাঁ, ভগবন ! আহার করিতেছেন।"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ ! আমি দুর্ভিক্ষ, দুঃশস্য এবং দুর্লভ ভিক্ষান্নের সময় ভিক্ষুদিগকে বিহারের ভিতরে রাখা, ভিতরে পাক করা, স্বহস্তে পাক করা, গৃহীত প্রতিগ্রহণ করা, সেই স্থান হইতে গৃহীত, পূর্ব্বাহ্ণে গৃহীত, বনজ এবং পুষ্করিণীজ দ্রব্য সম্বন্ধে যেই সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছিলাম সেই সমস্তের ব্যবস্থা অদ্য হইতে প্রত্যাহার করিলাম।

"হে ভিক্ষুগণ ! বিহারের অভ্যন্তরে রক্ষিত, অভ্যন্তরে পক্ক, স্বহস্তে পক্ক, গৃহীত-প্রতিগৃহীত কোন দ্রব্য আহার করিতে পারিবে না, যে আহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ ! সেই স্থান হইতে গৃহীত, পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিগৃহীত, বনজ এবং পুষ্করিণীজ কোন দ্রব্য ভোজনের সময় নিবারণকারী[১] ভিক্ষু অতিরিক্ত আহার করিতে পারিবে না ; যে আহার করিবে তাহার ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করিতে হইবে।"

(২) বিহিত স্থান (কপ্পিয় ভূমি)

সেই সময়ে জনপদবাসী জনসাধারণ বহু লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাদ্য শকটে করিয়া আনিয়া আরামের বাহিরে শকট উল্টাইয়া তাহার নীচে 'যখন পর্য্যায় (বার, পালা) লাভ করিব তখন আহার্য্য প্রস্তুত করিব' এই ভাবিয়া রাখিয়া দিত। অকস্মাৎ মহামেঘ উত্থিত হইল। অনন্তর সেই ব্যক্তিগণ আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইল ; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিল—"মহানুভব আনন্দ ! বহু লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাদ্য শকটে আরোপিত আছে, মহামেঘও উত্থিত হইয়াছে ; এখন আমরা কি

১. আহারের সময় আহার্য্য পরিবেশনকারীকে কোন দ্রব্য দিবার জন্য নিষেধ করিয়া পুনরায় সেই দ্রব্য যাচ্ঞা করিয়া আহার করিলে 'পাচিত্তিয়' অপরাধ হয়।—সুত্ত-বিভ।

করিব ?” আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে আনন্দ! তাহা হইলে সঙ্ঘ সর্ব্ব পশ্চাতে অবস্থিত বিহার অথবা সঙ্ঘ যেই বিহার, আড্যযোগ, প্রাসাদ, হর্ম্ম্য কিংবা গুহা ইচ্ছা করে তাহাই বিধিসম্মত ভূমি (কপ্পিয় ভূমি)[১] রূপে নির্ণয় করিয়া তথায় (দ্রব্যাদি) রাখুক।”

হে ভিক্ষুগণ! এই ভাবে নির্ণয় করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ অমুক বিহার ‘কপ্পিয়ভূমি’ রূপে নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক বিহার ‘কপ্পিয়ভূমি’ রূপে নির্ণয় করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান অমুক বিহার ‘কপ্পিয়ভূমি’ রূপে নির্ণয় করা উচিৎ মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবে।

ধারণা—সঙ্ঘ অমুক বিহার ‘কপ্পিয়ভূমি’ রূপে নির্ণয় করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৩) বিধিসম্মত ভূমিতে খাদ্য পাক করা নিষিদ্ধ

সেই সময়ে জনসাধারণ সেই নির্ণীত ‘কপ্পিয়ভূমি’তে যবাগূ পাক করিতেছিল, ভাত রান্না করিতেছিল, মাংস কুটিতেছিল, জ্বালানী কাষ্ঠ চিড়িতেছিল এবং উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেছিল। ভগবান রাত্রি শেষে, প্রত্যুষে উঠিয়া উচ্চশব্দ মহাশব্দ এবং কাকের রব শুনিতে পাইলেন। শ্রবণ করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন—“আনন্দ! উচ্চশব্দ মহাশব্দ এবং কাকের রব শোনা যাইতেছে কেন?” “প্রভো! এখন জনসাধারণ সেই নিণাত ‘কপ্পিয়ভূমি’তে যবাগূ পাক করিতেছে, ভাত রান্না করিতেছে, সূপ প্রস্তুত করিতেছে, মাংস কুটিতেছে এবং কাষ্ঠ চিড়িতেছে। এই জন্যই উচ্চশব্দ মহাশব্দ এবং কাকের রব শোনা যাইতেছে।”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

---

১ ভাণ্ডার ঘর।

"হে ভিক্ষুগণ! নির্ণীত 'কপ্পিয়ভূমি' ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: ত্রিবিধ 'কপ্পিয়ভূমি',—'উস্‌সাবনন্তিক', 'গোণিসাদিক' এবং 'গহপতিক' ব্যবহার করিবে।"

(৪) চতুর্ব্বিধ 'কপ্পিয়'ভূমি

সেই সময়ে আয়ুষ্মান যসোজ পীড়িত ছিলেন। তাঁহার জন্য ভৈষজ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, ভিক্ষুগণ তাহা বাহিরে রাখিয়া দিলেন। সেখানে ইন্দুরে খাইতে লাগিল, চোরে হরণ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: নির্ণীত 'কপ্পিয়ভূমি' ব্যবহার করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: চতুর্ব্বিধ 'কপ্পিয়ভূমি',—'উস্‌সাবনন্তিক'[১], 'গোণিসাদিক'[২], 'গহপতিক'[৩] এবং 'সম্মুতিক'[৪] ব্যবহার করিবে।"

॥ সিংহ ভণিতা সমাপ্ত ॥

গোরস এবং ফলরসের বিধান

(১) মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী এবং তাঁহার পরিজনবর্গের দিব্য বিভূতি

১—সেই সময়ে ভদ্রিকা[৫] নগরে মেণ্ডক নামক গৃহপতি বাস করিতেন। তাঁহার এইরূপ দিব্য বিভূতি ছিল: তিনি মস্তক ধৌত করিয়া, ধান্যাগার সম্মার্জ্জন করাইয়া যখন বহির্দ্বারে উপবিষ্ট হইতেন তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধান্যধারা পতিত হইয়া ধান্যাগার পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। তাঁহার ভার্য্যার এইরূপ দিব্য বিভূতি ছিল: তিনি মাত্র এক

১. যেই গৃহ স্তম্ভের উপর বা ভিত্তিমূল খনন করিয়া প্রস্তুত হয়, তাহার ভিত্তি স্থাপন করিবার সময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু বারম্বার 'কপ্পিয়কুটি (বিহিত কুটি) প্রস্তুত করিতেছি, কপ্পিয়কুটি প্রস্তুত করিতেছি' এই বাক্য বলিয়া ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। ২. গোণিসাদিক দ্বিবিধ: আরাম গোণিসাদিক ও বিহার গোণিসাদিক। যেখানে আরাম কিংবা শয়নাসন ঘেরা না থাকে তাহা আরাম গোণিসাদিক। যেখানে সমস্ত শয়নাসন কিংবা কোন কোন শয়নাসন ঘেরা থাকে অথচ আরাম ঘেরা না থাকে তাহা বিহার গোণিসাদিক। ৩. 'গৃহপতি, কপ্পিয় কুটির প্রয়োজন' এই কথা কোন গৃহস্থকে বলিলে সেই গৃহস্থ আবাস প্রস্তুত করিয়া 'কপ্পিয়কুটি দিতেছি, ব্যবহার করুন' বলিয়া প্রদত্ত বিহার। ৪. কর্ম্মবাক্য পাঠ করিয়া সঙ্ঘের সম্মতিতে নির্দ্দিষ্ট বিহার।—সম-পাসা।

৫. আধুনিক মুঙ্গের জেলা (?)

আড়ক[১] অন্নপূর্ণ থালা এবং এক বাটি মাত্র সূপ লইয়া বসিয়া দাস দাসী ও কর্ম্মচারীবর্গকে অন্ন পরিবেশন করিতেন; যাবৎ তিনি আসন হইতে না উঠিতেন তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইত না। তাঁহার পুত্রের এইরূপ দিব্য বিভূতি ছিল: তিনি এক সহস্র মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া লইয়া দাস দাসী ও কর্ম্মচারীবর্গকে ছয় মাসের বেতন প্রদান করিতেন; যাবৎ থলিয়া তাঁহার হস্তে থাকিত তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইত না। তাঁহার স্নুষার (পুত্র-বধূর) এইরূপ দিব্য বিভূতি ছিল: তিনি চারি দ্রোণ শস্যপূর্ণ একটি পেটরা হস্তে বসিয়া দাস দাসী ও কর্ম্মচারীবর্গের ছয় মাসের রসদ প্রদান করিতে পারিতেন; যাবৎ তিনি আসন হইতে না উঠিতেন তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইত না। তাঁহার দাসের এইরূপ দিব্য বিভূতি ছিল: সে একটি মাত্র হল দ্বারা কর্ষণ করিবার সময় সাতটি হলরেখা (সীতা) উৎপন্ন হইত।

(২) মগধরাজ বিম্বিসার কর্তৃক পরীক্ষা

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার শুনিতে পাইলেন: আমার রাজ্যাধীন ভদ্রিকা নগরে মেণ্ডক নামে গৃহপতি বাস করেন। তাঁহার এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে: তিনি মস্তক ধৌত করিয়া, ধান্যাগার সম্মার্জ্জন করাইয়া যখন বহির্দ্বারে উপবেশন করেন তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধান্যধারা পতিত হইয়া ধান্যাগার পরিপূর্ণ করে। তাঁহার ভার্য্যার এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে: তিনি এক আড়ক মাত্র অন্নপূর্ণ থালা এবং এক বাটি মাত্র সূপ লইয়া বসিয়া দাস দাসী ও কর্ম্মচারীবর্গকে অন্ন পরিবেশন করিয়া থাকেন; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হয় না যাবৎ তিনি আসন ত্যাগ না করেন। তাঁহার পুত্রের এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে: তিনি এক সহস্র মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া লইয়া দাস দাসী ও কর্ম্মচারীবর্গকে ছয় মাসের বেতন প্রদান করেন; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হয় না যাবৎ থলিয়া তাঁহার হস্তে থাকে। তাঁহার স্নুষার এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে: তিনি চারি দ্রোণ শস্যপূর্ণ একটি পেটরা হস্তে বসিয়া দাস দাসী ও কর্ম্মচারীবর্গকে ছয়মাসের রসদ প্রদান করেন; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হয় না যাবৎ তিনি আসন ত্যাগ না করেন। তাঁহার দাসের এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে: সে একটিমাত্র হলদ্বারা কর্ষণ করিবার সময় সাতটি সীতা উৎপন্ন হয়। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার অন্যতম সর্বার্থক মহামাত্যকে আহ্বান করিলেন:—"ভণে! আমাদের রাজ্যান্তর্গত ভদ্রিকা নগরে নাকি মেণ্ডক নামে গৃহপতি বাস করেন। তাঁহার এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে: তিনি মস্তক ধৌত করিয়া ধান্যাগার সম্মার্জ্জন করিয়া যখন বহির্দ্বারে উপবেশন করেন তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধান্যধারা পতিত হইয়া ধান্যাগার পরিপূর্ণ হইয়া যায়।......সাতটি হলরেখা উৎপন্ন হয়।

---

১. ৪ কড়বে এক প্রস্থ, ৪ প্রস্থে ১ আড়ক, ৪ আড়কে ১ দ্রোণ, ৪ দ্রোণে ১ মাণি, ৪ মাণিতে ১ খারি।—অভিধান পদীপিকা।

আপনি যাইয়া অবগত হউন ঘটনাটি সত্য কি-না। আপনি দেখিলেই আমার দেখা হইবে।

"তাহাই হউক, দেব !" এই বলিয়া সেই মহামাত্য মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া চতুরঙ্গিনী সৈন্যসহ ভদ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া ভদ্রিকা নগরে মেণ্ডক গৃহপতির নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া মেণ্ডক গৃহপতিকে কহিলেন ঃ—"গৃহপতি ! আমি রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছি ঃ 'আমাদের রাজ্যান্তর্গত ভদ্রিকা নগরে নাকি মেণ্ডক নামে গৃহপতি বাস করেন। তাঁহার এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে ঃ তিনি মস্তক ধৌত করিয়া, ধান্যাগার সম্মার্জ্জন করাইয়া যখন বহির্দ্বারে উপবেশন করেন তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধান্যধারা পতিত হইয়া ধান্যাগার পরিপূর্ণ করে।......তাঁহার দাসের এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে ঃ সে একটিমাত্র হল দ্বারা কর্ষণ করিবার সময় সাতটি হলরেখা উৎপন্ন হয়। আপনি যাইয়া অবগত হউন ঘটনাটি সত্য কি-না। আপনি দেখিলেই আমার দেখা হইবে।' অতএব গৃহপতি ! আমি আপনার দিব্য বিভূতি দেখিতে চাই।"

মেণ্ডক গৃহপতি মস্তক ধৌত করিয়া এবং ধান্যাগার সম্মার্জ্জন করাইয়া বহির্দ্বারে উপবেশন করিলেন। তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধান্যধারা পতিত হইয়া ধান্যাগার পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। (মহামাত্য কহিলেন ঃ—) "গৃহপতি ! আপনার দিব্য বিভূতি দেখিলাম, এখন আপনার ভার্য্যার দিব্য বিভূতি দেখিতে চাই।" মেণ্ডক গৃহপতি তাঁহার ভার্য্যাকে আদেশ করিলেন—"তুমি চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে অন্ন পরিবেশন কর।" মেণ্ডক গৃহপতির ভার্য্যা এক আড়ক মাত্র অন্নের থালা এবং এক বাটি মাত্র সূপ দ্বারা চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে অন্ন পরিবেশন করিলেন। তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইল না যাবৎ তিনি আসন ত্যাগ না করিলেন। (মহামাত্য কহিলেন ঃ—) "গৃহপতি ! আপনার ভার্য্যারও দিব্য বিভূতি দেখিলাম, এখন আপনার পুত্রের দিব্য বিভূতি দেখিতে চাই।" মেণ্ডক গৃহপতি পুত্রকে আদেশ করিলেন—"তুমি চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে ছয় মাসের বেতন প্রদান কর।" মেণ্ডক গৃহপতির পুত্র সহস্র মুদ্রাপূর্ণ একটি মাত্র থলিয়া লইয়া চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে ছয় মাসের বেতন প্রদান করিলেন ; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইল না যাবৎ থলিয়া তাঁহার হস্তে রহিল। (মহামাত্য কহিলেন ঃ—) "গৃহপতি ! আপনার পুত্রেরও দিব্য বিভূতি দেখিলাম, এখন আপনার স্নুষার দিব্য বিভূতি দেখিতে চাই।" মেণ্ডক গৃহপতি স্নুষাকে আদেশ করিলেন—"তুমি চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে ছয় মাসের আহার্য্য প্রদান কর।" তখন মেণ্ডক গৃহপতির স্নুষা চারি দ্রোণ পরিমাণের একটি মাত্র পেটরা লইয়া বসিয়া চতুরঙ্গিনী সৈন্যকে ছয় মাসের আহার্য্য প্রদান করিলেন; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইল না যাবৎ তিনি আসন ত্যাগ না করিলেন। (মহামাত্য

কহিলেন ঃ—) "গৃহপতি ! আপনার স্নুষারও দিব্য বিভূতি দেখিলাম, এখন আপনার দাসের দিব্য বিভূতি দেখিতে চাই।" "প্রভো ! আমার দাসের দিব্য বিভূতি কৃষিক্ষেত্রে যাইয়া দেখিতে হইবে।" "গৃহপতি ! যাক্, আপনার দাসেরও দিব্য বিভূতি দেখিলাম।" এই বলিয়া সেই মহামাত্য চতুরঙ্গিনী সৈন্যসহ রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে এই বিষয় জানাইলেন।

[স্থান ঃ—ভদ্রিকা]

(৩) পঞ্চবিধ গোরস-বিধান

ভগবান বৈশালীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সহ ভদ্রিকা অভিমুখে পর্য্যটনে প্রস্থান করিলেন। ভগবান ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে ভদ্রিকায় গমন করিলেন। ভগবান ভদ্রিকায় জাতীয়বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি শুনিতে পাইলেন ঃ "শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম ভদ্রিকায় আসিয়াছেন এবং অবস্থান করিতেছেন,—ভদ্রিকার জাতীয় বনে। সেই ভগবান গৌতমের এইরূপ কল্যাণজনক কীর্ত্তিরব অভ্যুত্থিত হইয়াছে ঃ 'সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, দম্য-পুরুষ সারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' তিনি দেব, মার, ব্রহ্মা সহ এই জগৎ এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবমনুষ্য সহ এই প্রজালোক স্বয়ং অবগত হইয়া এবং প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞাপন করেন। তিনি ধর্ম্মদেশনা করেন যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ ; তিনি অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, একান্তপরিপূর্ণ, পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশিত করেন। এহেন অর্হতের দর্শন মঙ্গলকর।"

মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানকে দেখিবার জন্য অত্যুত্তম যানসমূহ সজ্জিত করাইয়া, অত্যুত্তম যানে আরোহণ করিয়া, অত্যুত্তম যানে ভদ্রিকা হইতে যাত্রা করিলেন। বহু তীর্থিক দুর হইতেই মেণ্ডক গৃহপতিকে আসিতে দেখিতে পাইলেন ; দেখিয়া মেণ্ডক গৃহপতিকে কহিলেন—"গৃহপতি ! আপনি কোথায় যাইতেছেন ?" "প্রভো ! আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শনে যাইতেছি।" "গৃহপতি ! আপনি স্বয়ং ক্রিয়াবাদী হইয়া কি অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমের দর্শনে উপস্থিত হইতেছেন ? গৃহপতি ! শ্রমণ গৌতম যে অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্ম্মদেশনা করেন এবং তদ্দ্বারা শ্রাবককে বিনীত করেন।"

মেণ্ডক গৃহপতির মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "এই তীর্থিকগণ যেই ভাবে অসূয়া করিতেছেন তাহাতে বুঝা যাইতেছে নিশ্চয় সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইবেন।" তিনি যতদুর যানে গমন করা সম্ভব ততদুর যানে যাইয়া, তৎপর যান হইতে অবতরণ করিয়া,

পদব্রজেই গমন করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মেণ্ডকগৃহপতিকে ভগবান আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা কহিলেন। যথাঃ—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখন ভগবান জানিতে পারিলেনঃ মেণ্ডকগৃহপতির চিত্ত সুস্থ, মৃদু, কল্য, নীবরণমুক্ত, প্রফুল্ল এবং প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের যাহা সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা তাহা অভিব্যক্ত করিলেন,—দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র সম্যক্‌ভাবে রঙ প্রতিগ্রহণ করে এইরূপ মেণ্ডকগৃহপতির সেই আসনেই বিরজ, বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল,—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।'

মেণ্ডক গৃহপতি ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বাদবিবাদরহিত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন— "প্রভো! অতি সুন্দর! অতি মনোহর! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে (পথভ্রষ্টকে) পথ প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায় তেমনভাবেই ভগবান বিবিধপ্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো! আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, তদুপদিষ্ট ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আমায় আজ হইতে আমরণ উপাসকরূপে অবধারণ করুন। প্রভু ভগবান আগামী কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানের সম্মতি জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন—"প্রভো! ভোজনের সময় উপস্থিত, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।" ভগবান পূর্ব্বাহ্ণে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া মেণ্ডকগৃহপতির আলয়ে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন মেণ্ডকগৃহপতির ভার্য্যা, পুত্র, স্নুষা এবং দাস ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা উপদেশ প্রদান করিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা প্রকাশিত করিলেন। যখন ভগবান জানিতে পারিলেনঃ তাঁহাদের চিত্ত সুস্থ, মৃদু, কল্য, নীবরণমুক্ত, প্রফুল্ল এবং প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের

সমুৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ধর্ম্মদেশনা তাহা অভিব্যক্ত করিলেন,—দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র সম্যক্‌ভাবে রঙ্‌ প্রতিগ্রহণ করে তেমনভাবেই সেই আসনে তাঁহাদের বিরজ, বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল,—'যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।' তাঁহারা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্ম্মে বাদবিবাদ রহিত হইয়া, ধর্ম্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন ঃ—"প্রভো, অতি সুন্দর! অতি মনোহর! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুষ্মান রূপ দেখিতে পায় তেমনভাবেই ভগবান অনেকপ্রকারে ধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো! আমরা সকলে ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, তদুপদিষ্ট ধর্ম্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আমাদিগকে আজ হইতে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।"

মেণ্ডক গৃহপতি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্যদানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভগবান আহার সমাপ্ত করিয়া পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিবার পর তিনি একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানকে কহিলেন ঃ "প্রভু ভগবান যতদিন ভদ্রিকায় অবস্থান করিবেন আমি ততদিন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিত্য আহার্য্য প্রদান করিব।" ভগবান মেণ্ডক গৃহপতিকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভগবান ভদ্রিকায় যথারুচি অবস্থান করিয়া মেণ্ডক গৃহপতিকে না জানাইয়া সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘসহ অঙ্গুত্তরাপ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি শুনিতে পাইলেন ঃ ভগবান সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সহ অঙ্গুত্তরাপ অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। অতঃপর মেণ্ডক গৃহপতি দাস এবং কর্ম্মচারীকে আদেশ করিলেন,—"ভণে! বহু লবণ, মধু, তণ্ডুল এবং খাদ্য শকটে আরোপন করিয়া লইয়া আইস। সার্দ্ধদ্বাদশশত গোপালক সার্দ্ধদ্বাদশশত ধেনু লইয়া আইস। আমরা যেখানে ভগবানের দর্শন পাইব সেখানে উষ্ণক্ষীরধারা দ্বারা ভোজন প্রদান করিব।"

মেণ্ডক গৃহপতি রাস্তার মধ্যে এক বনের সন্নিধানে ভগবানের দর্শন লাভ করিলেন। তিনি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানকে কহিলেন ঃ "প্রভু ভগবন্‌! আগামী কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন। মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানের

সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেনঃ "প্রভো! ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, আহার্য্য প্রস্তুত।" ভগবান পূর্ব্বাহ্ণে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া মেণ্ডক গৃহপতির শিবিরে (পরিবেশন করিবার স্থানে) উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি সার্দ্ধদ্বাদশশত গোপালককে আদেশ করিলেনঃ "ভণে! প্রত্যেকে এক এক ধেনু সহ প্রত্যেক ভিক্ষুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হও, উষ্ণক্ষীরধারা দ্বারা ভোজন প্রদান করিব।" মেণ্ডক গৃহপতি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাদ্য ভোজ্য এবং উষ্ণক্ষীরধারা দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া ক্ষীর প্রতিগ্রহণে বিরত হইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! প্রতিগ্রহণ কর, পরিভোগ কর।"

মেণ্ডক গৃহপতি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে খাদ্য ভোজ্য এবং উষ্ণক্ষীরধারা দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভগবান আহার সমাপ্ত করিয়া পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে তিনি একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া ভগবানকে কহিলেনঃ—"প্রভো! জল এবং খাদ্যবিহীন এমন বনপথ আছে, যেই পথ দিয়া বিনা পাথেয়ে গমন সুকর নহে, অতএব ভগবান ভিক্ষুগণকে পাথেয় গ্রহণে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।" ভগবান মেণ্ডক গৃহপতিকে ধর্ম্ম কথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ পঞ্চবিধ গোরস, যথা—ক্ষীর, দধি, তক্র, নবনীত এবং চর্ব্বি পরিভোগ করিবে।"

(৪) পাথেয়ের বিধান

হে ভিক্ষুগণ! যাহাতে বিনা-পাথেয়ে গমন করা সহজ নহে এমন পানীয় এবং খাদ্য বিহীন বনপথও আছে। (এই হেতু)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ পাথেয় অন্বেষণ করিবেঃ—তণ্ডুলার্থী তণ্ডুল, মুগার্থী মুগ, মাষার্থী মাষ, লবণার্থী লবণ, গুড়ার্থী গুড়, তৈলার্থী তৈল এবং চর্ব্বি অর্থী চর্ব্বি।"

(৫) স্বর্ণ, রৌপ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ

হে ভিক্ষুগণ! মানবের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতাসম্পন্ন লোকও আছে তাহারা 'কপ্পিয়কারকের' (ভিক্ষু-সেবকের) হস্তে হীরক কিংবা সুবর্ণ প্রদান করিয়া বলিতে পারে ঃ 'ইহার বিনিময়ে আর্য্যের যাহা প্রয়োজন তাহা প্রদান করিবে।'

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ তদ্দ্বারা যাহা বিহিত তাহা ব্যবহার করিবে। কিন্তু আমি বলিতেছি—কোন প্রকারেই স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহার কিংবা অন্বেষণ করিতে পারিবে না।"

[স্থান ঃ—আপণ]

(৬) অষ্টবিধ পানীয় এবং সমস্ত ফল-রসের বিধান

ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিতে করিতে আপণে গমন করিলেন। কেণিয় জটিল শুনিতে পাইলেন ঃ "শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম আপণে উপস্থিত হইয়া আপণে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের এইরূপ কল্যাণ কীর্ত্তিরব অভ্যুত্থিত হইয়াছে ঃ 'সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর, দম্যপুরুষ সারথি, দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' তিনি এই সদেব, সমার, সব্রহ্ম জগৎ এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ দেবমনুষ্য সহ প্রজালোক স্বয়ং অবগত হইয়া, প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞাপন করেন।......এহেন অর্হতের দর্শন মঙ্গলকর।"

কেণিয় জটিলের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "আমি শ্রমণ গৌতমের জন্য কি লইয়া যাইব?" আবার তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "যাঁহারা ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব ঋষি, মন্ত্ররচয়িতা, মন্ত্রপ্রবর্ত্তক ছিলেন, যাঁহাদের গীত,. প্রবর্ত্তিত, সমীহিত প্রাচীন মন্ত্রপদ আধুনিক ব্রাহ্মণগণ অনুগান, অনুভাষণ করিতেছেন, ভাষিতকে পুনর্ভাষণ করিতেছেন, কথিতকে পুনর্কথন করিতেছেন সেই অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ এবং ভৃগু ইত্যাদি ঋষিগণ রাত্রি ভোজন এবং বিকালভোজনে বিরত ছিলেন। তাঁহারা পানীয় পান করিতেন। শ্রমণ গৌতমও রাত্রিভোজনে এবং বিকালভোজনে বিরত; কাজেই শ্রমণ গৌতমও এইরূপ পানীয় পান করিতে পারেন।" এই ভাবিয়া বিবিধ পানীয় প্রস্তুত করাইয়া, বাঁকে বহন করাইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশলপ্রশ্ন বিনিময় করিলেন, কুশলপ্রশ্ন বিনিময় করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন; একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া কেণিয় জটিল ভগবানকে কহিলেন ঃ "মহানুভব গৌতম! আমার পানীয় প্রতিগ্রহণ করুন।" "কেণিয়! ভিক্ষুগণকেও

প্রদান কর।” ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া প্রতিগ্রহণে বিরত হইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) “হে ভিক্ষুগণ! প্রতিগ্রহণ এবং পান করিতে পার।”

কেণিয় জটিল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে বহু পানীয় দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভগবান পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিয়া ধুইবার পর কেণিয় জটিল একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট কেণিয় জটিলকে ভগবান ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। কেণিয় জটিল ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিলেন ঃ—“মহানুভব গৌতম! আপনি ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আগামীকল্য আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।” “কেণিয়! আমার সহিত সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ আছে; বিশেষত তুমিও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।” দ্বিতীয়বার কেণিয় জটিল ভগবানকে কহিলেন ঃ “মহানুভব গৌতম! যদিও বা আপনার সহিত সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ এবং যদিও বা আমি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত তথাপি মহানুভব গৌতম আগামী কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।” “কেণিয়! আমার সহিত সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ আছে এবং তুমিও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত।” তৃতীয়বারও কেণিয় জটিল ভগবানকে কহিলেন ঃ “মহানুভব গৌতম! যদিও বা আপনার সহিত সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ আছে এবং যদিও বা আমি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত তথাপি মহানুভব গৌতম ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন! কেণিয় জটিল ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ অষ্টবিধ পানীয়, যথা—আম, জাম, বন্যকদলি, গ্রাম্যকদলি, মধু, আঙ্গুর, শালুক এবং ফাল্‌সা (দাড়িম্ব) ইত্যাদির রস পান করিতে পারিবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ধান্যের রস ব্যতীত সমস্ত ফলের রস পান করিতে পারিবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পক্ক পাতার রস (পাক করা শাকের ঝোল) ব্যতীত সমস্ত পাতার রস পান করিতে পারিবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ মধুক পুষ্পের (মহুয়া ফুলের) রস ব্যতীত সমস্ত পুষ্পের রস পান করিতে পারিবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ইক্ষুর রস পান করিতে পারিবে।”

কেণিয় জটিল সেই রাত্রি অবসানে স্বীয় আশ্রমে উত্তম খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া

ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করিলেনঃ "মহানুভব গৌতম! ভোজনের সময় হইয়াছে, আহার্য্য প্রস্তুত।" ভগবান পূর্ব্বাহ্ণে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া কেণিয় জটিলের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর কেণিয় জটিল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাদ্যভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিলেন। ভগবান আহার সমাপন করিয়া পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট কেণিয় জটিলকে ভগবান এই গাথাযোগে অনুমোদন করিলেনঃ—

যজ্ঞে অগ্নিহোত্র, মন্ত্রে সাবিত্রী[১] প্রধান,
নরে রাজা, নদী মধ্যে সাগর মহান।
নক্ষত্রে প্রধান চন্দ্র জানে সর্ব্বজন,
তপনে আদিত্য শ্রেষ্ঠ করয়ে গণন।
পুণ্যকামী, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী আছ যতজন,
পূজ্য মধ্যে মুখ্য গণ্য জান ভিক্ষুগণ।

ভগবান এই গাথাযোগে কেণিয় জটিলের দান অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

[স্থানঃ—কুশীনগর]

(৭) রোজমল্লের সৎকার

ভগবান আপণে যথারুচি অবস্থান করিয়া সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সহ কুশীনগর অভিমুখে পর্য্যটনে প্রস্থান করিলেন। কুশীনগরবাসী মল্লগণ শুনিতে পাইলঃ ভগবান কুশীনগরে আসিতেছেন, সঙ্গে সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ। তাহারা বিধান করিলঃ 'যে ভগবানের অভ্যর্থনা করিবে না তাহার পঞ্চশত কার্ষাপণ দণ্ড।' সেই সময় রোজ নামক মল্ল আয়ুষ্মান আনন্দের সহায় ছিলেন। ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিতে করিতে কুশীনগরে গমন করিলেন। কুশীনগরবাসী মল্লগণ ভগবানের অভ্যর্থনা করিল। রোজমল্ল ভগবানের অভ্যর্থনা করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান রোজমল্লকে আয়ুষ্মান আনন্দ কহিলেনঃ "বন্ধু রোজ! তুমি যে

১. সাবিত্রী প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র বিশেষ।

ভগবানের অভ্যর্থনা করিলে তোমার এই কার্য্য অতি উত্তম।” “প্রভু আনন্দ! আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম অথবা সঙ্ঘের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি নাই; কিন্তু জ্ঞাতিগণ বিধান করিয়াছেন: ‘যে ভগবানের অভ্যর্থনা না করিবে তাহার পঞ্চশত কার্যাপণ দণ্ড হইবে।’ প্রভু আনন্দ! কেবল আমি জ্ঞাতিগণের দণ্ডভয়ে ভগবানের অভ্যর্থনায় যোগ দিয়াছি মাত্র।” আয়ুষ্মান আনন্দ অসন্তুষ্ট হইলেন: “কেন রোজমল্ল এরূপ বলিতেছে!” আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট গমন করিলেন; গমন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন: “প্রভো! এই রোজমল্ল প্রসিদ্ধ এবং সাধারণের পরিচিত লোক। সাধারণ্যে পরিচিত এইরূপ ব্যক্তির এই ধর্ম্মবিনয়ে (বুদ্ধের শাসনে) প্রসন্নতা উৎপাদন করা মঙ্গলকর। অতএব ভগবান সেইরূপ কোন ব্যবস্থা করুন যাহাতে রোজমল্ল এই ধর্ম্মবিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়।” “আনন্দ! যাহাতে রোজমল্ল এই ধর্ম্মবিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় তথাগতের পক্ষে তাহা করা কঠিন নহে।”

ভগবান রোজমল্লকে মৈত্রীচিত্তে পরিপ্লাবিত করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। রোজমল্ল ভগবানের মৈত্রীচিত্তে পরিপ্লাবিত হইয়া সদ্যঃ প্রসূতা গাভীর ন্যায় বিহার হইতে বিহারান্তরে, পরিবেণ হইতে পরিবেণান্তরে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন: “প্রভো! এখন সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কোথায় অবস্থান করিতেছেন? আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে দর্শন করিতে চাই।” “বন্ধু রোজ! এই যে রুদ্ধদ্বার বিহার দেখিতেছেন সেইস্থানে অল্পশব্দে উপস্থিত হইয়া, সন্তর্পণে বারাণ্ডায় প্রবেশ করিয়া, কাশিয়া, অর্গল (কপাট বন্ধন-কাষ্ঠ দণ্ড) সঞ্চালন করুন; ভগবান আপনাকে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।”

রোজমল্ল রুদ্ধদ্বার বিহারে অল্পশব্দে উপস্থিত হইয়া, সন্তর্পণে বারাণ্ডায় প্রবেশ করিয়া, কাশিয়া, অর্গল সঞ্চালন করিলেন। ভগবান দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। রোজমল্ল বিহারে প্রবেশ করিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট রোজমল্লকে ভগবান আনুপূর্ব্বিক ধর্ম্মকথা কহিলেন। যথা:—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গকথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেশ এবং নৈষ্ক্রম্যের আশংসা প্রকাশিত করিলেন। যখন ভগবান জানিতে পরিলেন: রোজমল্লের চিত্ত সুস্থ, মৃদু, কল্য, নীবরণমুক্ত, প্রফুল্ল এবং প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্ম্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন,—দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র সম্যক্‌ভাবে রঙ প্রতিগ্রহণ করে এইরূপ রোজমল্লের সেই আসনেই বিরজ এবং বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল,—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।’ রোজমল্ল ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম্ম বিদিত হইয়া, ধর্ম্মে প্রবিষ্ট

হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, বাদবিবাদ রহিত হইয়া, বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন ঃ—

"প্রভো! আর্য্যগণ আমারই চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন এবং ভৈষজ্যদ্রব্য প্রতিগ্রহণ করুক, অন্যের গ্রহণ না করুক।" "রোজ! তোমার ন্যায় যাহাদের শৈক্ষ্যজ্ঞানে এবং শৈক্ষ্যদর্শনে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহাদের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় ঃ 'আর্য্যগণ আমাদেরই চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন এবং ভৈষজ্যদ্রব্য প্রতিগ্রহণ করুক অন্যের নহে।' রোজ! তাহা হইলে তোমারও প্রতিগ্রহণ করিবে এবং অন্যেরও করিবে।"

সেই সময়ে কুশীনগরে উত্তম ভোজ্যের পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট ছিল। রোজমল্ল পর্য্যায় লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'আমি ভোজনশালা অবলোকন করিব, ভোজন শালায় যেই দ্রব্যের অভাব হইবে আমি তাহা প্রস্তুত করিব।' অনন্তর রোজমল্ল ভোজনশালা অবলোকন করিবার সময় দুইটি বস্তু দেখিতে পাইলেন না, শাক এবং পিষ্টক। অতঃপর রোজমল্ল আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেন ঃ "প্রভু আনন্দ! আমি পর্য্যায় লাভ করিতে না পারায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল ঃ 'আমি ভোজনশালা অবলোকন করিব, তথায় যেই বস্তু না থাকিবে আমি তাহা প্রস্তুত করিব।' এই ভাবিয়া আমি ভোজনশালা অবলোকন করিয়া দুইটি দ্রব্য দেখিতে পাইলাম না, শাক এবং পিষ্টক। প্রভু আনন্দ! যদি আমি শাক এবং পিষ্টক প্রস্তুত করি তাহা হইলে ভগবান তাহা প্রতিগ্রহণ করিবেন কি?" "রোজ! তাহা হইলে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।"

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "আনন্দ! তাহা হইলে প্রস্তুত করুক।" (আনন্দ রোজমল্লকে কহিলেন—) রোজ! প্রস্তুত করিতে পার।" রোজমল্ল সেই রাত্রি অবসানে বহু শাক এবং পিষ্টক প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন ঃ "প্রভু ভগবন্! আমার শাক এবং পিষ্টক প্রতিগ্রহণ করুন।" "রোজ! ভিক্ষুদিগকেও প্রদান কর।" ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া প্রতিগ্রহণে বিরত হইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! প্রতিগ্রহণ কর এবং পরিভোগ কর।" রোজমল্ল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে বহু শাক এবং পিষ্টক দানে সন্তৃপ্ত করিলেন এবং ভগবান পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিয়া ধৌত করিবার পর একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট রোজমল্লকে ভগবান ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

(৮) শাক এবং পিষ্টক গ্রহণে অনুজ্ঞা

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ সকল প্রকারের শাক এবং পিষ্টক পরিভোগ করিতে পরিবে।"

(৯) ক্ষুর-ভাণ্ড ধারণ নিষিদ্ধ

ভগবান কুশীনগরে যথারুচি অবস্থান কয়িয়া সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আতুমা অভিমুখে পর্য্যটনে প্রস্থান করিলেন।

[স্থানঃ—আতুমা]

সেই সময়ে জনৈক ভূতপূর্ব্ব নাপিত বৃদ্ধকালে প্রব্রজিত হইয়া আতুমায় অবস্থান করিতেছিল। তাহার দুইটি সন্তান ছিল। তাহারা মধুরভাষী, প্রতিভাশালী, দক্ষ এবং স্বীয় ব্যবসায় নাপিতকর্ম্মে পারদর্শী ছিল। সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিত শুনিতে পাইলঃ ভগবান সার্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আতুমায় আসিতেছেন। তখন সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিত সেই বালকগণকে কহিলঃ "বৎসগণ! ভগবান সর্দ্ধদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আতুমায় আসিতেছেন। অতএব বৎসগণ! তোমরা ক্ষুরভাণ্ড (ক্ষৌর করিবার সামগ্রী), 'নালি'[১] এবং 'আবাপক'[২] লইয়া প্রতিগৃহে ভ্রমণ কর এবং লবণ, তৈল, তণ্ডুল, খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ কর, ভগবান আসিলে তাঁহাকে যবাগূ প্রদান করিব।" "তথাস্তু" বলিয়া সেই বালকদ্বয় বৃদ্ধ প্রব্রজিতকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া ক্ষুরভাণ্ড, 'নালি' এবং 'আবাপক' লইয়া প্রতিগৃহে লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। জনসাধারণ সেই বালকগণকে মিষ্টভাষী এবং প্রতিভাসম্পন্ন দেখিয়া যাহারা ক্ষৌর করাইতে ইচ্ছুক ছিল না তাহারাও ক্ষৌর করাইতে লাগিল এবং ক্ষৌর করাইয়াও বহু (পারিশ্রমিক) দিতে লাগিল। সেই বালকগণ বহু লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল।

ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিতে করিতে আতুমায় গমন করিলেন। ভগবান আতুমায় অবস্থান করিতে লাগিলেন,—ভূষাগারে। সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিত সেই রাত্রি অবসানে বহু যবাগূ প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করিলঃ "প্রভু ভগবন্! আমার যবাগূ প্রতিগ্রহণ করুন।" (কোন কোন বিষয়) জানিয়াও তথাগতগণ জিজ্ঞাসা

---

১. ওজন করিবার পাত্র বিশেষ; ২. দ্রব্য রাখিবার ভাণ্ড বিশেষ।

৪২

করেন, আবার (কোন কোন বিষয়) জানিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না, সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আবার সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন না। অর্থসংযুক্ত বাক্যই তথাগতগণ জিজ্ঞাসা করেন, নিরর্থক নহে। তথাগতগণের নিরর্থক কথার মূলোৎপাটিত হইয়াছে। বুদ্ধ ভগবানগণ দুই কারণে ভিক্ষুগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'ধর্ম্মদেশনা করিব অথবা শ্রাবকগণের জন্য শিক্ষাপদ স্থাপন করিব।' ভগবান সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিতকে কহিলেন ঃ—"ভিক্ষু! এই যবাগূ কোথায় পাইয়াছ?" সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিত ভগবানকে এই বিষয় জানাইল। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন ঃ "মোঘপুরুষ! তোমার এই কার্য্য অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিৎ, অবিহিত এবং অকরণীয় হইয়াছে। কেন তুমি প্রব্রজিত হইয়া অবিহিত বিষয়ের প্রেরণা দিয়াছ? তোমার এই কার্য্যে যে অপ্রসন্নদিগের মধ্যে প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না"·····এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—

"হে ভিক্ষুগণ! প্রব্রজিত অবিহিত বিষয়ের প্রেরণা দিতে পারিবে না; যে প্রেরণা দিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।

"হে ভিক্ষুগণ! প্রব্রজিত হইবার পূর্ব্বে নাপিতের কাজ করিত এহেন ভিক্ষু ক্ষুর-ভাণ্ড হস্তে ভ্রমণ করিতে পারিবে না; যে ভ্রমণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

[স্থান ঃ—শ্রাবস্তী]

ভগবান আতুমায় যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে পর্য্যটনে বাহির হইলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় শ্রাবস্তীতে খাদ্যোপযোগী বহুবিধ ফল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "ভগবান ফল খাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন কিংবা দেন নাই?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সর্ব্ব প্রকারের ফল খাইতে পারিবে।"

(১০) সঙ্ঘের ভূমি এবং বীজাদি সম্বন্ধে নিয়ম

সেই সময় সঙ্ঘের বীজ ব্যক্তিবিশেষের ভূমিতে বপন করিত এবং ব্যক্তিবিশেষের বীজ সঙ্ঘের ভূমিতে বপন করিত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘের বীজ ব্যক্তিবিশেষের ভূমিতে বপন করা হইলে ভাগ[১] দিয়া পরিভোগ করিবে এবং ব্যক্তিবিশেষের বীজ সঙ্ঘের ভূমিতে বপন করিলে ভাগ দিয়া পরিভোগ করিবে।"

(১১) বিধিসম্মত এবং বিধিবিরুদ্ধ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণের কোন কোন বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হইল ঃ ভগবান কিসের অনুজ্ঞা দিয়াছেন এবং কিসেরই বা অনুজ্ঞা দেন নাই। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ! আমি যাহা 'বিহিত নহে' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি নাই, যদি তাহা অবিহিতের অনুলোম (অনুযায়ী) হয় এবং বিহিতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে অবিহিত। আমি যাহা 'বিহিত নহে' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি নাই যদি তাহা বিহিতের অনুলোম হয় এবং অবিহিতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে বিহিত। আমি যাহা 'বিহিত' বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছি যদি তাহা অবিহিতের অবিরোধী এবং বিহিতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে বিহিত নহে। আমি যাহা 'বিহিত' বলিয়া ব্যবস্থা দিই নাই যদি তাহা বিহিতের অনুলোম (অনুযায়ী) এবং অবিহিতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে বিহিত।

(১২) কোন্ সময়ে গৃহীত দ্রব্য কোন্ সময় পর্য্যন্ত বিহিত ?

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'যাবৎকালে'র[২] সঙ্গে 'যামিক'[৩] বিহিত কি অবিহিত ? 'যাবৎকালে'র সঙ্গে 'সাপ্তাহিক'[৪] বিহিত কি অবিহিত ? 'যাবৎকালে'র সঙ্গে 'যাবজ্জীবক'[৫] বিহিত কি অবিহিত ? 'যামিকের' সঙ্গে 'সাপ্তাহিক' বিহিত কি অবিহিত ? 'যামিকের' সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' বিহিত কি অবিহিত ? 'সাপ্তাহিকের'

---

১. ভূমির মালিককে এক দশমাংশ দেওয়া প্রাচীন রীতি। এই হেতু দশভাগের এক ভাগ ভূমির মালিককে দিতে হইবে।—সম-পাসা।

২. পূর্ব্বাহ্ণে খাদ্যভোজ্য প্রতিগ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পরিভোগ করাকে 'যাবকালিক' (যাবৎকাল) বলে। ৩. পূর্ব্বাহ্ণে অনুলোম পানীয় সহ পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ পানীয় প্রতিগ্রহণ করিয়া রাত্রির অন্তিমযাম পর্য্যন্ত পরিভোগ করাকে 'যামকালিক' (যামিক) বলে। ৪. চর্ব্বি আদি পঞ্চবিধ ভৈষজ্য একবার প্রতিগ্রহণ করিয়া সাতদিন পর্য্যন্ত পরিভোগ করাকে 'সপ্তাহকালিক' (সাপ্তাহিক) বলে। ৫. হরিদ্রা, আর্দ্রক, বচ, রসুন, উশীর, নাগরমোথা, ত্রিকূট, মঞ্জিষ্ঠালতা এবং পঞ্চমূলাদির মূল রোগ থাকিলে একবার প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন পরিভোগ করাকে 'যাবজ্জীবক' বলে।—খুদ্দ সিক্‌খা।

সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' বিহিত কি অবিহিত ?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ ! 'যাবৎকালের' সঙ্গে 'যামিক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে সকালে বিহিত ; বিকালে বিহিত নহে। 'যাবৎকালের' সঙ্গে 'সাপ্তাহিক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে সকালে বিহিত ; বিকালে বিহিত নহে। 'যাবৎকালের' সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে সকালে বিহিত ; বিকালে বিহিত নহে। 'যামিকের' সঙ্গে 'সাপ্তাহিক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে প্রথম প্রহরে বিহিত ; প্রহর অতিক্রমে বিহিত নহে। 'যামিকের' সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে প্রথম প্রহরে বিহিত ; প্রহর অতিক্রমে বিহিত নহে। 'সাপ্তাহিকের' সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিহিত ; সপ্তাহ অতিক্রমে বিহিত নহে।

॥ ভৈষজ্য-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৭—কঠিন-স্কন্ধ

কঠিন চীবরের বিধান

[স্থান ঃ—শ্রাবস্তী]

(১) কঠিন চীবরের অনুজ্ঞা দান

১—সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী-সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় পাঠেয়বাসী[১] (পশ্চিম দেশীয়) ত্রিশজন ভিক্ষু সকলে অরণ্যবাসী, ভিক্ষান্নভোজী, পাংশুকূলচীবর এবং ত্রিচীবরধারী ছিলেন। তাঁহারা আসন্ন বর্ষায় ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে যাইবার সময় বর্ষাবাসের দিন শ্রাবস্তীতে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া পথের মধ্যে সাকেতে বর্ষাবাস আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা 'আমাদের সমীপেই, এস্থান হইতে ছয় যোজন মাত্র ব্যবধানে ভগবান অবস্থান করিতেছেন অথচ আমরা ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারিতেছি না' এই ভাবিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে বর্ষাবাস আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া, তিনমাস পরে প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া, বর্ষার সজল কর্দ্দম ঠিকরাইয়া পড়া আর্দ্রচীবরে ক্লান্ত হইয়া শ্রাবস্তী-সন্নিধানে জেতবনে অনাথ-পিণ্ডদের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তক ভিক্ষুগণকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধ ভগবানের রীতি। ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে কহিলেন—"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা নিরুপদ্রবে ছিলে ত? সুখে দিন যাপন করিয়াছ ত? সমভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে এবং নির্ব্বিঘ্নে বর্ষাবাস করিয়াছ ত? ভিক্ষান্নসংগ্রহে কষ্ট হয় নাই ত?"

"ভগবন্! আমরা নিরুপদ্রবে ছিলাম, সুখে দিন যাপন করিয়াছি। সমভাবে, মনানন্দে, নির্ব্বিবাদে এবং নির্ব্বিঘ্নে বর্ষাবাস করিয়াছি, ভিক্ষান্নসংগ্রহেও আমাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয় নাই। প্রভো! আমরা ত্রিশজন পাঠেয়বাসী ভিক্ষু আসন্ন বর্ষায় ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে আসিবার সময় বর্ষাবাসের দিন শ্রাবস্তীতে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া পথের মধ্যে সাকেতে বর্ষা যাপন করিয়াছিলাম। আমরা 'আমাদের নাতিদূরে, এস্থান হইতে ছয় যোজন মাত্র ব্যবধানে ভগবান অবস্থান করিতেছেন অথচ আমরা ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারিতেছি না'

১. কোশল রাজ্যের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত এক দেশের নাম।—সম-পাসা।

এই ভাবিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমরা তিনমাস অন্তে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণার পর বর্ষার সজলকর্দ্দমক্লিন্ন আর্দ্র চীবরে ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ বর্ষাবাসসমাপক ভিক্ষুগণ কঠিন চীবর আস্তীর্ণ করিবে।"

(২) কঠিনচীবরলাভী ভিক্ষুর জন্য বিশেষ বিধান

হে ভিক্ষুগণ! কঠিন[১] চীবর প্রসারিত করা হইলে তোমাদের পাঁচটি বিষয় বিহিত (কপ্পিস্‌সন্তি) হইবে; যথা—(১) না বলিয়া গমন করা[২] (২) বিনা ত্রিচীবরে বিচরণ করা[৩] (৩) গণভোজন করা[৪] (৪) যথারুচি চীবর পরিভোগ করা[৫] (৫) সেই স্থানে যেই সব চীবর পাওয়া যাইবে সমস্তই তাহাদের হওয়া[৬]। ভিক্ষুগণ! কঠিন চীবর প্রসারিত হইলে এই পাঁচটি বিষয় বিহিত হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন ঃ সঙ্ঘের জন্য এই কঠিন বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ এই কঠিন বস্ত্র, কঠিন চীবর প্রসারিত করিবার জন্য অমুক ভিক্ষুকে দিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘের জন্য এই কঠিন বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সঙ্ঘ এই কঠিন বস্ত্র অমুক ভিক্ষুকে কঠিন চীবর প্রসারিত করিবার জন্য প্রদান করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান এই কঠিন বস্ত্র কঠিন প্রসারিত করিবার জন্য অমুক ভিক্ষুকে প্রদান করা উচিৎ মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে করেন না তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

---

১. পঞ্চবিধ আশংসা (ফল) অন্তর্ভুক্ত করিবার সামর্থ্যে স্থির থাকায় কঠিন নামে অভিহিত হয়।—বিম-বিনো এবং সার-দীপ। ২. পূর্ব্বাহ্নের জন্য নিমন্ত্রিত ভিক্ষু নিমন্ত্রণকর্ত্তার বাড়ী হইতে সঙ্গী ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্য বাড়ীতে গমন করা; ৩. অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর রাত্রিতে নিজের হস্ত পার্শ্বে (দেড় হাতের মধ্যে) না রাখিয়া অরুণোদয় করা; ৪, 'গণভোজন' করা অর্থাৎ চারিজনের অনধিক ভিক্ষু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভোজন করা; ৫, অতিরিক্ত চীবর যত ইচ্ছা তত অধিষ্ঠান কিংবা বেনামা না করিয়া নিজের নিকট রাখা; ৬, যেই বিহারে যাঁহারা কঠিন চীবর লাভ করেন সেই বিহারে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে যত চীবর প্রদত্ত হয় তৎসমুদয় চীবর তাঁহাদের অধিকারে থাকা। তাহাতে কোন আগন্তুক ভিক্ষুর অধিকার না থাকা।—সম-পাসা।

ধারণা—সঙ্ঘ এই কঠিন বস্ত্র অমুক ভিক্ষুকে কঠিন চীবর প্রসারিত করিবার জন্য প্রদান করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৩) কঠিন চীবরের প্রসারণ এবং অপ্রসারণ

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত করা হয় এবং এইভাবে প্রসারিত করা হয় না। ভিক্ষুগণ! কিরূপে কঠিন চীবর প্রসারিত করা হয় না (অনত্থতং হোতি)? 'উল্লিখিত'[১] (চিহ্নিত) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'ধোবন'[২] (ধৌত) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'চীবর বিচারণ'[৩] (নির্দ্ধারণ) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'ছেদন'[৪] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'বন্ধন'[৫] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'ওবট্টিক'[৬] (অববর্ত্তিত) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'কণ্ডুস'[৭] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'দহ্লীকম্ম'[৮] (দৃঢ়কর্ম্ম) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'অনুবাত'[৯] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'পরিভণ্ড'[১০] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'ওবট্টেয্য'[১১] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'কম্বলমদ্দন'[১২] মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'নিমিত্ত'[১৩] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'পরিকথা'[১৪] করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না; 'কুক্কু'[১৫] করায় কঠিন প্রসারিত হয় না; 'সন্নিধি'[১৬] করায় কঠিন প্রসারিত হয় না; 'নিস্‌সগ্‌গিয়'[১৭] দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় না; 'অকপ্প'[১৮] করা হইলে কঠিন প্রসারিত হয় না; সঙ্ঘাটি ব্যতীত কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না; উত্তরাসঙ্গ ব্যতীত কঠিন চীবর

---

১. দৈর্ঘ প্রস্থ প্রমাণ গ্রহণ করা মাত্র অর্থাৎ প্রমাণ গ্রহণ করিবার সময় তৎ তৎ স্থান অবগত হইবার জন্য নখাদি দ্বারা অংশ করিয়া দাগ দেওয়া অথবা ললাটাদিতে ঘর্ষণ করা মাত্র। ২. কঠিন চীবরের বস্ত্র ধৌত করা মাত্র। ৩. পঞ্চ, সপ্ত, নয় বা একাদশ টুকরা হউক এইরূপ নির্দ্ধারণ করা মাত্র। ৪. সিদ্ধান্তানুযায়ী বস্ত্র ছেদন করা মাত্র। ৫. সুতার 'খিল' দেওয়া মাত্র। ৬. সুতার 'খিল' অনুসারে দৈর্ঘ্যে সেলাই করা মাত্র। ৭. সেলাইর যোগ্য ভাঁজ করা; ৮. দুই খণ্ড মাত্র সেলাই করা। ৯. চীবরের চতুষ্পার্শ্বে স্বতন্ত্র বস্ত্র খণ্ড সংযোগ করা। ১০. চীবরের মধ্য ভাগ সংযোগ করা। ১১. কঠিন চীবর হইতে কাপড়ের টুকরা লইয়া অকঠিন চীবরে সংযোগ করা। ১২. একবার রঞ্জিত করিয়া দন্তবর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ করা। ১৩. 'এই বস্ত্র দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারণ করিব' এইরূপ অভিপ্রায় করা। ১৪. কঠিন চীবর প্রদান করা উচিৎ, কঠিন চীবর দাতা বহু পুণ্য লাভ করে এইরূপ উপদেশে পাওয়া; ১৫. ধার করা বস্ত্র দ্বারা; ১৬. সন্নিধি দ্বিবিধ—করণ সন্নিধি এবং নিচয় সন্নিধি। তখনি প্রস্তুত না করিয়া রাখিয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে সেলাই আদি করার নাম করণ সন্নিধি। সঙ্ঘ অন্য কঠিন বস্ত্র লাভ করিয়া পর দিবসে দেওয়ার নাম নিচয় সন্নিধি। সন্নিধি অর্থ জমা রাখা। ১৭. প্রস্তুত করিতে করিতে অরুণোদয় হওয়া। ১৮. নীল বা কাল বর্ণের বিন্দু না দেওয়া।

প্রসারিত হয় না ; অন্তর্বাস[১] ব্যতীত কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না ; পঞ্চ বা তদতিরিক্ত খণ্ডে সেই দিনই ছিন্ন এবং সমণ্ডলী[২] করা ব্যতীত কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না ; একজনের জন্য ব্যতীত বহুজনের জন্য কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না ; সম্যক্‌ভাবে চীবর প্রস্তুত করা হইলেও যদি তাহা সীমার বহির্ভাগে স্থিত ভিক্ষু অনুমোদন করে তাহা হইলেও কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না। হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না।

হে ভিক্ষুগণ ! কি ভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত হয় ? 'অহত'[৩] বস্ত্র দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারিত হয় ; 'অহতকপ্প'[৪] বস্ত্র দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় ; 'পিলোতিকা' (নক্তক)[৫] দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় ; 'পাংশুকূল'[৬] দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয়, দোকানের সম্মুখে পরিত্যক্ত বস্ত্র দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় ; 'নিমিত্ত'[৭] করা না হইলে কঠিন প্রসারিত হয় ; 'পরিকথা'[৮] করা না হইলে কঠিন প্রসারিত হয় ; 'কুক্কু'[৯] করা ব্যতীত কঠিন প্রসারিত হয় ; অসঞ্চিত বস্ত্র দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় ; 'নিস্‌সগ্‌গিয়'[১০] বস্ত্র ব্যতীত অন্য বস্ত্রদ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় ; 'বিন্দু'[১১] দেওয়া হইলে কঠিন প্রসারিত হয় ; সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তর্বাস দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় ; পঞ্চ বা তদতিরিক্ত খণ্ডে সেই দিনই ছিন্ন এবং সমণ্ডলী করা হইলে কঠিন প্রসারিত হয় ; এক ব্যক্তির জন্য কঠিন চীবর প্রসারিত হয় ; সম্যক্‌ভাবে প্রস্তুত চীবর সীমাভ্যন্তরস্থ ভিক্ষু অনুমোদন করিলে কঠিন চীবর প্রসারিত হয়। হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত হয়[১২]।

কঠিন চীবর ধ্বংস

(১) কিরূপে কঠিন চীবরের ধ্বংস সাধিত হয় ?

হে ভিক্ষুগণ ! কি ভাবে কঠিন চীবর বিধ্বংস হয় ? ভিক্ষুগণ ! কঠিন চীবর বিধ্বংস হইবার এই অষ্টবিধ মাতৃকা (প্রধান কারণ), যথা—'পক্কমনন্তিকা' (প্রস্থানান্তিকা),

১. সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তর্বাস এই ত্রিবিধ চীবর ব্যতীত প্রত্যাস্তরণ (বিছানার চাদর) আদি দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না। ২. পঞ্চ বা তদতিরিক্ত খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে আবার দুই বা তিন টুকরা করিতে হয়। তৎপর সংযোগ করিয়া সেলাই করা। তেমনভাবে ছিন্ন না করিয়া চীবর প্রস্তুত করিলে সেই বস্ত্র দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারিত করা যায় না ; ৩. নূতন বস্ত্র দ্বারা ; ৪. একবার বা দুইবার ধৌত নূতন বস্ত্র দ্বারা ; ৫. ছেঁড়া কাপড় দ্বারা ; ৬. আবর্জ্জনা স্তূপ হইতে কুড়ানো বস্ত্র দ্বারা ; ৭. 'এই বস্ত্র দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারিত করিব' এই রূপ অভিপ্রায় পোষণ না করিলে ; ৮. 'কঠিন চীবর প্রদান করা উচিৎ, কঠিন চীবর দাতা বহু পুণ্য লাভ করে' এইরূপ উপদেশ দ্বারা লাভ না করিলে ; ৯, ধার করা বস্ত্র না হইলে ; ১০, প্রাপ্ত বস্ত্র অরুণোদয়ের পুর্ব্বে প্রস্তুত করা হইলে ; ১১, কাল বা নীলবর্ণের বিন্দু দেওয়া হইলে। ১২, প্রথমোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকারে কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না এবং শেষোক্ত সপ্তদশ প্রকারে কঠিন চীবর প্রসারিত হয়।—সম-পাসা

'নিট্‌ঠানন্তিকা' (সমাপনান্তিকা), 'সন্নিট্‌ঠানন্তিকা' (অসমাপনান্তিকা), 'নাসনন্তিকা' (নাশান্তিকা), 'সবনন্তিকা' (শ্রবণান্তিকা), 'আসাবচ্ছেদিকা' (আশাচ্ছেদিকা), সীমাতিক্কন্তিকা' (সীমাতিক্রান্তিকা) এবং 'সহুত্তরা' (সহবিনাশিকা)।

(২) সপ্তবিধ আদায়

(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' সঙ্কল্প করিয়া, প্রস্তুত করা চীবর লইয়া প্রস্থান করে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'পক্কমনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর (অপ্রস্তুত) চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করিব, প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর (অপ্রস্তুত) চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে 'এই চীবর প্রস্তুতও করিব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না' এইরূপ চিন্তা উদিত হয় সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৫) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে এবং চীবর প্রস্তুত হইবার পর যদি সে শ্রবণ করেঃ 'সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে।' তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'সবনন্তিক' নামে অভিহিত হয়।[১] (৭) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে ও সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায় এবং যদি সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব, প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিয়া (সীমার) বাহিরে কঠিন বিনাশের সময় অতিবাহিত করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'সীমাতিক্কন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৮) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার

১. ৬নং ৩৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪৩

পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায় এবং সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব, প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কঠিন চীবরের বিনাশের প্রতীক্ষা করে, তাহার কঠিন চীবরের বিনাশ ভিক্ষুগণের সহিত হয় বলিয়া (সহূত্ভার) অভিহিত হয়।

॥ আদায় সপ্তক সমাপ্ত ॥

(৩) সপ্তবিধ সমাদায়

(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' ভাবিয়া প্রস্তুত করা চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'পক্কমনন্তিক' (প্রস্থানান্তিক) নামে অভিহিত হয়। [পূর্ব্বোক্তরূপে এখানেও সাতটি পাঠ আছে, কেবল পূর্ব্বোক্ত 'লইয়া প্রস্থান করে' এই বাক্যের স্থানে 'যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে' এই বাক্যটি বলিতে হইবে।]

॥ সমাদায় সপ্তক সমাপ্ত ॥

(৪) ষড়্বিধ আদায়

(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর অসম্পূর্ণ চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া যে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'নিট্ঠানন্তিক' (সমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। [পূর্ব্বোক্ত আদায় সপ্তকের 'পক্কমনন্তিক' বাক্য ব্যতীত অবশিষ্টাংশ 'প্রস্তুত চীবর' স্থানে 'অপ্রস্তুত চীবর' শব্দ পাঠ করিতে হইবে ; ইহাই পার্থক্য।]

॥ আদায় ষটক্ সমাপ্ত ॥

(৫) ষড়্বিধ সমাদায়

(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর অসম্পূর্ণ চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'নিট্ঠানন্তিক' (সমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। [এখানের পাঠও পূর্ব্বোক্ত ষটকের ন্যায় ; কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' শব্দটি পড়িতে হইবে।]

॥ সমাদায় ষটক্ সমাপ্ত ॥

(৬) 'আদায়' কঠিন-বিনাশ

১—যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া চীবর প্রস্তুত করাইলে তাহার কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' (সমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' (অসমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' (নাশান্তিক) নামে অভিহিত হয়।

২—যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করাইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' (সমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এই চীবর প্রস্তুত করিবই না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' (অসমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' (নাশান্তিক) নামে অভিহিত হয়।

৩—যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর অনধিষ্ঠিত চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না যে 'প্রত্যাগমন করিব' এবং এইরূপও হয় না যে 'প্রত্যাগমন করিব না।' কিন্তু সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব কিন্তু প্রত্যাগমন করিব না।'

এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' (সমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর অনধিষ্ঠিত (অসঙ্কল্পিত) চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না: 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' কিন্তু সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না, প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' (অপমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর অনধিষ্ঠিত চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না: 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' কিন্তু সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব কিন্তু প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়। প্রস্তুত করাইবার সময় তাহার সেই চীবর বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' (নাশান্তিক) নামে অভিহিত হয়।

৪—যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব কিন্তু প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না, প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়: 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব কিন্তু প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, চীবর প্রস্তুত হইবার পর সে শুনিতে পায়: সেই বিহারে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সবনন্তিক' (শ্রবণান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে

যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া সীমার বাহিরে কঠিন বিনাশের সময় অতিবাহিত করে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সীমাতিক্কন্তিক' (সীমাতিক্রান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া কঠিন বিনাশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সহুব্ভার' (অন্য ভিক্ষুর সহিত কঠিন-বিনাশ) নামে অভিহিত হয়।

(৭) 'সমাদায়' কঠিন-বিনাশ

১—যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর যথার্থভাবে চীবর লইয়া প্রস্থান করে। [পূর্ব্বোক্ত (৬) ১ নম্বরের ন্যায়। কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' পড়িতে হইবে।]

২—যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে। [পূর্ব্বোক্ত (৬) ২ নম্বরের ন্যায় কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' পড়িতে হইবে।]

৩—যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে। [পূর্ব্বোক্ত (৬) ৩ নম্বরের ন্যায়। কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' পড়িতে হইবে।]

৪—যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে। [পূর্ব্বোক্ত (৬) ৪ নম্বরের ন্যায়। কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' পড়িতে হইবে।[১]

॥ আদায়-ভণিতা সমাপ্ত ॥

(৮) নিরাশায় কঠিনের বিনাশ

১—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবরের আশায় প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করে, কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয়, আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়, সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবরের আশায় প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করে;

১. অবশিষ্ট 'আদায়' কঠিন বিনাশের ন্যায়। কেবল 'প্রস্তুত চীবর লইয়া প্রস্থান করে' স্থলে 'অসম্পূর্ণ চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে' ইহাই পার্থক্য।

কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয়, আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না কিংবা প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করে; কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয় আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করে; কিন্তু তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' (আশাবচ্ছেদক) নামে অভিহিত হয়।

২—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয় আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর প্রাপ্তির আশায় 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয়, আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এই চীবর প্রস্তুত করাইব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর প্রাপ্তির আশায় 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয়, আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবর প্রাপ্তির আশায় 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে এবং সীমার

বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে, কিন্তু তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

৩—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানেই চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না ঃ 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু সে অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না ঃ 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না ঃ 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানে এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; কিন্তু তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

॥ অনাশা দ্বাদশক সমাপ্ত ॥

(৯) আশায় কঠিনের বিনাশ

১—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।" সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে; সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

২—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া শুনিতে পায়ঃ সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'যেহেতু সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, এই জন্য এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিয়া থাকিব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন

করিব না' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া শুনিতে পায়ঃ সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'যেহেতু সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, এই জন্য এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। সে আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া শুনিতে পায়ঃ সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'যেহেতু সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, অতএব এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া শুনিতে পায়ঃ সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'যেহেতু সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, অতএব এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

৩—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। চীবর প্রস্তুত হইবার পর শুনিতে পায়ঃ সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সবনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া

চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব, প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এরূপ ভাবিতে ভাবিতে সীমার বাহিরে কঠিন বিনাশের সময় অতিবাহিত করে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সীমাতিক্কন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। সে আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কঠিন বিনাশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সহুব্ভার' (সহ বিনাশ) নামে অভিহিত হয়।

॥ আশা দ্বাদশক সমাপ্ত ॥

(১০) করণীয় দ্বারা কঠিন বিনাশ

১—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর কোন কার্য্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। তখন সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তাহার মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব, প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর কোন কার্য্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয় এবং সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে ; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না, প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার

পর কোন কার্য্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর কোন কার্য্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব, প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

২—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর কোন কার্য্যবশত 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া কোন কার্য্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। তখন সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এই চীবর প্রস্তুত করাইবই না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া কোন কার্য্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়; সে তখন সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এই চীবর প্রস্তুত করাইবই না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হয়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া কোন কার্য্যবশত প্রস্থান করে সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির

আশা উৎপন্ন হয়। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

৩—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে কোন কার্য্যবশত প্রস্থান করে, তখন তাহার মনে এরূপ হয় নাঃ 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব, প্রত্যাগমন গমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে কোন কার্য্যবশত প্রস্থান করে, তখন তাহার মনে এইরূপ হয় নাঃ 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়, সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে কোন কার্য্যবশত প্রস্থান করে, তখন তাহার মনে এরূপ হয় নাঃ 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে কোন কার্য্যবশত প্রস্থান করে, তখন তাহার মনে এরূপ হয় নাঃ 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। তাহার মনে তখন এইরূপ চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব, প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর

প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

॥ করণীয় দ্বাদশক সমাপ্ত ॥

(১১) স্বত্ব ত্যাগ না করায় কঠিনের বিনাশ

১—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর চীবরে স্বীয় অংশের স্বত্ব ত্যাগ না করিয়া (অপবিনয়মানো) স্থানান্তরে প্রস্থান করে এবং স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে ভিক্ষুগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে : "বন্ধো ! আপনি কোথায় বার্ষাবাস করিয়াছেন এবং আপনার চীবরের ভাগ কোথায় ?" তদুত্তরে সে বলে—"আমি অমুক আবাসে বর্ষাবাস করিয়াছি এবং সেই আবাসেই আমার চীবরের অংশ আছে।" তখন তাহারা বলে—"বন্ধো ! যাইয়া সেই চীবর লইয়া আসুন, এখানে আমরা আপনাকে চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" সে সেই আবাসে যাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করে, "বন্ধো ! আমার চীবরের অংশ কোথায় ?" তদুত্তরে তাহারা বলে—"বন্ধো ! ইহাই আপনার চীবরের অংশ। আপনি কোথায় যাইবেন ?" সে তদুত্তরে বলে—"আমি অমুক আবাসে যাইব, সেখানে ভিক্ষুগণ আমার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিবেন।" তখন তাহারা বলে—"বন্ধো ! যাইবার প্রয়োজন নাই, এখানে আমরা আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করাইয়া লয়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। [২ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' এবং ৩ 'নাসনন্তিক' পূর্ব্ববৎ।]

২—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবরে স্বীয় অংশের স্বত্ব ত্যাগ না করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে, স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে সেখানের ভিক্ষুগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—"বন্ধো ! আপনি কোথায় বর্ষাবাস করিয়াছেন এবং আপনার চীবরের অংশই বা কোথায় ?" সে তদুত্তরে বলে—"আমি অমুক আবাসে বর্ষাবাস করিয়াছি, সেখানেই আমার চীবরের অংশ আছে।" তাহারা বলে—"বন্ধো ! যাইয়া সেই চীবর লইয়া আসুন, এখানে আমরা আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" সে সেই আবাসে যাইয়া ভিক্ষুগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে—"বন্ধো ! আমার চীবরের অংশ কোথায় ?" তাহারা তদুত্তরে বলে— "বন্ধো ! ইহাই আপনার চীবরের অংশ।" সে সেই চীবর লইয়া সেই আবাসে গমন করে : তাহাকে রাস্তার মধ্যে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করে—"বন্ধো !

আপনি কোথায় যাইবেন ?" তদুত্তরে সে বলে—"আমি অমুক আবাসে যাইব, সেখানে ভিক্ষুগণ আমার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিবেন।" তখন তাহারা বলে—"বন্ধো ! যাইবার প্রয়োজন নাই ; আমরা এখানে আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় ; 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্তৃত হইবার পর চীবরে স্বীয় অংশের স্বত্ব ত্যাগ না করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে এবং স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে তাহাকে সেখানের ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করেঃ "বন্ধো ! আপনি কোথায় বর্ষাবাস করিয়াছেন এবং আপনার চীবরের অংশই বা কোথায় ?" তদুত্তরে সে বলে—"আমি অমুক আবাসে বর্ষাবাস করিয়াছি, সেখানে আমার চীবরের অংশ রহিয়াছে।" তখন তাহারা বলে—"বন্ধো ! যাইয়া সেই চীবর লইয়া আসুন ; আমরা এখানে আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" সে সেই আবাসে যাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করে—"বন্ধো ! আমার চীবরের অংশ কোথায় ?" তাহারা বলে—"বন্ধো ! ইহাই আপনার চীবরের অংশ।" সে সেই চীবর লইয়া সেই আবাসে গমন করে। রাস্তার মধ্যে তাহাকে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করেঃ "বন্ধো ! আপনি কোথায় যাইবেন ?" তদুত্তরে সে বলে—"আমি অমুক আবাসে যাইব, সেখানে ভিক্ষুগণ আমার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিবেন।" তদুত্তরে তাহারা বলে—"বন্ধো ! যাইবার প্রয়োজন নাই, আমরা এখানে আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্‌ঠানন্তিক' নামে অভিহিত হয়। [৩ 'নাসনন্তিক' পূর্ব্ববৎ।]

৩—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর চীবরে স্বীয় অংশের স্বত্ব ত্যাগ না করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে এবং স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে তাহাকে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করেঃ "বন্ধো ! আপনি কোথায় বর্ষাবাস করিয়াছেন এবং আপনার চীবরের অংশই বা কোথায় ?" তদুত্তরে সে বলে—"আমি অমুক আবাসে বর্ষাবাস করিয়াছি, সেখানে আমার চীবরের অংশ রহিয়াছে।" তখন তাহারা বলে—"বন্ধো ! যাইয়া সেই চীবর লইয়া আসুন, আমরা এখানে আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।" সে সেই আবাসে যাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করে—"বন্ধুগণ ! আমার চীবরের অংশ কোথায় ?" তদুত্তরে তাহারা বলে—"ইহাই আপনার চীবরের অংশ।" সে সেই চীবর লইয়া সেই আবাসে গমন করে। সেই আবাসে উপস্থিত হইলে তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব

না।’ এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘নিট্‌ঠানন্তিক’ নামে অভিহিত হয়। [২ ‘সন্নিট্‌ঠানন্তিক’ এবং ৩ ‘নাসনন্তিক’ পূর্ব্ববৎ।]

॥ স্বত্বত্যাগ না করা নবক সমাপ্ত ॥

(১২) নিরাপদবাসে কঠিন চীবরের বিনাশ

১—যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আস্তৃত হইবার পর নিরাপদে বাসের নিমিত্ত এই মনে করিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে : ‘অমুক আবাসে যাইব, সেখানে যদি আমি নিরাপদে থাকিতে পারি তাহা হইলে বাস করিব, যদি আমার নিরাপদ বোধ না হয় তাহা হইলে অমুক আবাসে যাইব। সেখানে আমার নিরাপদ বোধ হইলে তথায় থাকিব, যদি নিরাপদ বোধ না হয় তাহা হইলে অমুক আবাসে যাইব। সেখানে যদি আমার নিরাপদ বোধ হয় তাহা হইলে তথায় থাকিব, যদি নিরাপদ বোধ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব।’ সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।’ এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘নিট্‌ঠানন্তিক’ নামে অভিহিত হয়।

২—······যদি আমার নিরাপদ বোধ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব। সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।’ সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘সন্নিট্‌ঠানন্তিক’ নামে অভিহিত হয়।

৩—······যদি আমার নিরাপদ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব। সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।’ এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘নাসনন্তিক’ নামে অভিহিত হয়।

৪—······যদি আমার নিরাপদ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব। সীমার বাহিরে যাইবার পর সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই চীবর প্রস্তুত হইবার পর ‘প্রত্যাগমন করিব’, ‘প্রত্যাগমন করিব’ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে কঠিন বিনাশের সময় অতিবাহিত করে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘সীমাতিক্কন্তিক’ নামে অভিহিত হয়।

৫—······যদি আমার নিরাপদ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব। সে সীমার

বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব', এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কঠিন বিনাশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সহুভার' (সঙ্গে বিনাশ) নামে অভিহিত হয়।

॥ পঞ্চ নিরাপদ বাস সমাপ্ত ॥

কঠিন চীবরের প্রতিবন্ধক

হে ভিক্ষুগণ! কঠিন চীবরের দ্বিবিধ প্রতিবন্ধক এবং দ্বিবিধ অপ্রতিবন্ধক আছে। ভিক্ষুগণ! কঠিনের দ্বিবিধ প্রতিবন্ধক কি-কি? আবাস প্রতিবন্ধক এবং চীবর প্রতিবন্ধক।

১—হে ভিক্ষুগণ! আবাস-প্রতিবন্ধক কি ভাবে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কোন আবাসে বাস করিতে থাকে অথবা 'প্রত্যাগমন করিব' এরূপ ইচ্ছা পোষণ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর আবাস-প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ! চীবর-প্রতিবন্ধক কি ভাবে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত না হয় অথবা চীবর অসম্পূর্ণ থাকে কিংবা চীবর লাভের আশা উচ্ছিন্ন না হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর এইরূপে চীবর-প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ! কঠিনের এই দ্বিবিধ প্রতিবন্ধক।

২—হে ভিক্ষুগণ! কঠিনের দ্বিবিধ অপ্রতিবন্ধক কি-কি? আবাস-অপ্রতিবন্ধক এবং চীবর-অপ্রতিবন্ধক।

হে ভিক্ষুগণ! আবাস-অপ্রতিবন্ধক কি ভাবে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু 'প্রত্যাগমন করিব না' এইরূপ ভাবিয়া সেই আবাস হইতে ত্যাগ করিয়া, বমির ন্যায় ত্যাগ করিয়া, মুক্ত হইয়া, প্রত্যাশা না রাখিয়া প্রস্থান করে তাহা হইলে আবাস-অপ্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ! চীবর-অপ্রতিবন্ধক কি ভাবে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত হইয়া থাকে অথবা নষ্ট, বিনষ্ট, দগ্ধ কিংবা চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে এরূপে চীবর-অপ্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ! কঠিনের এই দ্বিবিধ অপ্রতিবন্ধক।

॥ কঠিন-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৮—চীবর-স্কন্ধ

বিধিসম্মত চীবর এবং তাহার প্রভেদ

[স্থানঃ—রাজগৃহ]

(১) জীবক-চরিত

সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন,—বেণুবনে, কলন্তক-নিবাপে। সেই সময় বৈশালী সমৃদ্ধ, স্ফীত (বিস্তৃত), বহুজনাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। তথায় ৭৭০৭ প্রাসাদ, ৭৭০৭ কূটাগার, ৭৭০৭ প্রমোদউদ্যান এবং ৭৭০৭ পুষ্করিণী ছিল। আম্রপালী নাম্নী গণিকা অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা, প্রসাদ-উৎপাদকিা, পরম রূপবতী এবং নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণা ছিল। সে অর্থীপ্রত্যর্থিগণ হইতে প্রতি রাত্রিতে পঞ্চাশ মুদ্রা লইয়া অভিসারে গমন করিত। তাহার উপস্থিতিতে বৈশালী অধিকভাবে শোভা পাইতেছিল। কোন কার্য্যোপলক্ষে রাজগৃহের নৈগম[১] বৈশালীতে আগমন করিয়াছিলেন। রাজগৃহের নৈগম দেখিতে পাইলেনঃ "বৈশালী সমৃদ্ধ, স্ফীত, বহু জনাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ। সেইখানে ৭৭০৭ প্রাসাদ, ৭৭০৭ কূটাগার, ৭৭০৭ প্রমোদউদ্যান এবং ৭৭০৭ পুষ্করিণী বিরাজমান এবং আম্রপালী নাম্নী গণিকা অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা, প্রসাদ উৎপাদিকা, পরম রূপবতী এবং নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণা। সে অর্থীপ্রত্যর্থিগণ হইতে প্রতিরাত্রে পঞ্চাশ মুদ্রা লইয়া অভিসারে গমন করিতেছে। তাহার উপস্থিতিতে বৈশালী অধিকভাবে শোভা পাইতেছে।" রাজগৃহের নৈগম বৈশালীতে তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে কহিলেনঃ—

"দেব ! বৈশালী সমৃদ্ধ, স্ফীত, বহুজনাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ। ঐ স্থানে ৭৭০৭ প্রাসাদ, ৭৭০৭ কূটাগার, ৭৭০৭ প্রমোদউদ্যান এবং ৭৭০৭ পুষ্করিণী বিরাজমান এবং আম্রপালী নাম্নী গণিকা অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা, প্রসাদ উৎপাদিকা, পরম রূপবতী এবং নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণা। সে অর্থীপ্রত্যর্থী হইতে প্রতিরাত্রিতে পঞ্চাশ মুদ্রা লইয়া অভিসারে গমন করে ; তাহার উপস্থিতিতে বৈশালী অধিকতর শোভা পাইতেছে। অতএব দেব ! আমরাও আমাদের রাজগৃহে গণিকা স্থাপন করিব।"

"তাহা হইলে আপনি তাদৃশী কুমারীর অনুসন্ধান করুন যাহাকে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োগ করিতে পারা যাইবে।"

---

১. মোড়ল।

সেই সময় রাজগৃহে শালবতী নাম্নী কুমারী অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা, প্রসাদ উৎপাদিকা এবং পরম রূপবতী ছিল। রাজগৃহের নৈগম শালবতী নাম্নী কুমারীকে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োগ করিলেন। গণিকা শালবতী অচিরেই নৃত্যগীতবাদ্যে নিপুণা হইয়া উঠিল এবং অর্থীপ্রত্যর্থিগণ হইতে শতমুদ্রা লইয়া রাত্রে অভিসারে যাইতে লাগিল। গণিকা শালবতী অচিরেই গর্ভবতী হইল। তখন শালবতী গণিকার মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'গর্ভবতী নারী পুরুষের অপ্রিয়া হইয়া থাকে, যদি আমার সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারে, শালবতী গণিকা গর্ভবতী হইয়াছে তাহা হইলে আমার সমস্ত সৎকার হ্রাস পাইয়া যাইবে, অতএব আমি পীড়ার ভাণ করিব।' এই ভাবিয়া শালবতী গণিকা দৌবারিককে অনুজ্ঞা প্রদান করিল—"ভণে দৌবারিক! কোন পুরুষকে প্রবেশ করিতে দিও না, যদি কেহ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে পীড়িত হইয়াছি বলিও।"

"তাহাই হউক, আর্য্যে!" বলিয়া সেই দৌবারিক শালবতী গণিকাকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

গর্ভ পূর্ণতা লাভ করিবার পর শালবতী গণিকা পুত্র প্রসব করিল। তখন শালবতী গণিকা দাসীকে আদেশ করিল—"দাসি! এই বালককে, জীর্ণ শূর্পে স্থাপন করিয়া, বাহির করিয়া, আবর্জ্জনাস্তূপে পরিত্যাগ কর।" "তথাস্তু, আর্য্যে!" বলিয়া সেই দাসী শালবতী গণিকাকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সেই বালককে জীর্ণ শূর্পে স্থাপন করিয়া, বাহির করিয়া আবর্জ্জনাস্তূপে পরিত্যাগ করিল। সেই সময় অভয় নামক রাজকুমার প্রত্যুষে রাজ-সেবায় যাইবার সময় সেই বালককে কাকপরিকীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভণে! কাকপরিকীর্ণ উহা কি?" "দেব! একটি বালককে কাকপরিকীর্ণ অবস্থায় দেখা যাইতেছে।" "ভণে! বালক জীবিত আছে কি?" "হাঁ, দেব! জীবিত আছে।" "ভণে! তাহা হইলে বালককে আমাদের অন্তঃপুরে নিয়া ধাত্রীদিগকে পোষণ করিতে প্রদান কর।" "তাহাই হউক, দেব!" বলিয়া সেই মনুষ্যগণ রাজকুমার অভয়কে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বালককে রাজকুমার অভয়ের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া 'পোষণ কর' বলিয়া ধাত্রিগণকে প্রদান করিল। 'জীবিত আছে' বলিয়া তাহার নাম রাখিলেন 'জীবক।' কুমার কর্ত্তৃক প্রতিপালিত বলিয়া কৌমারভৃত্য নাম রাখিলেন। কৌমারভৃত্য জীবক অচিরেই বিজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইল। কৌমারভৃত্য জীবক রাজকুমার অভয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া রাজকুমার অভয়কে কহিলেন—"দেব! আমার মাতা[১] কে এবং

১. অন্য রাজপুত্রগণ খেলিবার সময় ঝগড়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে মাতৃ-পিতৃহীন বলিয়া উপহাস করিতেন।—সম-পাসা।]

পিতাই বা কে?" "বৎস জীবক! আমিও তোমার মাতা কে তাহা জানি না, তবে নাকি আমিই তোমার পিতা; কেন না তুমি আমার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছ।" কৌমারভৃত্য জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "এই রাজকুলে বিনা শিল্পে জীবন ধারণ করা সহজ নহে; অতএব আমি শিল্প[১] শিক্ষা করিব।"

সেই সময়ে তক্ষশিলায় জনৈক খ্যাতনামা ভিষক্ বাস করিতেন। কৌমারভৃত্য জীবক রাজকুমার অভয়ের অনুমতি না লইয়া তক্ষশিলায় প্রস্থান করিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া তক্ষশিলায় বৈদ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া বৈদ্যকে সসম্ভ্রমে কহিলেন—"আচার্য্য! আমি শিল্প শিক্ষা করিতে চাই।" "ভণে জীবক! তাহা হইলে শিক্ষা করিতে পার।" কৌমারভৃত্য জীবক অধিক পাঠ[২] গ্রহণ করিতে লাগিলেন, শীঘ্র অর্থবোধ করিতে লাগিলেন, সম্যক্‌ভাবে ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অধিগত বিষয় স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইলেন। সাত বৎসর পরে জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "আমি অধিক পাঠ গ্রহণ করিতেছি, শীঘ্র অর্থবোধ করিতেছি, সম্যক্‌ভাবে ধারণ করিতেছি এবং অধিগত বিষয় স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইতেছি তথাপি সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়া এই বিদ্যার অবসান পরিদৃষ্ট হইতেছে না। কখন এই বিদ্যার অবসান পরিদৃষ্ট হইবে?' অতঃপর জীবক বৈদ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া বৈদ্যকে কহিলেন—"আচার্য্য! আমি অধিক পাঠ গ্রহণ করিতেছি, শীঘ্র অর্থবোধ করিতেছি, সম্যক্‌ভাবে ধারণ করিতেছি এবং অধিগত বিষয় স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইতেছি; কিন্তু সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়াও এই বিদ্যার অবসান হইতেছে না। কখন এই বিদ্যার অন্ত পরিদৃষ্ট হইবে?" "ভণে জীবক! তাহা হইলে তুমি খনিত্র লইয়া তক্ষশিলার চতুর্দ্দিকে যোজন পরিমিত স্থানে বিচরণ করিয়া ভৈষজ্যের অনুপযোগী যাহা দেখিতে পাইবে তাহা লইয়া আইস।" "তাহাই হউক, আচার্য্য!" বলিয়া জীবক সেই বৈদ্যকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া, খনিত্র হস্তে তক্ষশিলার চতুর্দ্দিকে যোজন-পরিমিত স্থান বিচরণ করিয়াও ভৈষজ্যের অনুপযোগী কিছু দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর জীবক বৈদ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া বৈদ্যকে কহিলেন—

---

১. 'আমি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিব' বলিয়া চিন্তা করিলেন। তিনি ভাবিলেন: 'এই হস্তী-বিদ্যা, অশ্ব-বিদ্যাদি পরপীড়াদায়ক; কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যা মৈত্রী সংযুক্ত এবং প্রাণিগণের হিতসাধক।' এই জন্য তিনি চিকিৎসা-বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ২. অন্য ক্ষত্রিয় কুমারগণ আচার্য্যকে বেতন দিয়া আচার্য্যের কোন কাজ না করিয়া অধ্যয়ন করেন কিন্তু জীবক তাহা করিতে পারিলেন না। তিনি আচার্য্যকে সামান্য বেতনও না দিয়া ধর্ম্মান্তেবাসী (অবৈতনিক ছাত্র) হইয়া একবেলা আচার্য্যের কাজ করিয়া অন্য বেলায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এরূপ হইলেও তিনি স্বীয় মেধাবলে অধিক পাঠ গ্রহণে সমর্থ হইলেন।—সম-পাসা।

"আচার্য্য ! আমি তক্ষশিলার চতুর্দ্দিকে যোজন-পরিমিত স্থান পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু ভৈষজ্যের অনুপযোগী কিছু দেখিতে পাইলাম না।" "ভণে জীবক ! তুমি শিক্ষিত হইয়াছ, তোমার জীবিকানির্ব্বাহের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।" এই বলিয়া তিনি জীবককে সামান্য পাথেয় দিয়া বিদায় করিলেন। জীবক সামান্য পাথেয় লইয়া রাজগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জীবকের সেই সামান্য মাত্র পাথেয় পথের মধ্যে সাকেতে নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ 'এই পথ বনের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া গিয়াছে, তথায় পানীয় এবং ভক্ষ্য সুলভ নহে, বিনা পাথেয়ে গমন করা দুষ্কর; অতএব আমি পাথেয় অন্বেষণ করিব।'

সেই সময়ে সাকেতে শ্রেষ্ঠী-পত্নীর সাত বৎসরের শিররোগ ছিল। বহু মহা মহা বৈদ্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়া চিকিৎসা করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বহু হীরক পারিশ্রমিকরূপে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। জীবক সাকেতে প্রবেশ করিয়া জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি চিকিৎসা করিতে পারি তেমন রোগী এদেশে আছে কি?" "আচার্য্য ! এই শ্রেষ্ঠী-পত্নীর নিকট সাত বৎসরের শিররোগ আছে, অতএব আপনি যাইয়া তাঁহার চিকিৎসা করিতে পারেন।"

অনন্তর জীবক শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া দৌবারিককে আদেশ করিলেনঃ "হে দৌবারিক ! শ্রেষ্ঠী-পত্নীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে বল, আর্য্যে ! একজন চিকিৎসক আসিয়াছেন, তিনি আপনাকে দেখিতে চাহেন।" "আচার্য্য ! তাহাই হউক" বলিয়া দৌবারিক জীবককে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীর নিকট উপস্থিত হইলঃ উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীকে কহিল—"আর্য্যে ! জনৈক চিকিৎসক আসিয়াছেন, তিনি আপনাকে দেখিতে চাহেন।" "দ্বারপাল ! চিকিৎসক কিরূপ?" "আর্য্যে ! তিনি অল্পবয়স্ক।" "দৌবারিক ! প্রয়োজন নাই; অল্পবয়স্ক চিকিৎসক আমার কি করিতে পারিবে? বহু মহা মহা বৈদ্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়া চিকিৎসা করিয়া আমাকে রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই; কেবল মাত্র বহু হিরণ্য লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন!"

দৌবারিক জীবকের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া জীবককে কহিল—"আচার্য্য ! শ্রেষ্ঠী-পত্নী বলিতেছেন, 'প্রয়োজন নাই; অল্পবয়স্ক চিকিৎসক আমার কি করিতে পারিবে? বহু মহা মহা বৈদ্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়া, চিকিৎসা করিয়া আমায় রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই, কেবলমাত্র বহু হীরক লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন!' "ভণে দৌবারিক ! শ্রেষ্ঠী-পত্নীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে বলঃ 'আর্য্যে ! বৈদ্য বলিতেছেন, পূর্ব্বে কিছু প্রদান করিতে হইবে না, যখন আরোগ্য লাভ করিবেন তখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহা দিলে চলিবে।" "আচার্য্য ! তাহাই হউক" বলিয়া সেই

দৌবারিক জীবককে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীর নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীকে কহিল—"আর্য্যে! বৈদ্য বলিতেছেন, 'পূর্ব্বে নাকি কিছু দিতে হইবে না, যখন আরোগ্য লাভ করিবেন তখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহা দিলে চলিবে'।" "দৌবারিক! তাহা হইলে বৈদ্য আসিতে পারেন।" "আর্য্যে! তথাস্তু" বলিয়া দৌবারিক শ্রেষ্ঠী-পত্নীকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া জীবকের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া জীবককে কহিল—"আচার্য্য! শ্রেষ্ঠী-পত্নী আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।"

অতঃপর জীবক শ্রেষ্ঠী-পত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীর বিকার (রোগলক্ষণ) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীকে কহিলেন—"আর্য্যে! গণ্ডূষমাত্র চর্ব্বি আমার প্রয়োজন।" শ্রেষ্ঠী-পত্নী জীবককে গণ্ডূষ পরিমাণ চর্ব্বি প্রদান করিলেন। জীবক সেই গণ্ডূষ পরিমাণ চর্ব্বি বিবিধ ভৈষজ্য সংযোগে পাক করিয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীকে উত্তানভাবে মঞ্চে শয়ন করাইয়া নাসিকায় প্রদান করিলেন। সেই চর্ব্বি নাসিকায় প্রদত্ত হইবার পর মুখ দিয়া নিঃসৃত হইল। শ্রেষ্ঠী-পত্নী তাহা পিক্‌দানিতে নিক্ষেপ করিয়া দাসীকে আদেশ করিলেন—"দাসি! এই চর্ব্বি তুলা দ্বারা মুছিয়া লইয়া রাখিয়া দাও।" তাহা দেখিয়া জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই ঘরণী কেমন কৃপণা! যে এই পরিত্যজ্য চর্ব্বি তুলা দ্বারা মুছিয়া গ্রহণ করাইতেছে সে আমায় কি প্রদান করিবে? আমাকে ত বহু মূল্যবান বহু ভৈষজ্য দিতে হইয়াছে!" শ্রেষ্ঠী-পত্নী জীবকের ভাবান্তর লক্ষ করিয়া জীবককে কহিলেন—"আচার্য্য! আপনি কি বিমনা (উদ্বিগ্ন) হইলেন?" "হাঁ, আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছে; বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই ঘরণী কেমন কৃপণা! যে এই পরিত্যজ্য চর্ব্বি তুলা দ্বারা মুছিয়া গ্রহণ করাইতে পারে সে আমায় কি প্রদান করিবে? আমাকে ত বহুমূল্য বহু ভৈষজ্য প্রদান করিতে হইয়াছে!" "আচার্য্য! আমরা সংসারী লোক সঞ্চয়ের উপকারিতা বুঝিয়া থাকি। এই চর্ব্বি দাস অথবা কর্ম্মচারিগণের পদে মালিস করা যাইতে পারে অথবা এতদ্দ্বারা প্রদীপ জ্বালা যাইতে পারে। আচার্য্য! আপনি বিমনা হইবেন না, আপনাকে যাহা দিতে হইবে তাহা অল্প হইবে না।"

জীবক শ্রেষ্ঠী-পত্নীর সাত বৎসরের শিররোগ একবার মাত্র নস্য প্রয়োগে বিদূরিত করিলেন। শ্রেষ্ঠী-পত্নী আরোগ্য লাভ করিয়া জীবককে চারিসহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। তাঁহার পুত্র 'আমার মাতা নীরোগ হইয়াছেন।' এই ভাবিয়া চারিসহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। তাঁহার স্নুষা 'আমার শ্বশ্রু আরোগ্য লাভ করিয়াছেন' এই ভাবিয়া চারিসহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। শ্রেষ্ঠী গৃহপতি 'আমার পত্নী

আরোগ্যলাভ করিয়াছে' এই ভাবিয়া চারিসহস্র মুদ্রা, দাসদাসী এবং অশ্বরথ প্রদান করিলেন। জীবক সেই ষোড়শসহস্র মুদ্রা, দাসদাসী এবং অশ্বরথ লইয়া রাজগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া রাজগৃহে রাজকুমার অভয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া রাজকুমার অভয়কে কহিলেন—"দেব! আমার সর্ব্বপ্রথম উপার্জ্জিত এই ষোড়শসহস্র মুদ্রা, দাসদাসী এবং অশ্বরথ আমায় প্রতিপালনের ব্যয়স্বরূপ আপনি প্রতিগ্রহণ করুন।" "বৎস জীবক! তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা তোমারই হউক; তুমি আমাদের অন্তঃপুর সীমার মধ্যে গৃহ প্রস্তুত কর।" "তাহাই হউক, দেব!" বলিয়া জীবক রাজকুমার অভয়কে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া তাঁহার অন্তঃপুর সীমার মধ্যে গৃহ প্রস্তুত করিলেন।

সেই সময়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট ভগন্দররোগ হইয়াছিল। তাঁহার পরিহিত বস্ত্র রক্তরঞ্জিত হইয়া যাইত। তাহা দেখিয়া দেবিগণ 'দেব এখন ঋতুমতী হইয়াছেন, দেবের পুষ্প উৎপন্ন হইয়াছে, দেব অচিরেই প্রসব করিবেন' এই বলিয়া উপহাস করিতেন। তাহাতে রাজাকে মৌন থাকিতে হইত। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার রাজকুমার অভয়কে কহিলেন—"অভয়! আমার তাদৃশ রোগ হইয়াছে যাহাতে পরিহিত বস্ত্র রক্তরঞ্জিত হইয়া যায়; দেবিগণ তদ্দর্শনে 'দেব এখন ঋতুমতী হইয়াছেন, দেবের পুষ্প উৎপন্ন হইয়াছে, অচিরেই দেব প্রসব করিবেন' এই বলিয়া আমাকে উপহাস করিতেছেন। অভয়! আমাকে তাদৃশ বৈদ্যের সংবাদ প্রদান কর যিনি আমাকে চিকিৎসা করিতে পারেন।" "দেব! এই যে আমাদের সুশিক্ষিত তরুণ বৈদ্য জীবক সে আপনাকে চিকিৎসা করিতে পারে।" "অভয়! তাহা হইলে আমাকে চিকিৎসা করিতে জীবককে আদেশ কর।" রাজকুমার অভয় জীবককে আদেশ করিলেন—"বৎস জীবক! রাজার চিকিৎসা কর।" "তাহাই করিব, দেব!" বলিয়া জীবক রাজকুমার অভয়কে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া নখে করিয়া ভৈষজ্য লইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে কহিলেন—"দেব! আপনার রোগ দেখিতে চাই।" জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের ভগন্দররোগ একবারমাত্র প্রলেপ দানে বিদূরিত করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার আরোগ্য লাভ করিয়া পঞ্চশত নারীকে সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত করাইলেন এবং পুনরায় তাহা উন্মোচন করাইয়া, রাশি করাইয়া জীবককে কহিলেন—"জীবক! পঞ্চশত নারীর এই সমুদয় অলঙ্কার তোমার হউক।" "দেব! তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই; কেবলমাত্র দেব আমার উপকারটুকু স্মরণ রাখিলে আমি কৃতার্থ হইব।" "জীবক! তাহা হইলে

তুমি আমার, রাণিগণের এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিতে পার।” “তাহাই হউক, দেব!” বলিয়া জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সেই সময়ে রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠীর সাতবৎসরের শিররোগ ছিল। বহু মহা মহা বৈদ্য আসিয়া চিকিৎসা করিয়াও আরোগ্য করিতে পারিলেন না, কেবল বহু হীরক লইয়া চলিয়া গেলেন। অপিচ বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক তিনি পরিত্যক্ত হইলেন। কোন কোন বৈদ্য কহিলেন—“পাঁচদিন পরে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন।” আবার কোন কোন বৈদ্য কহিলেন—“সাত দিন পরে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন।” রাজগৃহ-নৈগমের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—“এই শ্রেষ্ঠী গৃহপতি রাজা এবং নৈগমের বড় উপকারী; কিন্তু তিনি বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। কোন কোন বৈদ্য বলিয়াছেন, পঞ্চমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন; আবার কোন কোন বৈদ্য বলিয়াছেন সপ্তমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন। এই যে রাজবৈদ্য জীবক তরুণ এবং সুশিক্ষিত; অতএব আমরা জীবকের দ্বারা শ্রেষ্ঠী গৃহপতিকে চিকিৎসা করাইবার জন্য রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিব।” এই ভাবিয়া রাজগৃহের নৈগম মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে কহিলেন—“দেব! এই শ্রেষ্ঠী গৃহপতি মহারাজ এবং নৈগমের বহু উপকারী; কিন্তু তিনি বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। কোন কোন বৈদ্য বলিয়াছেন পঞ্চমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন; আবার কোন কোন বৈদ্য বলিয়াছেন সপ্তমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন। অতএব মহারাজ শ্রেষ্ঠী গৃহপতিকে চিকিৎসা করিবার জন্য জীবক বৈদ্যকে আদেশ করুন।”

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার জীবককে আদেশ করিলেন—“জীবক! শ্রেষ্ঠী গৃহপতির চিকিৎসা কর।” “তথাস্তু, দেব!” বলিয়া জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া শ্রেষ্ঠী গৃহপতির নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠী গৃহপতির বিকার লক্ষ করিয়া শ্রেষ্ঠী গৃহপতিকে কহিলেন—“গৃহপতি! যদি আমি আপনাকে আরোগ্য করি তাহা হইলে আমাকে কি দিবেন?” “আচার্য্য! আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার হইবে এবং আমিও আপনার দাস হইব।” “গৃহপতি! আপনি একপার্শ্বে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন কি?” “আচার্য্য! আমি সাতমাস একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব।” “গৃহপতি! আপনি দ্বিতীয়পার্শ্বে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন কি?” “আচার্য্য! আমি দ্বিতীয়পার্শ্বে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব।” “গৃহপতি! আপনি উত্তানভাবে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন কি?” “আচার্য্য! আমি উত্তানভাবেও সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব।”

জীবক শ্রেষ্ঠী গৃহপতিকে মঞ্চে শয়ন করাইয়া, মঞ্চের সহিত দৃঢভাবে বন্ধন করিয়া, মস্তকের চর্ম্ম উৎপাটিত করিয়া, করোটি খুলিয়া, দুইটি কীট বাহির করিয়া জনতাকে প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—"এই দুইটি কীট অবলোকন করুন; তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র এবং একটি বৃহৎ। যেই চিকিৎসকগণ বলিয়াছিলেনঃ 'পঞ্চম দিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন।' তাঁহারা এই বৃহৎ কীটটি দেখিতে পাইয়াছিলেন। পঞ্চমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতির মগজ নিঃশেষ করিয়া ফেলিত। মগজ নিঃশেষ হইলে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইতেন। সেই চিকিৎসকগণ তাহা যথার্থই দেখিয়াছিলেন। যেই চিকিৎসকগণ বলিয়াছিলেনঃ 'সপ্তমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন।' তাঁহারা এই ক্ষুদ্র কীট দেখিতে পাইয়াছিলেন; সপ্তম দিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতির মগজ নিঃশেষ করিয়া ফেলিত। মগজ নিঃশেষ হইলে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইতেন। তাঁহারাও তাহা যথার্থই দেখিয়াছিলেন।" এই বলিয়া করোটি যথাযথভাবে সংস্থাপিত করিয়া, মস্তকের চর্ম্ম সেলাই করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলেন। সপ্তাহগতে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি জীবককে কহিলেন—"আচার্য্য! আমি সাতমাস একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।" গৃহপতি একপার্শ্বে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন বলিয়া কি আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন নাই?" "আচার্য্য! আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম বটে, কিন্তু আমি মরিতে প্রস্তুত তথাপি সাতমাস একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।" "গৃহপতি! তাহা হইলে আপনি দ্বিতীয় পার্শ্বে সাতমাস শয়ন করুন।" শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সপ্তাহগতে জীবককে কহিলেন—"আচার্য্য! আমি দ্বিতীয়পার্শ্বে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।" "গৃহপতি! সাতমাস দ্বিতীয়পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন বলিয়া কি আপনি আমার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন না?" "আচার্য্য! আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম সত্য; কিন্তু আমি মরিতে প্রস্তুত তথাপি দ্বিতীয়পার্শ্বে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।" "গৃহপতি! তাহা হইলে আপনি উত্তানভাবে সাতমাস শয়ন করুন।" শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সপ্তাহগতে জীবককে কহিলেন—"আচার্য্য! আমি সাতমাস উত্তানভাবেও শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।" "গৃহপতি! উত্তানভাবে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিবেন বলিয়া কি আপনি আমার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন না?" "আচার্য্য! আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম সত্য; কিন্তু আমি মরিতে প্রস্তুত তথাপি সাতমাস উত্তানভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।" "গৃহপতি! যদি আমি আপনাকে এরূপ না বলিতাম তাহা হইলে আপনি এতদিনও শায়িত থাকিতেন না; আমি পূর্ব্বেই জানিতাম যে তিন সপ্তাহের মধ্যে শ্রেষ্ঠীগৃহপতি আরোগ্য লাভ করিবেন। গৃহপতি! গাত্রোত্থান করুন, আপনি এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন; আমাকে কি দিতে হইবে তাহা স্মরণ আছে কি?" "হাঁ, আচার্য্য! আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার

হইবে এবং আমিও আপনার দাস হইব।” “গৃহপতি! নিষ্প্রয়োজন; আমাকে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দিবেন না এবং আপনিও আমার দাসত্ব স্বীকার করিবেন না। রাজাকে লক্ষমুদ্রা এবং আমাকে লক্ষমুদ্রা প্রদান করুন।” শ্রেষ্ঠীগৃহপতি আরোগ্যলাভ করিয়া রাজাকে লক্ষমুদ্রা এবং জীবককে লক্ষমুদ্রা প্রদান করিলেন।

সেই সময়ে ‘মোক্‌খচিকা’ (ডিগ্‌বাজী) খেলিবার ফলে বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীপুত্রের অন্ত্রগণ্ডরোগের সঞ্চার হইয়াছিল। ইহার কারণ তাহার ভুক্ত যবাগূও সম্যক্‌রূপে পরিপাক হইত না, ভুক্ত অন্নও সম্যক্‌রূপে পরিপাক হইত না, নিয়মিত বাহ্যপ্রস্রাবও হইত না। এইজন্য সে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল এবং তাহার গাত্রে ধমনি প্রকটিত হইল। বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীর মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ “আমার পুত্রের নিকট তাদৃশ রোগ হইয়াছে যাহাতে তাহার ভুক্ত যবাগূও সম্যক্‌রূপে পরিপাক হইতেছে না, ভুক্ত অন্নও সম্যক্‌রূপে পরিপাক হইতেছে না, নিয়মিত বাহ্যপ্রস্রাবও হইতেছে না। এই জন্য সে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তাহার গাত্রে ধমনিসমূহ প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে; অতএব আমি রাজগৃহে যাইয়া আমার পুত্রের চিকিৎসার জন্য রাজার নিকট জীবক বৈদ্যকে আনিবার অনুমতি প্রার্থনা করিব।” এই ভাবিয়া বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠী রাজগৃহে যাইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে কহিলেন—“দেব! আমার পুত্রের এইরূপ রোগ হইয়াছেঃ তাহার ভুক্ত যবাগূও পরিপাক হইতেছে না, ভুক্ত অন্নও পরিপাক হইতেছে না, বাহ্যপ্রস্রাবও নিয়মিত হইতেছে না। এইজন্য সে কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তাহার গাত্রে ধমনিসমূহ প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব মহারাজ, আমার পুত্রকে চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত জীবক বৈদ্যকে আসিতে অনুমতি প্রদান করুন।” মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার জীবককে আদেশ করিলেন—“জীবক! বারাণসীতে গমন করিয়া বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীপুত্রের চিকিৎসা কর।” “তথাস্তু, দেব!” বলিয়া জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া বারাণসীতে যাইয়া বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন. উপস্থিত হইয়া বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীপুত্রের বিকার লক্ষ্য করিয়া, উপস্থিত জনতাকে বাহির করিয়া দিয়া, যবনিকার (পর্দার) দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া, তাহাকে স্তম্ভে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, তাহার পত্নীকে সম্মুখে রাখিয়া, তাহার উদরের চর্ম্ম উৎপাটিত করিয়া, অন্ত্রগ্রন্থি বাহির করিয়া তাহার পত্নীকে প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—“আপনার স্বামীর রোগ অবলোকন করুন; ইহাদ্বারাই তাঁহার ভুক্ত যবাগূও সম্যক্‌রূপে পরিপাক হইতেছে না, ভুক্ত অন্নও সম্যক্‌ভাবে পরিপাক হইতেছে না, নিয়মিত বাহ্যপ্রস্রাবও হইতেছে না। এই জন্যই তিনি কৃশ, রুক্ষ, দুর্বর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহার গাত্রে ধমনিসমূহ প্রকটিত হইয়াছে।”

৪৬

এই বলিয়া অন্ত্রগ্রন্থি পরিষ্কার করিয়া, অন্ত্রগুলি উদরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া, উদরের চর্ম্ম সেলাই করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলেন। ইহাতে বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীপুত্র অচিরেই আরোগ্য লাভ করিলেন। বারাণসী-শ্রেষ্ঠী 'আমার পুত্র নীরোগ হইয়াছে' এই ভাবিয়া জীবককে ষোড়শসহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। জীবক সেই ষোড়শসহস্র মুদ্রা লইয়া রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই সময়ে উজ্জয়িনীতে রাজা প্রদ্যোতের পাণ্ডুরোগ হইয়াছিল। বহু মহা মহা বৈদ্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়া, চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে পারিলেন না, কেবল বহু হীরক লইয়া চলিয়া গেলেন। রাজা প্রদ্যোত মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন ঃ "মহারাজ! আমার এক দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইয়াছে। অতএব মহারাজ জীবক বৈদ্যকে আদেশ করুন—সে যেন আসিয়া আমার চিকিৎসা করে।" মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার জীবককে আদেশ করিলেন—"জীবক! উজ্জয়িনী যাইয়া রাজা প্রদ্যোতের চিকিৎসা কর।" "তথাস্তু, দেব!" বলিয়া জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া উজ্জয়িনীতে গমন করিয়া রাজা প্রদ্যোতের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া রাজা প্রদ্যোতের বিকার লক্ষ্য করিয়া রাজা প্রদ্যোতকে কহিলেন—"দেব! আমি চর্ব্বি পাক করিব, মহারাজাকে তাহা পান করিতে হইবে।" "জীবক! চর্ব্বির প্রয়োজন নাই, যাহাতে বিনা চর্ব্বিতে আরোগ্য করিতে পার তাহাই কর। কেননা চর্ব্বিতে আমার বড়ই ঘৃণা হয়।" তখন জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'এই রাজার যেই রোগ হইয়াছে তাহা চর্ব্বি ব্যতীত আমি আরোগ্য করিতে পারিব না ; অতএব আমি এমন চর্ব্বি পাক করিব যাহার বর্ণ কষাটে, গন্ধ কষাটে এবং স্বাদ কষাটে।" এই ভাবিয়া জীবক বিবিধ ভৈষজ্য সংমিশ্রণে চর্ব্বি পাক করিলেন যাহার বর্ণ কষাটে, গন্ধ কষাটে এবং রস কষাটে। জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'এই রাজার চর্ব্বি সেবনের পর পরিপাক হইবার সময় বমন-উদ্রেক দেখা দিবে, তখন তিনি আমায় হত্যা করাইতেও পারেন ; অতএব, আমি পূর্ব্বেই অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকিব।' এই ভাবিয়া জীবক রাজা প্রদ্যোতের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া রাজা প্রদ্যোতকে কহিলেন— "দেব! আমরা বৈদ্যগণকে শুভমুহূর্ত্তে গাছ গাছড়ার মূল উৎপাটন করিতে হয় এবং ভৈষজ্য সংগ্রহ করিতে হয়। অতএব মহারাজ! বাহনশালার অধ্যক্ষগণকে এবং দ্বারাধ্যক্ষগণকে আদেশ প্রদান করুন, জীবক যেই বাহনে আরোহণ করিয়া গমন করিতে চায়, সেই বাহনে গমন করুক, যেই দ্বার দিয়া গমন করিতে চায় সেই দ্বার দিয়া গমন করুক, যেই সময়ে ইচ্ছা করে সেই সময়ে গমন করুক এবং যেই সময়ে ইচ্ছা করে, সেই সময়ে প্রবেশ করুক।" রাজা প্রদ্যোত বাহনশালার অধ্যক্ষগণকে এবং দ্বারাধ্যক্ষগণকে

আদেশ করিলেন—"জীবক যেই বাহনে গমন করিতে চায় সেই বাহনে গমন করুক, যেই দ্বার দিয়া যাইতে চায় সেই দ্বার দিয়া যাউক, যেই সময়ে যাইতে ইচ্ছা করে সেই সময়ে যাউক এবং যেই সময়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে সেই সময়ে প্রবেশ করুক।"

সেই সময়ে রাজা প্রদ্যোতের ভদ্রবতিকা নাম্নী হস্তিনী একদিনে পঞ্চাশ যোজন যাইতে পারিত। জীবক রাজাপ্রদ্যোতের সম্মুখে চর্ব্বি লইয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"দেব! কষাটে পান করুন।" এই বলিয়া জীবক রাজাপ্রদ্যোতকে চর্ব্বি পান করাইয়া, হস্তীশালায় যাইয়া ভদ্রবতিকা নাম্নী হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগর হইতে পলায়ন করিলেন। রাজা প্রদ্যোতের সেই ভুক্ত চর্ব্বি পরিপাক হইবার সময় বমনোদ্রেক দেখা দিল। তখন রাজা প্রদ্যোত কর্ম্মচারিগণকে কহিলেন—"ভণে! আমি দুষ্ট জীবক কর্ত্তৃক চর্ব্বি সেবন করিয়াছি; অতএব তোমরা জীবক বৈদ্যের অনুসন্ধান কর।" "দেব! তিনি ভদ্রবতিকা হস্তিনীতে আরোহন করিয়া নগরের বাহিরে গিয়াছেন।"

সেই সময়ে রাজা প্রদ্যোতের অমনুষ্য সংশ্রবে জাত কাক নামধেয় দাস একদিনে ষাট্ যোজন গমন করিতে পারিত। রাজা প্রদ্যোত কাককে আদেশ করিলেন—"ভণে কাক! জীবক বৈদ্যকে 'আচার্য্য! রাজা আপনাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন' এই বলিয়া ফিরাইয়া আন। কাক! বৈদ্যগণ বড় মায়াবী; তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিও না।" অনন্তর কাক জীবককে রাস্তার মধ্যে কৌশম্বীতে প্রাতরাস করিতে দেখিতে পাইল। তখন কাক জীবককে কহিল—"আচার্য্য! রাজা আপনাকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইতেছেন।" "কাক! আমি যাবৎ ভোজন করি তাবৎ অপেক্ষা কর। কাক, তুমিও ভোজন কর।" "আচার্য্য! প্রয়োজন নাই। রাজা আমায় বলিয়াছেনঃ কাক! বৈদ্য বড় মায়াবী হইয়া থাকে, এই জন্য তাহার নিকট হইতে কিছু প্রতিগ্রহণ করিও না।"

সেই সময় জীবক নখে ভৈষজ্য মাখিয়া আমলকী খাইতেছিলেন এবং পানীয় পান করিতেছিলেন। জীবক কাককে কহিলেন—"কাক! আমলকী খাও এবং পানীয় পান কর।" কাক 'এই বৈদ্য স্বয়ং আমলকী খাইতেছেন এবং পানীয় পান করিতেছেন, কাজেই কোন অনিষ্ট হইবে না' এই ভাবিয়া অর্দ্ধেক আমলকী খাইল এবং পানীয় পান করিল। সে অর্দ্ধেক আমলকী খাওয়ামাত্রই তথায় তাহার বিরেচন (দাস্ত) হইল। তখন সে জীবককে কহিল—"আচার্য্য! আমি বাঁচিব কি?" "কাক! ভীত হইও না, তুমিও আরোগ্য লাভ করিবে এবং রাজাও আরোগ্য লাভ করিবেন। সেই ক্রোধী রাজা আমাকে হত্যা করাইতেও পারেন, এই জন্য আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিব না।" এই বলিয়া ভদ্রবতিকা হস্তিনী কাককে অর্পণ করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া রাজগৃহে মগধরাজ শ্রেণিক

বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (বিম্বিসার কহিলেন ঃ—) "জীবক! তুমি না যাইয়া ভালই করিয়াছ, সেই ক্রোধী রাজা হয়ত তোমাকে হত্যা করাইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।"

রাজা প্রদ্যোত আরাগ্য লাভ করিয়া জীবকের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন—"জীবক! তোমার আগমন হউক! আমি বর প্রদান করিব।" "দেব! যাইবার প্রয়োজন নাই; কেবল আমার উপকার স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।" সেই সময় রাজা প্রদ্যোত শিবি দেশে প্রস্তুত[১] একযোড়া বস্ত্র পাইয়াছিলেন। যাহা বহু বস্ত্রের মধ্যে, বহুযোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহু শত যোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহু সহস্র যোড়া বস্ত্রের মধ্যে এবং বহু শতসহস্র যোড়া বস্ত্রের মধ্যে, অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, উত্তম এবং প্রবর ছিল। অতঃপর রাজা প্রদ্যোত সেই শিবিদেশীয় বস্ত্র যোড়া জীবকের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—"আমার এই শিবিদেশীয় বস্ত্রযোড়া রাজা প্রদ্যোৎ কর্তৃক প্রেরিত, যাহা বহু বস্ত্রের মধ্যে, বহু যোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহু শত যোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহু সহস্র যোড়া বস্ত্রের মধ্যে এবং বহু শতসহস্র যোড়া বস্ত্রের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, উত্তম এবং প্রবর। কেবল সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ অথবা মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার ব্যতীত এই বস্ত্রের অন্য কেহ উপযুক্ত নহেন।"

সেই সময়ে ভগবানের শরীর দোষগ্রস্থ[২] হইয়া পড়িয়াছিল। ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন—"আনন্দ! তথাগতের দেহ দোষগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে; এই জন্য তথাগত বিরেচক (জোলাপ) সেবন করিতে ইচ্ছা করেন।" আয়ুষ্মান আনন্দ জীবকের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া জীবককে কহিলেন—"বন্ধু জীবক! তথাগতের দেহ দোষগ্রস্থ হইয়াছে; এই জন্য তথাগত বিরেচক সেবন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।" "মহানুভব আনন্দ! তাহা হইলে ভগবানের দেহ কয়েকদিন স্নিগ্ধ[৩] করুন।

আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের দেহ কতিপয় দিবস স্নিগ্ধ করিয়া জীবকের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া জীবককে কহিলেন—"বন্ধু জীবক! ভগবানের দেহ স্নিগ্ধ করা হইয়াছে; এখন আপনার যাহা অভিপ্রেত হয়, তাহা করিতে

---

১. উত্তরকুরুর সিবথিক (শ্মশানের) অশুভবস্ত্র। সেখানের লোকেরা শবদেহ যেই বস্ত্রে বেষ্টন করিয়া পরিত্যাগ করে তাহা মাংসপেশী মনে করিয়া হস্তীশুণ্ড পক্ষী উঠাইয়া লইয়া হিমালয়-শিখরে বসিয়া বস্ত্র অপনয়ন করিয়া ভক্ষণ করে। বনচরগণ সেই বস্ত্র আনিয়া রাজাকে প্রদান করে, এরূপে তাহা রাজা প্রদ্যোত পাইয়াছিলেন। অথবা শিবিদেশে সুতাকাটায় নিপুণা নারীরা ত্রিবিধ অংশু (তন্তু) দ্বারা সুতা কাটিয়া থাকে, তদ্দ্বারা বোনা বস্ত্র।—সম-পাসা।

২. পিত্তাধিক্য।—বিম-বিনো। ৩. লঘুপাক খাদ্য প্রদান করুন।—সম-পাসা।

পারেন।" জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "ভগবানকে তীক্ষ্ণ বিরেচক দেওয়া আমার পক্ষে উচিৎ হইবে না, আমি তিনটি সদণ্ড উৎপল বিবিধ ভৈষজ্য সংযোগে ভাবন করিয়া (কোন দ্রবে ভিজাইয়া রাখিয়া) তথাগতের নিকট উপস্থিত করিব।" এই ভাবিয়া জীবক তিনটি সদণ্ড উৎপল বিবিধ ভৈষজ্য সংযোগে ভাবন করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া একটি সদণ্ড উৎপল ভগবানকে প্রদান করিয়া কহিলেন—"প্রভো ! এই প্রথম সদণ্ড উৎপলটির ঘ্রাণ গ্রহণ করুন ; ইহা দ্বারা ভগবানের দশবার বিরেচন (দাস্ত) হইবে।" দ্বিতীয় সদণ্ড উৎপলটি প্রদান করিয়া কহিলেন— "প্রভো ! এই দ্বিতীয় সদণ্ড উৎপলটির ঘ্রাণ গ্রহণ করুন ; ইহা দ্বারা ভগবানের দশবার বিরেচন হইবে।" তৃতীয় সদণ্ড উৎপলটি প্রদান করিয়া কহিলেন—"প্রভো ! এই তৃতীয় সদণ্ড উৎপলটির ঘ্রাণ গ্রহণ করুন ; ইহা দ্বারা দশবার বিরেচন হইবে। এইভাবে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইবে।"

জীবক ভগবানকে ত্রিশবারের বিরেচক (জোলাপ) প্রদান করিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। দ্বারের বাহিরে যাইবার পর তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "আমি ভগবানকে ত্রিশবারের বিরেচক দিয়াছি ; তথাগতের দেহ দোষগ্রস্থ হইয়াছে, কাজেই তথাগতের ত্রিশবার বিরেচন হইবে না, ভগবানের ঊনত্রিশবার মাত্র বিরেচন হইবে। যদি ভগবান ঊনত্রিশ-বার বিরেচনের পর স্নান করেন তাহা হইলে ভগবানের একবার বিরেচন হইবে ; এইভাবে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইবে।" ভগবান স্বচিত্তে জীবকের চিত্তপরি-বিতর্ক জানিতে পারিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন—"আনন্দ ! দ্বারের বাহিরে যাইবার পর জীবকের মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছে ঃ 'আমি ভগবানকে ত্রিশবারের বিরেচক দিয়াছি ; কিন্তু তথাগতের দেহ দোষগ্রস্থ হওয়ায় তাঁহার ত্রিশবার বিরেচন হইবে না, ঊনত্রিশবার বিরেচন হইবে ; ভগবান যদি ঊনত্রিশবার বিরেচনের পর স্নান করেন, তাহা হইলে স্নানের পর ভগবানের একবার বিরেচন হইবে ; এইরূপে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইবে।' আনন্দ ! তাহা হইলে উষ্ণোদক প্রস্তুত রাখ।" "তথাস্তু, প্রভো !" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া উষ্ণোদক প্রস্তুত রাখিলেন।

অতঃপর জীবক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট জীবক ভগবানকে কহিলেন—"প্রভু ভগবানের বিরেচন হইয়াছে কি ?" "জীবক ! বিরেচন হইয়াছে।" "প্রভো ! দ্বারের বাহির হইবার পর আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল ঃ 'আমি ভগবানকে ত্রিশবারের বিরেচক দিয়াছি ; কিন্তু তাঁহার দেহ দোষগ্রস্থ থাকায়

ত্রিশবার বিরেচন হইবে না, উনত্রিশবার বিরেচন হইবে। ভগবান যদি উনত্রিশবার বিরেচনের পর স্নান করেন, তাহা হইলে স্নানের পর ভগবানের একবার বিরেচন হইবে; এইরূপে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইবে।' অতএব, ভগবান স্নান করুন; সুগত স্নান করুন।" ভগবান উষ্ণোদকে স্নান করিলেন। স্নানের পর ভগবানের একবার বিরেচন হইল। এইভাবে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইল।

জীবক ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! যাবৎ ভগবানের দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হয় তাবৎ যূষাহারের প্রয়োজন।" ভগবানের দেহ অচিরেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। জীবক সেই শিবিদেশীয় বস্ত্রযোড়া লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া জীবক ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! আমি ভগবানের নিকট একটি বর যাচ্ঞা করিতে চাহি।" "জীবক! তথাগত বরদানের অতীত হইয়াছেন।" "প্রভো! যাহা বিধিসম্মত এবং অনবদ্য আমি তাহাই যাচ্ঞা করিতে চাহি।" "জীবক! তাহা হইলে বলিতে পার।" "প্রভো! ভগবান পাংশুকূল বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, ভিক্ষুসঙ্ঘও তাহাই করিয়া থাকেন। প্রভো! আমার এই শিবিদেশীয় বস্ত্রযোড়া রাজাপ্রদ্যোত প্রেরণ করিয়াছেন, যাহা বহু যোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহুশত যোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহুসহস্র যোড়া বস্ত্রের মধ্যে এবং বহুশতসহস্র যোড়া বস্ত্রের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, উত্তম এবং প্রবর। প্রভু ভগবান আমার এই শিবিদেশীয় বস্ত্রযোড়া প্রতিগ্রহণ করুন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘকেও গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।" ভগবান বস্ত্রযোড়া[১] প্রতিগ্রহণ করিলেন।

ভগবান জীবককে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। জীবক ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—

(২) নূতন বস্ত্রে প্রস্তুত চীবরের বিধান

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহার কর। যাহার ইচ্ছা হয় পাংশুকূল চীবর ব্যবহার করিতে পার কিংবা যাহার ইচ্ছা হয় গৃহপতি

---

১. ভগবানের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হইতে এই বস্ত্র গ্রহণ পর্য্যন্ত বিংশতি বৎসর ভগবান কিংবা কোন ভিক্ষুই গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করেন নাই। সকলেই পাংশুকূল (আবর্জ্জনা স্তূপ হইতে কুড়ানো বস্ত্র সেলাই করিয়া প্রস্তুত) চীবর ব্যবহার করিয়াছিলেন।—সম-পাসা।

প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করিতে পার। ভিক্ষুগণ! আমি উভয়বিধ চীবর ব্যবহারে সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি।"

(৩) প্রাবার ব্যবহারে আদেশ

১—রাজগৃহের জনসাধারণ শুনিতে পাইল: ভগবান নাকি ভিক্ষুদিগকে গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তখন তাহারা 'এখন আমরা দান দিবার এবং পুণ্যকার্য্য করিবার অবসর পাইলাম, কেননা ভগবান ভিক্ষুগণকে গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অনুজ্ঞা দিয়াছেন' এই ভাবিয়া হৃষ্ট এবং প্রফুল্ল হইল। একদিবসেই রাজগৃহে বহুসহস্র চীবর পাওয়া গেল। জনপদের লোকগণ শুনিতে পাইল: ভগবান নাকি ভিক্ষুগণকে গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তখন সেই জনসাধারণও 'এখন আমরা দান দিতে পারিব এবং পুণ্যকার্য্য করিতে পারিব, কেননা ভগবান ভিক্ষুগণকে গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়াছেন' এই ভাবিয়া হৃষ্ট এবং প্রফুল্ল হইল। জনপদেও এক দিবসেই বহু সহস্র চীবর পাওয়া গেল।

২—সেই সময়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ 'প্রাবার' (আবরণবস্ত্র) প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: প্রাবার ব্যবহার কর।"

'কৌষেয় প্রাবার' প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: কৌষেয় প্রাবার ব্যবহার কর।"

'কোজব' (দীর্ঘ রোমশ কম্বল) প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: 'কোজব' ব্যবহার কর।"

॥ প্রথম ভণিতা সমাপ্ত ॥

(৪) কম্বল ব্যবহারের আদেশ

সেই সময়ে কাশীরাজা[১] পঞ্চশত মুদ্রা মূল্যের ক্ষৌমমিশ্রিত কম্বল জীবকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। জীবক সেই পঞ্চশত মুদ্রা মূল্যের ক্ষৌম মিশ্রিত কম্বল লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া

---

১. কোশলরাজ প্রসেনজিতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।—সম-পাসা।

একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া জীবক ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! আমার এই পঞ্চশত মুদ্রা মূল্যের ক্ষৌমমিশ্রিত কম্বল কাশীরাজা প্রেরণ করিয়াছেন। প্রভু ভগবান আমার কম্বল প্রতিগ্রহণ করুন, যেন আমার দীর্ঘকালের হিত সুখ সাধিত হয়।"

ভগবান কম্বল প্রতিগ্রহণ করিলেন। ভগবান জীবককে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। জীবক ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন:—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: কম্বল ব্যবহার কর।"

(৫) ষড়্‌বিধ চীবরের বিধান

সেই সময়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ বিবিধ মূল্যবান চীবর প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: 'ভগবান কোন্ চীবর ব্যবহারের অনুজ্ঞা করিয়াছেন এবং কোন্ চীবর ব্যবহারেরই বা অনুজ্ঞা করেন নাই?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন:—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: ছড়্‌বিধ চীবর, যথা—ক্ষৌম, কার্পাস, কৌষেয়, কম্বল, শন এবং ভঙ্গ (পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ সংমিশ্রণে প্রস্তুত চীবর) ব্যবহার কর।"

(৬) নূতন চীবরের সঙ্গে পাংশুকূল

১—সেই সময়ে যেই ভিক্ষুগণ গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা 'ভগবান একপ্রকার চীবর ব্যবহারের অনুজ্ঞা করিয়াছেন দুই প্রকারের নহে' এইরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া পাংশুকূল চীবর ব্যবহারে বিরত ছিলেন। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: যাহারা গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করে, তাহারা পাংশুকূল চীবরও ব্যবহার করিতে পারিবে। আমি উভয়বিধ চীবর ব্যবহারেই সন্তোষ (ত্যাগশীলতা) প্রকাশ করিতেছি।"

২—(ক) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশল জনপদ দিয়া দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাংশুকূল বস্ত্র সংগ্রহের জন্য শ্মশানে প্রবেশ করিলেন, কেহ কেহ প্রবেশ করিলেন না। যেই ভিক্ষুগণ পাংশুকূল বস্ত্রের

জন্য শ্মশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা পাংশুকূল বস্ত্র পাইলেন। যাঁহারা প্রবেশ করেন নাই, তাঁহারা (পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুদিগকে) কহিলেন, "বন্ধুগণ! আমাদিগকে অংশ প্রদান করুন।" তাঁহারা (পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুগণ) কহিলেন, 'বন্ধুগণ! আমরা আপনাদিগকে অংশ দিতে পারি না, আপনারা গমন করেন নাই কেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যাহারা গমন করে নাই, তাহাদিগকে ইচ্ছা না হইলে অংশ দিবে না।"

(খ) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশলজনপদ দিয়া দীর্ঘপথভ্রমণে রত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ভিক্ষু পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য শ্মশানে প্রবেশ করিলেন, কোন কোন ভিক্ষু (বাহিরে) প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যেই ভিক্ষুগণ পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য শ্মশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পাংশুকূল বস্ত্র লাভ করিলেন। যাঁহারা প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, "বন্ধুগণ! আমাদিগকেও অংশ প্রদান করুন।" তাঁহারা (পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুগণ) কহিলেন, "বন্ধুগণ! আমরা আপনাদিগকে অংশ দিব না; আপনারা গমন করেন নাই কেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ প্রতীক্ষাকারীদিগকে ইচ্ছা না হইলেও অংশ প্রদান করিবে।"

(গ) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশলজনপদ দিয়া দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন ভিক্ষু পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য প্রথমে শ্মশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কোন কোন ভিক্ষু পরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যেই ভিক্ষুগণ পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য প্রথমে শ্মশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পাংশুকূল বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। যেই ভিক্ষুগণ পরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা পাইলেন না। তাঁহারা (পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুগণকে) কহিলেন, "বন্ধুগণ! আমাদিগকেও অংশ প্রদান করুন।" তাঁহারা কহিলেন, "বন্ধুগণ! আমরা আপনাদিগকে অংশ দিব না, আপনারা পরে গমন করিলেন কেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যাহারা পরে গিয়াছে, ইচ্ছা না হইলে তাহাদিগকে অংশ দিবে না।"

(ঘ) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশলজনপদ দিয়া দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। তাঁহারা সকলে এক সঙ্গে পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য শ্মশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন ভিক্ষু পাংশুকূল বস্ত্র পাইলেন, ঃকোন কোন ভিক্ষু পাইলেন না। যেই ভিক্ষুগণ পাইলেন না, তাঁহারা কহিলেন, "বন্ধুগণ! আমাদিগকেও অংশ প্রদান করুন।" তাঁহারা (পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষুগণ) কহিলেন, "আমরা আপনাদিগকে অংশ দিব না, আপনারা পান নাই কেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান

কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ একসঙ্গে গমন করিলে ইচ্ছা না হইলেও অংশ প্রদান করিবে।"

(৬) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশলজনপদ দিয়া দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া পাংশুকূল বস্ত্রের জন্য শ্মশানে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন ভিক্ষু পাংশুকূল বস্ত্র পাইলেন, কোন কোন ভিক্ষু পাইলেন না। যেই ভিক্ষুগণ পাইলেন না, তাঁহারা কহিলেন, "বন্ধুগণ! আমাদিগকেও অংশ প্রদান করুন।" তাঁহারা (যাঁহারা পাইয়াছেন) কহিলেন, "বন্ধুগণ! আমরা আপনাদিগকে অংশ দিব না, আপনারা পান নাই কেন? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পরামর্শ করিয়া গমন করিলে ইচ্ছা না হইলেও অংশ প্রদান করিবে।"

সঙ্ঘের কর্ম্মকারক

(১) চীবর প্রতিগ্রাহক নির্ব্বাচন

সেই সময়ে জনসাধারণ চীবর লইয়া আরামে (বিহারে) আসিত। কিন্তু তাহারা প্রতিগ্রাহক (গ্রহণকারী) না পাইয়া চীবর ফিরাইয়া লইয়া যাইত। এইজন্য চীবর অল্প পাওয়া যাইতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবর-প্রতিগ্রাহক নির্ব্বাচিত করিবে। (১) যে ছন্দগামী নহে, (২) যে দ্বেষগামী নহে, (৩) যে মোহগামী নহে, (৪) যে ভয়গামী নহে এবং (৫) যে গৃহীত-অগৃহীত জানিতে পারে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্ব্বাচন করিবে। প্রথমে (পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন) ভিক্ষুর মত লইতে হইবে। মত লইয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে।

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘ অমুক ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক নির্ব্বাচিত করিতে পারেন।— ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক নির্ব্বাচিত করিতেছেন। অমুক ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক নির্ব্বাচিত করা যেই আয়ুষ্মান উচিৎ মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন, যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় ব্যক্ত করিবেন।

ধারণা—অমুক ভিক্ষু সঙ্ঘকর্ত্তৃক চীবরপ্রতিগ্রাহক নির্ব্বাচিত হইলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(২) চীবর-রক্ষক নির্ব্বাচন

সেই সময়ে চীবর-প্রতিগ্রাহক ভিক্ষু চীবর প্রতিগ্রহণ করিয়া সেইস্থানেই পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেন। এই জন্য চীবর নষ্ট হইয়া যাইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্ব্বাচিত কর। (১) যে ছন্দগামী নহে, (২) যে দ্বেষগামী নহে, (৩) যে মোহগামী নহে, (৪) যে ভয়গামী নহে এবং (৫) যে রক্ষিত-অরক্ষিত জানিতে সমর্থ।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্ব্বাচিত করিবে। প্রথমে ভিক্ষুর মত গ্রহণ করিতে হইবে। মত গ্রহণ করিয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে।

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘ অমুক ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্ব্বাচিত করিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্ব্বাচিত করিতেছেন। অমুক ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্ব্বাচিত করা যেই আয়ুষ্মান উচিৎ মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন, যিনি উচিৎ মনে করেন না, তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সঙ্ঘ অমুক ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্ব্বাচিত করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৩) ভাণ্ডারগৃহ নির্ণয়

সেই সময়ে চীবর-রক্ষক ভিক্ষু মণ্ডপে, বৃক্ষ-মূলে, ছাঁচে অথবা খোলা স্থানে চীবর রাখিয়া দিতেন। সেখানে চীবর ইন্দুরে এবং উইয়ে কাটিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ ভাণ্ডারগৃহ নির্ণয় কর। বিহার, আঢ্যযোগ, প্রাসাদ, হর্ম্ম্য অথবা গুহা এই সবের মধ্যে সঙ্ঘ যেইটি ইচ্ছা করে তাহা ভাণ্ডারগৃহরূপে নির্ণয় করুক।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্ণীত করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে।

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘ অমুক বিহার ভাণ্ডারগৃহের জন্য নির্ণয় করিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক বিহার ভাণ্ডারগৃহের জন্য নির্ণীত করিতেছেন। অমুক বিহার ভাণ্ডারগৃহ নির্ণয় করা যেই আয়ুষ্মান উচিৎ মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন, যিনি উচিৎ মনে না করেন, তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—অমুক বিহার ভাণ্ডারগৃহের জন্য নির্ণীত হইল। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৪) ভাণ্ডারী নির্ব্বাচন

১—সেই সময়ে সঙ্ঘের ভাণ্ডারগৃহে চীবর অরক্ষিত অবস্থায় থাকিত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষুকে ভাণ্ডারী নির্ব্বাচিত করিবে। (১) যে ছন্দগামী নহে, (২) যে দ্বেষগামী নহে, (৩) যে মোহগামী নহে, (৪) যে ভয়গামী নহে এবং (৫) যে রক্ষিত-অরক্ষিত জানিতে সমর্থ।

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্ব্বাচন করিবে! [অবশিষ্টাংশ পূর্ব্ববৎ।]

২—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ভাণ্ডারীকে স্থানচ্যুত করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! ভাণ্ডারীকে স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৫) সঞ্চিত চীবর ভাগ করা

সেই সময়ে সঙ্ঘের ভাণ্ডাগারে চীবর স্তূপীকৃত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সঙ্ঘের সম্মুখে ভাগ করিবে।"

(৬) চীবর-ভাজক নির্ব্বাচন

সেই সময়ে সমগ্র ভিক্ষুসঙ্ঘ একত্রিত হইয়া চীবর ভাগ করায় কোলাহল হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবরভাজক

নির্ব্বাচিত কর। (১) যে ছন্দগামী নহে, (২) যে দ্বেষগামী নহে, (৩) যে ভয়গামী নহে, (৪) যে মোহগামী নহে এবং (৫) যে ভাজিত-অভাজিত জানিতে সমর্থ।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্ব্বাচিত করিবে। [অবশিষ্টাংশ পূর্ব্ববৎ।]

(৭) চীবর ভাগ করিবার নিয়ম

চীবর-ভাজক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "কিরূপে চীবর ভাগ করিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: প্রথমে চীবর বাছিয়া[১], মূল্য নিরূপণ করিয়া[২], সমমূল্য করিয়া[৩], ভিক্ষু গণনা করিয়া[৪] এবং পুঁটলি বাঁধিয়া[৫] চীবরের ভাগ বসাইবে।"

(৮) শ্রামণেরকে অংশ প্রদান

১—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "শ্রামণেরকে চীবরের অংশ কিরূপ দিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: শ্রামণেরকে[৬] অর্দ্ধেকাংশ প্রদান করিবে।"

২—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু স্বীয় অংশ লইয়া উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল[৭]। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—)

---

১. ইহা স্থুল, ইহা সুক্ষ্ম, ইহা ঘন, ইহা পাতলা, ইহা ব্যবহৃত, ইহা অব্যবহৃত ইহার দৈর্ঘ্য এত, প্রস্থ এত এইরূপে পৃথক্ করা;

২. ইহার মূল্য এত এবং উহার মূল্য অত এরূপে মূল্য নির্দ্ধারণ করা;

৩. যদি সমস্ত চীবরই সমমূল্যের হয় তবে ভাল, যদি সমমূল্যের না হয়, তাহা হইলে অন্য চীবর পূরণ করিয়া দিয়া সমমূল্যের করিয়া পুঁটলি বাঁধিতে হইবে;

৪. এক একজনকে দিতে গেলে দিবসে কুলাইবে না, এইজন্য দশ দশজন ভিক্ষু গণিয়া;

৫. দশ দশ অংশ এক পুঁটলি বাঁধিয়া অংশ স্থাপন করিতে হইবে;

৬. যেই শ্রামণের ভিক্ষুসঙ্ঘের কোন কার্য্য করে না কেবল শিক্ষাকার্য্যে এবং আচার্য্য উপাধ্যায়ের সেবায় রত থাকে, তাহাকে অর্দ্ধেকাংশ প্রদান করিতে হয়। যে সকালে এবং বিকালে ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করে তাহাকে সমান অংশ দিতে হয়।—সম-পাসা।

৭. যে নদী বা বনপথ অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে অথবা শকট পাইয়া স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা করে।—সম-পাসা

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ স্থানান্তরে গমনকারীকে তাহার অংশ[1] প্রদান করিবে।

৩—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু অতিরিক্ত অংশ লইয়া স্থানান্তরে গমনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ প্রত্যর্পণ[2] করিলে অতিরিক্ত অংশ প্রদান করিবে।"

(৯) চীবরের উপর কুশ নিক্ষেপ

চীবর-ভাজক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "চীবরের অংশ কি ভাবে দিতে হইবে? হাতে যেইখানা উঠে সেইখানা দিতে হইবে, না পুরাতনক্রমে দিতে হইবে?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ অংশহীনকে তুষ্ট করিয়া (বিকলকে তোসেত্বা)[3] কুশ নিক্ষেপ করিবে।"

---

১. ভাণ্ডারগৃহ হইতে চীবর বাহির করিয়া, রাশি করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিবার পর ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হইলে, যে শকট পাইয়া যাইতে ইচ্ছুক হয় সে 'শকট লাভে বঞ্চিত না হউক' এইজন্য উক্ত আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। চীবর বাহির করা না হইলে, ঘণ্টাধ্বনি করা না হইলে এবং ভিক্ষুসঙ্ঘও সমবেত না হইলে অংশ দেওয়া উচিৎ নহে। চীবর বাহির করা হইলে এবং ঘণ্টাধ্বনিতে ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হইলে চীবর ভাজকের 'এই ভিক্ষুর অংশ এত হইতে পারে' এই অনুমান করিয়া চীবর দেওয়া উচিৎ। অনুমান করিয়া সমান অংশ দেওয়া সম্ভব নহে। এই জন্য অধিক হউক বা অল্প হউক অনুমানে যাহা প্রদত্ত হয় তাহা ন্যায়সঙ্গত। কম হইলে পুনঃ দিতে হয় না, কিংবা বেশী হইলে ফেরৎ লইতে হয় না।—সম-পাসা।

২. যদি ভিক্ষুও দশজন হয় কাপড়ও দশখানা হয় এবং তন্মধ্যে একটি কাপড়ের মূল্য অধিক হয় তাহা হইলে যেই ভিক্ষু সেই অধিক মূল্যের কাপড় পাইবে তাহাকে অতিরিক্ত মূল্যের কোন উপযুক্ত সামগ্রী যাহারা কমদামের কাপড় পাইয়াছে, তাহাদিগকে দিতে হইবে।

৩. বিকলক দ্বিবিধ, যথা, চীবর 'বিকলক' এবং ব্যক্তি 'বিকলক' (বিকলক অর্থ অপূর্ণ)। প্রত্যেকে পাঁচখানা করিয়া কাপড় পাইবার পর কাপড় আরও জমা থাকে কিন্তু প্রত্যেককে আবার একখানা করিয়া দিলে যদি সঙ্কুলান না হয় তাহা হইলে ছিঁড়িয়া দিতে হইবে। ছিঁড়িবার সময় ব্যবহারে লাগে মত ছিঁড়িতে হইবে। অব্যবহার্য্যভাবে ছেঁড়া উচিৎ নহে। চীবর অল্প হওয়ায় ইহাকে 'চীবর বিকলক' বলে। ছিঁড়িয়া দিলে গৃহীতাকে তুষ্ট করা হয়। অতঃপর কুশ নিক্ষেপ করিবে। চীবরে না কুলাইলে সমমূল্যের অন্য দ্রব্য দিয়াও তুষ্ট করা চলে। দশ দশজন ভিক্ষুকে এক একদলে বিভক্ত করিলে যদি দলে কম হয়, আট বা নয় দল হয় তাহা হইলে আট বা নয় ভাগ দিয়া বলিতে হয়ঃ ইহা আপনারা গ্রহণ করুন। ইহাকে 'ব্যক্তি বিকলক' বলে।—সম-পাসা।

চীবর রঞ্জনাদি করা

(১) চীবর রঞ্জিত করিবার রঙ্

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ গোময় এবং পাণ্ডুবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা চীবর রঞ্জিত করিতেন। তাহাতে চীবর দুর্বর্ণ হইয়া যাইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ষড়্‌বিধ রঙ্, যথা—(১) বৃক্ষের শিকড়ের রঙ্, (২) বৃক্ষের গুঁড়ির রঙ্, (৩) বৃক্ষ-ত্বকের রঙ্, (৪) বৃক্ষ-পত্রের রঙ্, (৫) পুষ্পের রঙ্ এবং (৬) ফলের রঙ্।"

(২) রঙ্ পাক করা

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ শীতলজল মিশ্রিত রঙ্ দ্বারা চীবর রঞ্জিত করায় তাঁহাদের চীবর দুর্গন্ধ হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ রঙ্ পাক কর এবং স্থালী (আধার) ব্যবহার কর।"

২—রঙ্ আধার প্লাবিত করিয়া গড়াইয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ 'উত্তরালুম্প'[১] বন্ধন (স্থাপন) কর।"

৩—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ জানিতে পারিলেন না ঃ রঙ্ পাক হইল কি হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ জলে অথবা নখ-পৃষ্ঠে রঙের ফোঁটা নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ।"

(৩) রঙ্ রাখিবার পাত্র

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ রঙ্ নামাইবার সময় কুন্তি আবর্তিত হওয়ায় (উল্টিয়া পড়ায়)। কুন্তি ভগ্ন হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ 'রজনুলুঙ্ক'[২] এবং সদণ্ড থালা ব্যবহার কর।"

২—সেই সময়ে ভিক্ষুগণের রঙ্ রাখিবার পাত্র ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই

---

১. পাকস্থালীর মধ্যস্থলে স্থাপন করিবার বংশাদিদ্বারা নির্মিত চুপড়ি বিশেষ।

২. সদণ্ড নারিকেলের খোলা।

বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ রঙের চাটি এবং রঙের ঘট ব্যবহার কর।"

৩—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ হাঁড়িতে এবং পাত্রে চীবর মর্দ্দন করায় চীবর ছিঁড়িতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ রঙের দ্রোণি[১] ব্যবহার কর।"

(৪) চীবর শুখাইবার সামগ্রী

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ভূমিতে চীবর প্রসারিত করায় চীবর ধূলিলিপ্ত হইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ তৃণের উপর প্রসারিত কর।"

২—তৃণে চীবর প্রসারিত করায় চীবর উইয়ে খাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ চীবর বাঁশে অথবা রজ্জুতে প্রসারিত কর।"

(৫) রঞ্জিত করিবার নিয়ম

১—চীবরের মধ্যস্থানে রঙ্ লাগিত না; রঙ্ উভয়পার্শ্ব দিয়া পড়িয়া যাইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ চীবরের কোণা বন্ধন কর।"

২—কোণা জীর্ণ হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ কোণা বাঁধিবার সূত্র ব্যবহার কর।"

৩—রঙ্ পার্শ্ব দিয়া ক্ষরিত হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ বারম্বার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া রঞ্জিত করিবে এবং যাবৎ ক্ষরণ বন্ধ না হয় তাবৎ স্থান-ত্যাগ করিবে না।"

৪—সেই সময়ে (বারম্বার রঙ্ দেওয়ায়) চীবর শক্ত হইয়া যাইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ চীবর জলে ডুবাইয়া রাখিবে।"

---

১. প্রস্তর বা অন্য কোন দ্রব্য নির্ম্মিত চীবর রঞ্জিত করিবার বিশাল পাত্র। তাহার নমুনা অদ্যাপি সাঞ্চিতে বিদ্যমান আছে।

৫—সেই সময়ে চীবর কর্কশ হইতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ হস্ত দ্বারা চীবর থাবড়াইবে।"

চীবর ছেদন, সংখ্যা এবং জীর্ণ সংস্কার

(১) ছিঁড়িয়া সেলাই করা চীবরের বিধান

সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ছেদন না করিয়া দন্তবর্ণ[১] চীবর ব্যবহার করিতেছিল। তাহা দেখিয়া জনসাধারণ 'যেন কামভোগী গৃহী!' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! ছেদন না করিয়া চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

[স্থান ঃ—দক্ষিণাগিরি]

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া দক্ষিণাগিরি অভিমুখে পর্য্যটনে বাহির হইলেন। ভগবান মগধ-ক্ষেত্র 'অচ্চিবদ্ধ'[২] 'পালিবদ্ধ'[৩] 'মরিয়াদবদ্ধ'[৪] এবং 'সিজ্ঝাটক বদ্ধ'[৫] দেখিতে পাইলেন; দেখিতে পাইয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে আনন্দ! তুমি কি দেখিতেছ মগধ-ক্ষেত্র 'অচ্চিবদ্ধ', 'পালিবদ্ধ', 'মরিয়াদবদ্ধ' এবং 'সিজ্ঝাটকবদ্ধ'?" "হাঁ, প্রভো! দেখিতেছি।" "আনন্দ! তুমি কি ভিক্ষুগণের জন্য এরূপ চীবর প্রস্তুত করিতে পারিবে?" "হাঁ, ভগবন্! পারিব।"

[স্থান ঃ—রাজগৃহ]

ভগবান দক্ষিণাগিরিতে যথারুচি অবস্থান করিয়া পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বহুসংখ্যক ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভু ভগবন্! আমার তৈয়ারি চীবর অবলোকন করুন।"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আনন্দ পণ্ডিত এবং প্রাজ্ঞ। কেননা সে আমার সংক্ষিপ্ত

---

১. একবার কিংবা দুইবার রঞ্জিত করা চীবর। ২. জমির চতুঃপার্শ্বে ডাঙ্গা বাঁধা; ৩ দীর্ঘ ও প্রস্থ আইল দেওয়া; ৪. মধ্যে মধ্যে হ্রস্ব আইল দেওয়া; ৫. চারি কোণ মিলাইয়া বাঁধা।

৪৮

বাক্যের অর্থ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। 'কুসি'[১] করিয়াছে, 'অড্‌ঢকুসি'[২] করিয়াছে, 'মণ্ডল'[৩] করিয়াছে, 'অড্‌ঢমণ্ডল'[৪] করিয়াছে, 'বিবট্ট'[৫] করিয়াছে, 'অনুবিবট্ট'[৬] করিয়াছে, 'গীবেয়্য'[৭] করিয়াছে, 'জঙ্ঘেয়্য'[৮] করিয়াছে, 'বাহন্ত'[৯] করিয়াছে, ছেদন করিয়া সেলাই করিয়াছে, শস্ত্রদ্বারা অপকৃষ্ট করিয়াছে, শ্রমণোপযোগী করিয়াছে এবং চোরের ব্যবহারের অযোগ্য করিয়াছে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ সঙ্ঘাটি, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তর্বাস ছেদন করিয়া ব্যবহার করিবে।"

[স্থানঃ—বৈশালী]

(২) চীবরের সংখ্যা

ভগবান রাজগৃহে যথারুচি অবস্থান করিয়া বৈশালী অভিমুখে পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। ভগবান রাজগৃহ এবং বৈশালীর মধ্যবর্ত্তী রাস্তায় দীর্ঘপথযাত্রী অনেক ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলেনঃ কেহ মাথায় করিয়া চীবরের পুঁটলি বহন করিয়া, কেহ স্কন্ধে করিয়া চীবরের পুঁটলি বহন করিয়া এবং কেহ বা কটিতে চীবরের পুঁটলি লইয়া আসিতেছে। দেখিয়া ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "এই মূর্খগণ অতিশীঘ্র চীবরবাহুল্যে (চীবর সঞ্চয়ে) আবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব আমি চীবরের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব, মর্য্যাদা (সীমা) স্থাপন করিয়া দিব।" ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া বৈশালী গমন করিলেন। ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,--গৌতমক চৈত্যে। সেই সময় ভগবান হেমন্তঋতুর শীত রাত্রিতে 'অন্তরঅষ্টকায়' হিমপাত সময়ে রাত্রিতে উন্মুক্তস্থানে একটিমাত্র চীবর লইয়া উপবেশন করিলেন। ভগবানের শৈত্যবোধ হইল না। প্রথম যাম অতিবাহিত হইবার পর ভগবানের শৈত্যবোধ হইল। ভগবান অন্য একখানা চীবরে দেহ আবৃত করিলেন, তখন ভগবানের শৈত্যবোধ হইল না। দ্বিতীয়যাম অতিবাহিত হইবার পর ভগবানের শৈত্যবোধ হইল, তখন ভগবান আর একখানা চীবরে দেহ আবৃত করিলেন, তখন ভগবানের শৈত্যবোধ হইল না। অন্তিমযাম

---

(১) চীবরের দীর্ঘপ্রস্থ প্রান্তে সংযুক্ত পাড় (২) মধ্যে মধ্যে যেই ছোট ছোট বস্ত্রখণ্ড লাগান হয়, অর্দ্ধকুশী। (৩) পঞ্চখণ্ডযুক্ত চীবরের এক এক খণ্ডে যে চৌকোণ করিয়া 'ঘর' করা হয়। ইহাকে মহামণ্ডলও বলা হয়। (৪) অর্দ্ধমণ্ডল, ক্ষুদ্র মণ্ডল (৫) উক্তমণ্ডলও অমণ্ডল এক সঙ্গে সেলাই কৃত মধ্যমণ্ডল, বিবর্ত্ত। (৬) মধ্যমণ্ডলের দুই পার্শ্বস্থিত খণ্ডদ্বয়। (৭) গ্রীবা বেড়াইয়া চীবরের যেই পাড় পড়ে সেই পাড়ের উপরে যে ক্ষুদ্র দীর্ঘবস্ত্রখণ্ড দৃঢ় করিবার জন্য লাগান হয়; গ্রীবেয়। (৮) জঙ্ঘা বেড়াইয়া যেই পাড় পড়ে, তদুপরি যে ক্ষুদ্র দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড লাগান হয়। (৯) মধ্য তিন খণ্ডের উভয়পার্শ্বে দুই খণ্ড বস্ত্র সংযোগ করিয়া যে চীবর সেলাই করা হয়. সেই সম্পূর্ণ চীবরের নাম।

অতিবাহিত- হইতেছে, রাত্রি অবসানে অরুণালোক নিঃসৃত হইতেছে এমন সময় ভগবানের শৈত্যবোধ হইল, তখন ভগবান আর একখানা চীবরে দেহ আবৃত করিলেন। তাহাতে ভগবানের আর শৈত্যবোধ হইল না। অনন্তর ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "যেই সব শীত ভীরু কুলপুত্র এই ধর্ম্মবিনয়ে প্রব্রজিত হইয়াছে, তাহারাও ত্রিচীবরে সময় অতিবাহিত করিতে পারিবে। অতএব আমি ভিক্ষুগণের চীবরের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব, মর্য্যাদা স্থাপন করিব এবং ত্রিচীবরের অনুজ্ঞা দিব।"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উথাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি রাজগৃহ এবং বৈশালীর মধ্যবর্ত্তী রাস্তা দিয়া দীর্ঘ পথযাত্রী হইয়া দেখিতে পাইলামঃ অনেক ভিক্ষু চীবরের পুঁটলি মাথায় করিয়া, স্কন্ধে করিয়া, কটিতে করিয়া আসিতেছে। দেখিয়া আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "অতিশীঘ্র এই মূর্খগণ চীবর সঞ্চয়ে রত হইয়া পড়িয়াছে! অতএব আমি ভিক্ষুগণের চীবরের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব, মর্য্যাদা স্থাপন করিব।" হে ভিক্ষুগণ! আমি হেমন্ত ঋতুর শীত রাত্রিতে 'অন্তঅষ্টকায়' হিমপাতের সময় রাত্রিতে উন্মুক্তস্থানে একমাত্র চীবর পরিয়া উপবেশন করিলাম; আমার শৈত্যবোধ হইল না। প্রথম যাম অতিবাহিত হইবার পর আমার শৈত্যবোধ হইল; তখন আমি দ্বিতীয় চীবর পরিধান করিলাম, তখন আমার শৈত্যবোধ হইল না। মধ্যমযাম অতিবাহিত হইবার পর আমার শৈত্যবোধ হইল, আমি তৃতীয় চীবর পরিধান করিলাম, তখন আমার শৈত্যবোধ হইল না। অন্তিমযাম অতিবাহিত হইবার সময়, রাত্রি অবসানে অরুণোদয়ের প্রাক্কালে আমার শৈত্যবোধ হইল, তখন আমি চতুর্থ চীবর পরিধান করিলাম, তখন আমার শৈত্যবোধ হইল না। ভিক্ষুগণ! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ যেই সব শীতভীরু কুলপুত্র এই ধর্ম্মবিনয়ে প্রব্রজিত হইয়াছে তাহারাও ত্রিচীবরে কাল অতিবাহিত করিতে পারে; অতএব আমি চীবরের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব, মর্য্যাদা স্থাপন করিব, ত্রিচীবরের অনুজ্ঞা প্রদান করিব।'

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ ত্রিচীবর, যথা—দোহারা (দ্বিগুণ) সঙ্ঘাটি, একগুণ উত্তরাসঙ্গ এবং একগুণ অন্তর্বাস ব্যবহার কর।"

(৩) অতিরিক্ত চীবর সম্বন্ধে নিয়ম

১—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু 'ভগবান ত্রিচীবর ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়াছেন' এই ভাবিয়া অন্য একসেট ত্রিচীবরে গ্রামে গমন করিতেন, অন্য একসেট ত্রিচীবরে আরামে (বিহারে) অবস্থান করিতেন এবং অন্য একসেট ত্রিচীবরে স্নান করিতেন। অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেনঃ 'কেন

ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু অতিরিক্ত ত্রিচীবর ব্যবহার করিতেছেন ?' সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ ! (ত্রিচীবরের) অতিরিক্ত চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে না ; যে ব্যবহার করিবে তাহার ধর্ম্মানুসারে[১] প্রতিকার করিতে হইবে।"

২—সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট অতিরিক্ত চীবর ছিল। আয়ুষ্মান আনন্দ সেই চীবর আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তখন আয়ুষ্মান শারীপুত্র সাকেতে অবস্থান করিতেছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'ভগবান বিধান দিয়াছেন ঃ অতিরিক্ত চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে না। আমি এই অতিরিক্ত চীবরখানা পাইয়াছি, এই চীবর আমি আয়ুষ্মান শারীপুত্রকে দিবার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু আয়ুষ্মান শারীপুত্র সাকেতে অবস্থান করিতেছেন, অতএব এখন আমায় কি করিতে হইবে ?' আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "আনন্দ ! কয়দিন পরে শারীপুত্র আগমন করিবে ?" "ভগবন্ ! নয় কিংবা দশদিন পরে আসিবেন।" তখন ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ দশদিন পর্য্যন্ত অতিরিক্ত চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে।"

৩—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ অতিরিক্ত চীবর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'অতিরিক্ত চীবর আমাদিগকে কি করিতে হইবে ?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ অতিরিক্ত চীবর বেনামা (বিকপ্পং)[২] করিবে।"

[স্থান ঃ—বারাণসী]

(৪) চীবরে তালি দেওয়া

ভগবান বৈশালীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া বারাণসী অভিমুখে পর্য্যটনে বাহির হইলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া বারাণসীতে গমন করিলেন। ভগবান বারাণসীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—ঋষিপত্তনে, মৃগদাবে। সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর অন্তর্বাসে

---

১. ভিক্ষু ত্রিচীবরের অতিরিক্ত চীবর অধিষ্ঠান কিংবা বেনামা করা ব্যতীত দশদিনের অধিক ব্যবহার করিলে তাহার নিস্‌সগ্‌গিয় পাচিত্তিয় অপরাধ হয়। তাহা সঙ্ঘ, গণ বা এক ব্যক্তির নিকট ত্যাগ করিয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে হয়।—সুত্ত-বিভ।

২. 'ইমং চীবরং তুয্‌হং বিকপ্পেমি' এইবাক্য তিনবার বলিয়া যে কোন ব্যক্তির নিকট বেনামা করিতে হয়। যাহার নামে বেনামা করা হয় তাহাকে 'ময্‌হং সন্তকং বিস্‌সজ্জেহি বা পরিভুঞ্জহি বা যথাপচ্চয়ং বা করোহি' এইবাক্য তিনবার বলিয়া যাহার চীবর তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়।

ছিদ্র হইয়াছিল। তখন সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ 'ভগবান ত্রিচীবর ব্যবহারের বিধান দিয়াছেনঃ দ্বিগুণ সঙ্ঘাটি, একগুণ উত্তরাসঙ্গ এবং একগুণ অন্তর্বাস। আমার এই অন্তর্বাসে ছিদ্র হইয়াছে; অতএব আমি তালি দিব। এরূপ করিলে চতুষ্পার্শ্বে দোহারা এবং মধ্যে একগুণ হইবে।' এই ভাবিয়া সেই ভিক্ষু তালি দিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান শয়নাসন দর্শনার্থ বিচরণ করিবার সময় সেই ভিক্ষুকে তালি দিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া কহিলেনঃ—"ভিক্ষু! তুমি কি করিতেছ?" "প্রভো! আমি অন্তর্বাসে তালি দিতেছি।" "ভিক্ষু, সাধু! সাধু!! তুমি তালি দিয়া সাধুকার্য্য করিতেছ।"

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ নূতন বা নূতন সদৃশ[১] বস্ত্রের দ্বিগুণ সঙ্ঘাটি, একগুণ উত্তরাসঙ্গ এবং একগুণ অন্তর্বাস; পুরাতন[২] বস্ত্রের চতুর্গুণ সঙ্ঘাটি, দ্বিগুণ উত্তরাসঙ্গ এবং দ্বিগুণ অন্তর্বাস; পাংশুকূল বস্ত্রে যথারুচি চীবর প্রস্তুত করিবে এবং দোকানের সম্মুখে পতিত বস্ত্র অনুসন্ধান করিবে।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি 'অনুজ্ঞা করিতেছিঃ তালি, রিফু, 'ওবট্টিক' 'কণ্ডুসক' এবং 'দল্‌হিকম্ম'[৩] করিবে।"

[স্থানঃ—শ্রাবস্তী]

(৫) বিশাখার বর

ভগবান বারাণসীতে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে পর্য্যটনে বাহির হইলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান একান্তে উপবিষ্ট মৃগারমাতা বিশাখাকে ধর্ম্ম কথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিলেনঃ—"প্রভু ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আগামীকল্য আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।" ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন। মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানের সম্মতি জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

---

১. একবার ধৌত বস্ত্র; ২. যেই বস্ত্র চারিমাসের অধিক কাল বাক্সে রাখা হইয়াছে।

৩. এই সবের ব্যাখ্যা ৩৩৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

সেই সময়ে সেই রাত্রি অবসানে চতুর্দ্বীপ প্রসারী[১] মহামেঘ বর্ষণ করিল। ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! জেতবনে যেমন বর্ষিত হইতেছে এইরূপ চারিদ্বীপে বর্ষিত হইতেছে। অতএব ভিক্ষুগণ! তোমরা দেহে বারিবর্ষণ করাও, ইহা চতুর্দ্বীপ প্রসারী অন্তিম মহামেঘ।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো!" বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া চীবর খুলিয়া রাখিয়া (নগ্ন হইয়া) দেহে বারি বর্ষণ করাইতে লাগিলেন। মৃগারমাতা বিশাখা উত্তম খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া দাসীকে আদেশ করিলেন—"দাসি! আরামে (বিহারে) যাইয়া সময় জ্ঞাপন কর ঃ 'প্রভো! ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, আহার্য্য প্রস্তুত'।" "যথা আজ্ঞা, আর্য্যে!" বলিয়া সেই দাসী মৃগারমাতা বিশাখাকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া আরামে যাইয়া দেখিল ঃ ভিক্ষুগণ চীবর খুলিয়া রাখিয়া দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন। দেখিয়া 'আরামে ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন' এই ভাবিয়া মৃগারমাতা বিশাখার নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া মৃগারমাতা বিশাখাকে কহিল—"আর্য্যে! আরামে ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন।" মৃগারমাতা বিশাখা পণ্ডিতা, নিপুণা এবং মেধাবিনী ছিলেন, তাই তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "নিশ্চয়ই আর্য্যগণ (ভিক্ষুগণ) চীবর ত্যাগ করিয়া (নগ্ন হইয়া) দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন, তাহা দেখিয়া এই মূর্খা মনে করিয়াছে আরামে ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ (নগ্ন সন্ন্যাসিগণ) দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছে।" তিনি পুনরায় দাসীকে আদেশ করিলেন—"দাসি! আরামে যাইয়া জানাইয়া আস ঃ 'প্রভো! ভোজনের সময় হইয়াছে, আহার্য্য প্রস্তুত'।"

সেই ভিক্ষুগণ গাত্র শীতল করিয়া, আর্দ্রদেহে চীবর গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব বিহারে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই দাসী আরামে যাইয়া ভিক্ষু দেখিতে না পাইয়া 'আরামে ভিক্ষু নাই, আরাম শূন্য' এই মনে করিয়া মৃগারমাতা বিশাখার নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া মৃগারমাতা বিশাখাকে কহিল—"আর্য্যে! আরামে ভিক্ষু নাই, আরাম শূন্য।" মৃগারমাতা বিশাখা পণ্ডিতা, নিপুণা এবং মেধাবিনী ছিলেন, তাই তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "নিশ্চয় আর্য্যগণ গাত্র শীতল করিয়া আর্দ্রদেহে চীবর গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন। এই জন্য এই মূর্খা মনে করিয়াছে আরামে ভিক্ষু নাই, আরাম শূন্য!" পুনরায় তিনি দাসীকে আদেশ করিলেন—"দাসি! আরামে যাইয়া জানাইয়া আস ঃ প্রভো! ভোজনের সময় উপস্থিত, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।"

---

১. যেই মেঘ একই সময় চারি দ্বীপে বারি বর্ষণ করে।—সম-পাসা।

ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ ! পাত্রচীবর লইয়া প্রস্তুত হও, ভোজনের সময় হইয়াছে।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো !" বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান পূর্ব্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া যেমন কোন বলবান ব্যক্তি সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে সেইরূপ জেতবনে অন্তর্হিত হইয়া মৃগারমাতা বিশাখার প্রকোষ্ঠে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভগবান প্রস্তুত আসনে ভিক্ষুসঙ্ঘসহ উপবেশন করিলেন।

মৃগারমাতা বিশাখা 'অহো, বড় আশ্চর্য্য ! বড় অদ্ভুত ! তথাগতের ঋদ্ধি এবং মহানুভাবতা ! জানুপ্রমাণ এবং কটিপ্রমাণ জল-স্রোত বিদ্যমান সত্ত্বেও একজন ভিক্ষুরও পাদ বা চীবর সিক্ত হয় নাই !' এই ভাবিয়া হৃষ্ট এবং প্রফুল্ল হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে খাদ্যভোজ্য দানে সন্তৃপ্ত করিয়া ভগবান ভোজনাবসানে পাত্র হইতে হস্ত তুলিয়া লইলে একান্তে উপবেশন করিলেন।

(৬) স্নানবস্ত্রের বিধান

একান্তে উপবেশন করিয়া মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানকে কহিলেন :—"প্রভো ! আমি ভগবানের নিকট আটটী বর যাচ্ঞা করিতে চাহি।" "বিশাখে ! তথাগত বরদানের অতীত হইয়াছেন।" "প্রভো ! যাহা বিহিত এবং অনবদ্য আমি সেই বরই যাচ্ঞা করিব।" "বিশাখে ! তাহা হইলে বলিতে পার।"

"প্রভো ! (১) আমি ভিক্ষুসঙ্ঘকে আজীবন স্নানবস্ত্র (বর্ষা সময়ে পরিধেয় বস্ত্র) প্রদান করিতে চাহি, (২) আগন্তুককে আহার্য্য দান, (৩) গমনকারীকে আহার্য্য দান, (৪) রুগ্নকে আহার্য্য দান, (৫) রোগী-পরিচারককে আহার্য্য দান, (৬) রোগীকে ভৈষজ্য দান, (৭) নিত্য যবাগূ দান এবং (৮) ভিক্ষুণীসঙ্ঘকে স্নানবস্ত্র[১] দান করিতে চাহি।" "বিশাখে ! তুমি কোন্ সুখদফল দেখিয়া তথাগতের নিকট আটটি বর যাচ্ঞা করিতেছ ?"

(১) প্রভো ! আমি দাসীকে আদেশ করিয়াছিলাম : দাসি ! আরামে যাইয়া সময় জ্ঞাপন কর, ভোজনের সময় হইয়াছে, আহার্য্য প্রস্তুত। সেই দাসী আরামে যাইয়া দেখিতে পাইল, ভিক্ষুগণ চীবর পরিত্যাগ করিয়া দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন। দেখিয়া 'আরামে ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন' এই ভাবিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল ; উপস্থিত হইয়া আমাকে কহিল :—'আর্য্যে ! আরামে

১. ভিক্ষুণীদিগের মাসিক ঋতুর সময়ে ব্যবহার্য্য বস্ত্র।

ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন!' প্রভো! নগ্নতা বড় অপবিত্র, বড় জুগুপ্সিত এবং অতি ঘৃণিত। আমি এই কারণ দেখিয়া সঙ্ঘকে আজীবন বর্ষার স্নানবস্ত্র দিতে চাহিতেছি।

(২) পুনশ্চ, প্রভো! আগন্তুক ভিক্ষু রাস্তা এবং গ্রামের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে ভিক্ষান্নসংগ্রহে ক্লেশ পাইয়া থাকেন। তাঁহারা আগন্তুকের উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত অন্ন আহার করিয়া রাস্তা এবং গ্রামের পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়া অক্লেশে ভিক্ষান্নসংগ্রহ করিতে পারিবেন। প্রভো! আমি এই কারণ দেখিয়া আজীবন সঙ্ঘকে আগন্তুকভোজন দিতে চাহিতেছি।

(৩) পুনশ্চ, প্রভো! গমনকারী ভিক্ষু নিজের আহার সন্ধান করিতে করিতে শকট হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়েন অথবা যেখানে যাইতে চাহেন সেখানে উপস্থিত হইতে বিকাল হইয়া যায়, ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘপথ গমন করেন। তিনি যদি গমনকারীর উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত ভোজন আহার করেন তাহা হইলে তাঁহাকে শকট লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে না, যেখানে যাইতে চাহেন সেখানে বিকালে উপস্থিত হইতে হইবে না এবং অক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারিবেন। প্রভো! আমি এই কারণ দেখিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে আজীবন গমনকারীর ভোজন প্রদান করিতে চাহিতেছি।

(৪) পুনশ্চ, প্রভো! রোগী ভিক্ষু অনুকূল ভোজন না পাইলে তাঁহার রোগ বাড়িতে পারে অথবা মৃত্যু হইতে পারে। তিনি রোগীর উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত আহার্য্য আহার করিলে তাঁহার রোগ বাড়িবে না অথবা মৃত্যু হইবে না। প্রভো! আমি এই কারণ দেখিয়া আজীবন সঙ্ঘকে রোগীর ভোজন দিতে চাহিতেছি।

(৫) পুনশ্চ, প্রভো! রোগী-পরিচারক ভিক্ষু নিজের আহার্য্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিলে রোগীকে আহার্য্য প্রদানে বিলম্ব করিবে অথবা রোগীকে অনাহারেও রাখিবে। তিনি যদি রোগী পরিচারকের উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত অন্ন আহার করেন, তাহা হইলে রোগীকে সকালে অন্ন প্রদান করিতে পারিবেন, রোগীকে উপবাসে রাখিবেন না। প্রভো! আমি এই কারণ দেখিয়া আজীবন সঙ্ঘকে রোগী-পরিচারকের ভোজন প্রদান করিতে চাহিতেছি।

(৬) পুনশ্চ, প্রভো! রোগী ভিক্ষু অনুকূল ভৈষজ্য না পাইলে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি অথবা মৃত্যু হইতে পারে। তিনি যদি রোগীর উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত ভৈষজ্য সেবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি কিংবা মৃত্যু হইবে না। প্রভো! আমি এই কারণ দেখিয়া সঙ্ঘকে আজীবন রোগীর ভৈষজ্য দিতে চাহিতেছি।

(৭) পুনশ্চ, প্রভো! ভগবান অন্ধকবিন্দে দশটি আশংসা (সুখদ ফল) দেখিয়া যবাগূর বিধান দিয়াছেন। আমি সেই সমস্ত আশংসা দেখিয়া আজীবন সঙ্ঘকে নিত্য যবাগূ দিতে চাহিতেছি।

(৮) পুনশ্চ, প্রভো! ভিক্ষুণিগণ অচিরবতী নদীতে বেশ্যার সঙ্গে এক ঘাটে নগ্ন হইয়া স্নান করিয়া থাকেন। বেশ্যাগণ ভিক্ষুণীদিগকে 'আর্য্যে! তোমরা যৌবনাবস্থায় কেন ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছ, কামসেবা করা কি উচিৎ নহে? যখন বৃদ্ধা হইবে তখন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিবে। এরূপে তোমাদের উভয় কার্য্য সফল হইবে।' এই বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকে। তখন ভিক্ষুণিগণ বেশ্যাদের দ্বারা উপহসিত হইয়া নীরব থাকেন। প্রভো! নারীজাতির নগ্নতা বড় অপবিত্র, বড় জুগুপ্সিত, অতি ঘৃণার্হ। আমি এই কারণ দেখিয়া আজীবন ভিক্ষুণীসঙ্ঘকে স্নানবস্ত্র দিতে চাহিতেছি।"

"বিশাখে! তুমি কি আশংসা দেখিয়া তথাগতের নিকট আটটি বর যাচ্ঞা করিতেছ?"

"প্রভো! নানাদিকে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন: 'প্রভো! অমুক ভিক্ষুর কালক্রিয়া হইয়াছে, পরলোকে তাঁহার কিরূপ গতি লাভ হইল?' তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান ব্যক্ত করিবেন: 'তিনি স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল অথবা অর্হত্বফল লাভ করিয়াছিলেন।' তখন আমি তাঁহাদের (জিজ্ঞাসাকারীদিগের) নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিব, 'প্রভো! সেই আর্য্য কি কোনদিন শ্রাবস্তী আসিয়াছিলেন?' যদি তাঁহারা আমায় বলেন, 'সেই ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন।' তাহা হইলে আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারিব: সেই মৃত আর্য্য আমার প্রদত্ত বর্ষাকালের স্নান বস্ত্র, আগন্তুকভোজন, গমনকারীর ভোজন, রোগীরভোজন, রোগীপরিচারকের ভোজন, রোগীরভৈষজ্য অথবা নিত্য প্রদত্ত যবাগূ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা স্মরণ করিলে আমার প্রমোদের সঞ্চার হইবে, প্রমোদ হইতে প্রীতির সঞ্চার হইবে, প্রীতিসম্পন্ন হইলে দেহ প্রশান্ত হইবে, প্রশান্তকায়ে সুখানুভূতি হইবে, সুখানুভূতিতে চিত্ত সমাধিপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহাই হইবে আমার ইন্দ্রিয়-ভাবনা, বল-ভাবনা, বোধ্যঙ্গ-ভাবনা। প্রভো! আমি এই আশংসা দেখিয়া তথাগতের নিকট আটটি বর যাচ্ঞা করিতেছি।"

"বিশাখে! সাধু! সাধু!! তুমি এই অষ্টবিধ আশংসা দেখিয়া তথাগতের নিকট আটটি বর যাচ্ঞা করিয়া উত্তমকার্য্য করিয়াছ। বিশাখে! আমি তোমাকে উক্ত আট বর প্রদান করিলাম।"

অতঃপর ভগবান মৃগারমাতা বিশাখাকে এই গাথাযোগে অনুমোদন করিলেন—

অন্ন জল করে দান মনানন্দে শীলবতী সুগত-তনয়া[১],
করে দান স্বস্তিকর শোকনোদ সুখাবহ ছাড়িয়া অসূয়া[২],

১. যেই নরনারী মার্গফল লাভ করেন, ভগবান তাঁহাদিগকে 'পুত্র কন্যা' বলিতেন। ২. মাৎসর্য্য।

সে-ই লভে দিব্যবল আর আয়ু ধরি পথ শুদ্ধ নিরঞ্জন,
চিরসুখী পুণ্যকামী নিরাময় স্বর্গলোকে আনন্দিত মন।

ভগবান মৃগারমাতা বিশাখাকে এই গাথাযোগে অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ বর্ষাসময়ের স্নানবস্ত্র, আগন্তুকভোজন, গমনকারীরভোজন, রোগীর ভোজন, রোগী পরিচারকের ভোজন, রোগীর ভৈষজ্য, নিত্য যবাগূ এবং ভিক্ষুণীসঙ্ঘের স্নানবস্ত্র।"

॥ বিশাখা ভণিতা সমাপ্ত ॥

(৭) দেহ, চীবর এবং আসন রক্ষা করিয়া উপবেশন

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ উত্তম ভোজ্যাদি ভোজন করিয়া স্মৃতি এবং সম্প্রজন্য[১] রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হইতেন। তাঁহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজন্য রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হওয়ায় স্বপ্নে তাঁহাদের অশুচিপাত হইত, শয্যাসন অশুচিতে ম্রক্ষিত হইয়া যাইত। ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে পশ্চাৎগামী শ্রমণরূপে সঙ্গে লইয়া শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করিবার সময় দেখিতে পাইলেন ঃ শয্যাসন অশুচিদ্বারা ম্রক্ষিত। দেখিয়া আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন—"আনন্দ! এ কি! শয্যাসন ম্রক্ষিত কিসে?" "প্রভো! ভিক্ষুগণ উত্তম আহার্য্য আহার করিয়া স্মৃতি এবং সম্প্রজন্য রহিত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজন্য রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হওয়াতে স্বপ্নে তাঁহাদের অশুচিপাত হইতেছে। ভগবন্! এইহেতু শয্যাসন অশুচিদ্বারা ম্রক্ষিত হইয়াছে।" "হাঁ, আনন্দ! এরূপ হইয়া থাকে। হাঁ, আনন্দ! এরূপ হইয়া থাকে। আনন্দ! যাহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজন্য রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হয় তাহাদের স্বপ্নে অশুচিপাত হইয়া থাকে। আনন্দ যাহারা স্মৃতিমান এবং সম্প্রজন্যযুক্ত হইয়া নিদ্রা যায় তাহাদের অশুচিতপাত হয় না। আনন্দ! যেই সাধারণজন (পুথুজ্জন) কামাসক্ত নহে তাহারও স্বপ্নে অশুচিপাত হয় না। আনন্দ! অর্হতের অশুচিপাত হইতে পারে এই সম্বন্ধে কোন কারণ কিংবা হেতু নাই।"

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি একদিন আনন্দকে পশ্চাৎগামী শ্রমণরূপে সঙ্গে করিয়া শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করিবার সময় দেখিতে পাইলাম ঃ শয়নাসন অশুচিদ্বারা ম্রক্ষিত। দেখিয়া আনন্দকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কি! শয্যাসন

১. কর্ত্তব্যবিষয়ে সজাগ থাকা।

ম্রক্ষিত কেন ?’ ‘প্রভো ! এখন ভিক্ষুগণ উত্তম আহার্য্য আহার করিয়া স্মৃতি এবং সম্প্রজন্য রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হইতেছেন, তাঁহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজন্য রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হওয়ায় স্বপ্নে তাঁহাদের অশুচিপাত হইতেছে। ভগবন্ সেই অশুচিদ্বারা এই শয্যাসন ম্রক্ষিত হইয়াছে।’ ‘হাঁ, আনন্দ ! এরূপ হইয়া থাকে ! হাঁ, আনন্দ এরূপ হইয়া থাকে ! আনন্দ ! তাহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজন্য রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হওয়াতে তাহাদের স্বপ্নে অশুচিপাত হইয়াছে। আনন্দ ! যাহারা স্মৃতিমান্ এবং সম্প্রজন্যযুক্ত হইয়া নিদ্রামগ্ন হয় তাহাদের অশুচিপাত হয় না। আনন্দ ! যেই সাধারণজন (পুথুর্জ্জন বা পৃথগ্জন) কামাসক্ত নহে তাহারও অশুচিপাত হয় না। আনন্দ ! এমন কোন একটা কারণ কিংবা হেতু নাইঃ অর্হতের অশুচিপাত হইতে পারে।’ ভিক্ষুগণ ! স্মৃতি এবং সম্প্রজন্য রহিত হইয়া নিদ্রা যাইবার পাঁচটি আদীনব (দোষ) আছে। যথা—(১) সদুঃখে নিদ্রামগ্ন হয়, (২) সদুঃখে জাগ্রত হয়, (৩) দুঃস্বপ্ন দেখে, (৪) দেবতা রক্ষা করে না এবং (৫) অশুচিপাত হয়। ভিক্ষুগণ ! স্মৃতি এবং সম্প্রজন্য রহিত হইয়া নিদ্র যাইবার এই পাঁচটি আদীনব।

হে ভিক্ষুগণ ! স্মৃতি এবং সম্প্রজন্যসম্পন্ন হইয়া নিদ্রামগ্ন হইবার পাঁচটি আশংসা আছে। যথা—(১) সুখে নিদ্রামগ্ন হয়, (২) সুখে জাগ্রত হয়, (৩) দুঃস্বপ্ন দেখে না, (৪) দেবতা রক্ষা করে এবং (৫) অশুচিপাত হয় না। ভিক্ষুগণ ! স্মৃতিমান এবং সম্প্রজন্যযুক্ত হইয়া নিদ্রামগ্ন হইবার এই পাঁচটি আশংসা। (এইহেতু—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ দেহ, চীবর এবং শয্যাসন রক্ষা করিয়া বসিবার জন্য বসিবার আসন ব্যবহার করিবে।”

অন্যান্য বস্ত্র এবং চীবর সম্বন্ধে বিধান

(১) বিছানার চাদর

সেই সময়ে বসিবার আসন অতিক্ষুদ্র হওয়ায় সমস্ত শয়নাসন আবৃত করিতে পারা যাইত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ যত বড় প্রত্যাস্তরণ (বিছানার চাদর) প্রয়োজন হয়, ততবড় ব্যবহার করিবে।”

(২) কণ্ডু আচ্ছাদনের বস্ত্র

সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দের উপাধ্যায় আয়ুষ্মান বরিষ্ঠশিরের নিকট স্থূলকক্ষ (খোস) রোগ হইয়াছিল। তাহার ক্লেদে তাঁহার চীবর দেহে জড়াইয়া যাইত,

ভিক্ষুগণ তাহা জলে সিক্ত করিয়া মুক্ত করিতেন। ভগবান শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করিবার সময়, সেই ভিক্ষুগণকে চীবর বারম্বার জলসিক্ত করিয়া দেহ হইতে মুক্ত করিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষুর রোগ কি?" "প্রভো! এই আয়ুষ্মানের স্থূলকক্ষরোগ হইয়াছে, ক্লেদে চীবর দেহে জড়াইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা বারম্বার জলসিক্ত করিয়া মুক্ত করিতেছি।" ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ যাহার নিকট কণ্ডু, স্ফোটক, পাঁচড়া অথবা খোসরোগ আছে সে কণ্ডু আচ্ছাদনের বস্ত্র ব্যবহার করিবে।"

(৩) মুখ মুছিবার তোয়ালে

মৃগারমাতা বিশাখা মুখ মুছিবার তোয়ালে লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানকে কহিলেন—"ভগবন্! আমার মুখ মুছিবার তোয়ালে প্রতিগ্রহণ করুন, যেন সুদীর্ঘকাল আমার হিত-সুখ সাধিত হয়।" ভগবান মুখ মুছিবার তোয়ালে প্রতিগ্রহণ করিলেন। ভগবান মৃগার মাতা বিশাখাকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ মুখ মুছিবার তোয়ালে ব্যবহার করিবে।"

(৪) পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাসের যোগ্য

সেই সময়ে রোজ নামধেয় মল্ল আয়ুষ্মান আনন্দের সহায় ছিলেন। রোজমল্লের ক্ষৌম বস্ত্রখণ্ড আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট জমা ছিল। আয়ুষ্মান আনন্দেরও ক্ষৌম বস্ত্রখণ্ডের প্রয়োজন ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ব্যক্তির দ্রব্য বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করিতে পার। যথা—(১) যে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, (২) যাহার সহিত গাঢ় মিত্রতা হইয়াছে, (৩) যাহার সহিত আলাপ হইয়াছে, (৪) যে

জীবিত আছে এবং (৫) যে স্বীয় দ্রব্য গ্রহণ করিলে গ্রহীতার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ব্যক্তির দ্রব্য বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে।"

(৫) অন্যান্য বস্ত্রের বিধান

সেই সময়ে ভিক্ষুগণের ত্রিচীবর পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের জল ছাঁকিবার এবং থলিয়ার বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ড (পরিকৃথার চোল) ব্যবহার করিবে।"

(৬) বস্ত্রের মধ্যে কোন্‌টি নিত্য ব্যবহার্য্য এবং কোন্‌টি অব্যবহার্য্য?

তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ 'ভগবান যেই সমস্ত চীবর ব্যবহারের আদেশ দিয়াছেন, যথা—ত্রিচীবর, বর্ষাকালের স্নানবস্ত্র, বসিবার কাপড়, বিছানার চাদর, কণ্ডু প্রতিচ্ছাদনের বস্ত্র, মুখ মুছিবার তোয়ালে এবং প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ড। এই সমস্তই কি অধিষ্ঠান করিতে হইবে, না বেনামা করিতে হইবে?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ ত্রিচীবর অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না; বর্ষার স্নানবস্ত্র বর্ষার চারিমাস অধিষ্ঠান করিবে, তৎপর বেনামা করিবে; বসিবার কাপড় অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না; বিছানার-চাদর অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না; কণ্ডু প্রতিচ্ছাদনের বস্ত্র রোগের সময় অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না; মুখ মুছিবার তোয়ালে অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না এবং প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ড অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না।"

(৭) বেনামাযোগ্য বস্ত্রের প্রমাণ

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ 'অন্তত কোন্ প্রমাণ বিশিষ্ট চীবর বেনামা করিতে হইবে?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছিঃ অন্তত বুদ্ধের আঙ্গুলে দৈর্ঘ্যে আট আঙ্গুল এবং প্রস্থে চারি আঙ্গুল প্রমাণ বিশিষ্ট[১] ক্ষুদ্র চীবর বেনামা করিবে।"

---

১. দৈর্ঘ্যে একহাত এবং প্রস্থে এক বিতস্তি।

(৮) চীবর পাতলা, কোমল আদি করিবার নিয়ম

১—সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের পাংশুকূল (আবর্জ্জনা স্তূপ হইতে কুড়ানো বস্ত্র) দ্বারা প্রস্তুত চীবর ভারী হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সূত্ররুক্ষ[১] করিবে।"

২—কোণা ঝুলিয়া[২] পড়িল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ ঝুলানো কোণা বাহির করিয়া ফেলিবে।"

৩—সুতা ছড়াইয়া পড়িল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ 'অনুবাত' ও 'পবিভণ্ড'[৩] আরোপ করিবে।"

৪—সেই সময়ে সঙ্ঘাটির (পট্টা)[৪] ছিঁড়িতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ 'অষ্টপদক'[৫] করিবে।"

(৯) বস্ত্রে না কুলাইলে ত্রিচীবর ছিন্ন করিয়া প্রস্তুত না করা

১—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত করিবার সময় সমগ্র বস্ত্র ছিন্ন করায় কাপড়ে সঙ্কুলান হইতেছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ দুইখানা ছিন্ন করিয়া এবং একখানা ছিন্ন না করিয়া চীবর প্রস্তুত করিবে।"

২—দুইখানা ছিন্ন করায় এবং একখানা ছিন্ন না করায়ও কাপড়ে সঙ্কুলান হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ দুইখানা ছিন্ন না করিয়া এবং একখানা ছিন্ন করিয়া চীবর প্রস্তুত করিবে।"

৩—দুইখানা ছিন্ন না করায় এবং একখানা ছিন্ন করায়ও কাপড়ে সঙ্কুলান হইল

---

১. সুতা দ্বারা তালি দিবে; ২. সুত্তং অচ্ছেত্বা সিব্বন্তানং একো সংঘাটি কোণো দীঘো হোতি। —সম-পাসা।

৩. ইহার ব্যাখ্যা ৩৩৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দ্রষ্টব্য।

৪. বড় বড় বস্ত্রখণ্ডের প্রান্তভাগে সেলাই করা সুতা খুলিয়া যাওয়ায় বস্ত্রখণ্ড ছিঁড়িয়া যায়।

৫. অষ্টপাদ ক্রীড়নকের ন্যায়।

না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ জোড়া দিবে।"

"হে ভিক্ষুগণ! ছিন্ন না করিয়া সমগ্র চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(১০) মাতাপিতাকে বস্ত্র দেওয়া যায়

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর নিকট বহু চীবর সঞ্চিত ছিল। তিনি সেই চীবর তাঁহার মাতাপিতাকে দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! মাতাপিতার কথা বলিলে আমি কি বলিব? ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ মাতাপিতাকে প্রদান করিবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাপ্রদত্ত দ্রব্যের অপব্যবহার[১] করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(১১) দুই চীবরে গ্রামে গমন অনুচিৎ

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু অন্ধবনে চীবর (সঙ্ঘাটি) রাখিয়া অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে গমন করিয়াছিলেন। চোরেরা সেই চীবর হরণ করিল। এই জন্য তিনি জীর্ণ এবং ময়লা চীবর ব্যবহারে বাধ্য হইলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে কহিলেন, "বন্ধো! আপনি জীর্ণ এবং ময়লা চীবর কেন ব্যবহার করিতেছেন?" "বন্ধুগণ! আমি অন্ধবনে চীবর রাখিয়া অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে ভিক্ষান্নসংগ্রহে গমন করিয়াছিলাম, এই অবসরে চোরেরা সেই চীবর হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই হেতু আমি জীর্ণ এবং ময়লা চীবর ব্যবহারে বাধ্য হইয়াছি।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেনঃ—) "হে ভিক্ষুগণ। অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে যাইতে পারিবে না; যে যাইবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(১২) কোন একটি চীবর রাখিয়া যাইবার কারণ

সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ ভুলবশত অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গমাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে গমন করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে কহিলেনঃ—

১. মাতাপিতা অতি ধনী হইলেও যদি তাঁহারা যাচ্ঞা করে তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দিতে হইবে; কিন্তু অন্য কোন আত্মীয়কে প্রদান করিলে শ্রদ্ধা প্রদত্ত দ্রব্যের অপব্যবহার করা হইবে।—সম-পাসা।

"বন্ধু আনন্দ! অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গমাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে যাইতে পারিবে না বলিয়া কি ভগবান বিধান প্রদান করেন নাই? বন্ধু! আপনি কেন অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গমাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন?" "বন্ধো! ভগবান যে অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গমাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে গমন না করিবার বিধান দিয়াছেন তাহা সত্য; কিন্তু আমি ভুলবশত প্রবেশ করিয়াছি।" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন।

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ কারণে সঙ্ঘাটি রাখিয়া যাইতে পারে। যথা—(১) রুগ্ন হয়, (২) বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, (৩) নদীর পরপারে যাইতে হয়, (৪) বিহারের দ্বার অর্গল দ্বারা বন্ধ করা যায় এবং (৫) কঠিন চীবর প্রসারিত হইয়া থাকে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ কারণে সঙ্ঘাটি রাখিয়া যাইতে পারা যায়।

হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ কারণে উত্তরাসঙ্গ রাখিয়া যাইতে পারে, যথা—(১) রুগ্ন হয়, (২) বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, (৩) নদীর পরতীরে যাইবার প্রয়োজন হয়, (৪) বিহারের দ্বার বন্ধ করিতে পারা যায় অথবা (৫) কঠিন চীবর প্রসারিত হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ কারণে উত্তরাসঙ্গ রাখিয়া যাইতে পারা যায়।

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চ কারণে অন্তর্বাস রাখিয়া যাইতে পারে, যথা—(১) রুগ্ন হয়, (২) বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, (৩) নদীর পরতীরে যাইবার প্রয়োজন হয়, (৪) বিহারের দ্বার বন্ধ করিতে পারা যায় অথবা (৫) কঠিন চীবর প্রসারিত হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ কারণে অন্তর্বাস রাখিয়া যাইতে পারা যায়।

"হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চকারণে বর্ষাকালের স্নানবস্ত্র রাখিয়া যাইতে পারে, যথা—(১) রুগ্ন হয়, (২) সীমার বাহিরে যাইতে হয়, (৩) নদীর পরতীরে যাইতে হয়, (৪) বিহারের দ্বার বন্ধ করিতে পারা যায় অথবা (৫) বর্ষাকালীন স্নানবস্ত্র অপ্রস্তুত থাকে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ কারণে বর্ষাকালের স্নানবস্ত্র রাখিয়া যাইতে পারা যায়।

চীবর ভাগ করা

(১) সঙ্ঘোদ্দেশ্যে প্রদত্ত চীবরে অধিকার

১—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু একাকী বর্ষাবাস করিয়াছিলেন। সেখানের জনসাধারণ 'সঙ্ঘোদ্দেশ্যে দিতেছি' বলিয়া তাঁহাকে চীবর প্রদান করিয়াছিল। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ "ভগবান বিধান দিয়াছেন ঃ অন্ততঃ চারিজন হইলে সঙ্ঘ হইতে পারে' অথচ আমি একজন মাত্র। এই জনসাধারণ 'সঙ্ঘকে দিতেছি' বলিয়া চীবর দিয়াছে। অতএব সঙ্ঘোদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই চীবর লইয়া আমি শ্রাবস্তী

যাইব।” এই ভাবিয়া সেই ভিক্ষু চীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে যাইয়া ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) “হে ভিক্ষু! যাবৎ কঠিন চীবরের বিনাশ সাধিত না হয়, তাবৎ সেই চীবর তোমার অধিকারেই থাকিবে।”

হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু একাকী বর্ষাবাস করিবার সময় তাহাকে জনসাধারণ ‘সঙ্ঘোদ্দেশ্যে দিতেছি’ বলিয়া চীবর প্রদান করে তাহা হইলে “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ যাবৎ কঠিন চীবরের বিনাশ সাধিত না হয়, তাবৎ সেই চীবর তাহার অধিকারেই থাকিবে।”

২—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু একঋতু যাবৎ একাকী বাস করিতেছিলেন। সেখানের অধিবাসিগণ ‘সঙ্ঘোদ্দেশ্যে দিতেছি’ বলিয়া তাঁহাকে চীবর প্রদান করিয়াছিল। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ ‘ভগবান বিধান দিয়াছেন ঃ অন্ততঃ চারিজন হইলে সঙ্ঘ হইতে পারে। অথচ আমি একজনমাত্র; এই জনসাধারণ ‘সঙ্ঘোদ্দেশ্যে দিতেছি’ বলিয়া চীবর দিয়াছে। অতএব আমি সঙ্ঘোদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই চীবর শ্রাবস্তীতে লইয়া যাইব।’ এই ভাবিয়া সেই ভিক্ষু সেই চীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিয়া ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জানাইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সঙ্ঘের উপস্থিতিতে ভাগ করিবে।”

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কোনস্থানে একঋতু যাবৎ একাকী অবস্থান করে এবং সেখানের অধিবাসিগণ ‘সঙ্ঘোদ্দেশ্যে দিতেছি’ বলিয়া চীবর প্রদান করে তাহা হইলে “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সেই ভিক্ষুকে ‘এই চীবর আমার’ এই বলিয়া অধিষ্ঠান করিতে হইবে।” ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষু সেই চীবর অধিষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে অন্য ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকে সমান অংশ দিতে হইবে। যদি তাহারা চীবর ভাগ করিতেছে কিন্তু ‘কুশপাত’ করে নাই এমন সময় অন্য ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকেও সমান অংশ দিতে হইবে। যদি তাহারা চীবর ভাগ করিয়াছে এবং কুশপাতও করিয়াছে এমন সময় অন্য ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইচ্ছা না হইলে তাহাকে ভাগ প্রদান করিবে না।

৪—সেই সময়ে আয়ুষ্মান ঋষিদাস ও আয়ুষ্মান ঋষিভদ্র স্থবির নামে দুই ভ্রাতা শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্য এক গ্রাম্য আবাসে আগমন করিলেন। সেখানের অধিবাসিগণ ‘অনেকদিন পরে স্থবিরগণ আসিয়াছেন’ এই ভাবিয়া চীবর সহ ভোজন প্রদান করিলেন। আবাসবাসী ভিক্ষুগণ স্থবিরদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ “প্রভো! সঙ্ঘোদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই চীবরগুলি স্থবিরগণের আগমন উপলক্ষে পাওয়া গিয়াছে; অতএব স্থবিরগণ ভাগ গ্রহণ করিবেন কি?” স্থবিরগণ কহিলেন, “বন্ধুগণ!

৫০

ভগবানের উপদিষ্ট ধৰ্ম্ম আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে বলিতে পারিঃ কঠিন চাবরের বিনাশ সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সব চীবর আপনাদের অধিকারেই থাকিবে।"

সেই সময়ে তিনজন ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। সেখানের অধিবাসিগণ 'সঙ্ঘোদ্দেশ্যে দিতেছি' বলিয়া তাঁহাদিগকে চীবর প্রদান করিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "ভগবান বিধান দিয়াছেনঃ অন্তত চারিজন হইলে সঙ্ঘ হইতে পারে, অথচ আমরা তিনজন মাত্র। এই জনসাধারণ 'সঙ্ঘকে দিতেছি' বলিয়া চীবর দিতেছে; অতএব আমাদিগকে কি করিতে হইবে?"

৫—সেই সময়ে বহু স্থবির আয়ুষ্মান নীলবাসী, আয়ুষ্মান সাণবাসী, আয়ুষ্মান গোপক, আয়ুষ্মান ভৃগু এবং আয়ুষ্মান স্ফলিকস্যন্দন পাটলিপুত্রে অবস্থান করিতেছিলেন,—কুক্কুটারামে[১]। সেই ভিক্ষুগণ (রাজগৃহবাসী ভিক্ষুগণ) পাটলিপুত্রে গমন করিয়া স্থবির-দিগকে উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবিরগণ (পাটলিপুত্রবাসী স্থবিরগণ) কহিলেনঃ "বন্ধুগণ! আমরা ভগবানের উপদিষ্ট ধৰ্ম্ম যতদূর অবগত আছি, তাহাতে বলিতে পারিঃ কঠিন চীবরের বিনাশ সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সমস্ত চীবর আপনাদের অধিকারেই থাকিবে।"

(২) একস্থানে বর্ষাবাস করিয়া অন্যত্র চীবরাংশ গ্রহণ অনুচিৎ

সেই সময়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্য এক গ্রাম্যআবাসে গমন করিলেন। সেইখানে ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা (আয়ুষ্মান উপনন্দকে) কহিলেনঃ "বন্ধো! সঙ্ঘের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি ভাগ গ্রহণ করিবেন কি?" "হাঁ, বন্ধুগণ! গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া সেইস্থান হইতে চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া অন্য এক আবাসে গমন করিলেন। সেইস্থানেও ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। সেখানের ভিক্ষুগণও (উপনন্দকে) কহিলেন, "বন্ধো! সঙ্ঘের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি কি ভাগ গ্রহণ করিবেন?" "হাঁ, বন্ধুগণ! গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া সেখান হইতেও চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া অন্য এক আবাসে গমন করিলেন। সেখানেও ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন।

---

১. ৪ ও ৫ নম্বরে উল্লিখিত বিষয় বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের অনেক পরের ঘটনা। পাটলিপুত্র (পাটলি-গ্রাম নহে) এবং কুক্কুটারাম নাম অশোকের সময়ের। কাজেই এই অংশ পরে প্রক্ষিপ্ত।—সম-প্াসা। ঘোটমুখ সূত্রেও 'পাটলিপুত্র' শব্দের উল্লেখ আছে।—ম-নি

তাঁহারাও (উপনন্দকে) কহিলেন, "বন্ধো! সঙ্ঘের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি ভাগ গ্রহণ করিবেন কি?" "হাঁ, বন্ধুগণ! ভাগ গ্রহণ করিব।" এই বলিয়া সেখান হইতেও চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া চীবরের বৃহৎ এক পুঁটলি লইয়া শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

তাঁহাকে ভিক্ষুগণ কহিলেন, "বন্ধু উপনন্দ! দেখিতেছি ঃ আপনি বড় পুণ্যবান; আপনি বহু চীবর পাইয়াছেন!" "বন্ধুগণ! আমি কিসের পুণ্যবান? আমি শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্য এক গ্রাম্য আবাসে গিয়াছিলাম। তখন তথায় ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমায় কহিলেন ঃ 'বন্ধো! সঙ্ঘের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি ভাগ গ্রহণ করিবেন কি?' 'হাঁ, বন্ধুগণ! গ্রহণ করিব।' এই বলিয়া সেখান হইতে চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া অন্য এক আবাসে গমন করিয়াছিলাম। সেখানেও ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও আমাকে কহিলেন ঃ 'বন্ধো! সঙ্ঘের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি কি ভাগ গ্রহণ করিবেন?' 'হাঁ, বন্ধুগণ! গ্রহণ করিব।' এই বলিয়া সেখান হইতেও চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া অন্য এক আবাসে গমন করিয়াছিলাম। সেখানেও ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও আমাকে কহিলেন ঃ 'বন্ধো! সঙ্ঘের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি কি ভাগ গ্রহণ করিবেন?' 'হাঁ! বন্ধুগণ! গ্রহণ করিব।' এই বলিয়া সেখান হইতেও ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলাম। এরূপে আমি বহু চীবর লাভে সমর্থ হইয়াছি।" "বন্ধু উপনন্দ! আপনি কি একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্যস্থান হইতে চীবরের ভাগ লইয়াছেন?" "হাঁ, বন্ধো!" অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন ঃ "কেন আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্যস্থান হইতে চীবরের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"উপনন্দ! সত্যই কি তুমি একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্যস্থান হইতে চীবরের অংশ গ্রহণ করিয়াছ?" "হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।" বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন ঃ "হে মূর্খ! কিরূপে তুমি একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্যস্থান হইতে চীবরের অংশ গ্রহণ করিতে পার? মূর্খ! তোমার এই কার্য্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না।" এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ! একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অন্যস্থান হইতে চীবরের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না; যে গ্রহণ করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৩) দুই আবাসে বর্ষাবাস করিলে অর্দ্ধেকাংশ প্রাপ্য

সেই সময়ে আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র 'এরূপে আমার বহু চীবর প্রাপ্তি হইবে' এই ভাবিয়া দুই আবাসে বর্ষাবাস করিলেন। তখন সেই ভিক্ষুগণের (আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণের) মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আয়ুষ্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রকে চীবরের কিরূপ ভাগ দিতে হইবে ?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ ! মূর্খকে এক ভাগ দিয়া ফেল।"

হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু 'এরূপে আমার বহু চীবর প্রাপ্তি হইবে' এই ভাবিয়া একসঙ্গে দুই আবাসে বর্ষাবাস করে। যদি এক আবাসে অর্দ্ধেক এবং অন্য আবাসে অর্দ্ধেক বর্ষাবাস করে তাহা হইলে তাহাকে এক আবাস হইতে অর্দ্ধেক এবং অপর আবাস হইতে অর্দ্ধেক চীবরের ভাগ দিতে হইবে। যেই স্থানে অধিক সময় বাস করে সেই স্থানে পূর্ণভাগ দিতে হইবে।

রোগীর পরিচর্য্যা এবং মৃতের দায়ভাগ

(১) রোগীর পরিচর্য্যায় নিয়োগ

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর উদরাময় রোগ হইয়াছিল। তিনি স্বীয় মলমূত্রে জড়িত হইয়া শায়িত ছিলেন। ভগবান একদিন আয়ুষ্মান আনন্দকে পশ্চাৎগামী শ্রমণরূপে লইয়া শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করিতে করিতে সেই ভিক্ষুর বিহারে উপস্থিত হইলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুকে স্বীয় মলমূত্রে জড়িত হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুকে কহিলেন— "ভিক্ষু ! তোমার কোন্ রোগ হইয়াছে ?" "ভগবন্ ! আমার উদরাময় রোগ হইয়াছে।" "ভিক্ষু ! তোমার কোন পরিচারক আছে কি ?" "ভগবন্ ! আমার কোন পরিচারক নাই।" "ভিক্ষুগণ তোমার পরিচর্য্যা করে না কেন ?" "প্রভো ! আমি ভিক্ষুগণের কোন কার্য্য করিতাম না, এই জন্য তাঁহারা আমার পরিচর্য্যা করিতেছেন না।"

ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন—"আনন্দ ! জল লইয়া আইস ; এই ভিক্ষুকে স্নান করাইব।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো !" বলিয়া আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া জল লইয়া আসিলেন। ভগবান জল সিঞ্চন করিলেন, আয়ুষ্মান আনন্দ উত্তমরূপে ধৌত করিলেন। ভগবান মস্তকে এবং আয়ুষ্মান আনন্দ পদে ধরিয়া উঠাইয়া মঞ্চে শয়ন করাইলেন। ভগবান এই সম্বন্ধে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ !

অমুক বিহারে কোন রুগ্ন ভিক্ষু আছে কি ?” “ভগবন্! আছে।” “ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুর কোন্ রোগ হইয়াছে ?” “প্রভো! সেই আয়ুষ্মানের উদরাময় রোগ হইয়াছে।” “ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুর কি কোন পরিচারক আছে ?” “ভগবন্! নাই।” “কি কারণে ভিক্ষুগণ তাহার পরিচর্য্যা করে না ?” “প্রভো। এই ভিক্ষু ভিক্ষুগণের কোন কার্য্য করিতেন না, এই জন্য ভিক্ষুগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন না।” “ভিক্ষুগণ! তোমাদের মাতা কিংবা পিতা নাই যে তোমাদের পরিচর্য্যা করিবে, তোমরা যদি পরস্পরের পরিচর্য্যা না কর তবে কে পরিচর্য্যা করিবে? ভিক্ষুগণ! যে আমার পরিচর্য্যা করিবে সে রোগীর পরিচর্য্যা করুক। যদি উপাধ্যায় হয় উপাধ্যায়কে আজীবন পরিচর্য্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি আচার্য্য হয় আচার্য্যকে আজীবন পরিচর্য্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি সহবিহারী হয় সহবিহারীকে আজীবন পরিচর্য্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি অন্তেবাসী হয় অন্তেবাসীকে আজীবন পরিচর্য্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি সম উপাধ্যায় (উপাধ্যায়ের সদৃশ) হয় সম উপাধ্যায়কে আজীবন পরিচর্য্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি সম আচার্য্য হয় সম আচার্য্যকে আজীবন পরিচর্য্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়, আচার্য্য, সহবিহারী, অন্তেবাসী, সম উপাধ্যায়, অথবা সম আচার্য্য না হয় তাহা হইলে সঙ্ঘকে পরিচর্য্যা করিতে হইবে ; যদি পরিচর্য্যা না করে, তাহা হইলে ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

(২) কিরূপ রোগীর পরিচর্য্যা কষ্টকর ?

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল রোগীর পরিচর্য্যা কষ্টকর। যথা—(১) যেই রোগী প্রতিকূল আচরণ করে, (২) অনুকূলতার মাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহে, (৩) ভৈষজ্য সেবন করে না, (৪) হিতৈষী রোগী পরিচারকের নিকট যথার্থভাবে রোগের বৃত্তান্ত প্রকাশ করে না, রোগ বৃদ্ধি পাইলে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বলে না, হ্রাস পাইলে হ্রাস পাইতেছে বলিয়া বলে না, স্থির থাকিলে স্থির আছে বলিয়া বলে না এবং (৫) দুঃখকর, তীব্র, কঠোর, কটু, প্রতিকূল, অপ্রিয় এবং প্রাণহর শারীরিক রোগ সহ্য করিতে সমর্থ নহে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল রোগীর পরিচর্য্যা কষ্টকর।

(৩) কিরূপ রোগীর পরিচর্য্যা সুখকর ?

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন রোগীর পরিচর্য্যা সুখকর। (১) যেই রোগী অনুকূল আচরণ করে, (২) অনুকূলতার মাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (৩) ভৈষজ্য সেবন

করে, (৪) হিতৈষী রোগী পরিচারকের নিকট যথার্থভাবে রোগের বৃত্তান্ত প্রকাশ করে, রোগ বৃদ্ধি পাইলে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বলে, হ্রাস পাইলে হ্রাস পাইতেছে বলিয়া বলে, স্থির থাকিলে স্থির আছে বলিয়া বলে এবং (৫) দুঃখকর, তীব্র, কঠোর, কটু, প্রতিকূল, অপ্রিয় এবং প্রাণহর শারীরিক রোগ সহ্য করিতে সমর্থ। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন রোগীর সেবা সুখকর।

(৪) অযোগ্য রোগী পরিচারক

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল রোগীপরিচারক রোগীর পরিচর্য্যা করিবার যোগ্য নহে। যথা—(১) যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে জানে না ; (২) অনুকূল প্রতিকূল পথ্য চিনে না ; প্রতিকূল প্রদান করে, অনুকূল প্রদান করে না ; (৩) মৈত্রীচিত্তে সেবা না করিয়া কোন লাভের প্রত্যাশায় সেবা করে ; (৪) মল, মূত্র, থুথু এবং বমি পরিত্যাগ করিতে ঘৃণাবোধ করে ; (৫) রোগীকে সময়ে ধর্ম্মোপদেশ দানে প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিতে সমর্থ নহে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল রোগী-পরিচারক রোগী পরিচর্য্যা করিবার যোগ্য নহে।

(৫) যোগ্য রোগী পরিচারক

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন রোগী পরিচারক রোগীর পরিচর্য্যা করিবার যোগ্য। যথা—(১) যে যথার্থভাবে ঔষধ প্রয়োগ করিতে জানে, (২) অনুকূল-প্রতিকূল চিনে, প্রতিকূল অপসারিত করে, অনুকূল উপস্থিত করে, (৩) মৈত্রীচিত্তে সেবা করে, কোন লাভের আশায় নহে, (৪) মল, মূত্র, থুথু এবং বমি পরিত্যাগ করিতে ঘৃণাবোধ করে না এবং (৫) রোগীকে সময় সময় ধর্ম্মোপদেশদানে প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিতে সমর্থ। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন রোগীপরিচারক রোগী পরিচর্য্যা করিবার উপযুক্ত।

(৬) মৃত ভিক্ষু বা শ্রামণের দ্রব্যের মালিক সঙ্ঘ

১—সেই সময়ে দুইজন ভিক্ষু কোশল জনপদের মধ্য দিয়া দীর্ঘপথযাত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহারা এক আবাসে উপস্থিত হইলেন। সেখানে জনৈক রুগ্ন ভিক্ষু ছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'বন্ধো! ভগবান রোগী পরিচর্য্যার প্রশংসা করিয়াছেন ; আসুন, আমরা এই ভিক্ষুর পরিচর্য্যা করি।' এই ভাবিয়া তাঁহারা পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহারা পরিচর্য্যা করা সত্ত্বেও সেই ভিক্ষু কালগত হইলেন। তাঁহারা সেই মৃত ভিক্ষুর পাত্রচীবর লইয়া, শ্রাবস্তীতে যাইয়া ভগবানকে

এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর মৃত্যু হয় তাহা হইলে সঙ্ঘই তাহার পাত্রচীবরের মালিক; কিন্তু (মনে রাখিতে হইবে) রোগী পরিচারক বড় উপকারী। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সঙ্ঘকে ত্রিচীবর এবং পাত্র রোগী পরিচারককে প্রদান করিতে হইবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে দিতে হইবে। সেই রোগীপরিচারক ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিবে ঃ "প্রভো! অমুক ভিক্ষুর কালক্রিয়া হইয়াছে, এই তাঁহার ত্রিচীবর এবং পাত্র।" দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ— "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষু কালগত হইয়াছেন, এই তাঁহার ত্রিচীবর এবং পাত্র। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘ এই ত্রিচীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে প্রদান করিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি। মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষু কালগত হইয়াছেন; এই তাঁহার ত্রিচীবর এবং পাত্র। সঙ্ঘ এই ত্রিচীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে দিতেছেন। এই ত্রিচীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে প্রদান করা যেই আয়ুষ্মান উচিৎ মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন। সঙ্ঘ এই ত্রিচীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে প্রদান করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এরূপ ধারণা করিতেছি।"

২—সেই সময়ে জনৈক শ্রামণের কালগত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! শ্রামণের কালগত হইলে তাহার পাত্র ও চীবরের মালিক সঙ্ঘ। কিন্তু (মনে রাখিতে হইবে) রোগী পরিচারক বড় উপকারী। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সঙ্ঘকে চীবর এবং পাত্র রোগী পরিচারককে দিতে হইবে।"

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে দিবে ঃ সেই রোগী পরিচারক ভিক্ষুকে সঙ্ঘের নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিতে হইবে ঃ "প্রভো! অমুক শ্রামণের কালগত হইয়াছে; এই তাহার পাত্র এবং চীবর।" দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক শ্রামণের কালগত হইয়াছে; এই তাহার চীবর এবং পাত্র। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘ এই চীবর এবং পাত্র রোগী পরিচারককে দিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি। মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক শ্রামণের কালগত হইয়াছে; এই তাহার চীবর এবং পাত্র। সঙ্ঘ এই চীবর এবং পাত্র রোগী পরিচারককে দিতেছেন। এই চীবর এবং পাত্র রোগী পরিচারককে প্রদান করা যেই আয়ুষ্মান উচিৎ মনে করেন তিনি মৌন

থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন। সঙ্ঘ এই চীবর এবং পাত্র রোগী পরিচারককে প্রদান করিলেন। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৭) মৃতের দ্রব্যে শুশ্রূষক ভিক্ষু এবং শ্রামণেরের অংশ

১—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু এবং জনৈক শ্রামণের রোগী ভিক্ষুর পরিচর্য্যা করিয়াছিল। রোগী তাহাদের সেবা পাওয়া সত্ত্বেও কালগত হইলেন। সেই রোগী পরিচারক ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'রোগী পরিচারক শ্রামণেরকে চীবরের ভাগ কিরূপ দিতে হইবে ?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ রোগী পরিচারক শ্রামণেরকে সমান অংশ দিবে।"

২—সেই সময়ে বহুভাণ্ড এবং বহু দ্রব্যের অধিকারী জনৈক ভিক্ষু কালগত হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর মৃত্যু হইলে তাহার পাত্রচীবরের মালিক সঙ্ঘ। কিন্তু (একথা মনে রাখিতে হইবে) রোগী পরিচারক বড় উপকারী। ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি ঃ সঙ্ঘ ত্রিচীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে দিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য সঙ্ঘের উপস্থিতিতে ভাগ করিবে এবং বৃহৎ ভাণ্ড ও বৃহৎ দ্রব্য চতুর্দ্দিক হইতে আগত অনাগত ভিক্ষুসঙ্ঘের ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দিবে, তাহা পরিত্যাগ কিংবা ভাগ করিতে পারিবে না।"

চীবরের বস্ত্র এবং রঙ্

(১) নগ্ন থাকা অবিধেয়

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু নগ্ন হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিল ঃ—"প্রভো ! ভগবান বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছুতার, সন্তুষ্টিতার, সল্লেখের, ধূতের[১], প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উদ্যমশীলতার প্রশংসা করিয়াছেন। এই নগ্নতা বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছা, সন্তোষ, সল্লেখ, ধূত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উদ্যমশীলতার পক্ষে উপযোগী। অতএব প্রভু ভগবান ভিক্ষুগণকে নগ্ন থাকিবার অনুজ্ঞা প্রদান করুন।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন ঃ মোঘপুরুষ ! ইহা অননুরূপ……মোঘপুরুষ ! কেন তুমি তীর্থিক-ব্রত নগ্নতা গ্রহণ করিতে পার ?

১, ত্রয়োদশ প্রকার কঠোর নিয়মের।

তোমার এই কার্য্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না……নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! তীর্থিক-ব্রত নগ্নতা গ্রহণ করিতে পারিবে না; যে গ্রহণ করিবে তাহার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।"

(২) কুশচীরাদি ব্যবহার অবিধেয়

১—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু কুশচীর, বল্কল-চীর, ফলক-চীর (কাষ্ঠ ফলক), কেশ-কম্বল (মনুষ্যের কেশে প্রস্তুত বস্ত্র), বাল-কম্বল (হিংস্রজন্তুর কেশে প্রস্তুত বস্ত্র), উলূকের পাখা এবং মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন ঃ—"প্রভো! ভগবান বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছা, সন্তোষ, সল্লেখ, ধূত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উদ্যমশীলতার প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রভো! এই মৃগচর্ম্ম বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছা, সন্তোষ, সল্লেখ, ধূত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উদ্যমশীলতার পক্ষে উপযোগী। অতএব প্রভু ভগবান ভিক্ষুগণকে মৃগচর্ম্ম পরিধান করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন ঃ মোঘপুরুষ! ইহা অননুরূপ……মোঘপুরুষ! কেন তুমি তীর্থিক-ধ্বজ (চিহ্ন) ধারণ করিতে পার? এই কার্য্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে পারে না……এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! তীর্থিক-ধ্বজ মৃগচর্ম্ম পরিধান করিতে পারিবে না; যে করিবে, তাহার 'থুল্লচ্চয়' অপরাধ হইবে।"

২—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু অর্কনাল[১], 'পোত্থক'[২] পরিধান করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিল—"প্রভো! ভগবান বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছা, সন্তোষ, সল্লেখ, ধুত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উদ্যমশীলতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। প্রভো! এই 'পোত্থক' বিবিধ প্রকারে অল্পেচ্ছা, সন্তোষ, সল্লেখ, ধূত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উদ্যমশীলতার পক্ষে উপযোগী। অতএব প্রভু ভগবান ভিক্ষুগণকে 'পোত্থক' পরিধানে অনুজ্ঞা দান করুন।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন ঃ—হে মোঘপুরুষ!… কেন তুমি 'পোত্থক' পরিধান করিতে পার? মোঘপুরুষ! এই কার্য্যে যে অপ্রসন্ন দিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে পারে না……এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! 'পোত্থক' পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে, তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

---

১. আকন্দগাছের নাল; ২. বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত চাটাই।

(৩) নীল এবং পীতাদিবর্ণের চীবর ধারণ নিষিদ্ধ

সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু সারাগায়ে নীলবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারাগায়ে পীতবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারাগায়ে রক্তবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারাগায়ে মঞ্জিষ্ঠাবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারাগায়ে কৃষ্ণবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারাগায়ে মহারঙ্‌ রঞ্জিত চীবর পরিধান করিত, সারাগায়ে হরিদ্রা রঙের চীবর পরিধান করিত, পাড় ছিন্ন না করিয়া চীবর পরিধান করিত, দীর্ঘ পাড় যুক্ত চীবর পরিধান করিত, ফুলের পাড় যুক্ত চীবর পরিধান করিত, সর্পফণার ন্যায় পাড় যুক্ত চীবর পরিধান করিত, কঞ্চুক (সর্পের খোলস) পরিধান করিত, তিরীটক (এক প্রকার বল্কল) পরিধান করিত, 'বেঠন' (উষ্ণীষ) ব্যবহার করিত। তদ্দর্শনে জনসাধারণ 'যেন কামভোগী গৃহী !' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! সারাগায়ে নীলবর্ণের, সারাগায়ে পীতবর্ণের, সারাগায়ে রক্ত বর্ণের, সারাগায়ে মঞ্জিষ্ঠাবর্ণের, সারাগায়ে কৃষ্ণবর্ণের, সারাগায়ে মহারঙে রঞ্জিত, সারাগায়ে হরিদ্রা রঙে রঞ্জিত চীবর পরিধান করিতে পারিবে না ; পাড় ছিন্ন না করিয়া চীবর পরিধান করিতে পারিবে না, দীর্ঘ পাড় যুক্ত চীবর পরিধান করিতে পারিবে না, ফুলের পাড় যুক্ত চীবর পরিধান করিতে পারিবে না, সর্পফণার ন্যায় পাড় যুক্ত চীবর পরিধান করিতে পারিবে না, কঞ্চুক পরিধান করিতে পারিবে না, 'তিরীটক' পরিধান করিতে পারিবে না, উষ্ণীষ ব্যবহার করিতে পারিবে না ; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

(৪) অবস্থান্তর প্রাপ্ত ব্যক্তির চীবরাদি সম্বন্ধে সঙ্ঘের কর্ত্তব্য

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া চীবর প্রাপ্তির পূর্ব্বে প্রস্থান করিতেন, ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়া যাইতেন, কালগত হইতেন, শ্রামণেরত্ব জ্ঞাপন করিতেন, শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক জ্ঞাপন করিতেন, অন্তিমবস্তু (পারাজিক) প্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞাপন করিতেন, উন্মাদ বলিয়া জ্ঞাপন করিতেন, বিক্ষিপ্ত চিত্ত, বেদনাতুর, অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষিপ্ত, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত, মিথ্যাবিশ্বাস পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত, পণ্ডক, স্তেয়সংবাসক, তীর্থিকপ্রস্থানক, মানবেতর জীব, মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, অর্হৎহন্তা, ভিক্ষুণীদূষক, সঙ্ঘভেদক, রক্তোৎপাদক এবং উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞাপন করিতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া চীবর প্রাপ্তির পূর্ব্বে প্রস্থান করে তাহা হইলে যোগ্য গ্রাহক[১] থাকিলে তাহাকে প্রদান করিবে।

(৫) চীবরের মালিক সঙ্ঘ

১—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া চীবর প্রাপ্তির পূর্ব্বে গৃহী হইয়া যায়, কালগত হয়, শ্রামণের হয়, শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক হয়, অন্তিমদোষে দোষী হয় তাহা হইলে (চীবরের) মালিক সঙ্ঘ।

২—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং চীবর প্রাপ্তির পূর্ব্বে উন্মাদ, বিক্ষিপ্তচিত্ত, বেদনাতুর, অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষিপ্ত, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত, মিথ্যাবিশ্বাস ত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে যোগ্য গ্রাহক থাকিলে তাহাকে প্রদান করিবে।

৩—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং চীবর প্রাপ্তির পূর্ব্বে পণ্ডক······উভয় লিঙ্গ বিশিষ্টে পরিগণিত হয় তাহা হইলে (চীবরের) মালিক সঙ্ঘ।

৪—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্ব্বে প্রস্থান করে তাহা হইলে যোগ্য গ্রাহক থাকিলে তাহাকে (চীবর) প্রদান করিবে।

৫—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্ব্বে গৃহী হয়, কালগত হয়, শ্রামণের, শিক্ষাপ্রত্যাখ্যাতক, অন্তিমদোষে দোষী হয় তাহা হইলে (চীবরের) মালিক সঙ্ঘ।

৬—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্ব্বে উন্মাদ, বিক্ষিপ্তচিত্ত, বেদনাতুর, অপরাধ অদর্শনে উৎক্ষিপ্ত, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত এবং মিথ্যাবিশ্বাস পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত হয় তাহা হইলে যোগ্য গ্রাহক থাকিলে তাহাকে (চীবর) প্রদান করিবে।

৭—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্ব্বে পণ্ডক······উভয়লিঙ্গ বিশিষ্টে পরিগণিত হয় তাহা হইলে (চীবরের) মালিক সঙ্ঘ।

---

১. যদি কেহ বলে আমি লইব তাহা হইলে তাহাকে দিবে। এই তেইশজনের মধ্যে ষোলজনে পাইতে পারে না, সাতজনে পাইতে পারে।—সম-পাসা।

চীবর দান এবং চীবর বাহক

(১) সঙ্ঘভেদ হইলে চীবর ভাগ করার নিয়ম

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের চীবর প্রাপ্তির পূর্ব্বে সঙ্ঘ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং সেখানে জনসাধারণ 'সঙ্ঘকে দিতেছি' বলিয়া একপক্ষকে জল এবং অন্যপক্ষকে চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তাহা সঙ্ঘেরই হয়।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের চীবর প্রাপ্তির পূর্ব্বে সঙ্ঘ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং সেখানে জনসাধারণ 'সঙ্ঘকে দিতেছি' বলিয়া যেই পক্ষকে জল (দক্ষিণোদক) প্রদান করে সেই পক্ষকেই চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তাহা সঙ্ঘেরই হয়।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের চীবর প্রাপ্তির পূর্ব্বে সঙ্ঘ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং সেখানে জনসাধারণ 'একপক্ষকে দিতেছি' বলিয়া একপক্ষকে জল প্রদান করে এবং অন্যপক্ষকে চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তাহা পক্ষেরই হয়।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের চীবর প্রাপ্তির পূর্ব্বে সঙ্ঘ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং সেখানে জনসাধারণ 'পক্ষকে দিতেছি' বলিয়া যে পক্ষে জল প্রদান করে সেই পক্ষেই চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তাহা পক্ষেরই হয়।

৫—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্ব্বে সঙ্ঘ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে সকলে সম অংশে বিভাগ করিবে।

(২) অন্যের জন্য প্রেরিত চীবর চীবরবাহকের ব্যবহার করিবার বিধি

১—সেই সময়ে আয়ুষ্মান রেবত জনৈক ভিক্ষুর দ্বারা 'এই চীবর স্থবিরকে প্রদান করিবেন' বলিয়া আয়ুষ্মান শারীপুত্রের নিকট চীবর প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই ভিক্ষু রাস্তার মধ্যে 'আয়ুষ্মান রেবতের নিকট চাহিলে আমি চীবর পাইতে পারি' এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সেই চীবর স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। আয়ুষ্মান রেবত আয়ুষ্মান শারীপুত্রের সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—"প্রভো! আমি স্থবিরের জন্য চীবর পাঠাইয়াছিলাম, তাহা আপনার হস্তগত হইয়াছে কি?" "বন্ধো! আমি চীবর পাই নাই।" আয়ুষ্মান রেবত সেই ভিক্ষুকে (চীবর বাহককে) কহিলেনঃ—"বন্ধো! আমি আপনার দ্বারা স্থবিরের জন্য যেই চীবর পাঠাইয়াছিলাম; এখন সেই চীবর কোথায়?" "প্রভো! আমি সেই চীবর আপনার উপর বিশ্বাস

স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিয়াছি।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু অন্য কোন ভিক্ষুদ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন’ বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। যদি সেই ভিক্ষু রাস্তার মধ্যে যে প্রেরণ করে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলে অনুচিৎ হইবে না; কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাহার উপয় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করা উচিৎ নহে।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু অন্য কোন ভিক্ষু দ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন’ বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। যদি সে রাস্তার মধ্যে যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলে অনুচিৎ হইবে; কিন্তু যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে না।

৩—হে ভিক্ষুগণ যদি কোন ভিক্ষু অন্য কোন ভিক্ষু দ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন’ বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায় ঃ যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহা মৃত ব্যক্তির চীবর মনে করিয়া ব্যবহার করিলে অনুচিৎ হইবে না; কিন্তু যাহার জন্য প্রেরিত হইয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু অন্য কোন ভিক্ষুদ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন’ এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায় ঃ যাহার জন্য প্রেরিত সে কালগত হইয়াছে। তাহা মৃত ব্যক্তির চীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে; কিন্তু যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে না।

৫—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু অন্য কোন ভিক্ষু দ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন’ এই বলিয়া চীরব প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তায় মধ্যে শুনিতে পায় ঃ উভয় কালগত হইয়াছে। মৃতের (প্রেরকের) চীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে না; কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেই মৃত গ্রাহকের চীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে।

৬—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অন্য কোন ভিক্ষুদ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিতেছি’ এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) যদি রাস্তার মধ্যে প্রেরকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই চীবর নিজে গ্রহণ করে তাহা হইলে অনুচিৎ হইবে; যাহার জন্য প্রেরিত তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে না।

৭—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অন্য কোন ভিক্ষুদ্বারা 'এই চীবর অমুককে দিতেছি' এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে না; প্রেরকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে।

৮—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অন্য কোন ভিক্ষুদ্বারা 'এই চীবর অমুককে দিতেছি' এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায়ঃ প্রেরক কালগত হইয়াছে। প্রেরকের মৃতচীবর (মৃত ব্যক্তির চীবর) মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে; কিন্তু যাহার জন্য প্রেরিত তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে না।

৯—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অন্য কোন ভিক্ষুদ্বারা 'এই চীরব অমুককে দিতেছি' এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায়ঃ যাহার জন্য প্রেরিত সে কালগত হইয়াছে। তাহার (গ্রাহকের) মৃত চীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে না; কিন্তু যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে।

১০—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অন্য কোন ভিক্ষুদ্বারা 'এই চীবর অমুককে দিতেছি' এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায়ঃ উভয়ের (প্রেরক ও গ্রাহকের) মৃত্যু হইয়াছে। যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার মৃতচীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে; যাহার জন্য প্রেরিত হইয়াছে তাহার মৃতচীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অনুচিৎ হইবে না।

(৩) অষ্টবিধ চীবরদান এবং তাহার ভাগ

হে ভিক্ষুগণ! চীবর উৎপত্তির (প্রাপ্তির) মাতিকা (উৎপত্তিক্ষেত্র) এই আট প্রকার, যথা—(১) সীমায় প্রদান করে, (২) সমলাভীকে প্রদান করে, (৩) ভিক্ষা গ্রহীতাকে প্রদান করে, (৪) সঙ্ঘকে প্রদান করে, (৫) উভয় (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) সঙ্ঘকে প্রদান করে, (৬) বর্ষাবাস সমাপক সঙ্ঘকে প্রদান করে, (৭) নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রদান করে, (৮) ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশ্যে প্রদান করে।

(১) 'সীমায় দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে সীমার অভ্যন্তরে অবস্থিত সকলে ভাগ করিয়া লইবে।

(২) 'সমলাভীকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যদি অনেক আবাস সমলাভী হয় তাহা হইলে এক আবাসে দিলেও সকল আবাসে প্রদত্ত হয়।

(৩) 'ভিক্ষা গ্রহীতাকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যেখানে সঙ্ঘের নিত্য সেবা করা হয় সেখানে প্রদত্ত হয়।

(৪) 'সঙ্ঘকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে উপস্থিত সঙ্ঘকে ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

(৫) 'উভয় সঙ্ঘকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যদি ভিক্ষু অধিক হয় এবং ভিক্ষুণী একজন মাত্র হয়, তাহা হইলে ভিক্ষুণীকে অর্দ্ধেক দিতে হইবে। যদি ভিক্ষুণী অধিক হয় এবং ভিক্ষু একজন মাত্র হয়, তাহা হইলে ভিক্ষুকে অর্দ্ধেক দিতে হইবে।

(৬) 'বর্ষাবাস সমাপক সঙ্ঘকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যতজন ভিক্ষু সেই আবাসে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়াছে তাহারা সকলকে ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

(৭) 'নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যে দাতার যবাগূ, অন্ন, খাদ্য, চীবর, শয়নাসন অথবা ভৈষজ্য উপভোগ করিয়াছে তাহাকে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(৮) 'ব্যক্তি বিশেষকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যাহার নাম লইয়া প্রদত্ত হয় তাহারই প্রাপ্য।

॥ চীবর-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৯—চম্পেয়্য-স্কন্ধ

কৰ্ম্ম ও অকৰ্ম্ম

[স্থান :—চম্পা]

(১) নিরপরাধীকে উৎক্ষিপ্ত করা অপরাধ

১—সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান চম্পায় অবস্থান করিতেছিলেন,—গর্গরা[১] পুষ্করিণী তীরে। সেই সময় কাশী জনপদে বাসভগ্রাম নামে এক গ্রাম ছিল। সেখানে কর্ত্তব্য বিষয়ে সচেতন[২] কাশ্যপগোত্র নামক জনৈক ভিক্ষু বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা এই বিষয়ে ঔৎসুক্য ছিলেন : 'অনাগত সুশীল ভিক্ষু কিসে এখানে আগমন করিবেন, উপস্থিত সুশীল ভিক্ষু কিসে নিরাপদে অবস্থান করিবেন এবং কিসেই বা এই আবাসের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বৈপুল্য সাধিত হইবে।

সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কাশীতে পর্য্যটন করিতে করিতে বাসভগ্রামে গমন করিলেন। দুর হইতেই কাশ্যপগোত্র ভিক্ষু সেই ভিক্ষুগণকে আসিতে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া আসন প্রস্তুত করিলেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করিলেন। অভ্যর্থনা করিয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিলেন, পানীয়ের প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্নানের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন এবং যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন[৩]। সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'এইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষু অতি ভদ্র; তিনি আমাদের স্নান সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন এবং যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধেও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। অতএব আমরা এই বাসভগ্রামে বাস করিব।' এই মনে করিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ সেই বাসভগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। কাশ্যপগোত্র ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'এই আগন্তুক ভিক্ষুগণের আগন্তুক জনিত যেই ক্লেশ ছিল তাহা এখন উপশমিত হইয়াছে, ভিক্ষা করিবার গ্রাম সম্বন্ধে তাঁহাদের

---

১. গর্গরা নাম্নী রাজ-মহিষী কর্ত্তৃক খনিত পুষ্করিণী তীরে।—সার-দীপ।

২. তস্মিং আবাসে কত্তব্বত্ততা তন্তি পটিবদ্ধা।—সম-পাসা। কর্ত্তব্য কর্ম্মে উৎসাহান্বিত।—সার-দীপ।

৩. যেখানের লোকেরা বলিয়া থাকে 'আগন্তুক আসিলে আমাদিগকে জানাইবেন' সেই স্থানেই খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য করিতে পারা যায়, যেখানে বলে নাই সেখানে পারে না।—সম-পাসা।

যেই অনভিজ্ঞতা ছিল সেই সম্বন্ধেও এখন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। আজীবন পরগৃহে (খাদ্য ভোজ্যের জন্য) ঔৎসুক্য প্রকাশ করা কষ্টদায়ক এবং যাচ্ঞা লোকের প্রীতিকরও নহে; অতএব আমি যবাগূ এবং খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে আর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব না।' এই ভাবিয়া তিনি যবাগূ এবং খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশে বিরত হইলেন। তখন সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ 'পূর্ব্বে এই আবাসবাসী ভিক্ষু আমাদের স্নান সম্বন্ধে এবং যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহশীল ছিলেন। এখন তিনি আমাদের যবাগূ এবং খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাইতেছেন না। এখন এই আবাসবাসী ভিক্ষু দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব আমরা এই আবাসবাসী ভিক্ষুকে উৎক্ষিপ্ত করিব।' এই ভাবিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া কাশ্যপগোত্র ভিক্ষুকে কহিলেনঃ—"বন্ধো! পূর্ব্বে আপনি আমাদের স্নান সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু এখন আপনি আমাদের যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন না। এই জন্য আপনি অপরাধী হইয়াছেন। সেই অপরাধ কি আপনি দেখিতেছেন (স্বীকার করিতেছেন)?" "বন্ধুগণ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহা আমি দেখিব (স্বীকার করিব)।" তখন সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ কাশ্যপগোত্র ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত (দণ্ডিত)[১] করিল।

কাশ্যপগোত্র ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ 'আমি জানি নাঃ ইহা অপরাধ কি, নিরপরাধ; প্রাপ্ত হইয়াছি কি, হই নাই; উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি কি, হই নাই; ধর্ম্মানুসারে, না অধর্ম্মানুসারে, ন্যায়ানুসারে, না অন্যায়ানুসারে, কারণে, না অকারণে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি; অতএব আমি চম্পা গমন করিয়া ভগবানের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব।' এই ভাবিয়া কাশ্যপগোত্র ভিক্ষু শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া চম্পা অভিমুখে গমন করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া চম্পায় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধগণের রীতি। ভগবান কাশ্যপগোত্র ভিক্ষুকে কহিলেন—"ভিক্ষু! নিরুপদ্রবে আছ ত? সুখে দিনযাপন করিয়াছ ত? অল্পকষ্টে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ ত? ভিক্ষু! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" "ভগবন্! আমি নিরুদ্বেগে আছি, সুখে দিনযাপন করিয়াছি; অল্পকষ্টে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। কাশী

১. যাহাকে 'উৎক্ষিপ্ত' করা হয় সে স্বসম্প্রদায় ভুক্ত হইলেও তাহার সঙ্গে আমিষসম্ভোগ (এক আসনে বসিয়া আহার করা) কিংবা ধর্ম্মসম্ভোগ (বিনয় সম্বন্ধীয় কার্য্য) করা চলে না।

জনপদে বাসভগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে, আমি তথায় কর্ত্তব্যকার্য্যে উদ্যমশীল হইয়া নিত্য বাস করিয়া থাকি এবং আমি এ বিষয়ে সর্ব্বদা আগ্রহান্বিত থাকি ঃ কিসে অনাগত সুশীল ভিক্ষু এখানে আগমন করিবেন, আগত সুশীল ভিক্ষু নিরাপদে বাস করিবেন এবং কিসেই বা এই আবাসের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি বৈপুল্য সাধিত হইবে। প্রভো ! অনেক ভিক্ষু কাশীতে পর্য্যটন করিতে করিতে বাসভগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। আমি দূর হইতেই সেই ভিক্ষুগণকে আসিতে দেখিতে পাইলাম; দেখিয়া তাঁহাদের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট করিলাম, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করিলাম; অভ্যর্থনা করিয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিলাম, পানীয়ের প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম, স্নান সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিলাম, যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তখন সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল ঃ 'এই আবাসবাসী ভিক্ষু অতি ভদ্র; তিনি আমাদের স্নান সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। অতএব আমরা এই বাসভগ্রামেই বাস করিব।' প্রভো ! এই ভাবিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ সেই বাসভগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'এই আগন্তুক ভিক্ষুগণের আগন্তুক জনিত যেই ক্লেশ ছিল তাহা এখন উপশমিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের ভিক্ষা করিবার গ্রাম সম্বন্ধে যেই অনভিজ্ঞতা ছিল সেই সম্বন্ধেও এখন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। পরগৃহে আজীবন (খাদ্যভোজ্যের জন্য) আগ্রহ প্রকাশ করা ক্লেশকর। বিশেষত যাচ্ঞা পরায়ণতা লোকের প্রীতিকর নহে; অতএব আমি যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে আর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব না।' প্রভো ! এই ভাবিয়া আমি আর তাঁহাদের যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রদর্শন করি নাই। তখন সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় ঃ 'এই আবাসবাসী ভিক্ষু পূর্ব্বে আমাদের স্নান সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং আমাদের যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধেও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন কিন্তু এখন তিনি আমাদের যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নহেন। এই আবাসবাসী ভিক্ষু এখন দুষ্ট হইয়াছেন। অতএব আমরা তাঁহাকে উৎক্ষিপ্ত করিব।' এই ভাবিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া আমাকে কহিলেন,—'বন্ধো ! পূর্ব্বে আপনি আমাদের স্নান সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য করিতেন। এখন আপনি আমাদের যবাগূ ও খাদ্যভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নহেন; এই জন্য আপনি অপরাধী হইয়াছেন, সেই অপরাধ দেখিতেছেন কি ?' 'বন্ধুগণ ! আমার তেমন কোন অপরাধ নাই যাহা আমি দেখিব।' প্রভো ! অনন্তর সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ অপরাধ দর্শন না করা হেতু

আমাকে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ আমি জানি না ঃ ইহা অপরাধ কি নিরপরাধ, প্রাপ্ত হইয়াছি কি হই নাই, উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি কি হই নাই, ধর্ম্মানুসারে কি অধর্ম্মানুসারে, ন্যায়ানুসারে কি অন্যায়ানুসারে, কারণে কি অকারণে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি। অতএব আমি চম্পায় যাইয়া ভগবানের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব।' ভগবন্! আমি সেই স্থান হইতেই আসিতেছি।"

"হে ভিক্ষু! ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে; অপ্রাপ্ত হইয়াছ, প্রাপ্ত হও নাই; অনুৎক্ষিপ্ত আছ, উৎক্ষিপ্ত হও নাই; অধর্ম্মানুসারে, অন্যায়ানুসারে, অকারণে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছ। ভিক্ষু! তুমি যাইয়া সেই বাসভগ্রামেই বাস করিতে থাক।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো!" বলিয়া কাশ্যপগোত্র ভিক্ষু ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া বাসভগ্রামে প্রস্থান করিলেন।

সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণের উদ্বেগ ও মনস্তাপ উপস্থিত হইল ঃ 'আমাদের লাভ হইল না, অলাভই হইল; আমাদের দুর্লাভই হইল, সুলাভ হইল না; আমরা যে নিরপরাধ পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে অবিষয়ে অকারণে উৎক্ষিপ্ত করিলাম! অতএব আমরা চম্পায় যাইয়া ভগবানের নিকট দোষকে দোষ বলিয়া স্বীকার করিব।' এই ভাবিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া চম্পা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া চম্পায় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধগণের রীতি। ভগবান সেই ভিক্ষুদিগকে কহিলেন ঃ— "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা নিরুপদ্রবে আছ ত? তোমরা সুখে দিনযাপন করিয়াছ ত? অল্পক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ ত? ভিক্ষুগণ! তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?" "ভগবন্! আমরা নিরুদ্বেগে আছি, সুখে দিনযাপন করিয়াছি, অল্প ক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। প্রভো! কাশীজনপদে বাসভগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে, সেইস্থান হইতে আমরা আসিতেছি।" "ভিক্ষুগণ! তোমরাই কি আবাসবাসী ভিক্ষুকে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলে?" "হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য।" "ভিক্ষুগণ! কোন্ বিষয়ে, কোন্ কারণে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলে?" "ভগবন্! অবিষয়ে, অকারণে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলাম।"

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন ঃ "মোঘপুরুষ! তোমাদের এই কার্য্য অননুরূপ, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিৎ, অবিহিত এবং অকার্য্য হইয়াছে। কেন তোমরা পরিশুদ্ধ নিরপরাধী ভিক্ষুকে অবিষয়ে, অকারণে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছ? তোমাদের এই কার্য্যে যে অপ্রসন্নদিগের মধ্যে প্রসন্নতা উৎপন্ন হইবে না।"

······এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ— "হে ভিক্ষুগণ! পরিশুদ্ধ নিরপরাধী ভিক্ষুকে অবিষয়ে, অকারণে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারিবে না; যে উৎক্ষিপ্ত করিবে তাহার 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ আসন হইতে উঠিয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংসে স্থাপন করিয়া এবং ভগবানের পদে বিলুণ্ঠিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! আমরা নিরপরাধী, পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে অবিষয়ে, অকারণে বালকের ন্যায়, মূঢ়ের ন্যায়, অজ্ঞের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া অপরাধ করিয়াছি। প্রভু ভগবান আমাদের অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থনা ভবিষ্যতে আমরা সাবধান হইবার জন্য অনুমোদন করুন।"

"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা বালক, মূঢ়, অজ্ঞের ন্যায় নিরপরাধী পরিশুদ্ধ ভিক্ষুকে অবিষয়ে, অকারণে উৎক্ষিপ্ত করিয়া অপরাধ করিয়াছ; অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করিতেছ, এই জন্য আমি তোমাদের অপরাধ-স্বীকার অনুমোদন করিলাম। ভিক্ষুগণ! আর্য্যবিনয়ে ইহা শ্রীবৃদ্ধির কথাঃ যে দোষকে দোষরূপে দেখিয়া ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করে।"

(২) অকর্ম্মের পার্থক্য

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ চম্পায় এইরূপ কর্ম্ম (দণ্ডবিধান) করিতেছিলেন। যথা, ধর্ম্মবিরুদ্ধ[১] বর্গ (সংঘের একাংশ হইয়া) কর্ম্ম (দণ্ডবিধান) করিতেছিলেন, ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র (সঙ্ঘের সকলে) কর্ম্ম (দণ্ডবিধান) করিতেছিলেন, ধর্ম্মসম্মত বর্গকর্ম্ম করিতেছিলেন, ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গকর্ম্ম করিতেছিলেন, ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রকর্ম্ম করিতেছিলেন, একজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, একজনেও দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, একজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, একজনেও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। দুইজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, দুইজনেও দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, দুইজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, দুইজনেও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। বহুজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, বহুজনেও দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, বহুজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, বহুজনেও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন এবং সঙ্ঘও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন,

---

১. মূল বুদ্ধবাক্যের নাম ধর্ম্ম। বুদ্ধাবাক্যানুসারে না করিলে তাহা ধর্ম্মবিরদ্ধ কর্ম্ম নামে অভিহিত হয়।—সম-পাসা।

নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন ঃ "কেন চম্পায় ভিক্ষুগণ এরূপ কর্ম্ম (দণ্ডবিধান) করিতেছেন? কেন ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করিতেছেন?……কেনই বা সঙ্ঘও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছেন?" অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—)

"হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি চম্পায় ভিক্ষুগণ এরূপ কর্ম্ম (দণ্ড বিধান) করিতেছে, ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করিতেছে……সঙ্ঘও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছে?" "হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য।" বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন……নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান কহিলেন ঃ—"হে ভিক্ষুগণ! (১) ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ! (২) ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র কর্ম্ম অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (৩) ধর্ম্মসম্মত বর্গকর্ম্ম অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (৪) ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গকর্ম্ম অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (৫) ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রকর্ম্ম অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (৬) একজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (৭) একজনেও দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (৮) একজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (৯) একজনেও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (১০) দুইজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (১১) দুইজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (১২) দুইজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (১৩) দুইজনেও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (১৪) বহুজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (১৫) বহুজনেও দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (১৬) বহুজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ; (১৭) বহুজনেও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ (১৮) সঙ্ঘও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করা অকর্ম্ম, তাহা করা অনুচিৎ।

(৩) কর্ম্মের পার্থক্য

হে ভিক্ষুগণ! কর্ম্ম চারিপ্রকার, যথা ঃ—(১) ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম, (২) ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রকর্ম্ম, (৩) ধর্ম্মসম্মত বর্গকর্ম্ম, (৪) ধর্ম্মসম্মত সমগ্রকর্ম্ম।

হে ভিক্ষুগণ! তন্মধ্যে এই যে ধর্ম্মবিরুদ্ধভাবে কৃত বর্গকর্ম্ম তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং বর্গ বশত কুপ্য (নীতিবিরুদ্ধ) এবং অযোগ্য। ভিক্ষুগণ! এরূপ কর্ম্ম (দণ্ডবিধান) করা অনুচিৎ; আমি এরূপ কর্ম্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই।

হে ভিক্ষুগণ! তন্মধ্যে এই যে ধর্ম্মবিরুদ্ধভাবে কৃত সমগ্রকর্ম্ম তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বশত কুপ্য এবং অযোগ্য। ভিক্ষুগণ! এরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; আমি এরূপ কর্ম্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই।

হে ভিক্ষুগণ! তন্মধ্যে এই যে ধর্ম্মসম্মতভাবে কৃত বর্গকর্ম্ম তাহা বর্গ বশত কুপ্য এবং অযোগ্য। ভিক্ষুগণ! এরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; আমি এরূপ কর্ম্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই।

হে ভিক্ষুগণ! তন্মধ্যে এই যে ধর্ম্মসম্মতভাবে কৃত সমগ্রকর্ম্ম তাহা ধর্ম্মসম্মত এবং সমগ্র বশত অকুপ্য (নীতি বিরুদ্ধ নহে) এবং যথোচিৎ। ভিক্ষুগণ! এরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ; আমি এরূপ কর্ম্ম করিবার অনুজ্ঞা দিয়াছি।

হে ভিক্ষুগণ! তদ্ধেতু 'আমরা এরূপ কর্ম্ম (দণ্ডবিধান) করিব, যাহা ধর্ম্মানুসারে সমগ্র' এরূপ তোমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে।

(৪) অকর্ম্মের পার্থক্য

সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু এরূপ কর্ম্ম (দণ্ড বিধান) করিতেছিল। যথা—(১) ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম, (২) ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রকর্ম্ম, (৩) ধর্ম্মসম্মত বর্গকর্ম্ম, (৪) ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গকর্ম্ম, (৫) ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রকর্ম্ম, (৬) জ্ঞপ্তি-ব্যতীত অনুশ্রাবণসম্পন্ন কর্ম্ম, (৭) অনুশ্রাবণব্যতীত জ্ঞপ্তিসম্পন্ন কর্ম্ম, (৮) জ্ঞপ্তি এবং অনুশ্রাবণব্যতীত কর্ম্ম, (৯) ধর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্ম,[১] (১০) বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম্ম,[২] (১১) শাস্তার শাসনবিরুদ্ধ কর্ম্ম,[৩] (১২) 'পতিকুট্‌ঠকত'[৪] কর্ম্ম করিতেছিল, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ এবং অন্যায়জনক। তাহা দেখিয়া অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন: "কেন ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু এরূপ কর্ম্ম করিতে পারে যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম......'পতিকুট্‌ঠকত' কর্ম্ম, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ এবং অন্যায়জনক?" অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—) "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু এরূপ কর্ম্ম করিতেছে যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম,...'পতিকুট্‌ঠকত' কর্ম্ম এবং যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, অন্যায়জনক?" "হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য।" বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন......এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন:—

---

১. অমূলক বিষয় দ্বারা দণ্ড বিধান করা; ২. প্রকাশ এবং স্মরণ করাইয়া না দিয়া দণ্ডবিধান করা; ৩. জ্ঞপ্তি এবং অনুশ্রাবণ ব্যতীত দণ্ডবিধান করা; ৪. অন্যের বাধা সত্ত্বেও কর্ম্ম করা।

"হে ভিক্ষুগণ! (১) যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গ (সঙ্ঘের একাংশের কৃত) কর্ম্ম (দণ্ডবিধান) তাহা অকর্ম্ম, সেইরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; (২) যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র (সঙ্ঘের সকলের কৃত) কর্ম্ম (দণ্ডবিধান) তাহা অকর্ম্ম, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; (৩) যাহা ধর্ম্মসম্মত বর্গকর্ম্ম তাহা অকর্ম্ম, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; (৪) যাহা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গকর্ম্ম তাহা অকর্ম্ম, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; (৫) যাহা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র কর্ম্ম তাহা অকর্ম্ম, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; (৬) যাহা জ্ঞপ্তিব্যতীত অনুশ্রাবণসম্পন্ন কর্ম্ম তাহা অকর্ম্ম, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; (৭) যাহা অনুশ্রাবণব্যতীত জ্ঞপ্তিসম্পন্ন কর্ম্ম তাহা অকর্ম্ম, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; (৮) যাহা জ্ঞপ্তি এবং অনুশ্রাবণবিহীন কর্ম্ম তাহা অকর্ম্ম, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; (৯) যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম তাহা অকর্ম্ম, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; (১০) যাহা বিনয়বিরুদ্ধ কর্ম্ম তাহা অকর্ম্ম, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; (১১) যাহা শাস্তার শাসনবিরুদ্ধ কর্ম্ম তাহা অকর্ম্ম, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে; (১২) যাহা 'পতিকুট্‌ঠকত' কর্ম্ম তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ অকর্ম্ম, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে।

(৫) ষড়্‌বিধ কর্ম্ম

হে ভিক্ষুগণ! কর্ম্ম (দণ্ড) এই ছয় প্রকার, যথা—(১) ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম, (২) বর্গকর্ম্ম, (৩) সমগ্রকর্ম্ম, (৪) ধর্ম্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম্ম, (৫) ধর্ম্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম্ম, (৬) ধর্ম্মসম্মত সমগ্রকর্ম্ম।

(৬) ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম

হে ভিক্ষুগণ! ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম কাহাকে বলে?

ক. (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং একবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম্ম একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে এবং কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম নামে কথিত হয়। (২) যদি একবার জ্ঞপ্তি এবং একবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম্ম দুইবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম নামে কথিত হয়। (৩) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং একবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম্ম কেবল একবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম নামে কথিত হয়। (৪) যদি একবার

জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং একবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম্ম দুইবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম নামে কথিত হয়।

খ. (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম্ম একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম নামে কথিত হয়। (২) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম্ম দুইবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম নামে কথিত হয়। (৩) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম্ম তিনবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম নামে কথিত হয়। (৪) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম্ম চারিবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম নামে কথিত হয়। (৫) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম্ম একবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম নামে কথিত হয়। (৬) যদি একবার জ্ঞপ্তি এবং তিনবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম্ম দুইবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম নামে কথিত হয়। (৭) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম্ম তিনবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম নামে কথিত হয়। (৮) যদি একবার জ্ঞপ্তি এবং তিনবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম্ম চারিবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম বলে।

(৭) বর্গ কর্ম্ম

হে ভিক্ষুগণ! বর্গকর্ম্ম কাহাকে বলে?

ক. (১) হে ভিক্ষুগণ! জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম্মে[১] যদি কর্ম্মক্ষম ভিক্ষু অনুপস্থিত থাকে, ছন্দ (মত) দানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ (মত) সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণও বাধা প্রদান করে, তবে তাহা বর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয়।

---

১. যেই কার্য্য একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং একবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করা হয়, তাহাকে জ্ঞপ্তি দ্বিতীয় কর্ম্ম বলে।

(২) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্ম্মে কর্ম্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দ দানেরযোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও বর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয়। (৩) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্ম্মে কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুও উপস্থিত থাকে, ছন্দদানেরযোগ্য ভিক্ষুর ছন্দও সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও বর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয়।

খ. (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্ম্মে[১] কর্ম্মক্ষম ভিক্ষু অনুপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহা বর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয়, (২) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্ম্মে কর্ম্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও বর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয়। (৩) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্ম্মে কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুও উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দও সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও বর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বর্গকর্ম্ম বলে।

(৮) সমগ্র কর্ম্ম

হে ভিক্ষুগণ! সমগ্রকর্ম্ম কাহাকে বলে?

(১) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্ম্মে কর্ম্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দ দানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহা সমগ্রকর্ম্ম নামে কথিত হয়। (২) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্ম্মে কর্ম্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহাও সমগ্র কর্ম্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে সমগ্রকর্ম্ম বলে।

(৯) ধর্ম্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম্ম

হে ভিক্ষুগণ! ধর্ম্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম্ম কাহাকে বলে?

ক. (১) যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্ম্মে প্রথম কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি

---

১. একবার জ্ঞপ্তি এবং তিনবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া যেই কর্ম্ম করা হয় তাহাকে জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম্ম বলে।

৫৩

স্থাপন করে, কর্ম্মক্ষম ভিক্ষু অনুপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে, তবে তাহা ধর্ম্ম-প্রতিরূপ বর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয় ; (২) ভিক্ষুগণ ! যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্ম্মে প্রথম কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও ধর্ম্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয়। (৩) ভিক্ষুগণ ! যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্ম্মে প্রথম কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও ধর্ম্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয়।

খ. (১) হে ভিক্ষুগণ ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্ম্মে প্রথম কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুগণ অনুপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহা ধর্ম্মপ্রতিরূপবর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয়। (২) ভিক্ষুগণ ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্ম্মে প্রথম কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও ধর্ম্মপ্রতিরূপবর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয়। (৩) ভিক্ষুগণ ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্ম্মে প্রথম কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্ম্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও ধর্ম্মপ্রতিরূপবর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ ! ইহাকে ধর্ম্মপ্রতিরূপবর্গকর্ম্ম বলে।

(১০) ধর্ম্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম্ম

হে ভিক্ষুগণ ! ধর্ম্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম্ম কাহাকে বলে ?

হে ভিক্ষুগণ ! (১) যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্ম্মে প্রথম কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহা ধর্ম্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম্ম নামে কথিত হয়। (২) ভিক্ষুগণ ! যদি জ্ঞপ্তিচতুর্থকর্ম্মে প্রথম কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করে, পরে জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং উপস্থিত

ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহাও ধর্ম্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে ধর্ম্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম্ম বলে।

(১১) ধর্ম্মসম্মত সমগ্রকর্ম্ম

হে ভিক্ষুগণ! ধর্ম্মসম্মত সমগ্রকর্ম্ম কাহাকে বলে?

হে ভিক্ষুগণ! (১) যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্ম্মে প্রথম জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, পরে একবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করে, কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহা ধর্ম্মসম্মত সমগ্রকর্ম্ম নামে কথিত হয়। (২) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্ম্মে প্রথম জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, পরে তিনবার কর্ম্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করে, কর্ম্মক্ষম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহাও ধর্ম্মসম্মত সমগ্রকর্ম্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে ধর্ম্মসম্মত সমগ্রকর্ম্ম বলে।

পাঁচ প্রকার সঙ্ঘ এবং তাহার অধিকার

(১) বর্গ (কোরাম্) দ্বারা সঙ্ঘের পার্থক্য

সঙ্ঘ পাঁচ প্রকার, যথা--(১) চতুর্বর্গ (চারিজন) ভিক্ষুসঙ্ঘ, (২) পঞ্চবর্গ (পাঁচজন) ভিক্ষুসঙ্ঘ, (৩) দশবর্গ (দশজন) ভিক্ষুসঙ্ঘ, (৪) বিংশতিবর্গ (বিশজন) ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং (৫) বিংশত্যধিক বর্গ (বিশজনের অধিক) ভিক্ষুসঙ্ঘ।

(২) সঙ্ঘের অধিকার

(১) হে ভিক্ষুগণ! চতুর্বর্গ ভিক্ষুসঙ্ঘ উপসম্পদাদান, প্রবারণা এবং আহ্বান এই ত্রিবিধ কর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্মানুসারে সমবেত হইয়া অন্য সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবর্গ ভিক্ষুসঙ্ঘ মধ্যদেশে উপসম্পদাদান এবং আহ্বান এই দ্বিবিধ কর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্মানুসারে সমবেত হইয়া অন্য সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! দশবর্গ ভিক্ষুসঙ্ঘ আহ্বান কর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্মানুসারে সমবেত হইয়া অন্য সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! বিংশতি বর্গ ভিক্ষুসঙ্ঘ ধর্ম্মানুসারে সমবেত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! বিংশত্যধিক ভিক্ষুসঙ্ঘ ধর্ম্মানুসারে সমবেত হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিতে পারে।

(৩) অন্যায়ভাবে বর্গ (কোরাম্) পূর্ণ করা

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি চতুর্বর্গের করণীয় কর্ম্ম ভিক্ষুণী দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে করে তাহা হইলে তাহা অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে। ভিক্ষুগণ! যদি চতুর্বর্গের করণীয় কর্ম্ম শিক্ষমানা দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে করে তবে তাহা অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে। ভিক্ষুগণ! যদি চতুর্বর্গের করণীয় কর্ম্ম শ্রামণের, শ্রামণেরী, শিক্ষাপ্রত্যাখ্যাতক, অন্তিমঅপরাধে (পারাজিক) অপরাধী, অপরাধ স্বীকার না করায় উৎক্ষিপ্ত, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত, মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত, পণ্ডক, স্তেয়সংবাসক, তীর্থিকপ্রস্থানক, মানবেতরজীব, মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, অর্হৎহন্তা, ভিক্ষুণীদূষক, সঙ্ঘভেদক, রক্তোৎপাদক, উভয়ব্যঞ্জনক, ভিন্নসংবাসক (স্বতন্ত্র সম্প্রদায়স্থ), পৃথক সীমায় অবস্থিত অথবা ঋদ্ধিপ্রভাবে আকাশে অবস্থিত ব্যক্তিদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে করে তবে তাহা অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে। সঙ্ঘ যাহার কর্ম্ম করিতেছে তাহার দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে কর্ম্ম করিলে তাহাও অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে।

॥ চতুর্বর্গের করণীয় সমাপ্ত ॥

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি পঞ্চবর্গের করণীয় কর্ম্ম ভিক্ষুণী দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া পাঁচজনে করে তাহা হইলে তাহা অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে। ভিক্ষুগণ! যদি পঞ্চবর্গের করণীয় কর্ম্ম শিক্ষমানা, শ্রামণের, শ্রামণেরী, শিক্ষা-প্রত্যাখ্যাতক, অন্তিমঅপরাধে অপরাধী, অপরাধ স্বীকার না করায় উৎক্ষিপ্ত, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্ষিপ্ত, মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্ত, পণ্ডক, স্তেয়সংবাসক, তীর্থিকপ্রস্থানক, মানবেতরজীব, মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, অর্হৎহন্তা, ভিক্ষুণীদূষক, সঙ্ঘভেদক, রক্তোৎপাদক, উভয়ব্যঞ্জনক, ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ, পৃথক সীমায় অবস্থিত অথবা ঋদ্ধিপ্রভাবে আকাশে অবস্থিত ব্যক্তিদ্বারা সংখ্য পূর্ণ করিয়া পাঁচজনে কর্ম্ম করে তাহা হইলে তাহাও অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে। সঙ্ঘ যাহার কর্ম্ম করিতেছে তাহার দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া পাঁচজনে কর্ম্ম করিলে তাহাও অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে।

॥ পঞ্চবর্গের করণীয় সমাপ্ত ॥

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি দশবর্গের করণীয় কর্ম্ম ভিক্ষুণী দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দশজনে করে তাহা হইলে তাহাও অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে। [অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ]

॥ দশবর্গের করণীয় সমাপ্ত ॥

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি বিংশতি বর্গের করণীয় কর্ম্ম ভিক্ষুণী দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিংশতি জনে করে তাহা হইলে তাহাও অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে। [অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ]

॥ বিংশতিবর্গের করণীয় সমাপ্ত ॥

৫—(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি পারিবাসিক[১] (পরিবাস ব্রত পালনে রত) ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে (অন্যকে) পরিবাস প্রদান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ব দান করে এবং তাহাকে লইয়া বিংশতিজনে (অন্যকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষু দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে (অন্যকে) পরিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ব দান করে এবং তাহাদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিংশতিজনে (অন্যকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি মানত্বযোগ্য ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে (অন্যকে) পরিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ব দান করে এবং তাহাদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিংশতিজনে (অন্যকে) আহ্বান করে তাহা হইলে অহা অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি মানত্বচারিক (মানত্ব ব্রত পালনে রত) ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে (অন্যকে) পরিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্ব দান করে এবং তাহাদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিশজনে (অন্যকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি আহ্বান করিবার যোগ্য ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে (অন্যকে) পরিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানত্বদান করে এবং তাহাদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিশজনে (অন্যকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম্ম করা উচিৎ নহে।

---

১. চুলবর্গের পারিবাসিক স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৪) সঙ্ঘসভায় কাহার বাধাদান গ্রাহ্য এবং অগ্রাহ্য ?

হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘসভায় ব্যক্তিবিশেষের বাধাদান গ্রাহ্য হয় এবং ব্যক্তিবিশেষের বাধাদান গ্রাহ্য হয় না।

১—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘসভায় কাহার বাধাদান গ্রাহ্য হয় না? ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ সভায় ভিক্ষুণীর বাধাদান গ্রাহ্য হয় না। শিক্ষমানার, শ্রামণেরের, শ্রামণেরীর, শিক্ষাপ্রত্যাখ্যাতকের, অন্তিমঅপরাধে অপরাধীর, উন্মাদের, বিক্ষিপ্তচিত্তের, বেদনা-তুরের, অপরাধ স্বীকর না করা হেতু উৎক্ষিপ্তের, অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু উৎক্ষিপ্তের, মিথ্যাধারণা ত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্তের, পণ্ডকের, স্তেয়সংবাসকের, তীর্থিকপ্রস্থানকের, মানবেতরপ্রাণীর, মাতৃহন্তার, পিতৃহন্তার, অর্হৎহন্তার, ভিক্ষুণী-দূষকের, সঙ্ঘভেদকের, রক্তোৎপাদকের, উভয়লিঙ্গবিশিষ্টের, পৃথক সম্প্রদায়স্থের, পৃথকসীমায় অবস্থিতের, ঋদ্ধিপ্রভাবে আকাশে অবস্থিতের এবং সঙ্ঘ যাহার কর্ম্ম করিতেছে সঙ্ঘসভায় তাহার বাধাদান গ্রাহ্য হয় না। হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘসভায় ইহাদের বাধাদান গ্রাহ্য হয় না।

২—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘসভায় কাহার বাধাদান গ্রাহ্য হয়? ভিক্ষুগণ! প্রকৃতিস্থের, সমসম্প্রদায়স্থের, সমসীমায় অবস্থিতের, অন্তত পার্শ্বে অবস্থিত ভিক্ষুকে জ্ঞাপন করিতে সমর্থ এমন ভিক্ষুর সঙ্ঘসভায় বাধাদান গ্রাহ্য হয়। হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘসভায় ইহাদের বাধাদান গ্রাহ্য হয়।

(৫) ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়বিরুদ্ধ বহিষ্করণ

হে ভিক্ষুগণ! নিঃসারণ (বহিষ্করণ) দুই প্রকার। ভিক্ষুগণ! এমন ব্যক্তি আছে যে বহিষ্করণের অযোগ্য; যদি সঙ্ঘ তাহাকে বহিষ্করণ করে তন্মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের বহিষ্করণ ন্যায়সঙ্গত হয় আবার ব্যক্তিবিশেষের বহিষ্করণ ন্যায়বিরুদ্ধ হয়।

১—হে ভিক্ষুগণ! কোন্ ব্যক্তি বহিষ্করণের অযোগ্য এবং যদি সঙ্ঘ তাহাকে বহিষ্করণ করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়? ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু পরিশুদ্ধ ও নিরপরাধী হয় তাহাকে সঙ্ঘ বহিষ্করণ করিলে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হইবে। ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তিই বহিষ্করণের অযোগ্য বলিয়া কথিত হয়। যদি সঙ্ঘ তাহাকে বহিষ্করণ করে তাহা হইলে তাহার বহিষ্করণ ন্যায়বিরুদ্ধ হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! কোন্ ব্যক্তি বহিষ্করণের অযোগ্য এবং যদি সঙ্ঘ তাহাকে বহিষ্করণ করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়সঙ্গত হয়? ভিক্ষুগণ! যেই ভিক্ষু বাল (মুর্খ), অদক্ষ, অপরাধবহুল, যাহার অপরাধের সীমা নাই এবং যে অননুলোম (অন্যায়জনক) গৃহীসংসর্গে

বাস করে যদি সঙ্ঘ তাহাকে বহিষ্করণ করে তাহা হইলে তাহার বহিষ্করণ ন্যায়সঙ্গত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তিই বহিষ্করণের অযোগ্য। যদি সঙ্ঘ তাহাকে বহিষ্কৃত করে তাহা হইলে তাহার বহিষ্করণ ন্যায়সঙ্গত হইবে।

(৬) প্রবেশাধিকার দানের যোগ্য এবং অযোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ! প্রবেশাধিকার দুই প্রকার। ভিক্ষুগণ! কোন কোন ব্যক্তি প্রবেশের অধিকারী নহে, যদি সঙ্ঘ তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার দান করে তন্মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের প্রবেশাধিকার ন্যায়সঙ্গত হয় আবার ব্যক্তিবিশেষের প্রবেশাধিকার ন্যায়বিরুদ্ধ হয়।

১—হে ভিক্ষুগণ! কোন্ ব্যক্তি প্রবেশাধিকার লাভের অযোগ্য এবং তাহাকে যদি সঙ্ঘ প্রবেশাধিকার দান করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়? হে ভিক্ষুগণ! পণ্ডক প্রবেশের অধিকারী নহে, যদি সঙ্ঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার[১] প্রদান করে তবে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! স্তেয়সংবাসক, তীর্থিকপ্রস্থানক, মানবেতরপ্রাণী, মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, অর্হৎহন্তা, ভিক্ষুণীদূষক, সঙ্ঘভেদক, রক্তোৎপাদক এবং উভয়ব্যঞ্জনক প্রবেশাধিকারের অযোগ্য, যদি সঙ্ঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তিই প্রবেশাধিকারের অযোগ্য বলিয়া কথিত হয়। যদি সঙ্ঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তিগণই প্রবেশাধিকারের অযোগ্য[২]। যদি সঙ্ঘ তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়বিরুদ্ধ হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! কোন্ ব্যক্তি প্রবেশাধিকারের যোগ্যতাহীন এবং সঙ্ঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করিলে ন্যায়সঙ্গত হইয়া থাকে? হে ভিক্ষুগণ! হস্তচ্ছিন্ন ব্যক্তি প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্য নহে, যদি সঙ্ঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ন্যায়সঙ্গত হয়। ভিক্ষুগণ! পাদচ্ছিন্ন, হস্তপাদচ্ছিন্ন, কর্ণচ্ছিন্ন, নাসিকাচ্ছিন্ন, কর্ণনাসিকাচ্ছিন্ন, অঙ্গুলিচ্ছিন্ন, অঙ্গুষ্ঠচ্ছিন্ন, কণ্ঠচ্ছিন্ন, ফণার ন্যায় হস্তবিশিষ্ট, কুব্জ, বামন, গলগণ্ডী, উত্তপ্ত লৌহদ্বারা চিহ্নিত, বেত্রাহত, লিখিতক, শ্লীপদী, দুরারোগ্যরোগী, বিকটাকৃতিবিশিষ্ট, কানা, বক্র, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্থ, দেহের স্বাভাবিক ভঙ্গীহীন, জরাদুর্ব্বল, অন্ধ, মূক, বধির, অন্ধমূক, অন্ধবধির, মূকবধির এবং অন্ধমূকবধির

---

১. উপসম্পদা প্রদান করা।

২. এই একাদশ ব্যক্তি উপসম্পদা লাভের অযোগ্য। ইহাদিগকে সহস্রবার উপসম্পদা প্রদান করিলেও তাহারা অনুপসম্পন্ন থাকে এবং আচার্য্য, উপধ্যায় ও উপস্থিত সঙ্ঘ দোষী হয়।—সম-পাসা।

প্রবেশাধিকারের যোগ্যতাহীন[১]। যদি সঙ্ঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহার প্রবেশাধিকার ন্যায়সঙ্গত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তিই প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্যতাহীন বলিয়া কথিত হয়। যদি সঙ্ঘ তাহাকে প্রবেশাধিকার দান করে তাহা হইলে তাহার প্রবেশাধিকার ন্যায়সঙ্গত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহারাই প্রবেশাধিকার লাভের অযোগ্য। যদি সঙ্ঘ তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে ন্যায়সঙ্গত হইবে।

॥ ভাসভগ্রাম ভণিতা সমাপ্ত ॥

(৭) ধর্ম্মবিরুদ্ধ উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম

ক, (১) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য (স্বীকার্য্য) অপরাধ না থাকিলেও সঙ্ঘ, অনেকজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে: 'বন্ধো! আপনি অপরাধী হইয়াছেন, আপনি সেই অপরাধ দেখিতেছেন কি?' সে বলে: 'বন্ধো! আমার দ্রষ্টব্য কোন অপরাধ নাই।' যদি সঙ্ঘ তখন তাহাকে অপরাধ দর্শন না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্ম হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর প্রতিকার করিবার যোগ্য অপরাধ না থাকিলেও সঙ্ঘ, অনেকজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে: 'বন্ধো! আপনি অপরাধী হইয়াছেন; অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।' সে বলে: 'বন্ধো! আমার এমন কোন অপরাধ নাই আমি যাহার প্রতিকার করিব।' যদি সঙ্ঘ তখন তাহাকে অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্ম হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর মিথ্যাবিশ্বাস না থাকিলেও সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে: 'বন্ধো! আপনার নিকট মিথ্যাবিশ্বাস আছে, অতএব সেই মিথ্যাবিশ্বাস পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলে: 'বন্ধো! আমার এমন কোন মিথ্যাবিশ্বাস নাই আমি যাহা পরিত্যাগ করিব।' যদি সঙ্ঘ তখন তাহাকে মিথ্যাবিশ্বাস পরিত্যাগ না করাহেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ-কর্ম্ম হইবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর দেখিবার (স্বীকার) যোগ্য কিংবা প্রতিকার করিবার যোগ্য অপরাধ না থাকিলেও সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে: 'বন্ধো! আপনি অপরাধী হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধ দর্শন

---

[১] এই বত্রিশজনকে উপসম্পদা দিলে তাহারা উপসম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং উপস্থিত সঙ্ঘ দোষী হয়।—সমা-পাসা।

(স্বীকার) এবং সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।' তদুত্তরে সে বলেঃ 'বন্ধো! আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহা আমি দর্শন করিব এবং আমার এমন কোন অপরাধ নাই আমি যাহার প্রতিকার করিব।' যদি সঙ্ঘ তখন অপরাধ দর্শন কিংবা অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ-কর্ম্ম হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ এবং পরিত্যজ্য মিথ্যাদৃষ্টি না থাকিলেও সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলেঃ 'বন্ধো! আপনি অপরাধী হইয়াছেন অতএব সেই অপরাধ অবলোকন করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলেঃ 'বন্ধো! আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহা আমি অবলোকন করিব এবং আমার এমন কোন হীনদৃষ্টি নাই যাহা আমি পরিত্যাগ করিব।' যদি সঙ্ঘ তখন তাহাকে দর্শন এবং পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্ম হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর প্রতিকারযোগ্য অপরাধ এবং পরিত্যজ্য হীনদৃষ্টি না থাকিলেও সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলেঃ 'বন্ধো! আপনি অপরাধী হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলেঃ 'বন্ধো! আমার এমন কোন অপরাধ নাই আমি যাহার প্রতিকার করিব এবং আমার এমন কোন হীনদৃষ্টি নাই আমি যাহা পরিত্যাগ করিব।' যদি সঙ্ঘ তখন তাহাকে প্রতিকার এবং পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্ম হইবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধও থাকে না, প্রতিকার যোগ্য অপরাধও থাকে না এবং পরিত্যাগযোগ্য হীনদৃষ্টিও থাকে না তবুও সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলেঃ 'বন্ধো! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধ অবলোকন করুন, সেই অপরাধের প্রতিকার করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব তাহা পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলেঃ 'বন্ধো! আমার এমন কোন অপরাধ নাই আমি যাহা অবলোকন করিব, আমার এমন কোন অপরাধ নাই আমি যাহার প্রতিকার করিব এবং আমার এমন কোন হীনদৃষ্টি নাই আমি যাহা পরিত্যাগ করিব।' যদি সঙ্ঘ তখন তাহাকে দর্শন, প্রতিকার এবং পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্ম হইবে।

খ, (১) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য (স্বীকার্য্য) অপরাধ থাকে। তখন সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলেঃ 'বন্ধো! আপনি অপরাধ লাভ করিয়াছেন, আপনি কি সেই অপরাধ দেখিতেছেন?' তদুত্তরে সে বলেঃ 'হাঁ,

বন্ধো ! আমি দেখিতেছি।' তখন যদি সঙ্ঘ অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্ম হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর প্রতিকার যোগ্য অপরাধ থাকে। তখন সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলেঃ 'বন্ধো! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।' তদুত্তরে সে বলেঃ 'হাঁ, বন্ধো! প্রতিকার করিব।' যদি সঙ্ঘ তখন অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্ম হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর পরিত্যাজ্য হীনদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলেঃ 'বন্ধো! আপনার দৃষ্টি হীন অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলেঃ 'হাঁ, বন্ধো! পরিত্যাগ করিব।' তখন যদি সঙ্ঘ হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্ম হইবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অথবা প্রতিকার যোগ্য অপরাধ থাকে। [পূর্ব্ববৎ]

(৫) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ অথবা পরিত্যাজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। [পূর্ব্ববৎ]

(৬) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর প্রতিকার যোগ্য অপরাধ অথবা পরিত্যাজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। [পূর্ব্ববৎ]

(৭) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ, প্রতিকার যোগ্য অপরাধ কিংবা পরিত্যাজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলেঃ 'বন্ধো! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধ অবলোকন করুন, সেই অপরাধের প্রতিকার করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলেঃ 'হাঁ, বন্ধো! দেখিব; প্রতিকার করিব, এবং পরিত্যাগ করিব।' তখন যদি সঙ্ঘ তাহাকে দর্শন না করা বিষয়ে, প্রতিকার না করা বিষয়ে কিংবা পরিত্যাগ না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্ম হইবে।

(৮) ধর্ম্মসম্মত উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম

ক, (১) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য (স্বীকার্য্য) অপরাধ থাকে। তখন সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলেঃ 'বন্ধো! আপনি অপরাধ

প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অপরাধ অবলোকন (স্বীকার) করিতেছেন কি ?' তদুত্তরে সে বলে ঃ 'আমার এমন কোন অপরাধ নাই, আমি যাহা অবলোক করিব।' তখন যদি সঙ্ঘ অপরাধ অবলোকন না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসম্মত (ন্যায়সঙ্গত) কর্ম্ম হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর প্রতিকার যোগ্য অপরাধ থাকে। তখন সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে ঃ 'বন্ধো ! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।' তদুত্তরে সে বলে ঃ 'বন্ধো ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহার প্রতিকার করিব।' তখন যদি সঙ্ঘ অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসম্মত কর্ম্ম হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর পরিত্যাগ করিবার যোগ্য হীনদৃষ্টি থাকে। তখন সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে ঃ 'বন্ধো ! আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলে ঃ 'বন্ধো ! আমার এমন কোন হীনদৃষ্টি নাই আমি যাহা পরিত্যাগ করিব।' তখন যদি সঙ্ঘ হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসম্মত কর্ম্ম হইবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য এবং প্রতিকারযোগ্য অপরাধ থাকে। [পূর্ব্ববৎ]

(৫) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ এবং পরিত্যজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। [পূর্ব্ববৎ]

(৬) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর প্রতিকারযোগ্য অপরাধ এবং পরিত্যজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। [পূর্ব্ববৎ]

(৭) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ, প্রতিকারযোগ্য অপরাধ এবং পরিত্যজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। সঙ্ঘ, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে ঃ 'বন্ধো ! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধ অবলোকন করুন, সেই অপরাধের প্রতিকার করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদুত্তরে সে বলে ঃ 'বন্ধো ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই আমি যাহা অবলোকন করিব, আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহার প্রতিকার করিব অথবা আমার এমন কোন হীনদৃষ্টি নাই যাহা পরিত্যাগ করিব।' তখন যদি সঙ্ঘ তাহাকে অবলোকন না করা বিষয়ে, প্রতিকার না করা বিষয়ে অথবা পরিত্যাগ না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসম্মত কর্ম্ম হইবে।

কোন্‌টি ধর্ম্মসম্মত এবং কোন্‌টি ধর্ম্মবিরুদ্ধ ?

(১) ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম

১—অনন্তর আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! এই যে সমগ্রসঙ্ঘ সম্মুখে (উপস্থিতিতে) করণীয়কর্ম্ম পরাঙ্মুখে (অনুপস্থিতিতে) করিতেছেন তাহা ধর্ম্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মতকর্ম্ম নামে কথিত হইবে কি?" "হে উপালি! তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধকর্ম্ম নামে অভিহিত হইবে।"

২—"প্রভো! এই যে সমগ্রসঙ্ঘ 'জিজ্ঞাসা করিয়া' করণীয় কর্ম্ম 'জিজ্ঞাসা না করিয়া' করিতেছেন, 'প্রতিজ্ঞা দ্বারা' করণীয় কর্ম্ম 'প্রতিজ্ঞা না করাইয়া' করিতেছেন, 'স্মৃতিবিনয়' দানের যোগ্যের 'অমূঢ়বিনয়' করিতেছেন, 'অমূঢ়বিনয়' দানের যোগ্যের 'তৎপাপীয়সিক' কর্ম্ম করিতেছেন, 'তৎপাপীয়সিক' দানের যোগ্যের 'তর্জ্জনীয় কর্ম্ম' করিতেছেন, 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' যোগ্যের 'নির্যশকর্ম্ম' করিতেছেন, 'নির্যশকর্ম্ম' যোগ্যের 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' করিতেছেন, 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' যোগ্যের 'প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম' করিতেছেন, 'প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম' যোগ্যের 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' করিতেছেন, 'উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম' যোগ্যকে 'পরিবাস দিতেছেন, 'পরিবাস' দানের যোগ্যকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করিতেছেন, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' যোগ্যকে 'মানত্ব' দিতেছেন, 'মানত্ব' দানের যোগ্যকে 'আহ্বান' করিতেছেন এবং 'আহ্বান' যোগ্যকে 'উপসম্পদা' দিতেছেন তাহা ধর্ম্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মতকর্ম্ম হইবে কি?"

"হে উপালি! তাহা ধর্ম্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত কর্ম্ম হইবে না। উপালি! যদি সমগ্রসঙ্ঘ সম্মুখে করণীয় কর্ম্ম পরাঙ্মুখে করে, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধ হইবে; এরূপ সঙ্ঘ 'সাতিসার' (দোষী) হইবে। উপালি! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'জিজ্ঞাসা করিয়া' করণীয় কর্ম্ম 'জিজ্ঞাসা না করিয়া' করে, 'প্রতিজ্ঞাদ্বারা' করণীয় কর্ম্ম 'প্রতিজ্ঞা না করাইয়া' করে, 'স্মৃতিবিনয়' দানের যোগ্যকে 'অমূঢ়বিনয়' প্রদান করে, 'অমূঢ়বিনয়' দানের যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিককর্ম্ম' করে, 'তৎপাপীয়সিক' কর্ম্ম যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' করে, 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্যশকর্ম্ম' করে, 'নির্যশকর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' করে, 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিস্মারণীয় কর্ম্ম' করে, 'প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' করে, 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'পরিবাস' দানের যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ'

যোগ্যকে 'মানত্ব' প্রদান করে, 'মানত্ব' দানের যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে এবং 'আহ্বান' যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইবে। এরূপ সঙ্ঘ দোষী হইবে।"

(২) ধর্ম্মসম্মত কর্ম্ম

১—"প্রভো! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'সম্মুখে করণীয় কর্ম্ম' সম্মুখে করে, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসম্মত এবং বিনয়সম্মতকর্ম্ম হইবে কি?" "উপালি! তাহা ধর্ম্মসম্মত এবং বিনয়সম্মতকর্ম্ম হইবে।"

২—"প্রভো! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'জিজ্ঞাসা করিয়া' করণীয় কর্ম্ম 'জিজ্ঞাসা করিয়া' করে, 'প্রতিজ্ঞাদ্বারা' করণীয় কর্ম্ম 'প্রতিজ্ঞাদ্বারা' করে, 'স্মৃতিবিনয়' দানের যোগ্য ব্যক্তিকে 'স্মৃতিবিনয়' প্রদান করে, 'অমূঢ়বিনয়' দানের যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমূঢ় বিনয়' প্রদান করে, 'তৎপাপীয়সিক কর্ম্ম' দানের যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিক কর্ম্ম' করে, 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' করে, 'নির্যশকর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্যশকর্ম্ম' করে, 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' করিবার যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয় কর্ম্ম' করে, 'প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম' করিবার যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম' করে, 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' করিবার যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' করে, 'পরিবাস' দানের যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করিবার যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'মানত্ব' দানের যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানত্ব' প্রদান করে, 'আহ্বান' করিবার যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে এবং 'উপসম্পদা' দানের যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে তহা হইলে তাহা ধর্ম্মসম্মতকর্ম্ম কিংবা বিনয়সম্মতকর্ম্ম হইবে কি?"

"উপালি! তাহা ধর্ম্মসম্মতকর্ম্ম এবং বিনয়সম্মতকর্ম্ম হইবে। উপালি! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'সম্মুখে করণীয় কর্ম্ম' সম্মুখে করে, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত কর্ম্ম হইবে। এরূপ সঙ্ঘ নির্দ্দোষী হইবে। উপালি! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'জিজ্ঞাসা করিয়া' করণীয় কর্ম্ম 'জিজ্ঞাসা করিয়া' করে, 'প্রতিজ্ঞাদ্বারা' করণীয় কর্ম্ম 'প্রতিজ্ঞাদ্বারা' করে, 'স্মৃতিবিনয়' দানের যোগ্য ব্যক্তিকে 'স্মৃতিবিনয়' দান করে, 'অমূঢ়বিনয়' দানের যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমূঢ়বিনয়' দান করে, 'তৎপাপীয়সিক কর্ম্ম' করিবার যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিক কর্ম্ম' করে, 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' করে, 'নির্যশকর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্যশকর্ম্ম' করে, 'প্রব্রাজনীয় কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' করে, 'প্রতিস্মারণীয় কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিস্মারণীয় কর্ম্ম' করে, 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম'

করে, 'পরিবাস' যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'মানত্ব' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানত্ব' প্রদান করে, 'আহ্বান' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে এবং 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসম্মত এবং বিনয়সম্মতকর্ম্ম নামে কথিত হইবে। এরূপ সজ্ঘ নির্দ্দোষী হইবে।"

(৩) ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম

১—"প্রভো! যদি সমগ্রসজ্ঘ 'স্মৃতিবিনয়ের' যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমূঢ়বিনয়' প্রদান করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'স্মৃতিবিনয়' প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মতকর্ম্ম হইবে কি?" "হে উপালি! তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধকর্ম্ম হইবে।"

২—"প্রভো! যদি সমগ্র সজ্ঘ 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিক কর্ম্ম' করে, 'তৎপাপীয়সিককর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমূঢ়বিনয়' প্রদান করে, 'তৎপাপীয়সিক কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' করে, 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তিকে 'তৎপাপীয়সিক কর্ম্ম' প্রদান করে, 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্যশকর্ম্ম' করে, 'নির্যশকর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' করে, 'নির্যশকর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' করে, 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্যশকর্ম্ম' করে, 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিস্মারণীয়' কর্ম্ম করে, 'প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' করে, 'প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' করে, 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম' করে, 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'পরিবাস' দানের যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' করে, 'পরিবাস' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'মূলেপ্রতিবর্ষণ' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানত্ব' প্রদান করে, 'মানত্ব' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'মানত্ব' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে, 'আহ্বান' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানত্ব' প্রদান করে, 'আহ্বান' যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে এবং 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত কর্ম্ম হইবে কি?"

"হে উপালি! সেইকার্য্য ধর্ম্মসম্মত কিম্বা বিনয়সম্মত হইবে না। উপালি! যদি সমগ্রসজ্ঘ 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমূঢ়বিনয়' প্রদান করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'স্মৃতিবিনয়' প্রদান করে, তাহা হইলে সেই কার্য্য ধর্ম্ম এবং বিনয়বিরুদ্ধ হইবে। এরূপ সজ্ঘ দোষী হইবে। উপালি! যদি সমগ্রসজ্ঘ 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিককর্ম্ম' করে, 'তৎপাপীয়সিককর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমূঢ়বিনয়'

প্রদান করে,······উপালি! তাহা হইলে সেই কার্য্য ধর্ম্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত হইবে না। উপালি এরূপ কর্ম্মই ধর্ম্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হয় না। এরূপ সঙ্ঘ দোষী হইবে।”

(৪) ধর্ম্মসম্মতকর্ম্ম

১—“প্রভো! যদি সমগ্রসঙ্ঘ ‘স্মৃতিবিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ প্রদান করে, ‘অমূঢ়বিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত হইবে কি?” “উপালি! সেই কার্য্য ধর্ম্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে।”

২—“প্রভো! যদি সমগ্রসঙ্ঘ ‘অমূঢ়বিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে, ‘তৎপাপীয়সিক কর্ম্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিক কর্ম্ম’ করে, ‘তর্জ্জনীয় কর্ম্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জ্জনীয় কর্ম্ম’ করে, ‘নির্যশকর্ম্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্যশকর্ম্ম’ করে, ‘প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম’ করে, ‘প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম’ করে, ‘উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম’ করে, ‘পরিবাস’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘পরিবাস’ প্রদান করে, ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ করে’, ‘মানত্ব’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মানত্ব’ প্রদান করে, ‘আহ্বান’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘আহ্বান’ করে এবং ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘উপসম্পদা’ প্রদান করে তাহা হইলে সেই কার্য্য ধর্ম্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে কি?”

“উপালি! তাহা ধর্ম্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে। উপালি! যদি সমগ্রসঙ্ঘ ‘স্মৃতিবিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ প্রদান করে, ‘অমূঢ়বিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে তাহা হইলে সেই কার্য্য ধর্ম্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে। এরূপ সঙ্ঘ নির্দ্দোষী হইবে। উপালি! যদি সমগ্রসঙ্ঘ ‘অমূঢ়বিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে, ‘তৎপাপীয়সিককর্ম্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিককর্ম্ম’ করে, ‘তর্জ্জনীয়কর্ম্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জ্জনীয়কর্ম্ম’ করে, ‘নির্যশকর্ম্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্যশকর্ম্ম’ করে·········‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘উপসম্পদা’ প্রদান করে তাহা হইলে সেই কার্য্য ধর্ম্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে। এরূপ সঙ্ঘ নির্দ্দোষী হইবে।

(৫) ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্মের স্বরূপ

ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেনঃ—“হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ ‘স্মৃতিবিনয়ের’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমূঢ়বিনয়’ প্রদান করে, তাহা হইলে এইরূপ কর্ম্ম ধর্ম্ম

বিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধ হয় এবং এরূপ সঙ্ঘ দোষী হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিককর্ম্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্যশকর্ম্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিয় 'প্রব্রাজনীয় কর্ম্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানত্ব' প্রদান করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে এবং 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে, ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধকর্ম্ম হইবে। এইরূপ সঙ্ঘ দোষী হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিক কর্ম্ম' করে, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মবিনয়বিরুদ্ধকর্ম্ম হইবে এবং এরূপ সঙ্ঘ দোষী হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' করে, 'অমূঢ় বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্যশকর্ম্ম' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'অমূঢ়-বিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানত্ব' প্রদান করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে এবং 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'স্মৃতিবিনয়' প্রদান করে, তাহা হইলে সেই কার্য্য ধর্ম্ম ও বিনয়বিরুদ্ধ হয় এবং এরূপ সঙ্ঘ দোষী হয়।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'তৎপাপীয়সিককর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ব্ববৎ।]

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ব্ববৎ।]

৫—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'নির্যশকর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ব্ববৎ।]

৬—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ব্ববৎ।]

৭—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ব্ববৎ।]

৮—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ব্ববৎ।]

৯—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'পরিবাস' যোগ্য ব্যক্তিকে [পূর্ব্ববৎ।]

১০—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' যোগ্য ব্যক্তিকে [পূর্ব্ববৎ।]

১১—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'মানত্ব' যোগ্য ব্যক্তিকে [পূর্ব্ববৎ।]

১২—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ 'আহ্বান' যোগ্য ব্যক্তিকে [পূর্ব্ববৎ।]

১৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ উপসম্পদা যোগ্য ব্যক্তিকে 'স্মৃতিবিনয়' প্রদান করে তাহা হইলে সেই কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ হয় এবং এরূপ সঙ্ঘ দোষী

হয়। ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসঙ্ঘ উপসম্পদা যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমূঢ়বিনয়' প্রদান করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিককর্ম্ম' করে, উপসম্পদা যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তির' নির্যশকর্ম্ম' করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম' করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম' করে, উপসম্পদা যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম' করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানত্ত্ব' প্রদান করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে, তাহা হইলে সেই কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও বিনয় বিরুদ্ধ হয় এবং এরূপ সঙ্ঘ দোষী হয়।

॥ উপালি প্রশ্ন ভণিতা সমাপ্ত ॥

ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম

(১) তর্জ্জনীয়কর্ম্ম

হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোগকারী (অধিকরণ কারক) হইয়া থাকে।

১—যদি সেখানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ "বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকে অতএব আমরা ইহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম[১] করিব।" এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গ (সঙ্ঘের একাংশ) দ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে (দণ্ডিত) সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এইরূপ চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম (দণ্ড) করিয়াছেন অতএব আমারাও তাঁহার 'তর্জ্জনীয়কর্ম্ম' করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এইরূপ চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র হইয়া এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেই স্থানের ভিক্ষুগণেরও মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাঁহার

১. চুলবগ্গের কর্ম্ম-স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এইরূপ চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন; অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহারা তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে।

৬—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথা-বাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোগকারী হইয়া থাকে। সেখানের ভিক্ষুগণের মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোগকারী, অতএব আমরা তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৭—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত র্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্র [illegible] করে।

৮—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৯—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতি-রূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১০—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করে।

১১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথা-বাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়। সেই স্থানেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্য-

ব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোগ করিয়া থাকে অতএব আমরা তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১২—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৩—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্ম-প্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৪—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৫—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে।

১৬—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্য-ব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা। অতএব আমরা তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৭—সেই স্থানে ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৮—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্ত উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্ম-

প্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৯—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২০—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে।

২১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা হয়। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা, অতএব আমরা তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২২—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৩—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৪—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয় কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৫—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জ্জনীয়

কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে।

(২) নির্যশকর্ম্ম

১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু বাল (মূর্খ), অদক্ষ, অপরাধবহুল, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী হয় এবং অননুলোম (অন্যায়জনক) গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। সেখানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু বাল, অদক্ষ, অপরাধবহুল, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী এবং অননুলোম গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে, অতএব আমরা তাহার নির্যশকর্ম্ম[১] করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার নির্যশকর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর নির্যশকর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার নির্যশকর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার নির্যশকর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেইস্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর নির্যশকর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার নির্যশকর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার নির্যশকর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেইস্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ "বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর নির্যশকর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার নির্যশকর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার নির্যশকর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্ম-প্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর নির্যশকর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার নির্যশকর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার নির্যশ কর্ম্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয় কর্ম্ম সদৃশ।]

---

১. চলবগ্গের কর্ম্ম-স্কন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৩) প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম

১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু কুলদূষক[১] এবং পাপাচারী হইয়া থাকে। যদি সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু কুলদূষক এবং পাপাচারী হইয়াছে, অতএব আমরা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম[২] করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেইস্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রব্রাজনীয় কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেইস্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয় কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেইস্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রব্রাজনীয় কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেইস্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্ম-প্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রব্রাজনীয় কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম সদৃশ।]

---

১. কুলদূষক অর্থে শ্রদ্ধা বিনষ্টকারী। একবিংশতি প্রকারে শ্রদ্ধা বিনষ্ট করা হয়। যথাঃ—(১) বেণুদান, (২) পত্রদান, (৩) পুষ্পদান, (৪) ফলদান, (৫) দন্তকাষ্ঠদান, (৬) পানীয় দান (পানার্থ জল দান), (৭) উদকদান (হস্তপদাদি প্রক্ষালনার্থ জল দান), (৮) চূর্ণদান, (৯) মৃত্তিকাদান, (১০) খোশামোদ করা, (১১) সত্যের আবরণে মিথ্যা কথন, (১২) ছেলেদিগকে আদর দিয়া তাহার মাতাপিতার মন ভুলান, (১৩) কাহারও সামান্য কাজের জন্য এখানে ওখানে যাওয়া, (১৪) চিকিৎসা করা, (১৫) দৌত্যকর্ম্ম, (১৬) কোথাও পাঠাইলে যাওয়া, (১৭) পিণ্ড প্রতিপিণ্ড দান, (১৮) যে দান দেয় তাহাকে পুনঃ দেওয়া, (১৯) বাস্তুবিদ্যা, (২০) নক্ষত্রবিদ্যা এবং (২১) অঙ্গবিদ্যা। এই সব উপায়ে যে কোন ব্যক্তির সন্তোষ বিধান করা।

২. বহিষ্করণ দণ্ড।

(৪) প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম

১—হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু গৃহীকে আক্রোশ (বিদ্বেষ) এবং পরিভাষ (তিরস্কার) করে। যদি সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ ! এই ভিক্ষু গৃহীকে আক্রোশ (বিদ্বেষ) এবং তিরস্কার করিতেছে, অতএব আমরা তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম[১] করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম (দণ্ড) করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয় কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ ! সঙ্ঘ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয় কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ ! সঙ্ঘ ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ ! সঙ্ঘ ধর্ম্ম-প্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম সদৃশ।]

(৫) উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম

ক. ১—হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধ দেখিতে (স্বীকার করিতে) ইচ্ছা করে না। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ ! এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিতে ইচ্ছা

১. স্মরণ করাইয়া দিবার যোগ্য দণ্ড।

করিতেছে না। অতএব অপরাধ স্বীকার না করা হেতু আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম[১] করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা অপরাধ স্বীকার না করা হেতু তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম (দণ্ড) করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। [৬নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম সদৃশ।]

খ. ১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা না করিলে সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। অতএব অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম করিব। এই ভাবিয়া অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে ধর্ম্মবিরুদ্ধবর্গ দ্বারা তাহারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও

---

১. সংস্রব পরিত্যাগ করিব।

তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ-ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ-ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয় কর্ম্ম সদৃশ।]

গ. ১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিলে সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। অতএব হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ-ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ!

সঙ্ঘ ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ-ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম সদৃশ।]

ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড প্রত্যাহার

(১) তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার

১—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম (দণ্ড) করায় সে সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং তর্জ্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং তর্জ্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ

ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে।

৬—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং তর্জ্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং তর্জ্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৭—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়; 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৮—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপ-সম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৯—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১০—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে।

১১—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং তর্জ্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং তর্জ্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১২—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপ সম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাগার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৩—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৪—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান কর।

১৫—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে।

১৬—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং তর্জ্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়; 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং তর্জ্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৭—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৮—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৯—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২০—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে।

২১—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তিরকার্য্য করে এবং তর্জ্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন,

নম্র হইয়াছেন, মুক্তিরকার্য্য করিতেছেন এবং তর্জ্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২২—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৩—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৪—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৫—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মপ্রতিরূপ-সম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে।

(২) নির্যশকর্ম্ম প্রত্যাহার

১—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর নির্যশকর্ম্ম করায় সে সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তিরকার্য্য করে এবং নির্যশকর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর নির্যশকর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তিরকার্য্য করিতেছেন এবং নির্যশকর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব

আমরা তাঁহার নির্যশকর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার নির্যশকর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে। [২. নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৩) প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার

১—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তিরকার্য্য করে এবং প্রব্রাজনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তিরকার্য্য করিতেছেন এবং প্রব্রাজনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়-কর্ম্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৪) প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার

১—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তিরকার্য্য করে এবং প্রতিস্মারণীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তিরকার্য্য করিতেছেন এবং প্রতিস্মারণীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৫) উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার

a. ১—হে ভিক্ষুগণ! অপরাধ দর্শন না করা হেতু সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম করায় সে সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তিরকার্য্য করে এবং উৎক্ষেপনীয়

কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক্-ভাবে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তিরকার্য্য করিতেছেন এবং উৎক্ষেপনীয় কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

b. ১—হে ভিক্ষুগণ! অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তিরকার্য্য করে এবং উৎক্ষেপনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক্‌ভাবে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং উৎক্ষেপনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

c. ১—হে ভিক্ষুগণ! হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তিরকার্য্য করে এবং উৎক্ষেপনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তিরকার্য্য করিতেছেন এবং উৎক্ষেপনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড-সংশোধন

(১) তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোগকারী হয়। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী,

বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোগকারী, অতএব আমরা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করে। তখন সেখানে অবস্থিত সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে: (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইয়াছে' (খ) 'অকরণীয় কর্ম্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হইয়াছে, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল: 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইয়াছে' এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিল: 'অকরণীয় কর্ম্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইয়াছে, পুনরায় কর্ম্ম করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী (ন্যায়ের পক্ষপাতী)। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(২) নির্যশকর্ম্ম-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অনাদায়ী[১] হয় এবং অননুলোম গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয়: 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু মূর্খ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, উপদেশ গ্রহণ করিতেছে না এবং অননুলোম গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে, অতএব আমরা তাহার নির্যশকর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার নির্যশ কর্ম্ম করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে: (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইয়াছে' এবং (খ) 'অকরণীয় কর্ম্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইয়াছে, পুনরায় কর্ম্ম করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল: 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইয়াছে' এবং যাহারা কহিল: 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইয়াছে, পুনরায় কর্ম্ম করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়-কর্ম্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৩) প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু কুলদূষক এবং পাপাচারী হয়। তখন সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়: 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু কুলদূষক এবং পাপাচারী, অতএব আমরা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে: (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম্ম

১. যে উপদেশ গ্রহণ করে না।

করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ এরূপ কহিলঃ 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, পুনরায় কর্ম্ম করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৪) প্রতিস্মারণীয় কর্ম্ম-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু গৃহীকে আক্রোশ এবং তিরস্কার করে। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু গৃহীকে আক্রোশ এবং তিরস্কার করিতেছে, অতএব আমরা তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকেঃ (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ এরূপ কহিলঃ 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'অকরণীয় কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৫) উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম-সংশোধন

ক. ১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধ অবলোকন করিতে ইচ্ছা করে না। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধ অবলোকন করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, অতএব আসুন, অপরাধ দর্শন না করা হেতু আমরা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা অপরাধ দর্শন না করা হেতু তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকেঃ (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিলঃ 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং যাহারা কহিলঃ 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

খ. ১—হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু অপরাধ করিয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করে না। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ ‘বন্ধুগণ ! এই ভিক্ষু অপরাধ করিয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, অতএব আসুন, অপরাধের প্রতিকার না করায় আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করি।’ এই ভাবিয়া অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম করে। তখন সেইস্থানের সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকেঃ (ক) ‘ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল’ এবং (খ) ‘অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ ভিক্ষুগণ ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিলঃ ‘ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল’ এবং যাহারা কহিল, ‘অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

গ. ১—হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয়ঃ ‘বন্ধুগণ ! এই ভিক্ষু হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, অতএব আসুন, হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু আমরা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করি।’ এই ভাবিয়া হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধবর্গদ্বারা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকেঃ (ক) ‘ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল’ এবং (খ) ‘অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ ভিক্ষুগণ ! তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিলঃ ‘ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল’ এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিলঃ ‘অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয় কর্ম্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

ন্যায়বিরুদ্ধ দণ্ড-প্রত্যাহার-সংশোধন

(১) তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ ! সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং তর্জ্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ ‘বন্ধুগণ ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর তর্জ্জনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং তর্জ্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন।

অতএব আসুন, আমরা তাঁহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল : 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং যাহারা কহিল : 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' সেইস্থানে সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(২) নির্যশকর্ম্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর নির্যশকর্ম্ম করায় সে সম্যক অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং নির্যশকর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর নির্যশকর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং নির্যশকর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আসুন, আমরা তাঁহার নির্যশকর্ম্ম প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার নির্যশ কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধবর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেই স্থানের যেই ভিক্ষুগণ কহিল : 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং যাহারা কহিল : 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' সেই স্থানে এই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৩) প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং প্রব্রাজনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং প্রব্রাজনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন।

অতএব আসুন, আমরা তাঁহার প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানের সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকেঃ (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিলঃ 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং যাহারা কহিলঃ 'অকরণীয় কর্ম্ম করা হইল, ন্যায় বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৪) প্রতিস্মারণীয় কর্ম্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তিরকার্য্য করে এবং প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং প্রতিস্মারণীয়কর্ম্মের-প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আসুন, আমরা তাঁহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে; (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয় কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিলঃ 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং যাহারা কহিল, 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৫) উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম-প্রত্যাহার সংশোধন

ক. ১—হে ভিক্ষুগণ! অপরাধ দর্শন না করা হেতু সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম করায় সে সম্যক অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয়ঃ 'বন্ধুগণ! অপরাধ দর্শন না করা হেতু সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্ত্তী হইয়াছেন,

নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আসুন, অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত তাঁহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম আমরা প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইয়াছে' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইয়াছে, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিল : 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইয়াছে' এবং যাহারা কহিল, 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইয়াছে, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' সেইস্থানে সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

খ. ১—হে ভিক্ষুগণ! অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যক অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ! অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক-অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আসুন, অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু কৃত তাঁহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম আমরা প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিল : 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইয়াছে' এবং যাহারা কহিল : 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইয়াছে, ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হইয়াছে, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

গ, ১—হে ভিক্ষুগণ! হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু সঙ্ঘ কোন ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যক অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ! হীনদৃষ্টি

পরিত্যাগ না করা হেতু সঙ্ঘ এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক-অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আসুন, হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু কৃত তাঁহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম আমরা প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সঙ্ঘ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকেঃ (ক) ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিলঃ 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং যাহারা কহিল 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ন্যায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' সেইস্থানে সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

॥ চম্পেয়্য-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

কৌশাম্বী-স্কন্ধ

ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে কলহ

[স্থান :--কৌশাম্বী]

(১) কলহের উৎপত্তি

সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান কৌশাম্বীতে অবস্থান করিতেছিলেন,—ঘোষকারামে। তখন জনৈক ভিক্ষু অপরাধ[১] প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু অন্য ভিক্ষু সেই অপরাধকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করিলেন। পরে তিনি (অপরাধী) সেই অপরাধকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ সেই অপরাধকে অপরাধ মনে করিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ উক্ত ভিক্ষুকে কহিলেন—"বন্ধো! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অপরাধ দেখিতেছেন কি?" "বন্ধো! আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহা আমি দেখিব।" তখন সেই ভিক্ষুগণ একতাবদ্ধ হইয়া প্রথমোক্ত ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। সেই ভিক্ষু (উৎক্ষিপ্ত) বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ[২], ধর্ম্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর[৩] পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জা-সঙ্কোচ পরায়ণ এবং শিশিক্ষু ছিলেন। তিনি তাঁহার সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্র

---

১. এক সঙ্ঘারামে দুইজন ভিক্ষু বাস করিতেন, তন্মধ্যে একজন বিনয়ধর, অন্যজন সৌত্রান্তিক। সৌত্রান্তিক একদিন পায়খানায় গমন করিয়া শৌচের অবশিষ্ট জল পাত্রে রাখিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরে বিনয়ধর পায়খানায় যাইয়া পাত্রে জল দেখিয়া সৌত্রান্তিককে কহিলেন: 'বন্ধো! আপনি কি পাত্রে জল রাখিয়া আসিয়াছেন?' 'হাঁ, বন্ধো!' 'তাহাতে যে অপরাধ হয় তদ্বিষয় কি আপনি অবগত নহেন?' 'আমি তাহা মনে করি নাই।' 'বন্ধো! এরূপ করিলে অপরাধ হইয়া থাকে।' 'বন্ধো! যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি সেই অপরাধের প্রতিকার করিব।' 'আপনি ভুলবশত করিয়া থাকিলে অপরাধ হইবে না।' তখন তিনি (অপরাধী) অপরাধকে নিরপরাধ মনে করিলেন। বিনয়ধর স্বীয় অন্তেবাসিগণের নিকট যাইয়া কহিলেন: 'এই সৌত্রান্তিক অপরাধ করিয়াও অপরাধ মনে করিতেছেন না!' তাহারা সৌত্রান্তিকের অন্তেবাসিগণকে দেখিয়া কহিতে লাগিল: 'তোমাদের উপাধ্যায় অপরাধ করিয়াও জানিতে পারেন না।' তাহারা বলিল: 'বিনয়ধর প্রথম নিরপরাধ বলিয়া এখন অপরাধ বলিতেছেন, অতএব তিনি মিথ্যাবাদী।' তাহারা বলিল: 'তোমাদের উপাধ্যায় মিথ্যাবাদী।' এইভাবে কলহ বাড়িয়া গেল।—সম-পাসা।

২. সুত্র পিটকের পঞ্চনিকায় আগম নামে কথিত। ৩. অভিধর্ম্মের সারাংশ মাতৃকা নামে অভিহিত।

ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেনঃ "বন্ধুগণ ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে; অপরাধ অপ্রাপ্ত আছি, প্রাপ্ত নহে; অনুৎক্ষিপ্ত আছি, উৎক্ষিপ্ত নহে, আমি ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অন্যায়, অনুচিৎ কর্ম্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি, অতএব আয়ুষ্মানগণ ধর্ম্ম এবং বিনয়ানুসারে আমার পক্ষাবলম্বন করুন।" তিনি সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণকে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হইলেন। অতঃপর তিনি জনপদেও সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেনঃ "বন্ধুগণ! ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে; অপরাধ অপ্রাপ্ত আছি, প্রাপ্ত নহে; অনুৎক্ষিপ্ত আছি, উৎক্ষিপ্ত নহে; আমি ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অন্যায়, অনুচিৎ কর্ম্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি, অতএব আয়ুষ্মানগণ ধর্ম্ম এবং বিনয়ানুসারে আমার পক্ষাবলম্বন করুন।" তিনি জনপদবাসী সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণকেও স্বপক্ষে পাইলেন। অতঃপর সেই উৎক্ষিপ্তানুগামী ভিক্ষুগণ উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণকে কহিলেন—"বন্ধুগণ! ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে; এই ভিক্ষু অপরাধ অপ্রাপ্ত আছেন, প্রাপ্ত নহেন; এই ভিক্ষু অনুৎক্ষিপ্ত আছেন, উৎক্ষিপ্ত নহেন; ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অন্যায়, অনুচিৎ কর্ম্ম দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন।" তাহারা এরূপ বলিলে উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণ উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণকে কহিলেনঃ 'বন্ধুগণ! ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে, ; এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপ্রাপ্ত নহেন; এই ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন, অনুৎক্ষিপ্ত নহেন; ধর্ম্মসম্মত, ন্যায়সম্মত, যথোচিৎ কর্ম্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন। অতএব আয়ুষ্মানগণ! আপনারা উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুর অনুবর্ত্তী হইবেন না, অনুসরণ করিবেন না।" এরূপ বলা সত্ত্বেও সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণ পূর্ব্বের মতই সেই উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুর অনুবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

(২) উৎক্ষিপ্তকগণকে উপদেশ

জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেনঃ "প্রভো! জনৈক ভিক্ষু অপরাধী হইয়াছিলেন; তিনি তাঁহার অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ সেই অপরাধকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনিও (অপরাধীও) পরে সেই অপরাধকে নিরপরাধ মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ তখন সেই অপরাধকে অপরাধ মনে করিতে লাগিলেন। প্রভো! অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ (অন্যভিক্ষুগণ)

৫৮

সেই ভিক্ষুকে (অপরাধীকে) কহিলেন ঃ "বন্ধো ! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অপরাধ দেখিতেছেন কি ?" "বন্ধুগণ ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহা আমি দেখিব।" প্রভো ! অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ একতাবদ্ধ হইয়া সেই ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ভিক্ষু বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্ম্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাসঙ্কোচ পরায়ণ এবং শিশিক্ষু। অনন্তর সেই ভিক্ষু তাঁহার সন্দৃষ্টমিত্র ও প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—'বন্ধুগণ ! ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে ; আমি অপরাধ অপ্রাপ্ত আছি, প্রাপ্ত নহে ; অনুৎক্ষিপ্ত আছি, উৎক্ষিপ্ত নহে ; ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অনুচিৎ কর্ম্মের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি। অতএব আয়ুষ্মানগণ ধর্ম্ম এবং বিনয়ানুসার আমার পক্ষাবলম্বন করুন।' প্রভো ! সেই ভিক্ষু সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ় মিত্রগণকে তাঁহার পক্ষে পাইলেন। তৎপর তিনি জনপদবাসী সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ় মিত্রগণের নিকটও সংবাদ প্রেরণ করিলেন ঃ 'বন্ধুগণ ! ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে ; আমি অপরাধ অপ্রাপ্ত আছি, প্রাপ্ত নহে। অনুৎক্ষিপ্ত আছি, উৎক্ষিপ্ত নহে ; ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ন্যায় বিরুদ্ধ, অনুচিৎ কর্ম্মের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি ; অতএব আয়ুষ্মানগণ ধর্ম্ম এবং বিনয়ানুসার আমার পক্ষাবলম্বন করুন।' প্রভো ! সেই ভিক্ষু জনপদবাসী তাঁহার সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ় মিত্রদিগকে তাঁহার পক্ষে পাইলেন। প্রভো ! অনন্তর সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণ উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ 'বন্ধুগণ ! ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে ; এই ভিক্ষু অপরাধ অপ্রাপ্ত আছেন, প্রাপ্ত নহেন ; এই ভিক্ষু অনুৎক্ষিপ্ত আছেন, উৎক্ষিপ্ত নহেন ; ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ন্যায়বিরুদ্ধ, অনুচিৎ কর্ম্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন।' এরূপ বলিলে উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণ উৎক্ষিপ্তানুগামী ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ 'বন্ধুগণ ! ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে ; এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত আছেন, অপ্রাপ্ত নহেন ; এই ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন, অনুৎক্ষিপ্ত নহেন ; ধর্ম্মসম্মত, ন্যায়সম্মত, যথোচিৎ কর্ম্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছেন। অতএব আয়ুষ্মানগণ ! আপনারা এই ভিক্ষুর অনুবর্ত্তী হইবেন না, অনুসরণ করিবেন না।' প্রভো ! সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণকে সেই উৎক্ষিপ্তক ভিক্ষুগণ এরূপ বলিলেও তাঁহারা উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুর অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, অনুসরণ করিতেছেন।"

অনন্তর ভগবান 'অহো ! ভিক্ষুসঙ্ঘ বিভক্ত হইয়া পড়িল ! অহো ! ভিক্ষুসঙ্ঘ বিভক্ত হইয়া পড়িল !!' এই চিন্তা করিয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ভগবান উপবেশন করিয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণকে কহিলেন—"হে ভিক্ষুগণ ! তোমরা 'আমাদের বোধগম্য

হইয়াছে, আমাদের বোধগম্য হইয়াছে' এইরূপ চিন্তা করিয়া যেই সেই বিষয়ে কোন ভিক্ষুকে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিও না।

হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হয়। সে তাহার অপরাধকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করে; কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ তাহার অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করে। ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুগণ উক্ত ভিক্ষু সম্বন্ধে এরূপ জানে: 'এই আয়ুষ্মান বহুশ্রুত······ এবং শিশিক্ষু। যদি আমরা এই ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করি, তাঁহার সঙ্গে আমরা উপোষথ না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া উপোষথ করি, তাহা হইলে তজ্জন্য সঙ্ঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘব্যবস্থান[১] এবং সঙ্ঘপার্থক্য[২] হইতে পারে।' হে ভিক্ষুগণ! এইহেতু ভেদ যাহারা গুরুতর বলিয়া মনে করে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে সেই ভিক্ষুকে উৎক্ষিপ্ত করা তাহাদের উচিৎ নহে।

হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হয়। সে তাহার অপরাধকে অপরাধ নহে বলিয়া মনে করে; কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ তাহার অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করে। ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুগণ উক্ত ভিক্ষু সম্বন্ধে এরূপ জানে: 'এই আয়ুষ্মান বহুশ্রুত······এবং শিশিক্ষু। যদি আমরা এই ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করি, তাঁহার সঙ্গে প্রবারণা না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া প্রবারণা করি, তাঁহার সঙ্গে সঙ্ঘকর্ম্ম না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া সঙ্ঘকর্ম্ম করি, তাঁহার সঙ্গে একাসনে উপবেশন না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া আসনে উপবেশন করি, তাঁহার সঙ্গে যবাগূ ভোজন করিবার জন্য উপবেশন না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া যবাগূভোজনে উপবেশন করি, তাঁহার সঙ্গে ভোজনশালায় উপবেশন না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া ভোজনশালায় উপবেশন করি, তাঁহার সহিত এক আচ্ছাদনের তলে উপবেশন না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া এক আচ্ছাদনের তলে উপবেশন করি; তাঁহাকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম্ম, কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া জ্যেষ্ঠানুক্রমে অভিবাদন, প্রত্যুত্থান, অঞ্জলিকর্ম্ম, কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে সেই জন্য সঙ্ঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘব্যবস্থান এবং সঙ্ঘের পার্থক্য হইতে পারে। ভিক্ষুগণ! যাহারা ভেদ গুরুভর বলিয়া মনে করে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে সেই ভিক্ষুকে উৎক্ষিপ্ত করা তাহাদের উচিৎ নহে।

---

১. আহার ও বিনয় সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি হইতে দূরে থাকা; ২. সঙ্ঘের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়া।

(৩) উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তিগণকে উপদেশ

ভগবান উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণকে এই উপদেশ দিয়া আসন হইতে উঠিয়া উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ভগবান উপবেশন করিয়া উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণকে কহিলেনঃ হে ভিক্ষুগণ! তোমরা অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া 'আমরা অপরাধ প্রাপ্ত হই নাই, প্রাপ্ত হই নাই' বলিয়া অপরাধের প্রতিকার করা অকর্ত্তব্য এরূপ মনে করিও না।

হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া সে সেই অপরাধকে অপরাধ নহে বলিয়া মনে করে; কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ সেই অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করে। সেই ভিক্ষু (অপরাধী) উক্ত ভিক্ষুগণের সম্বন্ধে এরূপ জানে,ঃ 'এই আয়ুষ্মানগণ বহুশ্রুত······এবং শিশিক্ষু। তাঁহারা আমার জন্য বা অন্যের জন্য ছন্দ, দ্বেষ, মোহ কিংবা ভয়ের বশীভূত হইয়া অন্যায় আচরণ করিতে পারেন না। যদি এই ভিক্ষুগণ আমাকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করেন, আমার সহিত উপোষথ না করেন, আমাকে বাদ দিয়া উপোষথ করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘের মধ্যে সেইজন্য ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘব্যবস্থান এবং সঙ্ঘপার্থক্য হইতে পারে।' হে ভিক্ষুগণ! ভেদকে যেই ভিক্ষু গুরুতর মনে করে এইজন্য অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হইলেও তাহার সেই অপরাধ স্বীকার করা উচিৎ।

হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া সে সেই অপরাধকে অপরাধ নহে বলিয়া মনে করে। কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ সেই অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করে। সেই ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুগণ সম্বন্ধে এরূপ জানেঃ 'এই আয়ুষ্মানগণ বহুশ্রুত······এবং শিশিক্ষু। তাঁহারা আমার জন্য বা অন্যের জন্য ছন্দ, দ্বেষ, মোহ কিংবা ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায় আচরণ করিতে পারেন না। যদি এই ভিক্ষুগণ আমাকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করেন, আমার সঙ্গে প্রবারণা না করেন, আমাকে বাদ দিয়া প্রবারণা করেন······তাহা হইলে সেই জন্য সঙ্ঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘব্যবস্থান এবং সঙ্ঘপার্থক্য হইতে পারে।' হে ভিক্ষুগণ! ভেদকে যে গুরুতর মনে করে এই হেতু অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হইলেও সেই অপরাধ স্বীকার করা তাহার উচিৎ। ভগবান উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণকে এই উপদেশ দিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

(৪) সীমার অভ্যন্তরে এবং বাহিরে উপোষথ করা

সেই সময়ে উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণ সেই সীমার অভ্যন্তরেই উপোষথ করিতেছিলেন, সঙ্ঘকর্ম্ম করিতেছিলেন। উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণ সীমার বাহিরে যাইয়া উপোষথ

করিতেছিলেন, সঙ্ঘকর্ম্ম করিতেছিলেন। তখন জনৈক উৎক্ষেপক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো ! সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণ সেই সীমার অভ্যন্তরেই উপোষথ করিতেছেন, সঙ্ঘকর্ম্ম করিতেছেন। প্রভো ! আমরা উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণ সীমার বাহিরে যাইয়া উপোষথ করিতেছি, সঙ্ঘকর্ম্ম করিতেছি।"

"হে ভিক্ষু ! যদি সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণ সেই সীমার অভ্যন্তরেই আমি যেরূপ জ্ঞপ্তি এবং অনুশ্রাবণের বিধান দিয়াছি তদনুরূপ উপোষথ করে এবং সঙ্ঘকর্ম্ম করে তাহা হইলে তাহাদের সেই কার্য্য ধর্ম্মসম্মত, ন্যায়ানুমোদিত এবং যথোচিৎ হইবে। ভিক্ষু ! তোমরা উৎক্ষিপ্তক ভিক্ষুগণও যদি সেই সীমার অভ্যন্তরে আমার বিধানানুযায়ী জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং অনুশ্রাবণ করিয়া উপোষথ কর এবং সঙ্ঘকর্ম্ম কর তাহা হইলে তোমাদের সেইকার্য্যও ধর্ম্মসম্মত, ন্যায়ানুমোদিত এবং যথোচিৎ হইবে। তাহার কারণ কি ? তাহারা তোমাদের পক্ষে পৃথক সম্প্রদায় এবং তোমরাও তাহাদের পক্ষে পৃথক সম্প্রদায়। ভিক্ষু ! পৃথক সম্প্রদায় হইবার দুইটি স্তর আছে, যথা—(১) কেহ নিজেকে নিজে নানাসংবাসকে[১] (পৃথক সম্প্রদায়ে) পরিণত করে, অথবা (২) সমগ্রসঙ্ঘ অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে, অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে কিংবা হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে[২]। হে ভিক্ষু ! এই দুইটিই নানাসংবাসক (পৃথক সম্প্রদায়) হইবার স্তর। ভিক্ষু ! সমানসংবাসক (সমসম্প্রদায়) হইবার দ্বিবিধ স্তর আছে, যথা—(১) কেহ নিজেকে নিজে সমানসংবাসকে[৩] (সমসম্প্রদায়ে) পরিণত করে, অথবা (২) সমগ্রসঙ্ঘ অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে, অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে কিংবা হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত কোন ভিক্ষুকে সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার প্রদান করে। ভিক্ষু ! সমসম্প্রদায় হইবার এই দুই স্তর।

১. সঙ্ঘকর্ত্তৃক উৎক্ষেপনীয়কর্ম্মকৃত অধর্ম্মবাদিগণের পক্ষে বসিয়া যেই ভিক্ষু 'আপনারা কি বলিতেছেন ?' এই বলিয়া তাঁহাদের এবং অপরপক্ষের অভিমত শ্রবণ করিয়া 'ইহারা অধর্ম্মবাদী এবং অপরপক্ষীয় ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী' এরূপ ধারণা পোষণ করে সেই ভিক্ষু তাঁহাদের (অধর্ম্মবাদিগণের) মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়াও তাহাদের পক্ষে 'নানাসংবাসক' (পৃথকসম্প্রদায়) হয়, বিনয়-কর্ম্ম নষ্ট করে এবং অপরপক্ষীয় ভিক্ষুগণের হস্তপার্শ্বে (দেড় হাতের মধ্যে) না থাকায় তাঁহাদেরও বিনয়-কার্য্য নষ্ট করে। এইভাবে নিজেকে নিজে 'নানাসংবাসকে' (পৃথক সম্প্রদায়ে) পরিণত করে। ২. সাময়িক সংশ্রব ত্যাগ করে। ৩. যেই ভিক্ষু অধর্ম্মবাদিগণের পক্ষে বসিয়া 'ইহারা অধর্ম্মবাদী এবং অপর পক্ষ ধর্ম্মবাদী' এই মনে করিয়া তাঁহাদের (ধর্ম্মবাদিগণের) পক্ষে প্রবেশ করে এবং যেখানে সেখানে তাঁহাদের পক্ষে থাকিয়া 'ইঁহারা ধর্ম্মবাদী' এই অভিমত পোষণ করে, সেই ভিক্ষু এইভাবে নিজেকে নিজে 'সমানসংবাসকে' (সমসম্প্রদায়ে) পরিগণিত করে।—সম-পাসা।

(৫) কলহবশত ন্যায়বিরুদ্ধ কায়িক, বাচনিক কার্য্য করা অনুচিৎ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ গৃহস্থের গৃহে ভোজনের সময় ভণ্ডন, কলহ, বিবাদের বশীভূত হইয়া পরস্পর অননুলোম কায়িক, বাচনিক দুর্ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছিল, একে অন্যের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছিল। তদ্দর্শনে জনসাধারণ 'কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ গৃহস্থের বাড়ীতে ভোজন করিবার সময় ভণ্ডন, কলহ এবং বিবাদের বশীভূত হইয়া পরস্পর অননুলোমভাবে কায়িক, বাচনিক দুর্ব্যবহার করিতেছেন এবং কেনই বা একে অন্যের গাত্র স্পর্শ করিতেছেন?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ সেই জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। শ্রবণ করিয়া অল্পেচ্ছু ভিক্ষুগণ 'কেন ভিক্ষুগণ গ্রামের মধ্যে ভোজনের সময় ভণ্ডন, কলহ, বিবাদের বশীভূত হইয়া অননুলোমভাবে পরস্পর কায়িক, বাচনিক দুর্ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন এবং কেনই বা একজন অন্যজনের গাত্র স্পর্শ করিতেছেন?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন ঃ—) "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষুগণ……?" "হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য।"……ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—"হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘভেদ হইবার পর সম্প্রীতি এবং সদ্ভাবের অভাব হইলে 'একে অন্যের প্রতি কায়িক-বাচনিক অনুচিৎ ব্যবহার প্রদর্শন করিব না, একে অন্যের অঙ্গ ক্রোধবশে স্পর্শ করিব না' এই ভাবিয়া পৃথক আসনে উপবেশন করিবে[১]। ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘভেদের পর সম্প্রীতি এবং সদ্ভাব বিদ্যমান থাকিলে এক আসনেই কিঞ্চিৎ ব্যবধানে উপবেশন করিবে[২]।

(৬) কলহকারিগণের জেদ্

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ সঙ্ঘসভায় ভণ্ডন, কলহ এবং বিবাদের বশবর্ত্তী হইয়া একজন অন্যজনকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছিল। তাহারা সেই বিবাদ উপশম করিতে সক্ষম হইল না। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সেই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো! ভিক্ষুগণ সঙ্ঘসভায় ভণ্ডন, কলহ এবং বিবাদের বশীভূত হইয়া একজন অন্যজনকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছেন।

---

১. দ্বেপন্তিযো কত্বা উপচারং মুঞ্চিত্বা নিসীদিতব্বং; ২. একেকং আসনং অন্তরং কত্বা নিসীদিতব্বং।—সম-পাসা।

তাঁহারা সেই বিবাদ উপশম করিতে সক্ষম হইতেছেন না, অতএব প্রভু ভগবান সেই ভিক্ষুগণের নিকট অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত হউন।" ভগবান মৌনভাবে তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ভগবান উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষুগণকে কহিলেন—"হে ভিক্ষুগণ! ভণ্ডন, কলহ বিগ্রহ এবং বিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন।" ভগবানের বাক্য শুনিয়া জনৈক অধর্ম্মবাদী পক্ষের ভিক্ষু ভগবানকে কহিল—"ধর্ম্মস্বামি প্রভু ভগবন্! আপনি নিরস্ত হউন; প্রভু ভগবন্! আপনি এ বিষয়ে ঔৎসুক্য হীন হইয়া প্রত্যক্ষ সুখভোগে অনুরক্ত হইয়া বিহার করুন, এই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদে আমরা পরিদৃষ্ট হইব।" ভগবান দ্বিতীয়বার সেই ভিক্ষুগণকে এরূপ বলিলে দ্বিতীয়বারও সেই ভিক্ষু এরূপ উত্তর প্রদান করিল।

(৭) দীর্ঘায়ুর কথা

ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—হে ভিক্ষুগণ! অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে কাশীরাজা ছিলেন; তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগ্যদ্রব্যসম্পন্ন, মহা সৈন্যসম্পন্ন, মহাবাহনসম্পন্ন, মহারাজ্যসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার ধান্যাগার ধান্যে পরিপূর্ণ ছিল। দীঘীতি নামক কোশলরাজ ছিলেন,—দরিদ্র, নির্দ্ধন, নির্ভোগ, অল্পসৈন্য-সম্পন্ন, অল্পবাহনসম্পন্ন, অল্পরাজ্যসম্পন্ন। তাঁহার ধান্যাগার ধান্যে অপরিপূর্ণ ছিল। ভিক্ষুগণ! অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত চতুরঙ্গিণী সৈন্য সন্নদ্ধ (বর্ম্মাদি দ্বারা সজ্জিত) করিয়া কোশলরাজ দীঘীতিকে আক্রমণে বাহির হইলেন। কোশলরাজ দীঘীতি শুনিতে পাইলেনঃ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত নাকি আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য চতুরঙ্গিণী সৈন্য সন্নদ্ধ করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। ভিক্ষুগণ! তখন কোশলরাজ দীঘীতির মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ "কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত আঢ্য, মহাধনী, মহাসম্পত্তিশালী, মহা-বলশালী, মহাবাহনশালী, মহারাজ্যশালী; তাঁহার ধান্যাগার ধান্যে পরিপূর্ণ; অথচ আমি দরিদ্র, অল্পধনশালী, অল্পবলশালী, অল্পবাহনশালী, অল্পরাজ্যসম্পন্ন এবং আমার ধান্যাগার ধান্যে অপরিপূর্ণ; কাজেই আমি কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের একটি আক্রমণও প্রতিরোধ করিতে পারিব না; অতএব আমি পূর্ব্বেই নগর হইতে পলায়ন করিব।" এই ভাবিয়া কোশলরাজ দীঘীতি মহিষীকে লইয়া পূর্ব্বেই নগর হইতে পলায়ন করিলেন। অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত কোশলরাজ দীঘীতির সৈন্য, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোষ্ঠাগার জয় করিয়া স্বাধিকারে আনিয়া বাস করিলেন। কোশলরাজ দীঘীতি স্বীয় মহিষী সহিত বারাণসী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে বারাণসীতে গমন করিলেন। অতঃপর কোশলরাজ দীঘীতি সপত্নী বারাণসীর

সীমান্তপ্রদেশে কুম্ভকার গৃহে অজ্ঞাতভাবে পরিব্রাজকবেশে বাস করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ! অচিরেই কোশলরাজ দীঘীতির মহিষী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন। তখন তাঁহার 'সূর্য্যোদয়ের সময় যুদ্ধসাজে সজ্জিত চতুরঙ্গিণী সৈন্য সুভূমিতে স্থিত অবস্থায় দর্শন করিতে এবং খড়্গ ধৌত জলপান করিতে' সাধ হইল। অতঃপর কোশলরাজ দীঘীতির মহিষী কোশলরাজাকে কহিলেন—"দেব! আমি অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছি; এখন সূর্য্যোদয়ের সময় সুভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্য দর্শন করিতে এবং খড়্গাধৌত জলপান করিতে আমার সাধ হইয়াছে।"

"দেবি! আমাদের ন্যায় দুর্গত ব্যক্তির সুভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্যই বা কোথায় এবং খড়্গাধৌত জলই বা কোথায়?" "দেব! যদি তাহা আমি না পাই, তাহা হইলে আমার মৃত্যু হইবে।"

সেই সময়ে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ কোশলরাজ দীঘীতির সহায় ছিলেন। অনন্তর কোশলরাজ দীঘীতি কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণকে কহিলেন—"বন্ধো! আপনার সখী অন্তর্ব্বত্নী হইয়াছেন, তাঁহার এখন সূর্য্যোদয়ের সময় সুভূমিতে স্থিত যুদ্ধসাজে সজ্জিত চতুরঙ্গিণী সৈন্যের দর্শন লাভ করিতে এবং খড়্গাধৌত জলপান করিতে সাধ হইয়াছে।" "দেব! তাহা হইলে আমরা দেবীর দর্শনলাভ করিতে চাই।" ভিক্ষুগণ! অতঃপর কোশলরাজ দীঘীতির মহিষী কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ কোশলরাজ দীঘীতির মহিষীকে দূর হইতেই আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া উত্তরীবস্ত্রদ্বারা দেহের একাংস আবৃত করিয়া কোশলরাজ দীঘীতির মহিষীর দিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া তিনবার এই উদান উচ্চারণ করিলেন—"অহো! কোশলরাজ কুক্ষি প্রবিষ্ট হইয়াছেন! অহো! কোশলরাজ কুক্ষি প্রবিষ্ট হইয়াছেন!! অহো! কোশলরাজ কুক্ষি প্রবিষ্ট হইয়াছেন!!!" তৎপর কহিলেন—"দেবি! প্রসন্ন হউন; আপনি সূর্য্যোদয়ের সময় সুভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্যের দর্শনলাভ করিতে এবং খড়্গ ধৌত জলপান করিতে পাইবেন।"

হে ভিক্ষুগণ! অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন—"দেব! শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে, অতএব আগামীকল্য সূর্য্যোদয়ের সময় সুভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্য দণ্ডায়মান হউক এবং খড়্গাধৌত করুক।" কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিলেন: "পুরোহিত ব্রাহ্মণ যেরূপ বলিলেন তোমরা সেরূপ কর।"

হে ভিক্ষুগণ! এই প্রকারে কোশলরাজ দীঘীতির মহিষী সূর্য্যোদয়ের সময় সুভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্য দর্শন করিতে এবং খড়্গাধৌত জলপান করিতে পাইলেন। কোশলরাজ দীঘীতির মহিষী সেই গর্ভ পূর্ণতা লাভ করিবার পর পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার নাম রাখিলেন,—দীর্ঘায়ুকুমার। ভিক্ষুগণ! অতঃপর দীর্ঘায়ু-কুমার অচিরে বিজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন কোশলরাজ দীঘীতির মনে এই চিন্তা উদিত হইল: "এই কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত আমাদের বহু অনর্থ সাধন করিয়াছেন, তিনি আমাদের সৈন্য, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোষ্ঠাগার ছিনাইয়া লইয়াছেন। যদি তিনি আমাদের সংবাদ পান, তাহা হইলে সকলকেই, আমরা তিনজনকেই হত্যা করাইবেন। অতএব আমি দীর্ঘায়ুকুমারকে নগরের বাহিরে রাখিব।" এই ভাবিয়া কোশলরাজ দীঘীতি দীর্ঘায়ুকুমারকে নগরের বাহিরে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দীর্ঘায়ুকুমার নগরের বাহিরে বাস করিয়া অচিরে সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

হে ভিক্ষুগণ! সেই সময় কোশলরাজ দীঘীতির ক্ষৌরকার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নিকট বাস করিতেছিল। একদিন সে কোশলরাজ দীঘীতিকে সপত্নী বারাণসীর সীমান্তের একস্থানে কুম্ভকার গৃহে পরিব্রাজকবেশে অজ্ঞাতবাস করিতে দেখিতে পাইল। দেখিয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিল—"দেব! কোশলরাজ দীঘীতি সপত্নী বারাণসীর সীমান্তের একস্থানে কুম্ভকার গৃহে পরিব্রাজকবেশে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।" ভিক্ষুগণ! কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত কর্ম্মচারি-গণকে আদেশ করিলেন—"ভণে! সপত্নী কোশলরাজ দীঘীতিকে লইয়া আইস।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো!" বলিয়া সেই কর্ম্মচারিগণ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া কোশলরাজ দীঘীতিকে সপত্নী লইয়া আসিল। অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিলেন—"ভণে! সপত্নী কোশলরাজ দীঘীতির বাহু পশ্চাৎদিকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, খরশব্দ বিশিষ্ট পণব (ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র) বাদ্য করিয়া, একরাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করাইয়া, নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির করিয়া, নগরের দক্ষিণ ভাগে চারি খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ কর।" "যথা আজ্ঞা, দেব!" বলিয়া সেই কর্ম্মচারিগণ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া সপত্নী কোশলরাজ দীঘীতির বাহু দৃঢ়রজ্জু দ্বারা পশ্চাৎভাগে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, খরশব্দ বিশিষ্ট পণব বাদ্য করিয়া, একরাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘায়ুকুমারের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: 'দীর্ঘদিন হইল মাতাপিতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, অতএব

আমি মাতাপিতাকে দেখিতে যাইব।' এই ভাবিয়া দীর্ঘায়ুকুমার বারাণসীতে প্রবেশ করিয়া মাতাপিতার বাহু শক্ত রজ্জুদ্বারা পশ্চাৎভাগে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, খরস্বর বিশিষ্ট পণব বাদ্য করিয়া এক রাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করাইতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তিনি তাঁহার মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইলেন।

হে ভিক্ষুগণ! কোশলরাজ দীঘীতি দীর্ঘায়ুকুমারকে দূর হইতেই আসিতে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—"বৎস দীর্ঘায়ু! দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব দেখিও না; বৎস দীর্ঘায়ু! বৈরিতা দ্বারা বৈরিতার উপশম হয় না বরং অবৈরিতা দ্বারা বৈরিতার উপশম হয়।" এরূপ বলিলে সেই কর্ম্মচারিগণ কোশলরাজ দীঘীতিকে কহিলেন—"এই কোশলরাজ দীঘীতি উন্মাদ হইয়া প্রলাপ বকিতেছেন, দীর্ঘায়ু তাঁহার কে? কাহাকেই বা তিনি বলিতেছেন—'বৎস দীর্ঘায়ু! তুমি দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব অবলোকন করিও না; বৎস দীর্ঘায়ু! বৈরভাবের দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না বরং অবৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয়'?" "ভণে! আমি উন্মাদ হইয়া প্রলাপ করিতেছি না, যে বিজ্ঞ সে আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইবে।" কোশলরাজ তিনবার দীর্ঘায়ুকুমারকে ঐরূপ বলিলেন। কর্ম্মচারিগণও তিনবার কোশলরাজ দীঘীতিকে এরূপ কহিল। কোশলরাজ দীঘিতি পুনরায় তাহাদিগকে কহিলেন—"আমি উন্মাদ হইয়া প্রলাপ বকিতেছি না, যে বিজ্ঞ সে আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইবে।"

হে ভিক্ষুগণ! অতঃপর সেই কর্ম্মচারিগণ সপত্নী কোশলরাজ দীঘীতিকে একরাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করাইয়া, নগরের দক্ষিণদ্বার দিয়া বাহির করিয়া, নগরের দক্ষিণভাগে চারিটুকরা করিয়া, চতুর্দ্দিকে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া, প্রহরী রাখিয়া প্রস্থান করিল। দীর্ঘায়ুকুমার বারাণসীতে প্রবেশ করিয়া, সুরা আনিয়া, প্রহরিগণকে পান করাইলেন। যখন তাহারা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল তখন তিনি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া, চিতা প্রস্তুত করিয়া, মাতাপিতার শরীর চিতায় স্থাপন করিয়া, অগ্নি সংযোগ করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সময়ে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত প্রাসাদের উপরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রাসাদের উপর হইতে দীর্ঘায়ুকুমারকে কৃতাঞ্জলি হইয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল: 'নিশ্চিতরূপে বলা যায়, এই ব্যক্তি কোশলরাজ দীঘীতির জ্ঞাতি অথবা রক্তসম্পর্কীয় কেহ হইবে। অহো! এই ব্যক্তি যে আমার অহিতকামী সেই কথা আমাকে কেহ বলিতেছে না!' ভিক্ষুগণ! অতঃপর দীর্ঘায়ুকুমার অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, যথারুচি ক্রন্দন এবং রোদন করিয়া, অশ্রু মুছিয়া, বারাণসীতে প্রবেশ করিয়া, রাজান্তঃপুরের পার্শ্বে অবস্থিত পিলখানায় গমন

করিয়া হস্তিপককে কহিলেনঃ—"আচার্য্য! আমি আপনার নিকট শিল্প (হস্তী-বিদ্যা) শিখিতে চাই।" "যুবক! ইচ্ছা হইলে শিখিতে পার।"

হে ভিক্ষুগণ! অনন্তর দীর্ঘায়ুকুমার রাত্রির প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া পিলখানায় মধুরস্বরে গান করিতে এবং বীণাবাদন করিতে লাগিলেন। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া পিলখানায় মধুরগীত-ধ্বনি এবং বীণা-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। শুনিয়া কর্ম্মচারিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভণে! রাত্রির প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া পিলখানায় কে মধুর স্বরে গান এবং বীণা বাদ্য করিয়া থাকে?" "দেব! অমুক হস্তিপকের অন্তেবাসী যুবক রাত্রির প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া পিলখানায় মধুর স্বরে গান এবং বীণাবাদন করিয়া থাকে।" "ভণে! তাহা হইলে সেই যুবককে লইয়া আস।" "যথা আজ্ঞা, দেব!" বলিয়া সেই কর্ম্মচারিগণ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া দীর্ঘায়ুকুমারকে আনিলেন। তখন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—"হে যুবক! তুমিই কি রাত্রির প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া পিলখানায় মধুরস্বরে গান এবং বীণাবাদন করিয়া থাক?" "হাঁ, দেব!" "যুবক! তাহা হইলে গান এবং বীণাবাদন কর দেখি।" "যথা আজ্ঞা, দেব!" বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত মধুরস্বরে গান এবং বীণাবাদন করিলেন। তখন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—"ওহে যুবক! তুমি আমার পরিচর্য্যা করিতে পার।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো!" বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন।

হে ভিক্ষুগণ! অতঃপর দীর্ঘায়ুকুমার কশীরাজ ব্রহ্মদত্তের এইরূপ সেবা করিতে লাগিলেনঃ তিনি কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিতেন এবং পরে শয়ন করিতেন, সর্ব্বদা 'কি করিব', 'কি করিব' জিজ্ঞাসা করিতেন এবং প্রিয়ঙ্কর ও প্রিয়ম্বদ হইলেন। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত অচিরেই দীর্ঘায়ুকুমারকে আভ্যন্তরিক বিশ্বস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। একদিন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—"যুবক! রথ সজ্জিত কর, মৃগয়ায় গমন করিব।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো!" বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া রথ সজ্জিত করিয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন—"দেব! আপনার জন্য রথ সজ্জিত করা হইয়াছে, এখন আপনি যাহা উচিৎ মনে করেন।" অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত রথে আরোহণ করিলেন, দীর্ঘায়ুকুমার রথ চালনা করিলেন। তিনি এইভাবে রথ চালাইলেন যে সৈন্য একদিকে এবং রথ অন্যদিকে চলিয়া গেল। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত বহুদূর যাইবার পর দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—"যুবক! রথ থামাও, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, একটু বিশ্রাম

করিব।” “যথা আজ্ঞা, দেব!” বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া রথ থামাইয়া ভূতলে আসনবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিলেন।

হে ভিক্ষুগণ! অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন। ক্লান্ত হওয়ায় মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন দীর্ঘায়ুকুমারের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—‘এই কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত আমাদের মহা অনর্থ সাধন করিয়াছেন, ইঁহার দ্বারা আমাদের সৈন্য, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোষ্ঠাগার হরণ করা হইয়াছে, ইঁহার দ্বারা আমার মাতাপিতা নিহত হইয়াছেন, অতএব এখনই শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত সময়।’ এই ভাবিয়া খড়্গ কোশমুক্ত করিলেন। তখন দীর্ঘায়ুকুমারের মনে এই চিন্তা উদিত হইলঃ “আমার পিতা যে মৃত্যু সময়ে আমাকে বলিয়াছেন, ‘বৎস দীর্ঘায়ু! তুমি দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব অবলোকন করিও না, বৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না, বরং অবৈরিতা দ্বারাই বৈরভাবের উপশম হইয়া থাকে।’ অতএব পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করা আমার উচিৎ হইবে না।” এই ভাবিয়া খড়্গ কোশবদ্ধ করিলেন। দুই, তিনবার দীর্ঘায়ুকুমার খড়্গ কোশমুক্ত করিলেন এবং দুই তিনবার পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া খড়্গ কোশবদ্ধ করিলেন।

হে ভিক্ষুগণ! কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত ভীত, উদ্বিগ্ন, শঙ্কাভিভূত এবং উত্রস্থ হইয়া হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। তখন দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন—“দেব! আপনি কেন ভীত উদ্বিগ্ন, শঙ্কাভিভূত এবং উত্রস্ত হইয়া হঠাৎ জাগ্রত হইলেন?” “যুবক! কোশলরাজ দীঘীতির পুত্র দীর্ঘায়ু নামক কুমার স্বপ্নে আমাকে খড়্গাদ্বারা নিহত করিতেছে, এই জন্য আমি ভীত, উদ্বিগ্ন, শঙ্কাভিভূত এবং উত্রস্ত হইয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠিলাম।” তখন দীর্ঘায়ুকুমার বামহস্তে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের মস্তক চাপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে খড়্গ কোশমুক্ত করিয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন—“দেব! আমিই কোশলরাজ দীঘীতির পুত্র দীর্ঘায়ুকুমার। আপনি আমাদের বহু অনর্থ সাধন করিয়াছেন, আপনার দ্বারা আমাদের সৈন্য, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোষ্ঠাগার হরণ করা হইয়াছে, আপনার দ্বারা আমার মাতাপিতা নিহত হইয়াছেন, অতএব এখনই শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণের সময়।”

হে ভিক্ষুগণ! তখন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেনঃ—“বৎস দীর্ঘায়ু! আমার জীবন দান কর! বৎস দীর্ঘায়ু! আমার জীবন দান কর!!” “আমি মহারাজের জীবন দান দিতে পারি, যদি মহারাজ পূর্ব্বে আমার জীবন দান করেন।” “বৎস দীর্ঘায়ু! তুমিও আমার জীবন দান কর, আমিও তোমার জীবন দান করিতেছি।” অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত এবং দীর্ঘায়ুকুমার একে অন্যের জীবন দান করিলেন এবং দ্রোহিতা না করিবার জন্য একে অন্যের হস্তধারণ করিয়া

শপথ করিলেন। অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—"বৎস দীর্ঘায়ু! রথ সজ্জিত কর, গমন করিব।" "যথা আজ্ঞা, দেব!" বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া, রথ সজ্জিত করিয়া, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন—"দেব! রথ সজ্জিত করা হইয়াছে, এখন আপনি যাহা উচিৎ মনে করেন।" কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত রথে আরোহন করিলেন এবং দীর্ঘায়ুকুমার রথ চালনা করিলেন। দীর্ঘায়ুকুমার এইভাবে রথ চালাইলেন যে রাজা অচিরেই সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন।

হে ভিক্ষুগণ! অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত বারাণসীতে গমন করিয়া অমাত্য এবং পার্ষদগণকে সমবেত করাইয়া কহিলেন—"ভণে! যদি আপনারা কোশলরাজ দীঘীতির পুত্র দীর্ঘায়ুকুমারের দেখা পান তাহা হইলে তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিবেন?" কোন কোন অমাত্য কহিলেন—"দেব! আমরা তাঁহার হস্তছেদন করিব, তাঁহার পদছেদন করিব, হস্তপদছেদন করিব, কর্ণছেদন করিব, নাসিকাছেদন করিব, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিব, শিরশ্ছেদ করিব।" "ভণে! এই ব্যক্তিই কোশলরাজ দীঘীতির পুত্র দীর্ঘায়ুকুমার। ইহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবেন না। সে আমার জীবন দান করিয়াছে, আমিও তাহার জীবন দান করিয়াছি।"

হে ভিক্ষুগণ! অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—"বৎস দীর্ঘায়ু! তোমার পিতা যে মৃত্যুসময়ে বলিয়াছিলেন, 'তাত দীর্ঘায়ু! দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব দেখিও না, বৈরভাবের দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না; বরং অবৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হইয়া থাকে।' তোহার পিতা কোন উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন?" "দেব! আমার পিতার মৃত্যু সময়ের বাক্যের অর্থ হইতেছে, দীর্ঘ অর্থাৎ চিরকাল শত্রুতা করিও না; হ্রস্ব অর্থাৎ হঠাৎ মিত্রের সঙ্গে ভেদ বিচ্ছেদ ঘটাইও না; বৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না, অবৈরিতা দ্বারা বৈরিতার উপশম হয় অর্থাৎ মহারাজ আমার মাতাপিতাকে নিহত করাইয়াছেন এই জন্য যদি আমি মহারাজের জীবননাশ করি তাহা হইলে মহারাজের যাঁহারা হিতৈষী তাঁহারা আমার জীবননাশ করিতে পারেন এবং যাঁহারা আমার হিতৈষী তাঁহারা তাঁহাদের জীবননাশ করিতে পারেন, এরূপে সেই বৈরিতা বৈরভাবের দ্বারা উপশম হইবে না। এখন কিন্তু আমি মহারাজের জীবনদান করায় মহারাজও আমার জীবনদান করিয়াছেন এরূপে সেই বৈরিতা অবৈরভাবের দ্বারা উপশম হইয়াছে। দেব! এইজন্যই আমার পিতা মৃত্যুসময়ে বলিয়াছিলেন, 'বৎস দীর্ঘায়ু! বৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না, কিন্তু অবৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হইয়া থাকে।" অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত 'অহো! বড় আশ্চর্য্য! অহো! বড় অদ্ভুত! দীর্ঘায়ুকুমার কেমন পণ্ডিত লোক! যেহেতু তাহার পিতার সংক্ষিপ্ত বাক্যের মর্ম্মার্থ সে বিস্তৃতভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছে!' এই বলিয়া তাঁহার পৈত্রিক

সৈন্য, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোষ্ঠাগার প্রত্যর্পণ করিলেন এবং স্বীয় দুহিতাও তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন।

হে ভিক্ষুগণ! এইরূপ দণ্ডধারী, শস্ত্রধারী রাজাদের যদি মিলন হইতে পারে তবে ঈদৃশ সু-আখ্যাত ধর্ম্মবিনয়ে (বুদ্ধ-শাসনে) প্রব্রজিত হইয়া তোমাদের মিলন হওয়া কি শোভা পায় না? তৃতীয়বারও ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে কহিলেন—"হে ভিক্ষুগণ! তোমরা ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ কিংবা বিবাদ করিও না।" তৃতীয়বারও সেই অন্যায়ের পক্ষপাতী[১] ভিক্ষু কহিল: "ধর্ম্মস্বামী প্রভু ভগবন্! আপনি প্রত্যক্ষ সুখ বিহারে অনুরক্ত হইয়া অবস্থান করুন। আমরা এই ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদে পরিদৃষ্ট হইব।" অনন্তর ভগবান "এই মোঘপুরুষগণ অত্যন্ত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের চৈতন্য উদয় করা সহজ নহে।" এই ভাবিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

॥ দীর্ঘায়ু ভণিতা সমাপ্ত ॥

(৮) ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিত্যাগ

ভগবান পূর্ব্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া কৌশাম্বীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য প্রবেশ করিলেন। কৌশাম্বীতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে বিচরণ করিয়া, আহারকৃত্য সমাপনের পর ভিক্ষাচর্য্যা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াই এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেন:—

উচ্চশব্দ, মহাশব্দ, বহু অভিমান,
'সমজন'[২] সকলেই সমান সমান[৩]!
কেহ নাহি মনে করে, 'আমি মূর্খজন'
অধিকন্তু নাহি ভাবে, 'আমার কারণ
সঙ্ঘমধ্যে সঙ্ঘভেদ হইল এখন।'
পরি মূঢ় স্মৃতি[৪] কিন্তু ভাষায় পণ্ডিত
বাক্‌পটু বলে বাক্য নহে সুচিন্তিত।

---

১. অয়ং পন ভিক্খু ভগবতো অত্থকামো। অয়ং কিরস্‌স অধিপ্পায়ো: ইমে ভিক্খু কোধাভিভূতা সত্থু বচনং ন গণ্হতি; মা ভগবা এতে ওবদন্তো কিলামিথ তি, তস্মা এবমাহ।—সম-পাসা।

২. সকলে সমান; ৩. সকলে পাণ্ডিত্যাভিমানী; ৪. স্মৃতিবিভ্রম;

বাগীশ যথেচ্ছা বাক্য[১] করে উদ্গীরণ
দীর্ঘ প্রসারিত করি' আপন বদন।
কিন্তু নাহি জানে নিজ বাক্যের কারণ,
সঙ্ঘেতে নির্লজ্জভাব, দুর্দ্দশা এমন!
'আক্রোশ করিল মোরে, বধিল আমায়,
জিনিল আমারে, উপহাসে হায় হায়!'
এই ভাব পোষে নিজ মনে যেই জন
বৈরিতা তাহার শান্ত না হয় কখন।
'আক্রোশ করিল মোরে, বধিল আমায়,
জিনিল আমারে, উপহাসে হায় হায়!'
এইভাব যার মনে না হয় উদয়
বৈরিতা তাহার শান্ত জানিও নিশ্চয়।
শক্রতায় শক্রতার শান্তি নহে হেথা কদাচন,
মৈত্রীতে শমিত বৈরী,—জান ইহা ধর্ম্ম সনাতন।
পণ্ডিত ব্যতীত যত আছে অন্য জন
নাহি জানে, 'হেথা হতে করিব গমন[২]।'
জানে যেবা সত্য[৩] এই পণ্ডিত সুজন,
কলহ শমিত তার হয় সে কারণ।
অস্থিচ্ছেদ করে কিংবা জীবন হরণ,
অথবা গবাশ্ব ধন করে যে হরণ,
অথবা রাজ্যের করে বিলোপ সাধন,
যদি তাহাদের শেষে হয় রে মিলন
কেন তবে তোমাদের হবে না মিলন?
যদি লাভ কর প্রাজ্ঞ সহায় আপন,
ধীর সহচর আর সাধু ও সুজন,
অতিক্রম করি সর্ব্ব আততায়িগণ[৪]
চর লোকে স্মৃতিমান, আনন্দিত মন।

১. সঙ্ঘের প্রতি গৌরব করিয়া কেহ ন্যায় বিরুদ্ধবাক্য প্রয়োগে সঙ্কোচ করে না।
২. আমরা যে মরিব তাহা ভাবে না।
৩. আমাদের মৃত্যু হইবে এই বিষয় যে সর্ব্বদা স্মরণ করে।
৪. প্রকাশ্য শক্র এবং গুপ্ত শক্র।

যদি নাহি লভ প্রাজ্ঞ সহায় আপন,
ধীর সহচর আর সাধু ও সুজন,
রাজা সম ছাড়ি রাজ্য বিজিত[১] যখন
অথবা অরণ্য মাঝে মাতঙ্গ যেমন
একাকী নিঃসঙ্গ নিজে কর বিচরণ।
একাকী বিহার শ্রেয় আপনি আপন,
মূর্খ হ'তে সহায়তা নাহি প্রয়োজন।
না করিয়া পাপ কর একা বিচরণ
নিরুদ্বেগে অরণ্যেতে মাতঙ্গ[২] যেমন।

[স্থান ঃ—বালক লোণকার গ্রাম]

ভগবান সঙ্ঘসভায় দণ্ডায়মান হইয়াই এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বালক-লোণকার গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে আয়ুষ্মান ভৃগু বালকলোণকার গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। দূরে থাকিতেই আয়ুষ্মান ভৃগু ভগবানকে আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া আসন প্রস্তুত করিলেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করিলেন এবং অগ্রসর হইয়া ভগবানের পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন। ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন এবং উপবেশন করিয়াই পাদ প্রক্ষালন করিলেন। আয়ুষ্মান ভৃগু ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভৃগুকে ভগবান কহিলেনঃ—"হে ভিক্ষু! নিরুপদ্রবে আছ ত? সুখে দিন যাপন করিতেছ ত? এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে কষ্ট হয় না ত?" "ভগবন্! আমি নিরুপদ্রবে আছি, সুখে দিন যাপন করিতেছি এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও আমার কষ্ট হয় না।" অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান ভৃগুকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রাচীনবংশদাবে উপস্থিত হইলেন।

[স্থান ঃ—প্রাচীনবংশদাব]

সেই সময়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিল প্রাচীনবংশদাবে অবস্থান করিতেছিলেন। দূরে থাকিতেই দায়পাল (বনরক্ষক) ভগবানকে আসিতে দেখিতে পাইল; দেখিয়া কহিল—"হে শ্রমণ! এই অরণ্যে প্রবেশ করিবেন না;

---

১. মহাজনকরাজা ও অরিন্দমরাজার ন্যায় বিজিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একাকী বিচরণ করিবে।
২. মাতৃপোষক ও পারিলেয্যক হস্তীরাজের ন্যায় একাকী বিচরণ করিবে।—সম-পাসা।

কেননা এইস্থানে তিনজন কুলপুত্র স্বকার্য্য সাধনে রত আছেন; তাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিবেন না।"

আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ ভগবানের সহিত বনরক্ষকের আলাপ শুনিতে পাইলেন; শুনিয়া বনরক্ষককে কহিলেন—"হে বনরক্ষক! ভগবানকে বারণ করিও না। আমাদের শাস্তা (গুরু) ভগবান উপস্থিত হইয়াছেন।" অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিলের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিলকে কহিলেনঃ—"আয়ুষ্মানগণ, আসুন! আয়ুষ্মানগণ, আসুন!! আমাদের শাস্তা ভগবান আসিয়াছেন!" আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিল অগ্রসর হইয়া কেহ ভগবানের পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিলেন, কেহ আসন প্রস্তুত করিলেন এবং কেহ বা পাদোদক, পাদপীঠ এবং পাদকথলিক স্থাপন করিলেন। ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন; উপবেশন করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন। সেই আয়ুষ্মানগণও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে ভগবান কহিলেন—"অনুরুদ্ধ! তোমরা নিরুপদ্রবে আছ ত? সুখে দিনযাপন করিতেছ ত? এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহে ক্লেশ হয় না ত?" "ভগবন্! আমরা নিরুপদ্রবে আছি, আমরা সুখে দিনযাপন করিতেছি এবং ভিক্ষান্ন সংগ্রহেও আমাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয় না।" "অনুরুদ্ধ! তোমরা কি সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছ?" "হাঁ, প্রভো! আমরা সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছি।" "অনুরুদ্ধ! কিরূপে তোমরা সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছ?"

"প্রভো! আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়া থাকেঃ "'আমার অতি সৌভাগ্য যে আমি এতাদৃশ সব্রহ্মচারিগণের সঙ্গলাভে সমর্থ হইয়াছি।' প্রভো! আমি এই আয়ুষ্মানগণের প্রতি প্রকাশ্যে এবং গোপনে কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকি। প্রভো! আমার মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হইয়া থাকেঃ 'আমি স্বীয় চিত্তের অধীন না থাকিয়া এই আয়ুষ্মানদের চিত্তের অনুবর্ত্তী হইব।' এই ভাবিয়া আমি স্বীয় চিত্তের বশে না থাকিয়া এই আয়ুষ্মানগণের চিত্তেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছি। প্রভো! আমাদের দেহ পৃথক হইলেও চিত্ত কিন্তু পৃথক নহে।" আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিলও ভগবানকে এইরূপ কহিলেনঃ "প্রভো! আমরা

৬০

এইরূপে সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছি।"

"অনুরুদ্ধ! তোমরা কি প্রমাদবর্জ্জিত, উদ্যোগী এবং সংযমী হইয়া অবস্থান করিতেছ?" "হাঁ, প্রভো! আমরা প্রমাদবর্জ্জিত, উদ্যোগী এবং সংযমী হইয়া অবস্থান করিতেছি।" "অনুরুদ্ধ! তোমরা কিরূপে প্রমাদবর্জ্জিত, উদ্যোগী এবং সংযমী হইয়া অবস্থান করিতেছ?"

"প্রভো! আমাদের মধ্যে যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন তিনি আসন প্রস্তুত করিয়া থাকেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করেন, অন্ন রাখিবার পাত্র ধুইয়া স্থাপন করেন, পানীয় এবং পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন যদি ভুক্তাবশেষ থাকে তাহা হইলে ইচ্ছা হইলে ভোজন করেন, যদি ইচ্ছা না হয় তাহা হইলে তৃণহীন ভূমিতে অথবা অল্পপ্রাণ রহিত জলে পরিত্যাগ করেন। তিনি আসন উঠাইয়া রাখেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক সামলাইয়া রাখেন, অন্ন-পাত্র ধৌত করিয়া সামলাইয়া রাখেন, পানীয় পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখেন, ভোজনশালা সম্মার্জ্জন করেন। যিনি পানীয় জলের ঘট, পরিভোগ্য জলের ঘট অথবা পায়খানার জলপাত্র জলশূন্য দেখেন তিনি তাহা জল পূর্ণ করেন। যদি জলপাত্র ভারি বোধ হয় তাহা হইলে অন্যকে হাতের ইসারায় আহ্বান করিয়া, ধরাধরি করিয়া জলপূর্ণ করিয়া থাকি। তজ্জন্য আমরা বাক্যস্ফুর্ত্তি করি না। আমরা পঞ্চমদিন সারারাত্রি ধর্ম্মকথায় উপবিষ্ট থাকি। প্রভো! আমরা এইরূপে প্রমাদবর্জ্জিত, উদ্যোগী এবং সংযমী হইয়া অবস্থান করিয়া থাকি।"

অনন্তর ভগবান আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান নন্দিয় এবং আয়ুষ্মান কিম্বিলকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, পারিলেয্যক বন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে পারিলেয্যকবনে গমন করিলেন। ভগবান পারিলেয্যক বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—রক্ষিতবনসণ্ডে, ভদ্রশাল বৃক্ষমূলে।

[স্থান ঃ—পারিলেয্যক বন]

(৯) নির্জ্জনবাসে আনন্দ

ভগবান নিভৃতে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইলঃ 'আমি পূর্ব্বে সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী

এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া অনুকূলভাবে অবস্থান করিতে পারি নাই; কিন্তু এখন আমি একাকী, অদ্বিতীয় সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ হইতে পৃথক্ হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিতেছি।' তখন একটি হস্তীরাজও হস্তী, হস্তিনী, তরুণহস্তী ও হস্তীশাবকের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া এবং ছিন্নাগ্র তৃণ ভক্ষণ করিয়া, অবস্থান করিতেছিল। তাহার দ্বারা উচ্চস্থান হইতে আহরিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন শাখাপল্লব তাহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। তাহাকে আবিল জল পান করিতে হইত এবং অবগাহনের পর হস্তিনীরা তাহার দেহ ঘেঁসিয়া গমন করিত। অনন্তর সেই হস্তীরাজের মনে এই চিন্তা উদিত হইল: 'আমি হস্তী, হস্তিনী, তরুণহস্তী ও হস্তীশাবক দ্বারা উপদ্রুত হইয়া এবং ছিন্নাগ্র তৃণ ভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। আমার দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন শাখাপল্লব তাহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছে। আমাকে আবিল পানীয় পান করিতে হইতেছে এবং অবগাহনের পর হস্তিনীরা আমার দেহ ঘেঁসিয়া যাইতেছে; অতএব আমি যূথ পরিত্যাগ করিয়া একাকী অবস্থান করিব।' এই ভাবিয়া সেই হস্তীরাজ যূথ পরিত্যাগ করিয়া পারিলেয্যকবনে রক্ষিতবনসণ্ডে, ভদ্রশালবৃক্ষমূলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া শুণ্ডদ্বারা ভগবানের জন্য পানীয় এবং পরিভোগ্য জল আহরণ করিয়া রাখিল এবং স্থানটি শুণ্ডদ্বারা তৃণহীন করিল। অনন্তর সেই হস্তীর মনে এই চিন্তা উদিত হইল: 'আমি পূর্বে হস্তী, হস্তিনী, যুবকহস্তী এবং হস্তীশাবক দ্বারা উপদ্রুত হইয়া বাস করিতাম এবং ছিন্নাগ্র তৃণ ভক্ষণ করিতাম। আমার দ্বারা উচ্চস্থান হইতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন শাখাপল্লব তাহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। আমাকে আবিল জলপান করিতে হইত; অবগাহনের পর হস্তিনীরা আমার দেহ ঘেঁসিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন আমি হস্তী, হস্তিনী, হস্তীযুবক, হস্তীশাবক হইতে পৃথক হইয়া একাকী, অদ্বিতীয় নিরাপদে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছি।' তখন ভগবান নিজের চিত্ত বিবেক এবং স্বচিত্তে সেই হস্তীরাজের চিত্ত পরিবিতর্ক অবগত হইয়া সেই সময় এই উদানগাথা উচ্চারণ করিলেন:—

ঈষাদন্ত[1] দীর্ঘদন্ত হস্তীনাগ সনে
সম্বুদ্ধ[2] মিলায় চিত্ত আপন জীবনে
যেহেতু উভয়ে রমে একা এই বনে।

---

১. রথদণ্ডের ন্যায় দীর্ঘদন্ত বিশিষ্ট।

২. বুদ্ধরূপী নাগরাজ।

[স্থান ঃ—শ্রাবস্তী]

ভগবান পারিলেয়্যকবনে যথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তী সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। কৌশাম্বীবাসী উপাসকগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ 'কৌশাম্বীবাসী এই আর্য্য ভিক্ষুগণ আমাদের বড় অনর্থকারী ; ইঁহাদের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া ভগবান প্রস্থান করিয়াছেন অতএব আমরা আর্য্য কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করিব না, তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিব না, অঞ্জলিকর্ম্ম কিংবা তাঁহাদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব না। তাঁহাদিগকে সৎকার করিব না, তাঁহাদের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করিব না, তাঁহাদিগকে মান্য কিংবা পূজা করিব না এবং তাঁহারা উপস্থিত হইলে ভিক্ষান্ন প্রদান করিব না। ইঁহারা এরূপে আমাদের দ্বারা সৎকার, গৌরব, মান, পূজা লাভ না করিয়া এবং অবজ্ঞাত হইয়া এইস্থান হইতে প্রস্থান করিবেন, গৃহী হইয়া যাইবেন অথবা ভগবানকে প্রসন্ন করিবেন।' এই ভাবিয়া কৌশাম্বীবাসী উপাসকগণ সেই হইতে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন না, তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রত্যুত্থান করিলেন না, তাঁহাদিগের দিকে কৃতাঞ্জলি হইলেন না, তাঁহাদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না, সৎকার, গৌরব, মান্য, পূজা করিলেন না এবং তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেও ভিক্ষান্ন প্রদান করিলেন না। তখন কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ কৌশাম্বীর উপাসকগণের দ্বারা সৎকার, গৌরব, মান, পূজা লাভ না করিয়া এবং অবজ্ঞাত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, "বন্ধো ! চলুন, আমরা শ্রাবস্তীতে যাইয়া ভগবানের নিকট এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া ফেলি।" এই বলিয়া কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শয্যাসন সামলাইয়া, পাত্রচীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন।

অধর্ম্মবাদী এবং ধর্ম্মবাদী

(১) অধর্ম্মবাদীর পরিচয়

আয়ুষ্মান শারীপুত্র শুনিতে পাইলেন ঃ কৌশাম্বীবাসী সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অনন্তর আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন , উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে কহিলেন ঃ—"প্রভো ! সেই ভণ্ডনকারী……কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। আমি তাঁহাদের

প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব ?” “শারীপুত্র ! তুমি ধর্ম্মবাদিগণের পক্ষাবলম্বন করিতে পার।” “প্রভো ! কে ধর্ম্মবাদী এবং কেই বা অধর্ম্মবাদী তাহা আমি কিরূপে জানিব ?”

“হে শারীপুত্র ! অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা অধর্ম্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে। যথা—যেই ভিক্ষু (১) অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে, (২) ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলে, (৩) অবিনয়কে বিনয় বলে, (৪) বিনয়কে অবিনয় বলে, (৫) তথাগত কর্ত্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বিষয় তথাগত কর্ত্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলে, (৬) তথাগত দ্বারা ভাষিত, আলাপিত বিষয় তথাগত দ্বারা অভাষিত, অনালাপিত বলে, (৭) তথাগত দ্বারা অনাচরিত বিষয় তথাগত দ্বারা আচরিত বলে, (৮) তথাগত দ্বারা আচরিত বিষয় তথাগত দ্বারা অনাচরিত বলে, (৯) তথাগত দ্বারা অব্যবস্থিতকে তথাগত দ্বারা ব্যবস্থিত বলে, (১০) তথাগত দ্বারা ব্যবস্থিতকে তথাগত দ্বারা অব্যবস্থিত বলে, (১১) নিরপরাধকে অপরাধ বলে, (১২) অপরাধকে নিরপরাধ বলে, (১৩) লঘু অপরাধকে গুরু অপরাধ বলে, (১৪) গুরু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে, (১৫) সাবশেষ অপরাধকে অনাবশেষ অপরাধ বলে, (১৬) অনাবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে, (১৭) দুস্থূল অপরাধকে অদস্থূল অপরাধ বলে, (১৮) অদুস্থূল অপরাধকে দুস্থূল অপরাধ বলে। শারীপুত্র ! এই অষ্টাদশ প্রকার বিষয় দ্বারা অধর্ম্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে।

(২) ধর্ম্মবাদীর পরিচয়

হে শারীপুত্র ! অষ্টাদশ প্রকার বিষয় দ্বারা ধর্ম্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে। যথা—যেই ভিক্ষু (১) অধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলে, (২) ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলে, (৩) অবিনয়কে অবিনয় বলে, (৪) বিনয়কে বিনয় বলে, (৫) তথাগত কর্ত্তৃক অভাষিত, অনালাপিতকে তথাগত কর্ত্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বলে, (৬) তথাগত কর্ত্তৃক ভাষিত, আলাপিতকে তথাগত কর্ত্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলে, (৭) তথাগত কর্ত্তৃক অনাচরিতকে তথাগত কর্ত্তৃক অনাচরিত বলে, (৮) তথাগত কর্ত্তৃক আচরিতকে তথাগত কর্ত্তৃক আচরিত বলে, (৯) তথাগত কর্ত্তৃক অব্যবস্থিতকে তথাগত কর্ত্তৃক অব্যবস্থিত বলে, (১০) তথাগত কর্ত্তৃক ব্যবস্থিতকে তথাগত কর্ত্তৃক ব্যবস্থিত বলে, (১১) নিরপরাধকে নিরপরাধ বলে, (১২) অপরাধকে অপরাধ বলে, (১৩) লঘু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে, (১৪) গুরু অপরাধকে গুরু অপরাধ বলে, (১৫) সাবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে, (১৬) অনবশেষ অপরাধকে অনবশেষ অপরাধ বলে, (১৭) দুস্থূল অপরাধকে দুস্থূল অপরাধ বলে, (১৮) অদুস্থূল অপরাধকে অদুস্থূল অপরাধ বলে। শারীপুত্র ! এই অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা ধর্ম্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে।

আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপ, আয়ুষ্মান মহাকাত্যায়ন, আয়ুষ্মান মহাকোষ্ঠিত, আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন, আয়ুষ্মান মহাচুন্দ, আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, আয়ুষ্মান রেবত, আয়ুষ্মান উপালি, আয়ুষ্মান আনন্দ এবং আয়ুষ্মান রাহুল শুনিতে পাইলেন ঃ সেই ভণ্ডনকারী······নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অতঃপর আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান রাহুল ভগবানকে কহিলেন ঃ—"প্রভো ! সেই ভণ্ডনকারী······নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন, অতএব আমি সেই ভিক্ষুগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করি ?" "হে রাহুল ! তুমি ধর্ম্মবাদীর পক্ষাবলম্বন করিতে পার।" "প্রভো ! কে ধর্ম্মবাদী, কেই বা অধর্ম্মবাদী তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব ?" "রাহুল ! অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা অধর্ম্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে······রাহুল ! এই অষ্টাদশ প্রকার বিষয়দ্বারা অধর্ম্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে। রাহুল ! অষ্টাদশ প্রকার বিষয়দ্বারা ধর্ম্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে······রাহুল ! এই অষ্টাদশ প্রকার বিষয়দ্বারা ধর্ম্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে।"

মহাপ্রজাপতি গৌতমী শুনিতে পাইলেন ঃ সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং সঙ্ঘের নিকট নিত্য অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন ; একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে কহিলেন—"প্রভো ! সেই ভণ্ডনকারী······নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন, অতএব প্রভো ! আমি তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব ?" "গৌতমি ! তুমি উভয় পক্ষের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিতে পার, উভয়পক্ষের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া যাঁহারা ধর্ম্মবাদী তাঁহাদের দৃষ্টি, ক্ষান্তি, মত এবং দৃঢ় ধারণার অনুসরণ করিতে পার। ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট ভিক্ষুণীসঙ্ঘের যাহা কিছু প্রত্যাশিতব্য তাহা ধর্ম্মবাদীর নিবট হইতেই প্রত্যাশা করিতে হইবে।"

গৃহপতি অনাথপিণ্ডদ শুনিতে পাইলেন ঃ সেই ভণ্ডনকারী······নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অনন্তর গৃহপতি অনাথপিণ্ডদ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন ; একান্তে উপবেশন করিয়া গৃহপতি অনাথপিণ্ডদ ভগবানকে কহিলেন ঃ—"প্রভো ! সেই ভণ্ডনকারী······নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা

কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন, অতএব আমি তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব ?” “গৃহপতি ! আপনি উভয়পক্ষকে দান করুন, উভয়পক্ষে দান দিয়া উভয়পক্ষের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করুন, উভয় পক্ষের নিকট ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তন্মধ্যে যেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী তাঁহাদের দৃষ্টি, ক্ষান্তি, মত এবং দৃঢ় ধারণার অনুসরণ করুন।”

মৃগারমাতা বিশাখা শুনিতে পাইলেন ঃ সেই ভণ্ডনকারী······নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অনন্তর মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানকে কহিলেন ঃ—“প্রভো ! সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহু বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন ; অতএব আমি সেই ভিক্ষুগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব ?” “বিশাখে ! তুমি উভয়পক্ষে দান দাও, দান দিয়া উভয়পক্ষের নিকট ধর্ম্মশ্রবণ কর, উভয়পক্ষের নিকট ধর্ম্মশ্রবণ করিয়া তন্মধ্যে যেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী তাহাদের দৃষ্টি, ক্ষান্তি, মত এবং দৃঢ় ধারণার অনুসরণ কর।”

অতঃপর কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন। তখন আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন ; একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান শারীপুত্র ভগবানকে কহিলেন ঃ—“প্রভো ! সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সঙ্ঘের নিকট অভিযোক্তা কৌশাম্বীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব আমি তাঁহাদের শয়নাসন সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিব ?” “শারীপুত্র ! তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শয়নাসন প্রদান করা কর্ত্তব্য।” “প্রভো ! যদি স্বতন্ত্র শয়নাসনের অভাব হয় তবে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে ?” “শারীপুত্র ! স্বতন্ত্র শয়নাসন প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। শারীপুত্র ! কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধতম ভিক্ষুকে শয়নাসন ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না ; যে ভ্রষ্ট করিবে তাহার ‘দুক্কট’ অপরাধ হইবে।” “প্রভো ! আমিষ (ভোজনাদি) সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে ?” “শারীপুত্র ! আমিষ (খাদ্যদ্রব্য) সকলকে সমভাবে প্রদান করিতে হইবে।”

সঙ্ঘ-সম্মেলন

অতঃপর ধর্ম্ম এবং বিনয় প্রত্যবেক্ষণ (পর্য্যালোচনা) করায় সেই উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল ঃ ‘ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে ; অপরাধ প্রাপ্ত

হইয়াছি, অপ্রাপ্ত নহে ; আমি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি, অনুৎক্ষিপ্ত নহে ; ধর্ম্মসম্মত, ন্যায়সম্মত যথোচিৎ কর্ম্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি।' এই ভাবিয়া সেই উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ—"বন্ধুগণ ! ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে ; আমি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছি, অপ্রাপ্ত নহে ; আমি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি, অনুৎক্ষিপ্ত নহে ; ধর্ম্মসম্মত, ন্যায়সম্মত, যথোচিৎ কর্ম্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি ; অতএব আয়ুষ্মানগণ আমাকে সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার প্রদান করুন।"

তখন সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণ সেই উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুকে সঙ্গে করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন ; একান্তে উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন— "প্রভো ! এই উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষু বলিতেছেন, 'বন্ধুগণ ! ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে ; আমি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছি, অপ্রাপ্ত নহে ; উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি, অনুৎক্ষিপ্ত নহে ; ধর্ম্মসম্মত, ন্যায়সম্মত যথোচিৎ কর্ম্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছি ; অতএব আয়ুষ্মানগণ আমাকে সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার প্রদান করুন ' প্রভো ! আমাদিগকে এই সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে ?"

"ভিক্ষুগণ ! ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে ; এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছে, অপ্রাপ্ত নহে ; এই ভিক্ষু উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, অনুৎক্ষিপ্ত নহে ; ধর্ম্মসম্মত, ন্যায়সম্মত যথোচিৎ কর্ম্মদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। যেহেতু সেই ভিক্ষু অপরাধও প্রাপ্ত হইয়াছে, উৎক্ষিপ্তও হইয়াছে, অপরাধ স্বীকারও করিতেছে সেইজন্য সেই ভিক্ষুকে সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার প্রদান কর।"

অতঃপর সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণ সেই উৎক্ষিপ্ত ভিক্ষুকে সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণকে কহিলেন ঃ—"বন্ধুগণ ! যেই বিষয় লইয়া সঙ্ঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘব্যবস্থান এবং সঙ্ঘপার্থক্য হইয়াছিল সেই বিষয়ে এই ভিক্ষু সত্যই অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সত্যই উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি এখন সেই অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন এবং সঙ্ঘ কর্তৃক তিনি সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। অতএব বন্ধুগণ ! চলুন, আমরা সেই বিষয়ের মীমাংসার জন্য সঙ্ঘ-সামগ্‌গী (সঙ্ঘ সম্মেলন) করি।"

অনন্তর সেই উৎক্ষেপক (দণ্ডদাতা) ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন ; একান্তে উপবেশন করিয়া সেই উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন—

(১) সঙ্ঘ-সম্মেলন-প্রণালী

প্রভো ! সেই উৎক্ষিপ্তানুবর্ত্তী ভিক্ষুগণ বলিয়াছেন ঃ "বন্ধুগণ ! যেই বিষয়ে সঙ্ঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘব্যবস্থান এবং সঙ্ঘপার্থক্য ঘটিয়াছিল, সেই ভিক্ষু যথার্থ অপরাধী হইয়াছিলেন, উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, এখন অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন এবং সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন, আসুন, বন্ধুগণ ! আমরা সেই বিষয়ের উপশমের জন্য 'সঙ্ঘ-সামগ্গী (সঙ্ঘ সম্মেলন) করি। প্রভো ! আমাদিগকে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে ?" "হে ভিক্ষুগণ ! যেহেতু সেই ভিক্ষু যথার্থ অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছিল, উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এখন অপরাধ স্বীকার করিতেছে এবং সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে সেই হেতু হে ভিক্ষুগণ ! সঙ্ঘ সেই বিষয়ের উপশমের জন্য সঙ্ঘ-সম্মেলন করুক।"

হে ভিক্ষুগণ ! এরূপে করিতে হইবে ঃ রোগী বা নিরোগী সকলকেই একস্থানে সমবেত হইতে হইবে, কেহই ছন্দ (মত) প্রেরণ করিতে পারিবে না ; সমবেত হইয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে ঃ—

জ্ঞপ্তি—"মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যেই কারণে সঙ্ঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ……উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে এই ভিক্ষু অপরাধী এবং উৎক্ষিপ্ত, হইয়াছিলেন, তিনি এখন সেই অপরাধ স্বীকার করিতেছেন এবং তিনি সঙ্ঘ কর্ত্তৃক সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। যদি সঙ্ঘ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ সেই বিষয়ের উপশমের জন্য সঙ্ঘ-সম্মেলন করিতে পারেন,—ইহাই জ্ঞপ্তি।"

অনুশ্রাবণ—"মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যেই কারণে সঙ্ঘের মধ্যে ভণ্ডন,……উপস্থিত হইয়াছিল, সেই ভিক্ষু যথার্থ অপরাধী হইয়াছিলেন, উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, এখন অপরাধ স্বীকার করিতেছেন এবং সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। সঙ্ঘ সেই বিষয়ের মীমাংসার জন্য সঙ্ঘ-সম্মেলন করিতেছেন। যেই আয়ুষ্মান সেই বিষয়ের উপশমের জন্য সঙ্ঘ-সম্মেলন করা উচিৎ মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন, তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।"

ধারণা—"সঙ্ঘ সেই বিষয়ের উপশমের জন্য সঙ্ঘ-সম্মেলন করিলেন। এখন সঙ্ঘভেদ নিহত (বন্ধ) হইল, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘব্যবস্থান এবং সঙ্ঘপার্থক্য বন্ধ হইল। সঙ্ঘ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।"

(২) ন্যায়বিরুদ্ধ সঙ্ঘ-সম্মেলন

তখনই উপোষথ করিতে হইবে, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে হইবে।

আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে কহিলেন ঃ—"প্রভো ! যেই বিষয়ের জন্য সঙ্ঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘব্যবস্থান এবং সঙ্ঘপার্থক্য হয় যদি সঙ্ঘ সেই বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া, মূল নির্ণয় না করিয়া সঙ্ঘ-সম্মেলন করেন তাহা হইলে সেই সঙ্ঘ-সম্মেলন কি ধর্ম্মসম্মত হইবে ?"

"হে উপালি ! যেই বিষয়ের জন্য সঙ্ঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ······হয় যদি সঙ্ঘ সেই বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া, মূল নির্ণয় না করিয়া সঙ্ঘ-সম্মেলন করে, তাহা হইলে সেই সঙ্ঘ-সম্মেলন ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইবে।"

(৩) নিয়মানুগ সঙ্ঘ-সম্মেলন

"প্রভো ! যেই বিষয়ের জন্য সঙ্ঘের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ,······হয় যদি সঙ্ঘ সেই বিষয় মীমাংসা করিয়া, মূল নির্ণয় করিয়া সঙ্ঘ-সম্মেলন করে তাহা হইলে সেই সঙ্ঘ-সম্মেলন কি ধর্ম্মসম্মত হইবে ?"

"হে উপালি ! যেই বিষয়ে সঙ্ঘ মধ্যে ভণ্ডন,······হয় যদি সঙ্ঘ সেই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া, মূল নির্ণয় করিয়া সঙ্ঘ-সম্মেলন করে তাহা হইলে সেই সঙ্ঘ-সম্মেলন ধর্ম্মসম্মত হইবে।"

(৪) দ্বিবিধ সঙ্ঘ-সম্মেলন

"প্রভো ! সঙ্ঘ সম্মেলন কয়প্রকার ?" "উপালি ! সঙ্ঘ সম্মেলন দুই প্রকার। যথা ঃ— (১) উপালি ! এমন সঙ্ঘ সম্মেলন আছে ঃ যাহা অর্থহীন কিন্তু ব্যঞ্জনসম্পন্ন ; (২) আর একপ্রকার সঙ্ঘসম্মেলন আছে ঃ যাহা অর্থ এবং ব্যঞ্জনসম্পন্ন। উপালি ! কোন্ সঙ্ঘ-সম্মেলন অর্থরহিত কিন্তু ব্যঞ্জনসম্পন্ন ? উপালি ! যেই বিষয়ের জন্য সঙ্ঘমধ্যে ভণ্ডন, ······হয় সঙ্ঘ সেই বিষয় নির্ণয় না করিয়া, মূল বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া যদি সঙ্ঘ-সম্মেলন করে তাহা হইলে তাহা অর্থরহিত কিন্তু ব্যঞ্জনসম্পন্ন হইবে। উপালি ! কোন্ সঙ্ঘসম্মেলন অর্থ এবং ব্যঞ্জনসম্পন্ন ? উপালি ! যেই বিষয়ের জন্য সঙ্ঘমধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘব্যবস্থান এবং সঙ্ঘপার্থক্য হয় সঙ্ঘ সেই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া, মূল নির্ণয় করিয়া যেই সঙ্ঘসম্মেলন করে সেই সঙ্ঘ সম্মেলন অর্থ এবং ব্যঞ্জনসম্পন্ন হয়। উপালি ! সঙ্ঘসম্মেলন এই দুইপ্রকার।"

উপযুক্ত বিনয়ধরের প্রশংসা

আয়ুষ্মান উপালি আসন হইতে উঠিয়া, উত্তরাসঙ্গদ্বারা দেহের একাংস আবৃত করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া ভগবানকে কহিলেন—

সঙ্ঘকৃত্যে, সঙ্ঘকর্ম্মে কিংবা মন্ত্রণায়
অর্থজাতে বিচারেতে বিচার সভায়
মহা উপকারী হেথা হয় কোন্‌জন
কিরূপে বা ভিক্ষু হয় প্রশংসা-ভাজন ?
প্রথম শীলের গুণে নির্দ্দোষ যে জন
অগুপ্ত সন্দেহযুক্ত নহে আচরণ,
সুসংবৃত সুসংযত ইন্দ্রিয় যাহার'
শত্রুও ধর্ম্মত নিন্দা নাহি করে তার।
নাহিক তাহাতে জান হেন কোন দোষ
যাহার কারণ তারে দিবে অপদোষ।
শীল-বিশুদ্ধিতে স্থিত হয় সেই জন,
বিশারদ করে উক্তি জিনি সর্ব্বজন।
অস্তম্ভিত পরিষদে কাঁপে না সে ডরে,
যুক্তিযুক্ত বলে বাক্য, নীতি নাহি ছাড়ে।
পরিষদে যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়
অধোমুখ কিংবা মঙ্কু[১] কভু নাহি হয়।
কাল-উপযোগী বাক্যে করি' সদুত্তর
বিচক্ষণ তোষে বিজ্ঞজনে নিরন্তর।
বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু আর আচার্য্যের প্রতি
সগৌরবে বিশারদ ভক্তিমান অতি।
বিচারেতে দক্ষ আর কথায় নিপুণ,
বিপক্ষ-বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে বিচক্ষণ,
বিপক্ষ যাহাতে নিজ মানে পরাজয়,
উপস্থিত জনে তত্ত্ব উপলব্ধি হয়।
স্বীয় আচার্য্যের মত করিয়া গ্রহণ
সহজে ঔদ্ধত্যবশে করে না বর্জ্জন।

---

১. মৌন, বোকা।

যখন যে প্রশ্ন উঠে করে সে উত্তর,
প্রসঙ্গ অক্ষুণ্ণ রাখি দেয় সদুত্তর।
সংবাদ-বহন যদি হয় প্রয়োজন
আজ্ঞাবহরূপে আজ্ঞা করে সে পালন।
যদি থাকে সঙ্ঘকৃত্য হেন কোন কাজ
মহানন্দে নেয় ভার, নাহি মনে লাজ।
পালন করে সে বাক্য আদেশ যেমন,
সঙ্ঘের আদেশ সে ত করে না লঙ্ঘন।
যদি সঙ্ঘ কোন কাজে করয়ে প্রেরণ
'আমি করিতেছি' মান করে না তখন।
যে যে বস্তুবশে ভিক্ষু অপরাধী হয়,
যে যে ভাবে অপরাধ হ'তে মুক্ত হয়,
আপত্তি[১] ও অব্যাহতি দুইটি বিষয়,
ব্যাখ্যাত বিভঙ্গদ্বয়ে[২] জানিও নিশ্চয়।
উভয়ের ব্যাখ্যা যথা বিভঙ্গে আগত,
আপত্তি[৩] ও অব্যাহতি জানে সেই মত।
দণ্ডলভে যদি কোন হয় অনাচার,
অপরাধে দণ্ড হ'তে নাহি পায় পার।
যথাবস্তু[৪] অপরাধী দণ্ডপ্রাপ্ত হয়,
দণ্ড মানি পুনরায় দণ্ডমুক্ত হয়।
জানে ইহা বিচক্ষণ বিভঙ্গ-কেবিদ,
বিনীত সুধীর প্রাজ্ঞ বিনয়ে পণ্ডিত।
বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু যত তাঁহাদের প্রতি,
নবীন মধ্যম 'থের' সকলের প্রতি,
সগৌরবে যেইজন ভক্তিমান অতি,
জগজনহিতে রত[৫] পণ্ডিত সুজন,
তাদৃশ ভিক্ষুই হেথা প্রশংসা-ভাজন।

॥ কৌশাম্বী-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

॥ মহাবর্গ সমাপ্ত ॥

---

১. অপরাধ প্রাপ্তি; ২. ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বিভঙ্গে; ৩. অপরাধ প্রাপ্ত হওয়া; ৪. বিনয় বিধান অনুযায়ী; ৫. যে সকলের হিতসাধন করে।

নাম-সূচী

অ

অঙ্গিরা ২২৪
অঙ্গুলিমাল ৮০
অঙ্গুত্তরাপ ৩২২
অচিরবতী ২৪৯, ৩৮৫
অজাতশত্রু ১১৯, ৩০১
অনাথপিণ্ডদ ৪৭৮
অনুরুদ্ধ ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৮
অন্ধকবিন্দ ৩৮৪
অন্ধবন ৩৯১
অবন্তী ২৫৪, ২৫৬
অভয় ৩৫৮
অরিন্দম রাজা ৪৭২
অরিষ্ট ২২৬
অষ্টক ৩২৪

আ

আকাশগোত্র ২৮৭, ২৮৮
আতুমা ৩২৯
আনন্দ ৮৪, ১০৫, ২৫৭, ৩৬৪, ৩৮৬, ৪৭৮
আপণ ৩২৪
আম্রপালী ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩৫৩
আরামিক গ্রাম ২৭৮
আরাঢ়কালাম ৮
আর্য্যাবর্ত্ত ৩০৩

উ

উৎকল ৪
উত্তরকুরু ২৯
উদায়ি ১৩৩
উদেন ১৮১
উজ্জয়িনী ৩৬২
উপক ৯, ১০
উপতিষ্য ৪৫
উপনন্দ ৯৫, ১৯৯, ২৮৫, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬
উপসেন ৬২, ৬৩
উপালি ৮৩, ৮৪, ৯৬, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৭৮, ৪৮২, ৪৮৩
উরুবেলকাশ্যপ ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৮
উরুবেলা ১, ১২, ২৬
উশীরধ্বজ ২৫৯

ঋ

ঋষিপত্তন মৃগদাব ৯, ১০, ১৩, ১৭, ২৪৬, ২৮৮
ঋষিদাস ৩৯৩
ঋষিভদ্র ৩৯৩

ক

কঙ্খারেবত ২৮০
কজঙ্গল ২৫৯
কণ্টক ৮৬, ৯৪
কণ্টকী ৮৬
কপিলবাস্তু ৯০
কলন্তক নিবাপ ১১৯, ২৮১, ২৮৩, ২৮৭, ৩০০

কাশী ২৮৩, ৪০৮, ৪০৯, ৪১১
কাশীরাজা ৩৬৭, ৩৬৮
কাশ্যপ ৩২৪
কাশ্যপগোত্র ৪০৮, ৪০৯
কিম্বিল ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৮, ৪৭৯
কুক্কুটারাম ৩৯৪
কুমার কাশ্যপ ১০৬
কুরর ঘর ২৫৪
কুশীনগর ৩২৫
কেণিয় জটিল ৩২৪, ৩২৫
কূটাগারশালা ৩০৮
কূটাগার ৩৫৩
কোটিগ্রাম ৩০৫
কোলিত ৪৫
কোশল জনপদ ২৫০
কোশলরাজ ১৯৯, ২০০
কৌণ্ডিণ্য ১৪
কৌমার ভৃত্য ৭৭, ৭৮, ৩৫৪, ৩৫৫
কৌশাম্বী ৪৫৬

গ

গবম্পতি ২০, ২১
গয়াকাশ্যপ ২৬, ৩৬,
গয়া ৯
গয়াশীর্ষ ৩৬, ৩৭
গর্গ ১৪৩, ১৪৪
গর্গরা ৪০৮
গিঞ্জক আবাসথ ৩০৭
গিরিব্রজ ৪৫
গৃধ্রকুট ১১৫, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৭
গোপক ৩৯৪
গৌতমদ্বার ৩০৪
গৌতমতীর্থ ৩০৪
গৌতমক চৈত্য ৩৭৮
গৌতমী ৪৭৮

চ

চম্পা ২৩৩, ৪০৮, ৪০৯
চোদনাবাস্তু ১৩৪

জ

জম্বুদ্বীপ ৩২
জীবক ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬

ত

তক্ষশিলা ৩৫৫
ত্রপুষ ৪
ত্রয়স্ত্রিংশ ৩০৩, ৩০৭

থ

থুন ২৫৯

দ

দক্ষিণাগিরি ৮৭, ৩৭৭
দীর্ঘায়ুকুমার ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯
দীঘীতি ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৬

ন

নদীকাশ্যপ ২৬, ৩৫
নন্দ ৯১
নন্দিয় ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪
নাগরাজ সুস্পর্শ ২৯২
নাদিকা ৩০৭
নীলবাসী ৩৯৪
নৈরঞ্জনা ১
ন্যগ্রোধারাম ৯০

প

পঞ্চবর্গীয় ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬
পাটলিপুত্র ৩০৩, ৩৯৪
পাঠেয় ৩৩৩
পাণ্ডুক ১০৩
পারিলেয়্যক ৪৭২, ৪৭৪, ৪৭৬
পিলিন্দবৎস ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯
পিলিন্দবৎসগ্রাম ২৭৮
পুনর্ব্বসু ১০৩
প্রদ্যোত ৩৬২, ৩৬৪
প্রসেনজিৎ ১৯৯, ২০০
প্রাচীনবংশদার ৪৭২

ব

বঙ্গান্তপুত্র ৬২, ৬৩
বজ্রাসন ৫
বর্ষকার ৩০২, ৩০৩, ৩০৪
বরিষ্ঠকাত্যায়ন ২৯৮, ২৯৯, ৩০০
বরিষ্ঠশীর্ষ ২৬৫, ৩৮৭
বশিষ্ঠ ৩২৪
বামক ৩২৪
বামদেব ৩২৪
বারাণসী ৯, ১০, ২৪৬, ২৮৮, ৩৮০, ৪৬৩,
বালকলোণকার গ্রাম ৪৭২
বাসভগ্রাম ৪০৮, ৪১০, ৪১১
বাস্প ১৪
বিমল ২০, ২১
বিম্বিসার ৩৭, ৩৯, ৪০, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ১১৫, ১১৬, ১৮১, ২৩৩, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ৩১৮, ৩৫৮ ৩৫৯, ৩৬১, ৩৬৪
বিশাখা ১৯৮, ১৯৯, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৮, ৪৭৯
বিশ্বামিত্র ৩২৪
বুদ্ধঘোষ ২৩৫
বৈশালী ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩১৪, ৩৫৩, ৩৭৮
বোধিবৃক্ষ ১, ৫,
ব্রহ্মদত্ত ৪৬৩, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯

ভ

ভদ্রবতিকা ৩৬৩
ভদ্রিকা ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯
ভদ্রিয় ১৪
ভরদ্বাজ ৩২৪
ভল্লিক ৪
ভৃগু ৩২৪, ৩৯৪, ৪৭২
ভৌম্যজক ১০৩

ম

মগধ ৭
মগধরাজ ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯
মন্দাকিনী ২৮৬
মর্দ্দকুক্ষিমৃগদাব ১১৯, ১২০
মহক ৮৬
মহাকপ্পিন ১১৯, ১২০, ৪৭৮
মহানাম ১৫
মহাকাত্যায়ন ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮, ৪৭৮
মহাকাশ্যপ ১০৫, ১২৪, ৪৭৮
মহাজনক রাজা ৪৭২
মহাচুন্দ ৪৭৮

মহাকোষ্ঠিত ৪৭৮
মাতৃপোষক ৪৭২
মুচলিন্দ ৪, ৫
মৃগারমাতা ১৯৮, ১৯৯, ৪৭৯
মেণ্ডকগৃহপতি ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩
মৈত্রেয় ১০৩
মৌদ্গল্যায়ন ৪৩, ৪৪, ৪৫, ২০৬, ৪৭৮

য

যমদগ্নি ৩২৪
যশ ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১
যষ্ঠিবনোদ্যান ৩৭
যসোজ ৩১৭
যোনক ২৪২

র

রাজগৃহ ২৩৩, ২৪৬, ২৮০, ২৮৭, ২৯৮, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৬১, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯
রাজায়তন ৪, ৫
রাধ ৫৭
রাপ্তি ২৫৯
রাহুল ৯০, ৯১, ৪৭৮
রাহুলের মাতৃদেবী ৯০
রুদ্রকরামপুত্র ৮, ৯
রেবত ৪০৪, ৪৭৮
রোজমল্ল ৩২৭, ৩২৮, ৩৮৮

ল

লিচ্ছবি ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯
লোহিতক ১০৩

শ

শাক্যজাতীয় ৭৬
শারীপুত্র ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ২০৬, ৩৮০, ৪৭৮, ৪৭৭, ৪৭৯
শালবতী ৩৫৪
শিবি ৩৬৪
শুদ্ধোদন ৯০, ৯১, ৯২
শোণকোটিবিশ ২৩৩, ২৩৫, ২৩৬, ২৪০
শোণকোটিকর্ণ ২৫৪, ২৫৫
শ্রাবস্তী ৯২, ৯৮, ৯৯, ৮১, ২০৬, ২০৭, ২৪৯, ২৫০, ২৫৬, ২৫৭, ২৬০, ২৮৬, ৩১০, ৩৩৩, ৩৮১, ৩৮৫, ৪৭৬
শ্বেতকর্ণিক ২৫৯

ষ

ষড়বর্গীয় ৯৪, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৪৭, ১৪৯, ১৮০, ২১০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫০, ২৫২, ২৫৪, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৮৮, ৩৭৯, ৪০২, ৪১৪

স

সঞ্জয় পরিব্রাজক ৪১, ৪৪
সপ্তদশবর্গীয় ৮৩
সর্ব্বাস্তিবাদ ১
সলরবতী নদী ২৫৯
সহম্পতি ৬, ৮, ২৮, ২৯
সাকেত ৯৮, ৩৫৬
স্ফলিক স্যন্দন ৩৯৪

সাঞ্চি ৩৭৬
সাণবাসী ৩৯৪
স্বাগত ২৩৩, ২৩৪
সীতবন ২৩৬
সুনীধ ৩০২, ৩০৩, ৩০৪
সুপ্রিয় ২৮৮, ২৮৯, ২৯০
সুপ্রিয়া ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯৩
সুবাহু ২০, ২১
সেনানীগ্রাম ২২

হ

হাথিগুম্ফা অনুশাসন ৮৩
'হুহুঙ্ক' জাতীয় ৩

শব্দ-সূচী

অ

অংশুমালী ৩
'অকপ্প' ৩৩৫
অক্রিয়াবাদী ৩২০
অগ্নির ভয় ১৩০
অগ্নিহোত্র ৩২৫
অগ্নিহোত্রী জটিল ৭৬
অঙ্গবিদ্যা ৪৩৮
অঙ্গুলিচ্ছিন্ন ৪২৩
অঙ্গুষ্ঠচ্ছিন্ন ৪২৩
অজপাল ৩, ৫
অজরে ৭
অজাতে ৭
অজিনপ্রবেণী ২৫১
অঞ্জনদানি ২৬৭
অঞ্জনশলাকা ২৬৮
অড্ঢযোগ ১৮৫
অতিদৃষ্টি ৭০, ৮৮, ৮৯, ৯০
অতিবিষ ২৬৩
অধিশীল ৭০, ৮৮, ৮৯, ৯০
অধিষ্ঠান ১৪৬, ২১৫
অধিআচার ৭০, ৮৮, ৮৯, ৯০
অধিপ্রজ্ঞা ২৪৮
অধিচিত্ত ২৪৮
অনন্তজিন ১০
অনবতত্তহ্রদে ২৯, ৩০
অনভিরতির ১৮৫
অনাগামী ৩৮৫
অনাবাসে ১৭৫, ১৭৬
অনিত্য ১৫
অনিয়ত ১২৯
অনুবোধ ৩০৫
অনেজ ২৩৯
অন্যতীর্থিক ১৮০, ১৯৮, ৩১২
অন্তরাষ্টকে ৩৩, ৩৪
অন্তর্ব্বিবাদ ৩০৩
অন্তর্ব্বর্ত্তী ৪৬৪
অন্তঅষ্টকায়] ৩৭৮, ৩৭৯
অন্তগ্রাহিক দৃষ্টি ২২২
অন্ত্রগ্রন্থি ৩৬১
অন্ধবধির ৪২৩
অন্ধমূকবধির ৪২৩
অন্ধ ৪২৩
অন্ধমূক ৪২৩
অপস্মার ৭৭, ১০৬, ১০৮, ১০৯
অপগর্ভ ৩১০, ৩১১, ৩১২
অপব্যবহার ৩৯১
অবাধতা ২৩৮
অব্রহ্মচর্য্য ১৮৮
অভিসমাচার ৭১
অভিসারে ৩৫৩, ৩৫৯
অমনুষ্যের উপদ্রব ১৩০
অমূঢ়বিনয় ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩৩

অমোহ ২৩৮
অর্কনাল ৪০১
অর্গল ৩৯২
অর্হৎহন্তা ১৪১, ১৭৭, ২১২, ৪০২, ৪২৩
অর্দ্ধযোগ ১১১
অর্থবোধ ৩৫৫
অর্দ্ধকুশী ৩৭৮
অর্দ্ধমণ্ডল ৩৭৮
অর্হত্ত্বফল ৩৮৫
অরণ্যবাসী ৩৩৩
অরুণালোক ৩৭৯
অল্পপ্রাণরহিত ২৯৯
অশীতিশকটবাহ ২৪০
অশুচিপাত ৩৮৬, ৩৮৭
অষ্টবর্গ ২৫৭
অষ্টপাদ ৩৯০
অসমাপনন্তিকা ৩৩৭
অস্তম্ভিত ৪৮৩
অস্ত্রচালনা ২৮৮
অস্ত্রোপচার ২৮৮
অস্মিতার ৪
'অহত' ৩৩৬
অহিবাতরোগ ৮৫
অহি-মাংস ২৯২

আ

আইল ৩৭৭
আগমজ্ঞ ১৪৯, ১৫০, ৪৫৬, ৪৫৮
আঙ্গুর ৩২৫
আচমন-পাদুকা ২৪৮
আচারসম্বন্ধীয় অপরাধ ২২১
আজীবক ৩৮২, ৩৮৪
আঢ়ক ৩১৮, ৩১৯
আঢ্যযোগ ১২২, ৩১৬, ৩১৭, ৩৭২
আত্মশ্লাঘা ২৪০
আত্মা ১৫
আদিব্রহ্মচর্য্য ৭১
আবসথাগার ৩০১
'আবাপক' ৩২৯
আবাস-প্রতিবন্ধক ৩৫২
আম ৩২৫
আমলকী ২৬৭, ৩৬৩
'আমিষক্ষার' ২৭৫
আর্দ্রক ২৬৩
আর্দ্রদেহে ৩৮২
আর্য্যজ্ঞান দর্শন ১১
আরামিক ২৭৭
আশঙ্কিত ২০৯
আশাবচ্ছেদিক ৩৩৭, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫১
'আসন্দী' ২৫১
আস্রাব ২৬৬
'আহ্বান' ১৮৭, ৪২১, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৭

ই

ইক্ষুর রস ৩২৫
ইন্দ্রিয় ভাবনা ৩৮৫

ঈ

ঈশাদন্ত ৪৭৫

উ

উচ্ছিষ্টভোজী ২৮২, ২৮৩, ২৯৪, ২৯৯

উচ্ছেদবাদী ৩০৯, ৩১০
উঞ্ছবৃত্তি ৩১৪
উড়ুপ ৩০৫
উৎক্ষিপ্ত ১১৩, ১৪১, ২১২, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬
'উত্তরালুম্প' ৩৭৫
উত্তরাসঙ্গ ৩৭৯, ৩৮১, ৩৯১, ৩৯২
উদক-নিমিত্ত ১২১
'উদক-কোষ্ঠক' ২৭২
'উদক উক্খেপ' সীমা ১২৭
উদরাময় রোগ ৩৯৭
'উদ্দলোমি' ২৫১
উদ্দিষ্ট ভোজন ১১০
উদ্দোসিত ১৮৩, ১৮৪
উদ্যানবাটিকা ১৮২, ১৮৩
উপবষথ ৯৭
উপসম্পদা ১৮৮, ১৮৯
উপস্থানশালা ১৪৬
উপস্থায়ক ২৫৪
উপাধান ২৫১
উপাসিকা ১৮৩, ১৯০
উপাসক ১৯১
উপাদানক্ষয় ২৩৮
উপোষথ ১১৬—২০৫
উপোষথাগার ১২২, ১২৩, ১৩৭
উভয়লক্ষণবিশিষ্ট ১৪১, ১৭৭, ২১২
'উল্লিখিত' ৩৩৫
উলূকের পাখা ৪০১
উশীর ২৬৩
'উস্সাবনন্তিক' ৩১৭
উষ্ণক্ষীর ধারা ৩২২, ৩২৩
উষ্ণীষ ৪০২

ঊ

ঊরু-মাংস ২৮৯

ঋ

ঋণগ্রাহী ৮১
ঋতুমতী ৩৫৮
ঋদ্ধিপ্রতিহার্য্য ২৩৪
ঋদ্ধিমায়া ১৭, ১৮
ঋদ্ধিশক্তি ২৭৯

এ

একবাক্যে প্রবারণা ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২০
'একন্তলোমি' ২৫১
একশয্যা ২৫৫
একাহার ২৫৫
একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব ১৮০, ২৪৬, ২৪৭
'এরণ্ড' ২৫৬, ২৫৮, ২৫৯

ঐ

ঐহিক ২৩৩

ও

'ওবট্টিক' ৩৩৫

ঔ

ঔদ্ধত্য ২৩৭

ক

কজ্জল ২৬৭
কঞ্চুক ৪০২
'কট্টিস্স' ২৫১
কটুকরোহিণি ২৬৩

কণ্ঠচ্ছিন্ন ৪২৩
কণ্ঠস্বর ১৩৪
'কণ্ডূস' ৩৩৫
কদলীমৃগ ২৫১
কপ্পিয়কারক ২৭৪, ২৮৩, ২৮৭
কপ্পিয়ভূমি ৩১৬, ৩১৭
কমল-পাদুকা ২৪৮
কম্বল-পাদুকা ২৪৮
কম্বল ৬১
'কম্বল মদ্দন' ৩৩৫
কর্ম্মকারক ২৮৩, ২৮৪, ২৮৭
কর্ম্মবাদী ৭৬
কর্ণচ্ছিন্ন ৪২৩
কর্ণনাসিকাচ্ছিন্ন ৪২৩
কশাহত ৮১, ১০৩
কষায়জল ২৭৩
কষাটে ৩৬২
কসাইখানা ২৩৬
কানা ৪২৩
কাংস্য পাদুকা ২৪৮
কামতৃষ্ণা ১২
কামাসক্ত ৩৮৬
কায়বিজ্ঞেয়স্পর্শ ২৩৯
কায়দাহরোগ ২৮৬
কার্পাস ৩৬৮
কার্পাসবস্ত্র ৬১,১১০
কার্পাসপত্র ২৬৪
কার্ষাপণ ২৬৫
কাষ্ঠতুম্ব ২৭১
কাঁচামাংস ২৬৬
কাঁচের পাদুকা ২৪৮
কিলাস ৭৭
কুকুরের মাংস ২৯২
'কুক্কু' ৩৩৫, ৩৩৬
'কুত্তক' ৪২৩
কুমারীগোচর ৭৫,৭৬
কুম্ভকারগৃহে ৪৩৮
কুশচীর ৪০১
কুশপাত ৩৯৩
কুষ্ঠ ৭৭,১০৬,১০৮,১০৯
কৃষ্ণপক্ষে ২২৮
কৃষ্ণাঞ্জন ২৬৭
কেশকম্বল ৪০১
'কোজব' ৩৬৭
কোলম্ব ২৭৯, ২৮৪, ২৯৯
কৌশেয় ২৫১
কৌষেয়বস্ত্র ৬১
কৌসিম্ব ২৩৭
ক্রিয়াবাদী ৭৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩২০
ক্ষত্রিয়-পরিষদ ৩০২
ক্ষয়রোগ ৭৭
ক্ষয়রোগী ১০৬, ১০৮, ১০৯
ক্ষীণাস্রব ২৩৮
ক্ষীর ৩২৩
ক্ষীরোদক ৪৭৩
ক্ষুরভাণ্ড ৩২৯
ক্ষৌম ৩৬৭, ৩৬৮
ক্ষৌমবস্ত্র ৬১, ১১০
ক্ষৌরকার ৪৬৫

খ

খঞ্জ ৪২৩

খড়ম ২৪৫
খনিত্র ৩৫৫
খল ২৬৩
খারিভার ৩৫, ৩৬
খাঁড় ২৬১, ২৬২, ২৭৯, ২৮০
খোশামোদ ৪৩৮
খোস ২৬৫, ২৬৬

গ

গঙ্গার মহাক্রীড়া ২৫০
গড়ুরাকৃতি গৃহ ১৮২
গণভোজন ৩৩৪
গণনা ৩১, ৩৬
গণপূরক ১৮৭
গণিকাবৃত্তিতে নিয়োগ ৩৫৩, ৩৫৪
গণ্ড ৭৭, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ২৭৩
গণ্ডুষমাত্র ৩৫৭
গন্ধকের প্রলেপ ২৭৬
গর্দ্রভের চর্ব্বি ২৬১
গর্ভপাত ১১২
গর্ভবাস ৩১১
গলগণ্ডী ৪২৩
'গহপতিক' ৩১৭
গাভীশকটে ২৫০
গিরিমল্লিকার কষায় ২৬৪
গিরিমল্লিকা-পত্র ২৬৪
গুপ্ত ২৫৬
গুপ্তস্থানের ত্বক ২৮৮
গুহা ৩১৬, ৩১৭
গৃহপতি-পরিষদ ৩০২
গেরিমাটি ২৬৭
গোচর্ম্ম ২৫২, ২৫৩
'গোণক' ২৫১
'গোণিসাদিক' ৩১০
গোময় ২৬৬, ৩৭৫
গোমূত্র ৬১
গোষ্ঠফল ২৬৪
গোসাপের মুখের সদৃশ ২৮৭
গ্রামিক ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫
গ্রাম্যকদলী ৩২৫
গ্রীবেয় ৩৭৮

ঘ

ঘরণী ৩৫৭
ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ ২৩৯

চ

চক্ষুরোগ ২৬৬
চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ ২৩৯
চতুর্দ্দশী ২১০, ২১৯, ২২৭
চতুর্দ্বীপ প্রসারী ৩৮২
চন্দন ২৬৭
চতুরঙ্গিণী সৈন্য ৪৬৪
চতুর্বর্গ ৪১৯
চর্ব্বি ২৬১, ২৬২, ২৭৯, ২৮০, ৩২৩
চর্ম্মরোগ ২৭৬
চাতুর্ম্মাস্যের ২০৪, ২০৫, ২৩২
'চালি' ৩০৫
চিকিৎসাবিদ্যা ৩৫৫
'চিত্রক' ২৫১
'চীবর বিচারণ' ৩৩৫
চীবর-প্রতিবন্ধক ৩৫২
চূর্ণচালনী ২৬৬

চোরের উপদ্রব ১৩০

ছ

ছন্দ ১৪২
ছন্দগামী ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩
ছেদন ৩৩৫

জ

'জন্তু' ২৫৬, ২৫৮, ২৫৯
জরাদুর্ব্বল ৪২৩
জলের ভয় ১৩০
জাতিস্মর ৩
জাম ৩২৫
জালায় ১৯৮
জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস ২৩৯
জীবননাশের আশঙ্কা ১৩০, ২১৮
জীবিকাঅপরিশুদ্ধ ২২০
জুগুপ্সিত ৩৮৪, ৩৮৫
জ্ঞপ্তিচতুর্থকর্ম্ম ৫৮

ট

টাটকারক্ত ২৬৬

ড

ডাঙ্গা ৩৭৭

ত

তক্র ৩২৩
তৎপাপীয়সিককর্ম্ম ৪২৮—৪৩৩
তন্ত্রী ২৩৭
তপস্বী ৩১০, ৩১১
তর্জ্জনীয়কর্ম্ম ১৮৭, ৪২৮, ৪৫১
তরক্ষুমাংস ২৯৩
তাম্রলোহের পাদুকা ২৪৮
তালি ৩৮১
তিল ২৮৪, ২৮৫
তিলের খইল ২৭৩
তিরীটক ৪০২
তীর্থিক ৬৩, ৬৮, ৭৩—৭৬, ১০১, ১০২, ৩২০
তীর্থগুরুর ৭৫, ৭৬
তীর্থিকপ্রস্থানক ৯৬, ১০০, ১৪১, ১৭৭, ২১২, ৪০২, ৪২৩
তীর্থিকব্রত ৪০০
তীর্থিকধ্বজ ৪০১
তুলসীপত্র ২৬৪
তুলারপটি ২৭৩
'তূলিক' ২৫১
তৃণগাছি ১১১
তৃণের পঁইছা ২৭৮
তৃষ্ণাক্ষয় ২৩৮
তৈল ২৬১, ২৬২, ২৭৯, ২৮০
ত্রিকটু যবাগূ ২৮১
ত্রিকোটিপরিশুদ্ধ ৩১৪
ত্রিচীবরধারী ৩৩৩
ত্রিপরিবর্ত্ত ১৩
ত্রিবাচিক ১৮
ত্রিবাচিকা ২০
ত্রিবাক্যে প্রবারণা ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২০
ত্রিশরণাগতি ৯১

দ

দধি ৩২৩
দন্তবর্ণ ৩৭৭
'দলূহীকর্ম্ম' ৩৩৫
দশবর্গ ২৫৫, ৪১৯

দশমাংশ ৩৩১
দশবলধর ৪০
দাড়িম্ব ৩২৫
দান্ত ২৫৬
দায়ভাগ ৩৯৬
দায়পাল ৪৭২
দায়াদ ৯০, ৯১
দিব্যবিভূতি ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯
দুইঅন্ত ১২
দুঃখ আর্যাসত্য ১২, ৩০৫
দুঃখ ৩১৩, ৩২১, ৩২২, ৩২৭
দুষ্যচালনী ২৬৬
দৃষ্ট ২০৯
দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধ ২২১
দেবদত্তেরন্যায় ৯৯
দেহকুণ্ডল ৯৭
দোষগ্রস্থ ৩৬৪, ৩৬৫
দৌত্যকর্ম্ম ৪৩৮
দ্রব্যবহুল ২৭৯
দ্রোহিতা ৪৬৮
দ্বাদশাকার ১৩
দ্বিবাচিকউপাসক ৫
দ্বিবাক্যেপ্রবারণা ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২০
দ্বীপীমাংস ২৯৩
দ্বীপীরচর্ম্ম ২৫২
দ্বেষগামী ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩

ধ

ধর্ম্মকথিক ২১৭
ধর্ম্মচক্র ৮, ১০, ১৩
ধর্ম্মধর ১৪৯, ১৫০
ধর্ম্মবিরুদ্ধ ২১১
ধর্ম্মসঙ্গত ২১৬
ধর্ম্মানুকূল ২১১
ধর্ম্মান্তেবাসী ৩৫৫
ধান্যেররস ৩২৫
ধূমনেত্র ২৬৯
ধূর্ত্ত ১৪৩
ধেনু ৩২২, ৩২৩
'ধোবন' ৩৩৫
ধ্বজবদ্ধ ৮০

ন

নক্ষত্রবিদ্যা ৪৩৮
নদী-নিমিত্ত ১২১
নবনীত ২৬১, ২৬২, ২৭৯, ২৮০, ৩২৩,
নস্যকরণী ২৬৯
নক্তমালের কষায় ২৬৪
নাগসদৃশ ২৫৬
নাগ ২৮৬
নানাসংবাসক ১৭৪, ১৭৬, ৪৬১
নাপিতের কাজ ৩৩০
'নালি' ৩২৯
নাশান্তিকা ৩৩৭—৩৫১
নাসিকাচ্ছিন্ন ৪২৩
নিদান ১২৯
নিট্ঠানন্তিক ৩৩৭—৩৪০
নিবেশন ১৮৪
'নিমিত্ত' ৩৩৫, ৩৩৬
নিম্বপত্র ২৬৪
নিম্বের কষায় ২৬৪
নির্গ্রন্থ ৩১৩, ৩১৪

নিগ্রন্থশ্রাবক ৩০৮
নির্যশকর্ম্ম ৫২, ১৮৭, ৪২৮—৪৫২
নিরোধ ৩১৩, ৩২১, ৩২২, ৩২৭
নিরোধ আর্য্যসত্য ১২, ১৩, ৩০৫
দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদ
আর্য্যসত্য ১২
নিস্‌গিয় ৩৩৫, ৩৩৬
নিঃসারণ ৪২২
নিষ্পুরুষ তুর্য্যে ১৬
নুড়ি ২৬৩
নৈগম ৩৫৩, ৩৫৯
নৈতিকস্খলন ২০৯
নৈষ্ক্রম্য ২৩৮
ন্যাকড়ার পটি ২৭৩

প

'পক্কমনস্তিক' ৩৩৭, ৩৩৮
পক্কপাতার রস ৩২৫
পক্ষগণনা ১৩৬
পঞ্চবর্গ ৪১৯
'পটলিক' ২৫১
পট্টবস্ত্র ৬১, ১১০
'পটিক' ২৫১
পটোল পত্র ২৬৪
পটোলের কষায় ২৬৪
পণব ৪৬৫
পণ্ডক ৯৫, ১৪১, ১৯৪, ৪০২, ৪০৩, ৪২৩
পণ্ডকগোচর ৭৫, ৭৬
পরস্পর প্রবারণা ২১৩, ২১৪
পর্ব্ববাত ২৭২
পর্ব্বতনিমিত্ত ১২০
পর্য্যঙ্ক ২৫১
পশুর্কা ৭৯
পরিবাস ৫২, ৭৩—৭৭, ১৮৬, ২২৩, ৪২১, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩২, ৪৩৩
পরিভাষ ৪৩৯
পরিপৃচ্ছা ৫৩, ৬৬
পরিহার ৭৭
পরিব্রাজক ১১৫
পরিশুদ্ধি ১৪০, ১৪১, ১৪২
পরিস্রুত কাঁজি ২৭৬
পরিবেণ ২৮৯, ৩২৭
পরিপ্লাবিত ৩২৭
'পরিভণ্ড' ৩৩৫
পরিকথা ৩৩৫, ৩৩৬
পরিমূঢ়স্মৃতি ৪৭০
'পরিক্ষার চোল' ৩৮৯
'পল্বল' ৩০৫
পাংশুকূল ১১০, ৩৩৬, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৯০
পাংশুলিপ্ত ১৩৮
পাঠোদ্দেশ ৫৩, ৬৬
পাণ্ডুরোগ ২৭৫
পাথেয় ৩২৩
পাদকীলরোগ ২৪৪, ২৪৫
পাদচ্ছিন্ন ৪২৩
পারত্রিক ২৩৩
পারাজিক ১২৯
পারিজাতপুষ্প ৩২, ৩৩
পারিবাসিক ৪২১
পাল্কী ২৫১
পাষাণনিমিত্ত ১২০

পাহার ২৭৬
পিতৃহন্তার ৯৮, ১৪১, ১৭৭, ২১২, ৪০২, ৪২৩
'পিলোতিকা' ৩৩৬
পিশাচ ১৯২
পিষ্টক ৩২৮, ৩২৯
পিপুল ২৬৪
পুথুজ্জন ৩৮৬
'পোথক' ৪০১
প্রতিবেধ ৩০৫
প্রতিস্মারণীয়কর্ম্ম ৫২, ১৮৭, ৪২৮—৪৫৫
প্রবারণাবাহক ২১২
প্রবিবেক ২৩৮
প্রব্রাজনীয়কর্ম্ম ১৮৭, ৪২৮—৪৫৫
প্রস্রাবপাদুকা ২৪৮
প্রস্থানন্তিকা ৩৩৬
প্রতীত্যসমুৎপাদ ১, ২, ৩, ৬,
প্রাতিমোক্ষ ১১৬—১৪০, ১৪৪—১৭৭
প্রাসাদ ৩১৬, ৩৫৩, ৩৭১

ফ

ফলকচীর ৪০১
ফল্‌-তুম্ব ২৭১

ব

বক্র ৪২৩
বচ ২৬৩
বচস্থ ২৬৩
বন-নিমিত্ত ১২০
বন্যকদলী ৩২৫
,বন্ধন' ৩৩৫
বর্ব্বজ-পাদুকা ২৪৮
বর্ষাবাস ১৭৯, ১৮০, ১৮১
বর্ষোপনায়ক তিথি ১৭৯, ১৮১
বল ভাবনা ৩৮৫
বলীবর্দ্দ শকটে ২৫০
বল্কলচীর ৪০১
বল্মীক-নিমিত্ত ১২১
বহুজনাকীর্ণ ৩৫৩
বহেড়া ২৬৪
বাগীশ ৪৭১
বাতরোগ ২৭০
বানস্পতিকলবণ ২৬৫
বামন ৪২৩
'বারণ দণ্ড' ৯৩
বারান্দা ১২৩, ১২৪
বালকম্বল ৪০১
বাস্তুবিদ্যা ৪৩৮
বাহ্য পাদুকা ২৪৮
বিংশতিবর্গ ৪১৯
বিকট শব্দ ৯৭
'বিকতিক' ২৫১
বিকলক' ৩৭৪
বিটলবণ ২৬৫
বিড়ঙ্গ ২৬৪
বিধবাগোচর ৭৫
বিধিসম্মত ১৫৮, ১৫৯, ১৬০
বিধিবহির্ভূত ১৫৮, ১৫৯, ১৬০
বিনয়ধর ২১৭, ৪৫৩, ৪৫৮
বিনয়সঙ্গত ২১৬
বিনয়ানুবর্ত্তিতা ২০৯
বিনাশবাদী ৩১০

বিনা ত্রিচীবরে বিচরণ ৩৩৪
'বিন্দু' ৩৩৬
বিভঙ্গ ৪৮৪
বিভবতৃষ্ণা ১২
বিভু ৯
বিমুক্তিসুখ ১
বিমোক্ষ ১১২
বিরেচক ২৭৬, ২৮৯, ৩৬৪, ৩৬৫
বৃক্ষ-নিমিত্ত ১২০
বৃক্ষ-কোটরে ১৯৭
বৃক্ষ-বিটপে ১৯৭
বৃহৎ ভাণ্ড ৪০০
বেণারমূল ২৮১
বেত্রাহত ৪২৩
বেদান্তগ ৩
বেনামা ৩৮০
বেশ্যাগোচর ৭৫
বৈদিকমন্ত্র ৩২৬
বৈদূর্য্যপাদুকা ২৪৮
বোধিগৃহ ১৭৫
বোধ্যঙ্গ ভাবনা ৩৮৫
ব্যাঘ্রমাংস ২৯৩
ব্যাঘ্রেরচর্ম্ম ২৫২
ব্রজে ১৯৬
ব্রহ্মচর্য্য ৩৮৫
ব্রহ্মবাদ ৩
ব্রহ্মচর্য্যবাস ২৩৭, ২৩৮
ব্রাহ্মণ-পরিষদ ৩০২

ভ

ভগন্দররোগ ২৯৩, ৩৫৮
ভঙ্গবস্ত্র ৬১
ভঙ্গোদক ২৭২
ভদ্রশালবৃক্ষ ৪৭৫
ভদ্রমুস্তক ২৬৩, ২৬৭
ভবতৃষ্ণা ১২
ভবনেত্রী ৩০৫, ৩০৬
ভবাভবকথা ২৪৫, ২৪৬
ভয়গামী ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩
ভল্লুকের মাংস ২৯৩
ভাণ্ডারঘর ১৮২, ১৮৩, ৩১৬
ভাবন ৩৬৫
ভিক্ষান্নভোজী ৩৩৩
ভিক্ষুণী ১৮৫, ১৮৭, ১৯০
ভিক্ষুণীগোচর ৭৫, ৭৬
ভিক্ষুণীদূষক ৯৫, ১৪১, ১৭৭, ২১২, ৪০২, ৪২৩
ভিক্ষুশত্রু ১৪৩, ২১২
ভৃতিক ১৯১
ভেলা ৩০৫
ভোজ্যযবাগূ ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮

ম

মরিচ ২৬৪
'মজ্জরু' ২৫৬
মণি-পাদুকা ২৪৮
মৎস্যের চর্ব্বি ২৬৩
মধু ২৬১, ২৬২, ২৭৯, ২৮০, ২৮৪, ২৮৫, ৩২৫
মধুগোলক ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬
মধুক ৩২৫
মধুপিণ্ড ৪, ৫
মধ্যমপ্রতিপদ ১২
মধ্যমণ্ডল ৩৭৮

মনবিজ্ঞেয় ধর্ম্ম ২৩৯
মনুষ্যহত্যা ১১২
মনুষ্যের উপদ্রব ১৩০
'মন্থ' ৪
মলভক্ষণ ২৭৫
মলদ্বার ২৮৭
মশাল ২৪৫
'মহাস্বেদের' ২৭২
মাতঙ্গ ৪৭২
মাতৃহন্তার ৯৮, ১৪১, ১৭৭, ২১২, ৪০২, ৪২৩,
মাতৃকাধর ১৩৯, ১৪৯, ১৫০ ৪৫৬ ৪৫৮
মানত্ব ৫২, ১৮৬, ১৮৭, ৪২১, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৩
মানবেতরপ্রাণী ৪২৩
মার্গ ৩১৩, ৩২১, ৩২২, ৩২৭
মার্গ-নিমিত্ত ১২০
মিথ্যাধারণা ১১৪
মিথ্যাদৃষ্টি ১৮৬, ২২২
মূত্রস্থলীপীড়ন ২৮৮
মুঞ্জপাদুকা ২৪৮
মুর্দ্দাখানায় ১৯৮
মুর্দ্দাফরাস ১৯৮
মূলেপ্রতিকর্ষণ ৫২, ১৮৬, ৪২১ —৪৩৩
মূকবধির ৪২৩
মৃগচর্ম্ম ৪০১
মৃগয়ায় ৪৬৭
মৃণাল ২৮৬
মেষেরন্যায় ২০৯
মৈত্রীচিত্তে ৩২৭
মোহগামী ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩
'মোরগু' ২৫৮, ২৫৯
মৌনব্রত ২০৯

য

যথারুচি চীবর পরিভোগ ৩৩৪
যষ্ঠি ২৪৫
যথাবস্তু ৪৮৪
যাবজ্জীবক ৩৩১, ৩৩২
যাবকালিক ৩৩১
যামকালিক ৩৩১
যোনিশমনস্কার ২৪

র

রঙের দ্রোণি ৩৭৬
'রজনুলুঙ্ক' ৩৭৫
রক্তমোচন ২৭২
রক্তোৎপাদক ১৪১, ১৭৭, ৪০২ ৪২৩
রক্তপাতক ২১২
রসাঞ্জন ২৬৭
রাখাল ১৯৮
রাঙেরপাদুকা ২৪৮
রাজার উপদ্রব ১৩০
রিফু ৩৮১
রূপ ৮৩
রোগীপরিচারক ৩৯৮, ৪০০
রৌপ্য-পাদুকা ২৪৮

ল

লক্ষণাহত ৮১, ১০৩
লঘুচেতা ৮৭
লঘুপরিবর্ত্তনশীল ১৯৪

লিঙ্গস্তেনক ৯৬
লিখিতক ৮১, ১০৩, ৪২৩
লিপি ৮৩
লোক আখ্যায়িকা ২৪৫
লৌহতুম্ব ২৭১

শ

শঙ্কা ২
শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য্য ২৩৫, ২৩৬, ২৫৫
শত্রুর ন্যায় ২০৯
শবদেহ ৩৬৪
শবরের উপদ্রব ১২৯, ২১৬
শয্যাসন ১৯২, ১৯৭, ১৯৮
শয়নাসনভ্রষ্ট ৪৭৯
শলাকাভোজন ১১০
শলাকাবণ্টন ১৩৬
শলাকাদানি ২৬৮
শস্ত্রচিকিৎসা ২৭৩
শাক ৩২৮
শালুক ৩২৫
শিক্ষমানা ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৮, ১৯০, ৪২২
শিক্ষাপদদশটি ৯২
শিক্ষাপ্রত্যাখ্যানকারী ২১২
শিবিকা ২৫১
শিবিরে ৩২৩
শিররোগ ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৯
শিশুমারের চর্ব্বি ২৬৩
শীতভীরু ৩৭৯
শীল সম্বন্ধীয় অপরাধ ২২১
শীলব্রত ২৩৮
শ্লীপদী ৪২৩
শুক্লপক্ষে ২২৮
শূকরের পাল ১১৬
শূকরের চর্ব্বি ২৬৩
শূর্পে ৩৫৪
শোকনোদ ৩৮৫
শ্রবণান্তিকা ৩৩৭
শ্রমণ-পরিষদ ৩০২
শ্রামণের ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ২১২, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৩
শ্রামণেরী ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৯, ১৯০
শ্রুত ২০৯
শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ ২০৯

স

সংক্রমনীয়পাদুকা ২৪৮
সংবাসস্তেনক ৯৬, ১৪২
সংযতেন্দ্রিয় ২৫৬
'সউত্তরচ্ছদ' ২৫১
সকৃদাগামী ৩৮৫
সঙ্গপ্রিয়তা ৪৮
সঙ্গায়ন ২১৭
সঙ্গীতি ১১০
সঙ্ঘকর্ম্ম ১৪৩
সঙ্ঘপ্রবারণা ২১৩, ২১৪
সঙ্ঘভেদক ১৪১, ১৭৭, ২১২, ৪০২, ৪২৩, ৪৫৯, ৪৬২
সঙ্ঘভেদ ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২
সঙ্ঘভোজন ১১০

সঙ্ঘসামগ্গি ১৭৮
সঙ্ঘ-সম্মেলন ৪৮০, ৪৮১
সঙ্ঘসেবক ১৮২
সঙ্ঘাটি ৩৭৯, ৩৮১, ৩৯১
সঙ্ঘাদিশেষ ১২৯, ১৮৬
সতীর্থ ২২৩
'সত্তব্ভন্তর' সীমা ১২৭
সদণ্ডউৎপল ৩৬৫
সদ্যঃপ্রসূতা গভীর ন্যায় ৩২৭
সন্নদ্ধ ৪৬৩
সন্নিষ্ঠানন্তিক ৩৩৭—৩৫১
'সন্নিধি' ৩৩৫
সপ্তঅনীক ২৪০
সপ্তাহকালিক ৩৩১
সবনহিক ৩৩৭, ৩৪০, ৩৪৫
সমঅপরাধ ১৪৭, ১৪৮
সমগুলী ৩৩৬
সমবয়স্কের প্রবারণা ২১৭, ২১৮, ২২০
সমাধিপ্রবণ ২৩৭
সমাপনন্তিকা ৩৩৭
সমুদয়আর্য্যসত্য ১২, ৩০৫
সমুদ্রআখ্যায়িকা ২৪৫, ২৪৬
সম্প্রজন্য ৩৬৮, ৩৮৭
'সম্ভারস্বেদ' ২৭২
সমীহিত ৩২৪
সমানসংবাসক ১৭৪, ১৭৬, ৪৬১
'সম্মুতিক' ৩১৭
সম্মোহ ২৪০
সম্যকপ্রধান ২৪
সম্যক্‌বিমুক্তি ২৪০
সম্বোধি ৩
সরীসৃপের উপদ্রব ১৩০
সল্লেখ ৪৮
সহবিনাশক ৩৩৭
'সহুব্ভার' ৩৩৮, ৩৪১, ৩৪৬, ৩৫২
সাবিত্রী ৩২৬
সামুদ্রিক লবণ ২৬৫
সার্থবাহ ১৯৭
সিংহমাংস ২৯৩
সিংহের চর্ম্ম ২৫২
সিবথিক ৩৬৪
সীতা ৩১৮
সীতার মাটি ২৭৫
সীমানির্ণয় ১২০, ১২১, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮
সীমাগৃহ ১৭৫
সীমাতিক্কন্তিক ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৬, ৩৫১
সীসার পাদুকা ২৪৮
সুগত-তনয়া ৩৮৫
সৌত্রান্তিক ২১৭, ৪৫৬, ৪৫৮
স্কন্ধাবরণ ২৬৮
স্নানবস্ত্র ৩৬১
স্থালী ৩৭৫
স্থূলপশু ৩১৩, ৩১৪
স্থূলকক্ষ ৩৮৭, ৩৮৮
স্থূলকুমারী ১৯৪
স্ফটিক পাদুকা ২৪৮
স্মৃতিবিনয় ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২

স্তেয়সংবাসক ৯৬, ১৭৭, ২১২, ৪০২, ৪০৩
স্রোতাপত্তি ৩৮৫
স্রোতাঞ্জন ২৬৭
স্বত্বত্যাগ ৩৪৯
স্বর্ণপাদুকা ২৪৮
স্বর্ণ-রৌপ্য প্রতিগ্রহণ ৩২৪
স্বয়ংপাক ২৮৩
স্বাধ্যায়শব্দ ১৭৩

হ

'হত্থবট্টকে' ২৫০
হরিদ্রা ২৬৩
হরীতকী ২৬৪, ২৭৫
হর্ম্ম্য ৩৭১
হস্তচ্ছিন্ন ৪২৩
হস্তপাদচ্ছিন্ন ৪২৩
হস্তীনাগ ৪৭৫
হস্তীরাজ ৪৭৫
হস্তীবিদ্যা ৩৫৫
হস্তীমাংস ২৯১
হামাগুড়ি ২৩৬
হিঙ্গু ২৬৫
হিঙ্গুজতু ২৬৫
হিঙ্গুসিপাটিক ২৬৫
হিন্তালপাদুকা ২৪৮
হিংস্রজন্তুর উপদ্রব ১৩০
হীনস্তরে ২৩৫, ২৩৬
হীরক ৩২৪, ৩৫৬

সাঙ্কেতিক নাম

সম-পাসা	সমন্তপাসাদিকা
সার-দীপ	সারত্থদীপনী
বিম-বিনো	বিমতিবিনোদনী
সুম-বিলা	সুমঙ্গল বিলাসিনী
খু-সি	খুদ্দ সিক্খা
উ-অ	উদানট্ঠকথা
সু-বি	সুত্তবিভঙ্গ

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

✻ The Vows of Samantabhadra ✻

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

✻ The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ✻

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：MAHABARGA，戒律》

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
2,000 copies; April 2011
BA002 - 9266